# দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলী

# সূচীপত্র

# রাণা প্রতাপ সিংহ

[ সপ্তম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ]

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## উৎসর্গ

বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন,

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের গুরু,

রসিক, উদার ও ভাবুক

চিরস্মরণীয়

**স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের**

স্মৃতিস্তম্ভোপরি

**এই প্রীতিমাল্য**

সভক্তি সম্মানে

অর্পিত হইল।

# নাটকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়

## পুরুষগণ

| | |
|---|---|
| মেবারের রাণা | প্রতাপ সিংহ। |
| প্রতাপের পুত্র | অমর সিংহ। |
| প্রতাপের ভ্রাতা | শক্ত সিংহ। |
| ভারত-সম্রাট্ | আকবর সাহ। |
| আকবরের পুত্র | সেলিম। |
| আকবরের সেনাপতি | মানসিংহ। |
| আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ | মহাবৎ। |
| আকবরের সভাকবি | পৃথ্বীরাজ। |

প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি।

---

## নারীগণ

| | |
|---|---|
| প্রতাপের স্ত্রী | লক্ষ্মী। |
| প্রতাপের কন্যা | ইরা। |
| পৃথ্বীরাজের স্ত্রী | যোশী। |
| আকবরের কন্যা | মেহের উন্নিসা। |
| আকবরের ভাগিনেয়ী | দৌলৎ উন্নিসা। |
| মানসিংহের ভগিনী | রেবা। |

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

---

# প্রতাপ সিংহ

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর, সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত।

কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপ সিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট।

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কচ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হ'তে প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হ'তে প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হব না—

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাক্‌বে।

সকলে। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাক্‌বে।

[ পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া পূতবারি ছিটাইলেন। ]

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।"

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা!

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,—জানো?

[ সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপ সিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ] ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন—"প্রতাপ!"

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন।

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না!

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি—যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ—[ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ]

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির সম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদচারণ করিতে করিতে কহি-

জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—ধর্ম্মযুদ্ধ কারে বলে, শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা প্রকৃত বীরত্ব কারে বলে, শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।" পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন—"মা কালী! যেন এই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ত্ব মহৎই থাকে।—কে?"—প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কে? শক্ত সিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

শক্ত। কতক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ।

শক্ত। অঙ্ক কষ্‌ছিলাম।

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্‌ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মাচ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী-মা ঐ জিভ বার ক'রেই আছেন—মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্মূর্ত্তি! কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হ'তেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চ'লে যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তা'কে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে।—আবার এও হ'তে পারে যে, কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই তা'র মৃত্যু। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর একটা বড় "আমি," দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু প্রশ্নই তৈরি কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য্য করি। মহৎ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রাণা!"

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল, কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন, ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"জন্মভূমি? আমি তা'র কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি ব'লেই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম! জন্মভূমি? সে ত এত দিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তা'র জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যাব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি তা'র জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।"—এই বলিয়া শক্ত সিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদ নিকটস্থ হ্রদতীর।

কাল—সায়াহ্ন।

প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে

চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—"কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে', এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল, সেই রকম গরিমায় নেমে যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে! আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কম্র সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন!—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!"

ইরার মাতা লক্ষ্মী-বাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন—"ইরা!"—ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন "—কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি কর্চ্ছিস?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখি মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি। আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা তাতে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ মাখানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসী, কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!—বলিয়া একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন—"এখন ঘরে চল্ ইরা,—সন্ধ্যা হয়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

[ দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল ]

শঙ্করা—একতালা

সুখের কথা বোলো না আর,
বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো,
দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা,
সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।
দয়া ক'রে মোর ঘরে সুখ
পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে,
মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে,
সুখ চলে' যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে'
আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মী-বাই কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পভারাবনত।

ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন—"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে, সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি মধুর।"

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর ?

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে ? কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রুসিক্ত, আনতচক্ষু, বিষণ্ণবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি ? আগ্রহ হয় না কি তা'র দুঃখের কাহিনী শুন্তে ? ইচ্ছা হয় না কি তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বনে তা'র অশ্রুটি মুছে নিতে ? যুদ্ধে যে জয়ী হয়, ভাল লাগে তা'র ইতিহাস শুন্তে, না যা'র যুদ্ধে পরাজয় হয়, তা'র ইতিহাস শুন্তে ? কার প্রসঙ্গে সহানুভূতি হয়, গান উল্লাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর ? ঊষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর ? দিল্লী গিয়ে দেখে আস্তে ইচ্ছা হয় সালঙ্কারা, সৌভাগ্যগর্ব্বিতা, সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী, না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা মথুরাপুরী ? সুখে যেন মা কি একটা অহঙ্কার আছে। সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনম্র, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে, দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জন্মায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ সৃষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোক্তা। দুঃখ শিকড়ের মত মাটী থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্রপুষ্পে বিকসিত হয়ে সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে বসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটী কর্ষণ করে, সুখ রাজার মত তা'র জাত-শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয় যে, এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তা'রাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময়ে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ আসিয়া ডাকিল—"মা।"

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অমর ?"

অমর। মা, বাবা ডাক্‌ছেন।

লক্ষ্মী বলিলেন—"এই যাই" ইরাকে বলিলেন

লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন।

অমর সিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল—"আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র, তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র হয়ে লাভ কি ? তার উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, জনগণের অভাব, কেন যে কিছুই বুঝি না। ঐ কাকা আস্‌ছেন না ? 'কাকা।'"

শক্ত সিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ? অমর ?"

অমর। হাঁ কাকা! এ সময়ে আপনি এখানে ?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি। এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে এমন হ্রদ নাই ?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগছে ?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা। আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ?

শক্ত। না। তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে আগে নিরাশ্রয় ছিলেন ?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈ কি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই ?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন, আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা। ভাই ত।

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায় কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—"তা জানি না।" ভাবিলেন—"সমস্যা বটে। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল, যে শ্রেষ্ঠ, সে-ই রাজা পাবে। কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে জানে সমস্যা বটে।"

অমর। কি ভাবছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাত্রি হয়েছে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্বাটী।

কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ মাড়বার, অম্বর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী আসীন আরাম-আসনে উপবিষ্ট।

মাড়বার। পড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা। [অম্বরের দিকে চাহিয়া] অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা টবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস্ গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটির যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটির নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন।"

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেকছে বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন। সে বিষয়ে কখন কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না?

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কর্চ্ছ, ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী! সভায় কোন নূতন খবর আছে?

পৃথ্বী। এ্যাঁ—খবর আর কি—ঐ এক রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঁ। প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর সাহার সঙ্গে! তা কখন হয়, না হ'তে পারে? সম্ভব হ'লে কি আমরা কত্তাম না?

গোয়ালীয়র। হুঁ! তা'লে কি আমরা কত্তাম না?

চান্দেরী। হুঁঃ!

মাড়বার। "নব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে।" সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী।

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা!

চান্দেরী। সেও রাজাও ত ভাবি! তার প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় ক'রে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই কি?

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি।

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। সম্প্রতি তিনটে মোগল-কটক হঠাৎ আক্রমণ ক'রে নির্ম্মূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী। চল ওঠা যাক, আবার এক্ষণি ত রাজসভায় হাজিরি দিতে হবে এই বলিয়া উঠিলেন।

মাড়বার। "চল," বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও অম্বর নীরবে উঠিলেন।

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত গোঁয়ার্ত্তুমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত স্পর্দ্ধা।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত বোকামী।

তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার। এবার তৈয়ার কর্ত্তে হবে একটা কবিতা-বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে, কবিতা লিখতে বসলে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈ কি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন। আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্ পাতসাহ আকবরের সভা-কবি। আবুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর তুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশক স্বরে কহিলেন—"হায়, তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে নিয়ে অহঙ্কার!"

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট্ আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং - জানো? সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্! এ কথা বল্‌তে বাধলো না?—এ কথা বলতে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!– না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনো এক জন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হুঁ! কবিত্ব-হিসাবে একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এর বেশ এই রকম একটা উপমা দেওয়া যায় –যে বিরাট্ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে, কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, অচল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখি নি, জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জ্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন– যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। – কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্বহিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি রকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হ'তে সচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেই-ই তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিষেরও অনাটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে। যদি একটা জিনিষ কিন্‌তে ইচ্ছে হোল, যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই; মেলা ছেলেপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'চ্ছেই। এটা অসুবিধা বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না – ভালবাসে। দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে। দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে' উঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী! কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ সাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামীর হিসেবে। যার ঘর-বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা – বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ঘর-বাড়ী থাক সত্ত্বেও যে এ রকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু। মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হ'লে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চারটি চারটি করে' খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতর জন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের

সম্মানরক্ষার জন্ম একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি ?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্চ্ছে না।—ছাপিয়ে পড়ছে। যা বলেছ, আগে তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও।

যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। মাটী করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। পার্ব্বো কেন? বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চশিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকদের বেশী লেখাপড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন।
কাল—প্রভাত।

সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দূর-বিসর্পী অরণ্যের প্রতি চাহিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন "আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কর্চ্ছি আমি। এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি; গ্রামবাসীদের পর্ব্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতী জ্বাল্‌তেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধু ধু কর্চ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্চ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তৃণাবৃত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকৃত, সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবে মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা!" বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে এক জন মেষরক্ষক-সমভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপ সিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন—"কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "মেষরক্ষক! এ সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা।

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কর্লে কিংবা গো-মেষাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেষরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্ব্বেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখ্‌বে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কর্লেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী বিগ্রহের মধ্যে পড়ে' মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্য্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর

হয়েছি—মা জন্মভূমি! তোমার জন্য। তাই তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চীরধারিণী কুটীরবাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।—

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্ত সিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদ-ক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখ্‌লে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমনসংবাদ আমাকে দিয়ে-ছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র শীকার করি।

প্রতাপ। শেষ ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়। এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখ্‌বো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর।

প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন।

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর।

প্রতাপ ও শক্ত।

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্ত সিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোক্‌সানই বা কি? হদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈ ত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে! মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর।—[চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পারের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন— "এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক। নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নেও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্লে তুমি!

পুরোহিত কহিলেন—"কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ করেছি।" তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রতাপ। কি কর্লে শক্ত?

শক্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে কহিলেন- "সত্যই ত! কি কর্ল্লাম!"

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে।—এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো?

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও।—আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সংকারের ব্যবস্থা করি, পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

[ উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন ]

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ।

মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন।

( গীত )

হাম্বির—মধ্যমান।

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎমাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত-বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

( রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রবেশ করিল )

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর এ দিকে আমি তোমার জন্যে আঁতিপাতি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ও মা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'!—কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্‌শির ঘুম নেই।' "দরকার কি?" তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ও মা, বলে কি গো! আমার বিয়ে যা হবার, তা একবার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা? তা'হলে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা, তখন তোরা জন্মাসনি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছোরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির করে' বকতে হবে না। -যা বুড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে' চুমো খাবে, না বল্লে কিনা 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গা'ল দিতে হয়। হ্যাগা বাছা!-- না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চো'ক দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না। মিন্সে তখন আমারি কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'-

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুনে চাচ্ছে? --যা, বিরক্ত কবিস্‌নে বল্‌ছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ও মা সে কি গো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। তোমার মা ডাকছিল, তা শেষে বলে, কিনা, "না ডেকে কাজ নাই।" বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর-- বিকানীরের রাজা রায়সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ! ও মা, সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক যাট্‌ বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখ্‌তে মর্কটের মত, না আছে রূপ, না আছে যৈবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ও মা, বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া,-- এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি! কুরুক্ষেত্তর! এই মারে ত, এই মারে!

রেবা। এঁ্যা!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি।-- তবে-

রেবা। তবে বল্‌ছিলি যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ এক দোষ। নিজেই বক্‌বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না: তা আমি বল্‌বো কি।--তোমার মা বলে যে,--'না--এমন বুড়োর হাতে আমার সোনার মেয়েকে স'পে' দিতে পার্ব্ব না।' তা তোমার বাপ তাতে বলে 'ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছু আর মেয়েকে স'পে দিতে পার্ব্ব না।' তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মানসিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে, কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগ্‌তে কতক্ষণ! আমার মিন্সে! সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোক রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো, তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে, 'ওগো, তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে।' তার পর ভাই বামসিং পাড়ে আসে, তাকে হাত ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধ্‌ত নিচ্চয়। তার পরদিন মিন্সে এসে আমার কি সাধাসাধি! যত আদরের কথা সে জানে, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর একদিন--

রেবা। জ্বালাতন কল্লে। যা বল্‌ছি। যাবিনে?

পরিচারিকা। ও মা, যাবো কি গো! তোমাকে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইতে এলাম, তা কি ছোট লোক বলে' এমনি করে মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!--এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদিতে লাগিল।

রেবা। মাল্লাম কখন্?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারো নি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে করে' মানুষ কল্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সেও নেই, যৈবনও নেই, তা তোমাদের পক্ষে নেয়, তাড়াও! কোলে করে' মানুষ করেছি! তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি!- একদিন তোমাকে লুকিয়ে রাসলীলে দেখতে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিলো আর কি। বলে 'ওকে কি ওই

ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা।

পরিচারিকা। ওই শুন্‌লে!

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল, পরে উঠিয়া কহিল—"যাই, আমিও যাই। আর কা'র কাছে বক্‌বো।"

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান - আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ।

কাল - প্রভাত।

আকবর ও শক্ত সিংহ উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান।

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই?

শক্ত। আমি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে যেতে চাই, রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবারভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তাতে মোগলের লাভ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল ভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পার্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আসবে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি স্বর্ণ-প্রসূ। সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল; রাণা তার ফাঁসি দিয়াছেন।

আকবর। (চিন্তিতভাবে) হুঁ!—আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন?

শক্ত। আমি রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগলসেনা চালনা কর্ব্ব।

আকবর। তাতে আপনার লাভ?

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনা সাহায্য দিলে প্রতাপ সিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ আর আমি কনিষ্ঠ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমর সিংহ বলেছিল যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে কথায় সে দিন ধাঁধাঁ লাগিইছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর। "হুঁ" - এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন, পরে ডাকিলেন - "দৌবারিক!"

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্ত সিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুন্‌তে পাই যে আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপ সিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয় সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন - "কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট্‌, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য আমার হাতে বসিয়েছিলাম। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি এক দিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখ্‌লেন যে, আমি একখানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্লেন যে,

আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখন তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন।

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট্! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন;—সম্রাট্ কি ভীরু উদয় সিংহকে জানেন না? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হ'লে চিতোরের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুতের হাত হ'তে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট্?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে, বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়-পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন,—"আচ্ছা, শুনি তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন—তার পর?"

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা লন। আমি সালুম্ব্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপ সিংহ মেবারের রাণা। তিনি সালুম্ব্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এসে আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন কেন?

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হ'তে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায় কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা!—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট্! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়াছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ ক'রে যদি প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই!

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধুভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট্! তা আমার দ্বারা হবে না! তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন! কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমান জাতি, আপনাদের এ সব ফেরপেঁচ্ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী, সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না।

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে! সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময়, কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না? নইলে তিনি মোগল-সেনাপতি না হয়ে ত আমিই মোগল-সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ তার মা বাবা শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন।

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে ?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টোকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উত্‌রে যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উত্‌রে গিয়েছেন। তার উপরে—" বলিয়া শক্ত সিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন।

আকবর। তার উপরে কি ?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালক-পুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন,—একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না ?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন—"আচ্ছা, আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে। যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেবো।"

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন—আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন—"প্রতাপ সিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি। এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হ'লে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান ব্যেপে থাকতো!—এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে বিনীত অভিবাদন করিলেন।

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব। সম্রাট্ আমাকে ডেকেছেন ?

আকবর। হাঁ মহারাজ। প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহকে দেখেছেন ?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখ্‌লাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান্, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্ব জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পায় নি। তবে ধাতু খাঁটী, গড়ে' নিতে পারা যাবে।

মান। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যা'র যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, যা'র যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায় কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ ?"

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপ সিংহ এক জন মোগল-মেষরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে ?

মান। না, শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তিনটি মোগল কটক নির্ম্মূল করেছে ?

মান। সে কথা শুনেছি!

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায় ? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত ?

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে, আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আসবো, যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্ত-পাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয় যুদ্ধ হবে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়াছেন। তবে তাই হোক্। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে ?

মান। পরশ্ব প্রত্যূষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা

পুনঃপুনঃ অনুরোধ ক'রে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর-বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুতকুলে প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা! ধন্য প্রতাপ!—এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
কাল—অপরাহ্ণ।

আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন।

খাম্বাজ—খং।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজমনে মালা গাঁথি॥
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজমনে গাই গান,
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে সাথী;
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
—সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন—"মেহের, ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে, দেখ্না বেকুফ্!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখ্বো কি?—[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখ্তে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে ক'টা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাব ধরিয়া কহিলেন, "তবে শোন্। এই দেখ, প্রথমতঃ পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস; কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে মর্চ্ছে, কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার। মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরঙ্গে দিন কতক উলট-পালট খেয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের কর্ত্তে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না, এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়, এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ-মানুষগুলো বুদ্ধি শুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে' প্রেমবন্ধনে পড়ে—না পারে থৈ খেতে, না পায় হাত খুলতে—এটা একটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া দাওয়ার বিষয় ভাবতে হয় না। তবে আমি সম্রাট্ আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর একজনের পায়ে নিজেকে ছুড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি, আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ব'সে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাকলে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বসছি, উঠ্ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুলছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্তে বেশ কুমারী। কিন্তু এ দিকে শু'য়ে শু'য়ে ওমরখাইয়াম পড়ছি, চিত্র-চকোরের চেহারাটা কড়ি কাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে আল্সের ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষ মানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হ'তে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি,—"

এই বলিয়া মেহের উন্নিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠিছিস্ না কেবল বিচারই কর্চ্ছিস্? মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বল্‌তে যাবো?

দৌলৎ। বল্‌বি নে কেন? আমি তোর বোন্, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদ্দমদ্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তারি জিনিস। এ কথা তোকে খুলে বল্‌তে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরা-পাক্‌ড়া করিস্, আমার মনচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বল্‌তে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি, দেখি যদি তোর মনচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন্—আমার মনচোরের চেহারাটা কি রকম। নাক—আছে। কাণ—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাসলে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চেঁচিয়ে কাঁদলে- অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে, তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে বলে' ও ভ্রম হয় না।—আমার মনচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পার্ব্বি?

দৌলৎ। একবারে হুবহু। সত্যি কথা বল্‌তে কি মেহের তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌ছি।

মেহের। তা দেখ্। কিন্তু দেখিস্ ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্‌লেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন। সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি কর্চ্ছিস্ মেহের!

মেহের। এই দৌলত বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিস আছে, তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বল্‌তে হবে? বল্ না দৌলৎ, মুখস্থ বল্ না! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত, বল্ না। আমি কি বল্‌ছিলাম তা আমার মনেও নেই ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে, কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলৎ উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব, আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পাবে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগার কর্‌ছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়াবার জন্যে,—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম!

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম!

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস্, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই। এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে।

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট্-সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে'। ১০০ রাজপুত ৫০০ মোগল-সৈন্যের সঙ্গে লড়্‌ছে। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে তা'দের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হবে। মানসিংহ শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়, পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে', তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আসবেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো, নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাক্‌বো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা আমাদের কাছে এসে 'এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়। এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, তার পর একটা টাকার এক পিঠ নেয় এ পক্ষ, অন্য পিঠ নেয় ও পক্ষ, তার পরে এক জন সেটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—মাটীতে পড়লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্য?

মেহের। একটা হাক ডাক কর্ত্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত এই তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না—কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈ কি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌বো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈ কি!

সেলিম। আচ্ছা, আলবৎ দেখ্‌বে। আমি বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। দেখ, যুদ্ধ করি কি না—

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি ছামাক যে, তাতে ঘা' পড়লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া—"সম্রাট্ আস্‌ছেন!"—বলিয়া চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ?

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারি ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট্ কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না কি।

দৌলৎ। "না আমি যাই"—এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মেহের। দৌলৎ সম্রাট্‌কে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট্। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট্ আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

"মেহের এখানে একেলা বসে?"

মেহের সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—"হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আস্‌ছেন শুনে দৌড়্।"

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি। সম্রাট্‌কে শত্রুরা ভয় করে করুক, আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের মতই দেখতে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। কেন? মান্য কর্ব্ব না!—বাবা! একে বাপ, তাতে বয়সে বড়!

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি আমায় ভয় কর্ব্বি, তা'হলে আমায় ভালবাস্‌বে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে।

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হবে। মানসিংহ চিরকাল থাকবে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানো না কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সে কি! মেয়েরা যুদ্ধে যাবে কি?

মেহের। কেন, মেয়েরা কি মানুষ নয়, যে চিরকালটা চারিবন্ধ হয়ে থাকবে? তাদের সখ নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন হ'তে পারে?

মেহের। খুব হ'তে পারে। শুধু হ'তে পারে না, তাই হ'বে। ছেলে বাপের আবদার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আবদার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আবদার কল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় ক'রে এসে বল্লেন, 'মেহের হিন্দু-শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্ দেখি, যাতে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের কথা বল্লাম, দ্রোণ-বধ করবার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তা কি হয়?

মেহের। হয় কি না, দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন না। পরে বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন।

---

## অষ্টম দৃশ্য

স্থান।—উদয়-সাগর-হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন।

একদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণ—মানা, গোবিন্দ সিংহ, রাম সিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী ভীম সা সমবেত; অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান।

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্বো। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপ সিংহের আতিথ্যগ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদ-লেহী।

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধর্‌বেন না মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌বেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি, সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। তবে আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি, এ কথা

স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মানসিংহ। শক্তির স্বত্বে। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ একবৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হ'তে পুত্রে বর্ত্তে, সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চলে' আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা নিষ্ফল। প্রভূত বল ও অপরিমিত শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে রক্তপাত করায় ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ ক'রে যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না ক'রে কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে। এই রকম মূঢ় হয়েই সাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না। জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে, যা মানসিংহের সম্রাট-পদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা- ধিক্!

এই সময়ে অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন- 'মহারাজ মানসিংহ! পিতা বলেন-- আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।"

মানসিংহ। প্রতাপ সিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ, আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুঝেছি অমর সিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বলবে যে, এতদিন তাঁর সম্মানরক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি, তাঁকে বোলো যে, আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন "মহারাজ মানসিংহ! উত্তম! তাই হোক। প্রতাপ সিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি, নহিলে, এখানেই স্থির হয়ে যেত যে, কে বড় সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপ সিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।"

মানসিংহ। উত্তম! তবে তাই হোক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হবে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা যে, যুদ্ধে যাই হয়- জয় কি পরাজয় মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা যে, চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

[ যবনিকা পতন ]

# দ্বিতীয় অঙ্ক

--:০:--

## প্রথম দৃশ্য

স্থান --পৃথ্বীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল- -রাত্রি।

পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ-শয়ন পৃথ্বীরাজ, সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা।

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে-- প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে, একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট্।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য। কি মহৎ ভাব! আমি ভাবছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাটকে বড় কর্ব্বো না? তিনি হলেন সম্রাট্, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা খাই। এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে' কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব।

যোশী। কলিকালই বটে! নহিলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে! নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ, রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজা মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর। নহিলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট্ আকবরের স্তাবক! হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক যে, হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী-- হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] ঠিক! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু। ঠিক!—হুঁ- -ঠিক---এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বদ্ধ-করযুগ পৃথ্বী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।' এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায় যে, মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ। বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে- সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী। বড় সুন্দর ব্যবসা! উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে' দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে, কি বাস্তব জগতে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে-- সব জায়গায় -বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,— যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে? উপমায় 'উপমা কালিদাসস্য।' উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম, - প্রণাম, কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম! হাঁ যোশী, আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সম্ভাবর্ণনা, শোননি, শোন

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো।

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন--"কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে বঁটিটা নিয়ে এসে এই গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী!"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি। তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব জন্ম ব্যয় করে' দিলে! লজ্জাও করে না।

পৃথ্বী। পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, —"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" -এও সেই কালিদাস বলে' গিয়েছেন। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ --কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভালবাসে, কেউ

বা তা শুনতে ভালবাসে। কেউ বা রাঁধতে ভালবাসে, কেউ বা খেতে ভালবাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভালবাসে, আমি কবিতা লিখতে ভাল বাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে, আমি মসী ধরেছি।

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! এ কার্য্যময় সংসারে এসে অসার কথার অসারত্বের মিল খুঁজে খুঁজে জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছো?

পৃথ্বী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ যে পথের পথিক, আমিও যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

পৃথ্বী। বুঝেছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে' যাতে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর। যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্তহস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও, পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়ারতুমি করে', একটা আদর্শ খাড়া করে' অনর্থক যত ক্ষত্রিয় পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও।" এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাটের গিরিসঙ্কট, সেলিমের শিবির। কাল—প্রাতঃ।

সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন।

মেহের। কৈ, সেলিম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। ব্যস্। আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব।

দৌলৎ। তুই যে আজ চটিছিস্ দেখছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুনছি। না! আমার পোষালো না। আমি আর এ রকম নিশ্চিন্ত উদাসীন-ভাবে থাকতে চাই না। আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্টিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আজই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝতে পার্ল্লাম না। তাড়াতাড়ি এলি যুদ্ধ দেখ্‌তে, এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্ চলে' যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনর দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি হয়ে বসে' রয়েছে, আর চোখ রাঙাচ্ছে। একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাকতে পারে না। ঐ শোন—ঐ সেই ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাকতে পার্ব্বো না। আমি এখন চলে' যাবো।—এই যে সেলিম আসছে।

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এ কি! তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?

দৌলৎ। দাদা, মেহের ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। [উঠিয়া] কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুতসৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল সৈন্য, সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক ডাক দিচ্ছে বটে, কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজছে বাদ্যি। এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়। যুদ্ধ হবে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি, তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ'তাম—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও। তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হয়ে এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে' গিছি! আমাকে

বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাক্‌বো না।

সেলিম। তা কেমন করে' হবে। আগ্রায় অগ্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্‌, বাঁকাই হোক্‌, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে ত দাও নহিলে আমি রসাতল কর্ব্বো [ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন]।

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে?

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্মহত্যা কর্ব্ব, আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা। পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—'আর আমি একদিনও এখানে থাকছিনে।"

সেলিম। তখন ত আসবার জন্য একবারে পাগল। স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা!—তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যে টুকু বাকি রেখেছিলাম। সেটুকু এখন কচ্ছি! এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।—"আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে, তাও তোমাদের নেই। —এই পায়ে ধচ্ছি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।"

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্যি মেয়ে! ভাগ্যিস্‌ তুই মাত্র ছোট বোন্‌,—তাতেই এই আব্‌দার!—এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছিস্‌।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে?

এই সময়ে "সেলিম, সেলিম" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্ত সিংহ শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া—"ওঃ—মাফ কর্ব্বেন!" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। দিব্য চেহারা,—না?

দৌলৎ। হাঁ—না—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শুনেছি শক্তসিংহ খুব বিদ্বান্‌, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে এমন চট্‌ করে' চলে' গেলেন! থাকলে, একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনানামি এখানে নাই বা কর্ল্লাম। আর সত্যি কথা বলতে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অমনি ক্ষয়ে গেল। চল নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাব্‌ছিস্‌?—আয়!— এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল মধ্যাহ্ন।
সেলিম ও মহাবৎ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া
গল্প করিতেছিলেন।

সেলিম। মহাবৎ খাঁ! প্রতাপ সিংহের সৈন্যসংখ্যা কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হবে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? [পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে] আর কিছু না হোক, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুষটাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সৈন্যের পিছনে থাকে না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। [পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া] দেখ্‌ব—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবারসৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ।

তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুনতে শুনতে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্ট-দেবতা, যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হ'তে আরাকান, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট্ তা' জানেন। আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি। শুনতে শুনতে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময়ে মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মান। বন্দেগি যুবরাজ! বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দু'দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন—"তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?"

মান। দুঃসাধ্য নয়,—অসাধ্য! রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো।

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে' থাকবো?

মান। যত দিন পারি। দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি!

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্বো!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও!

সেলিম। তা হ'তে পারে না। মহাবৎ, সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি।

সেলিম। আর আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষি-গোপাল হয়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সম্রাটের নামস্বরূপ, ফার্ম্মানস্বরূপ, চিহ্নস্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখ্‌তো!

সেলিম। এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ! এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন।

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি জানেন, সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটের কাছে দিব।—মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গম্ভীর দেখিয়া বাক্য-ব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ "বন্দেগি যুবরাজ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হোক্, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো!—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা!—এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান সমরাঙ্গন।—শক্তসিংহের শিবির।

কাল—অপরাহ্ন।

শক্ত একাকী দণ্ডায়মান।

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানের রক্তে বিরঞ্জিত হবে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা' ফিরে পাবে। ব্যস! শোধবোধ।— আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে। মেবার ছারখার কর্ব্বো ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্ব্বো। এই মাত্র, আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শুধু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এসেছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার— আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্বো। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারি না, তাই মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে, অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই। বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, "কে?"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, — "আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে!

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন— "হাঁ, আমি প্রতাপ সিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।— আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তা হ'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন।

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক্ হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাব্‌ছি।

মেহের। "তা বেশ ভাবুন না? আমিও ভাবি।"— এই বলিয়া মেহের বসিলেন।

শক্ত সিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন- "আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?"

মেহের। পারেন বৈ কি, খুব পারেন। আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি!

শক্ত। মুস্কিল! কি মুস্কিল?

মেহের। মহামুস্কিল। সেলিম আমার ভাই হন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উন্নিসা যুদ্ধ দেখতে এসেছি, তাও হয় ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে, কিন্তু, কৈ, যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে' বসে' কি করি বলুন দেখি? দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প কর্চ্ছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে পড়্‌লো!- বাবা, কি ঘুম! এই গোলযোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে!— আমি এখন একা কি করি! দেখলাম—আপনিও এখানে একা ব'সে। তা' ভাবলাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান্ লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা। -তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই। —সে যাহোক, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিমই বা কি বল্‌বেন, সম্রাট্ আকবরই বা কি বল্‌বেন?

মেহের। সম্রাট্ আকবর কিছু বল্‌বেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই

আইন কানুন। আর সেলিম! সেলিম বল্‌বেন আর কি? আমি তাঁর বোন্‌। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হয়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শুনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না।—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য?

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাকতেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আস্‌তেন, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে! তবে বিবাহ করা একটা প্রথা অনেকদিন থেকে চলে' আস্‌ছে মেনে চল্‌তে হয়। আচ্ছা, প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্ত্তা কি ধরণের? শুন্তে বড় কৌতূহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন, "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে," আর উনি বল্লেন যে, "নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না দেখে আমি ম'লাম"। সব দু'দিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনাশুনা ছিল না,—দু'তিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল, যে পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাচেন না!

শক্ত। আপনি দেখ্‌ছি কখন প্রেমে পড়েন নি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমায় সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারাখানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হইলেই গন্ধর্ব্বকুমার, আর নায়িকা হইলেই অপ্সরা হতেই হ'বে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়! ভ্রূদুটো—শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো, তা আমার ভ্রূদুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানাটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা' আমার নাক চেপ্টা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দু'জনার নাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখতে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন্ দৌলৎ উন্নিসা দেখতে খুব ভালো! আমি দেখ্‌তে যা খারাপ, সে তা পুষিয়ে নিয়েছে! তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি।—কিন্তু সে ত দিবারাত্রি কিছু আয়না সাম্‌নে ধ'রে রাখতে পারে না!—

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপ সিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনী-বেশে! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

ইরা বলিলেন "না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা! আমি আপনাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি, পিতৃব্য!"—মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন,—"ইনি কে?"

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা। [স্বগত] এ বড় আশ্চর্য্য যে আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজ-পুতরাজের কন্যা অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধো-পরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন—"তুমি প্রতাপ সিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্ আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এ রকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার

সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! তাই এবার নাছোড়বান্দা হয়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোন্‌ও এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা কি ঘুম! আমি চিমটি কেটেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পাল্লাম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে? তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বলবার আছে।

মেহের। বল না। আমি এখানে আছি ব'লে, কিছু মনে করো না ইরা। তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা বল্‌বে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্‌বো, কাউকে বল্‌বো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না। আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব। নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না? খাসা নাম! আর চেহারা খানা নিখুঁত! নৈ কে, কথাবার্ত্তা চলুক না। চুপ করে' রৈলে যে? আচ্ছা বেশ, তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুসী হ'বে। এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে! তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে?

ইরা। নিরাপদে আসবার জন্যই এ সন্ন্যাসিনী বেশ পরিছি।

শক্ত। প্রতাপ সিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপ সিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কর্চ্ছেন?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কর্চ্ছেন, কখন সামন্তদের উত্তেজিত কর্চ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু' তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন। পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভর্ৎসনা কর্চ্ছেন, কখন বা বল্‌ছেন 'ভয় নাই'! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হ'লে!"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনতমুখে ডাকিলেন—"পিতৃব্য!"

শক্ত। ইরা।

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি বাবার ভাই, তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনেছি সেই ব্রহ্মহত্যা!—যে দেশকে উচ্ছিন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল! আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ করে' আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর।

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধই করে' থাকে পিতৃব্য, পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ উপন্যাসেই আছে?

চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা, যে তাকে চরণে দল্‌ছে, চষ্‌ছে, সে প্রতিদানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কর্চ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গর্জ্জন করে কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হয়ে আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে। পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা, পৃথিবীতে ক্ষমা আছে, কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইচি।

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সূচিত করে, যা'র জন্য সে দিন সে রক্তপাত হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তা'র পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পরে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয় সিংহ যা করেছিলেন, তা'র জন্য কৈফিয়ত দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয় আবার সেই আশ্রয় হ'তে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে' রাখ্‌তে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন। ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিবেন, "সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্চ্ছিনে!" কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"ইরা! আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনে! ভেবে দেখ্‌বো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিষ বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে। প্রতিশোধ উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে' থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উজ্জ্বল কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগল সৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপ সিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হতে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি।

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপ সিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, দেশের বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন—"ইরা, তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বল্‌ছো। আমি ভেবে দেখ্‌বো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তা'র যথাসাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইচি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্ব্বদা অনুরোধ করি। তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে,—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে,' যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত, মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক, আমারই ভুল! প্রতিশ্রুত হচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী, কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

[ ইরা চলিয়া গেলেন ]

শক্ত। আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!

তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে!

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যবহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন।

মেহের। ইবা কোথায়?

শক্ত। চলে' গেছে।

মেহের। চলে' গেছে! বাঃ এ ভারি অন্যায়! মহাশয়! আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আন্তে গেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন? এ কি রকম ভদ্রতা!

শক্ত। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী?

মেহের। হাঁ, ইনি আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল্‌ত বোন্!

দৌলৎ। যাও—এই বলিয়া ঘোমটা দ্বিগুণিত করিলেন।

মেহের। খোল্ না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোলাপটি নয় যে, যে দেখ্‌বে সে তুলে নিয়ে টপ করে' গালে ফেলে দেবে।—খোল্ না ভাই, খলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্ যে তার একটু খয়ে' গিয়েছে, তা'হলে আমাকে বকিস্।—খোল্ না। সবলে দৌলৎএর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন—"এইবার ভাল করে' দেখুন,—দেখ্‌ছেন! সুন্দরী কি না?"

শক্ত। সুন্দরী বটে! এত রূপ আমি দেখিনি। কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানি না।

মেহের। আমি কর্চ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপকলিকার মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয়-হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

মেহের কহিলেন—'মুখ চেপে ধরিস্ কিনা? ছাড়্, হাঁফ লাগে।" পরে শক্তকে কহিলেন—"কি বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এমন এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি, যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারেননি।"

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে বিধাতা এ মুখখানি এর চেয়ে ভালো কর্ত্তে গিয়ে, যদি কোন জায়গায় বদ্‌লাতেন ত খারাপই হোত, ভালো হোত না!—ও কিলা! একদৃষ্টে ওঁর মুখপানে হাঁ করে' চেয়ে রইছিস্ যে! শেষে শক্ত সিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়্‌লি নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে' চেয়ে থাকা, চোখোচোখি হলেই চোখ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যার কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা "যাঃ"—এ সব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু! ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল!—তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা রাজপুত, তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ। যাঃ!—বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈষৎ তর্দাভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন—"হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয়, এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে লেখে না। দেখ্‌বেন সাবধান! এমন কাজটি কর্ব্বেন না।"—এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়,—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর একজন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা, দণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখ্‌বার জিনিস বটে। এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী—আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট ; প্রতাপের শিবির।
কাল—মধ্যরাত্রি।

শিবিরবাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপ সিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুষ্কস্বরে কহিলেন—"মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কর্চ্ছেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্চ্ছি।—আমি আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ—এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত-সৈন্য।—তার উপর মোগল-সৈন্যের কামান আছে, আমার কামান নাই।—হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।" এই বলিয়া ক্ষিপ্র পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"রাণার জয় হোক্।"

প্রতাপ। কে? গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ!

গোবিন্দ। মোগল সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্ত সিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন। মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রতাপ। শক্ত সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যচালনাসম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত-সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তাঁর প্রতিরোধ করেন। পরে 'শক্ত সিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরে কহিলেন—"গোবিন্দ সিংহ! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যূষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।"

[ গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন ]

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন "শক্ত সিংহ! শক্ত সিংহ! হাঁ শক্ত সিংহই বটে। জ্যোতিষী গণনা মনে আছে, যে শক্ত সিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি আশা নাই! সেই গণনাই ফল্‌বে।—হোক্! তাই হোক! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্তে পার্ব্বো।"

( পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন )

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর! এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত। এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্‌ছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আস্‌ছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ! সে ত ক্ষত্রিয়দের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাটলিপি! যা ভবিতব্য তা হবেই। জীবন মরণ! সেও ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যূষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পাচ্ছি না।

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি। প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না। জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!– এসে ঘুমাবে এস।

( উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান–রমণীশিবিরবহির্দ্দেশ। কাল– মধ্যরাত্রি।

মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন,–

ভীমপল শ্রী– মধ্যমান।

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই –
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

(এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন)

দৌলৎ। মেহের, এত রাত্রে তুই জেগে!

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না।

দৌলৎ: কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখ্‌ছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দৌলৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্ব্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!– তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও। উভয়েই জেগে,– তুইও আমিও। কারণ এক– ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না! তারও একই কারণ– সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ?

মেহের। বল্‌ছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই?

দৌলৎ। বল্ না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়-বান্দা! পরক করে' দেখ্‌ছিস্ টের পেইছি কি না? টের পেইছি রে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমুচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখ্‌ছিস্?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শুন্তে চাইনে।

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শুন্তে চাইনে!

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বল্‌বোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুন্তেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মেহের। তবে শুন্‌বি নে?—তবে শুনিস্ নে।—আঃ [ হাই তুলিয়া ] ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাইগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্! বলে' যা।

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি যে শুন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্! আমি পরক কর্চ্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরক কর্চ্ছিলাম।

দৌলৎ। কি?

মেহের। যে যা অনুমান করেছি তা ঠিক কি না!—তা দেখ্‌লাম ঠিক্। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনার চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ

দেখিনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস্ কেন? আমি ত তোর শক্ত সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিল।

মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কহিলেন—"বল, ঠিক রোগ ধরেছি কি না?—মুখ নীচু করে' রইলি যে!"

দৌলৎ। যাও!

মেহের। বেশ যাচ্ছি! বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

দৌলৎ। যাচ্ছিস্ কোথায় ভাই!—শোন্।

মেহের ফিরিয়া কহিলেন—কি! যা বল্বি বল্ না। চুপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।"

দৌলৎ। হাঁ বোন্! এ কি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের! মুখটি ফুটে বল্তে পারিস্‌নে? আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক। দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন'

মেহের। কেমন করে' জান্‌লি যে তিনি স্বীকার নন?

দৌলৎ। তিনি গর্ব্বী রাজপুত রাণা উদয়-সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গর্ব্বী মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিস্ কৈ?

দৌলৎ। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। 'একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌লে হয়'—এই কথা ত! আচ্ছা ধর, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভাল হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুক্‌গে ছাই। আচ্ছা দেখি, ঘটকালি বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ টোধ আমার কিছু হয় না! আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ পূরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য কথা বল্‌তে—কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কৌতূহল গোড়াগুড়িই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্ত সিংহের প্রথম দেখা আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কর্ল্লে আমার কি রকম বেখাপ্পা ঠেক্‌ছে—কাঠামটা খাড়া করেছি, এখন মাটী দিয়ে গড়ে' না তুল্লে এতখানি পরিশ্রম বৃথা যায়। আমি বলিছি, মেহের যা করে অর্দ্ধেক করে ফেলে রাখে না, শেষ করে' তবে ছাড়ে! এখন চল্ দেখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্ ভাই তোকে আর কি বল্‌বো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি যাচ্ছি'।

[ দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন।

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুর্ণাক্ষরেও জান্তে না পাবে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। তা'হলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল প্রভাত।

প্রতাপ সিংহ ও সমবেত রাজপুত সর্দ্দারগণ।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে।—বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক্ রাজপুত-সৈন্য অল্প; তাদের বাহুতে শক্তি আছে।—বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ-শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার

শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদের দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুল-দেবতারা। যুদ্ধে জয় হৌক্, পরাজয় হৌক্, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাকবে, এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবে, এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগল-সিংহাসনখানি বিকম্পিত কর্ব্বে!—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্ আকবর—যাঁর পুত্র আজ সমরাঙ্গনে, যাঁর সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

প্রতাপ। রাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে, তোমরা বেদনোর পতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীরপুত্তের বংশে তোমার জন্ম—ষোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধ করেছিল। দেখো যেন তাদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিং! চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করে' ছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল। দামামা বাজিল।

### দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।

সেলিম ও মহাবৎ।

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপ সিংহকে চিন্তে পার্চ্ছেন?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তারি নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ—প্রভাত সূর্য্য-কিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে, পার্শ্বে শাণিত ভল্ল!—ঐ প্রতাপ!

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপ সিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ!

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মুখে! কি দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায়, ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল-সৈন্যদের! তা'রা এখনও প্রস্তরখণ্ডের মত নিশ্চল! আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা।—আমি বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা!—মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চসহস্র পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ, তুমিও আমার অবাধ্য! যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেলিম। মানসিংহের স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষ-দিগের মধ্যে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক জন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা, আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চায় না।—গর্ব্বিত মানসিংহ! তোমার শির বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক্। তোমার এই স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

### দৃশ্যান্তর (২)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ।

অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ।

প্রতাপ। কৈ! মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে রাণা বলে' জাস্তে পাচ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেরে আপনার দিকেই ধেয়ে আস্‌ছে।

প্রতাপ। আসুক! প্রতাপ সিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক,—যে আমি প্রতাপ সিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

রোহিদাস। হাঁ রাণা।

(উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন)

সেলিম। তুমি প্রতাপ সিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ সিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর।

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয় যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

"কে—কুলাঙ্গার মহাবৎ?"—এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন।

"হাঁ প্রতাপ!"—এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন, এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই। আপনি ফিরে যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে, আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি মর্ত্তে জানি না? আসুক শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপ সিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপ সিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সসৈন্যে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিলেন।

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—উঠিয়া কহিলেন—"দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আস্‌ছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ?—পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া "অশ্ব কৈ?" এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগল-সেনানীবন্যার গতিরোধ করে। রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

---

## অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্ত সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

একাকী শক্ত।

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল—বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন!—উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল-সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে' আস্‌ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে' ইচ্ছা হচ্ছে।—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্বকাহিনী শুনছি, আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত

হচ্ছে। সে প্রতাপ রাজপুত, সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর মেবাররাজ্য মোগল-সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্‌ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুইয়ে পড়ছে। আমিই এই মোগলবাহিনী এই চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি।

( এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন )

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্ত সিংহ! এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ! এতদিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্ত সিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়। নহিলে যুদ্ধের সময় শক্ত সিংহ শিবিরে বসে' থাকত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই। তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কি না একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?—এই বলিয়া শক্ত সিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।

মহাবৎও "প্রস্তুত আছি কাফের" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।

ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল—"প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।"

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপ সিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আসছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?-এই বলিয়া শক্ত সিংহ অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্ত সিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপ সিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধি-নির্ব্বন্ধ! প্রতাপ সিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপ সিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে।—এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## নবম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা।

মৃতঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া
প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য রণশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও, বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে, আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাকলে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

( এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি
প্রবেশ করিল। )

খোরাসান। এই সে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনও! যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপ সিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্মসমর্পণ কর। তলওয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

"তবে মর।"—এই বলিয়া শক্ত সিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপাতিত করিলেন।

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপ সিংহ এক রকম নিরাপদ।—দাদা! দাদা!—অসাড়!—ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।—এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপ সিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"দাদা! দাদা! দাদা!

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই।—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত। আমাকে মেরে ফেলে তার পরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মুনিব আকবরকে উপহার দিও। শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমর-ক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এসেছে। তা'কে কোন-রূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সমরে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী ক'রে সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে, আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'! আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দেও, দাদা।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুত-কুলের গৌরব, প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এত দিন তা বুঝিনি। এক দিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সে দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র, তুমি বীর, আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি। কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুলপ্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে রক্ষা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

[ যবনিকা পতন ]

# তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।

সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার, চান্দেরীপতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্ত সিংহ! সত্য বল! প্রতাপ সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী?—সেলিম!—তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে। প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি। এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও। তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তাঁর ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন।

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাসিলেন।

অম্বর। শক্ত সিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয় নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবেছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকাসম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর; সোজা উত্তর দেবো। এইসব পরভুক্ বাক্‌পারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগলসৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য!

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাসিলেন।

শক্ত। জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধশ্রান্ত ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্ত্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্চ্ছ?

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্ছ যুবরাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কর্‌লাম! আমাকে কি সম্রাট্ বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম, এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ত্তে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হয়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা।

মাড়বারপতি নির্ব্বিকারভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অম্বর। যে প্রতাপ সিংহ পর্ব্বত-দস্যু রাজ-বিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বল্‌তে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবরসাহ চিতোরের ন্যায্য অধিকারী! কিংবা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতিপ্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

সেলিম। তুমি তবে সম্রাট্‌কে কি বল্‌তে চাও?

শক্ত। আমি বল্‌তে চাই যে, সম্রাট্ ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন।

সেলিম। হুঁ - প্রহরী! শক্ত সিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল।

সেলিম। শক্ত সিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই! আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তা'হলে মিথ্যা বল্‌তাম, সত্য বল্‌তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম ত, স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে ফিরে আস্‌তাম না। যখন সত্য কথা বল্‌তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো! —মোগলের সঙ্গে অনেকদিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন, কপট রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্ত-পিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক-ভাব প্রকাশ করিলেন।

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুক্কুর। চোর বাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত!—[পদাঘাত করিলেন]—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন। প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলৎ উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।
মেহের ও দৌলৎ সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন।

বারোয়াঁ—ভরতঙ্গা।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল না কি হয়েছে?"

মেহের। গুরুতর!—'প্রেমের সুখ যে সখি'।—

দৌলৎ। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—'পলকে ফুরায়'।

দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। 'প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়!'

দৌলৎ। যাঃ, আমি শুনতে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!—

দৌলৎ। না, আমি শুনতে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্ত সিং কি কর্ব্বে বল।

(দৌলৎ উন্নিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন।)

মেহের। কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।

দৌলৎ। মেহের!—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে —বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি!

দৌলৎ। মেহের, কি বলছিস্?

মেহের। কি আর বল্‌বো! লড়াই ফতে করে' এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব'ড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলে।

দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্ত সিংহের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে।

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলৎ। না, তামাসা।

মেহের। ভালো! তামাসা! কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তত তামাসার মত ঠেকছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে?

মেহের। খবচেব হিসাবে! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল করেছিলেন!

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ!

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর এক জন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষুঃ স্থির আর কি!— কি! তুই যে চা-খড়ির মত সাদা হয়ে গেলি।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস্ বোন্! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তা' হলে এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কর্চ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তার আর অত জাঁক কেন! ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে— অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ কর্ব্বার আগে। আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সে ত অনেকেই করে' থাকে।

দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই?

মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলৎ! যদি আত্মহত্যা করিসই, তা'হলে এমন ভাবে করিস্ যাতে একটা নাম থেকে যায়।"

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেটমোড়া কামরায় মখমলমোড়া গদিতে হেলান দিয়ে বস্। সামনে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রুপোর পেয়ালা—সেটা বেনাবসি কাজ করা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস্? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা! একটুমাত্র ঠেকাবি —যাতে চিবুকটা উঁচু কর্ত্তে না হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্ত সিংহকে উদ্দেশ করে' একটা গান গাইবি – রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' যা, সেই ভাবেই—ঢং বদ্‌লাস্ নে'। তা' হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে, ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখ্‌বার একটা বিষয় হবে।

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা করবার এর চেয়ে সুবিধা কখন হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল —কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বক্ষরস

হ্রদে নৌকা-বক্ষে নয়—দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধ-ক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সে-ই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম,—একেবারে না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তা'র বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি, ত কিসে কর্ব্ব!

দৌলৎ। মেহের! সত্যই কি এর উপায় নাই? তুই কি কিছুই কর্ত্তে পারিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উঁহুঃ।—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্ত্তে হবে বল। মানুষ যা কর্ত্তে পাবে, আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড়্ যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম! হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি সেলিমকে বলি যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না, এর এক বিষমন্ত্র আছে, আর সে মন্ত্র এক শক্ত সিংহই জানে। ডাক্ শক্ত সিংকে। শক্ত সিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন্ দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিস্‌নে। থাম্! দৌলৎ! বোন্, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিস্‌নে। ভয় কি! আমি শক্তকে বাঁচাবো! তা যদি না পার্ত্তাম, তা'হলে কি তা'র প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পার্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন্, দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুদ্ধ বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্‌ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস্ নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদগদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎ উন্নিসা! জানিস্ না বোন্, আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি! হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব;—নিজের সুখের জন্য নয়, অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান্।—বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলক্ষিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"মেহের উন্নিসা!"

মেহের। কে? সেলিম!

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা! দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আস্‌ছে।—সেলিম! তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল,—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম! তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' একজনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি! আমি বিচার করে' তা'র প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার! বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদসাহের পুত্র। আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদসাহের কন্যা. তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দাও।

সেলিম। তোমার কথায়?

মেহের। হাঁ। আমার কথায়।

( সেলিম উচ্চ হাস্য করিলেন )

মেহের। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে--

সেলিম। নহিলে?

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মুক্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্ত সিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না-বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষ হয়ে--

মেহের। সেলিম! এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত। শক্ত সিংহ যদি তা'র ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কত্ত, তুমি বোধ হয় তাকে প্রশংসা কত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম। —সেলিম! সংসারে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতি-হিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিলেন, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ মেঘ ক্ষণিকের, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র, সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট, কুৎসিত বটে, তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম! চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কত্তে চাইনে। তুমি শক্ত সিংহের পক্ষ নেবে, এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা।

সেলিম। মিথ্যা কথা?--তুমি নিভৃতে তা'র শিবিরে গিয়ে তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?

মেহের। করি না করি, সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয়?

মেহের। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না!

সেলিম। না! তোমার যা ইচ্ছা তা কর--

( এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন )

সেলিম চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে একটু হাসিলেন, পরে কহিলেন--"সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কত্তে হবে! ভেবেছো পার্ব্বো না-- দেখ পারি কি না?"--বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান--কারাগার। কাল--শেষ রাত্রি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্ত সিংহ উপবিষ্ট।

শক্ত। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আসছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই পেশল সুগৌর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্তে পাবে! আমিই

দেখ্‌তে পাব না। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম! আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে' এর মীমাংসা পাইনি। কে আমি! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম! কা'ল কোথায় থাক্‌বো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

(হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন)

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা! সম্রাট্ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে? কেন? আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে কহিলেন—'সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিছু না। পুরানো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠে, রাত্রিকালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইৎ পুরানো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নূতন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এত দিন দেখা গেল। নেহাইৎ অসার। দেখা যাক্ মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখ্‌ছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্‌বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাস্‌তে শিখি নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি। [স্বগত] তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হ'তে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন- "হাঁ, চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হ'লে আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে' দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন —'প্রহরী!" প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন— শৃঙ্খল খোল।"

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরক হার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন -'এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না। যাও।' প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি- আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের ভাবিলেন 'বলিতে না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হ'য়ে যাক না। পরে শক্তকে কহিলেন তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে —সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।- অপলাপ কর্চ্ছেন কেন?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।— রাত্রি প্রভাত হয়ে আস্‌ছে,—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন —কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ !—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও করেন নি ?

শক্ত। সে আসুরিক বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে। —আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'রা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে ?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদি! যে সমাজ মানে না, তা'র কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি!

মেহের। তবে আপনি স্বীকার ?

শক্ত ভাবিলেন, "মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয় নাই।—দেখা যাক্।"

মেহের। কি বলেন ? স্বীকার ?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী ?

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী।"

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্ত সিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—(যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন)—"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁসে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটী। কাল—রাত্রি।

যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মানা।

যোশী। যাক্ নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জল্‌ছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপ সিংহ আজ মেবার হ'তে দূরীভূত, বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

(এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন)

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো ?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে ?

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে ?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে' হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার! —চুপ করে' রৈলে যে!

যোশী। আমি কি বল্‌বো ?

পৃথ্বী। তবে শোন!—শক্ত সিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে ?

পৃথ্বী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ উন্নিসাও—এই বলিয়া (পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।)

যোশী। সে কি ?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে!—সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট্ গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন ?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে।—আবার "কেন ?" —বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর

একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন 'আহা মানসিংহ আশ্রিত'; আর মানসিংহকে বল্‌বেন—'আহা সেলিম ছেলে-মানুষ!'

যোশী। রাণা প্রতাপ সিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি। চাঁদ এখন বনে বনে ঘুর্চ্ছেন। বলেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি।

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত।

আকবর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান।

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র। হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে অনেক তাচ্ছীল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বার।

আকবর। (চিন্তিতভাবে কহিলেন)—"হুঁ। কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।"

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন। মানসিংহ যে আপনার শ্যালক-পুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তার অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হ'তে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় করে' শাসন কর্ত্তে হয়! জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ-আর্য্যাবর্ত্ত—শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্তান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্ ঋণী হ'তে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবো না সেলিম! যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হ'লে' আমি তাকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্ এ অপমানের প্রতীকার না করেন, আমি আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিশোধ নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—(এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন।)

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট্ আমি, তুমি নও। কি সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখ্‌ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও!

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জান্‌বেন—(এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।)

আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, পরে কহিলেন—"হা মূঢ় পিতা সব। এই সন্তানের জন্য এত করে' মর। ইচ্ছা কর্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর!—

ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে! এও নীরব হয়ে সহ্য কর্তে হোল!—কে?—মেহের উন্নিসা!”

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “হাঁ পিতঃ, আমি।” —এই বলিয়া তিনি সম্রাট্‌কে যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখছি এসে সে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাট্‌পদে নিবেদন কর্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্ত সিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' দিয়েছি।

আকবর। আর দৌলৎ উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্ত সিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন- “উত্তম! শক্ত সিংহের সঙ্গে সম্রাট আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!”

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ।

আকবর। একই কথা নয় মেহের! তুমি বালিকা, রাজনীতি কি বুঝবে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি, ধর্মনীতি বুঝি।

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে, তুমি তাকে এই বয়সে আয়ত্ত করে' ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন, কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুনলাম, এত ব্যাখ্যা শুনলাম, পার্শী, খৃষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কর্লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝতে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো!

মেহের। সম্রাট! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম! আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট, দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা, সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কর্চ্ছে, হিংসা কর্চ্ছে, বিবাদ কর্চ্ছে! মানুষ এক, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তারা ভিন্ন নয়। শক্ত সিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্ত সিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্ত সিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুক্কুর।

মেহের। শক্ত সিংহ মেবারের রাণা উদয় সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্ত সিংহ যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হ'তো, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্ম্মী!

মেহের। স্মরণ করুন সম্রাট। জানেন, আমার মাতা সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু! মনে থাকে যেন!

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট্ হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের দাস, বিলাসের সামগ্রী, সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যই কি ভারতসম্রাট্ রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুন্‌লাম? ‘স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের

পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট্ জানেন কি যে, 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে?—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয়, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বল্‌তে পারে যে, স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু! সে তা বলে না, কারণ, তা'র হৃদয় মহৎ, সে তা বলে না, কারণ, স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ-জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর, আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বিষহ জীবনকে আরও দুর্ব্বিষহ কর!

আকবর। মেহের উন্নিসা! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না, বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না। তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না করে' আমার আজ্ঞা পালন করা। মনে থাকে যেন।—(আকবর এই বলিয়া বিরক্তভবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

মেহের ক্রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন—"সম্রাট্, আমার কর্ত্তব্য কি, তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য! এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজ আমি আর সম্রাট্-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ!"

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা।

মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন।

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন বোধ হয় তার বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে, সে বিবাহ মোগল-পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি! ভেবেছিলাম যে, মেবারের পবিত্র বংশ-গরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো? কিন্তু সে আশা—নির্ম্মূল হয়েছে।—প্রতাপ সিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা হারিয়েছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না?—তোমাকে বন হ'তে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন আর অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

(এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন—"যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!"

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—মামুদ!

(কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল)

সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া মান-সিংহকে কহিলেন—"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ, আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব!

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে

তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট্ তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়বো না! মানসিংহ, অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে, কে বড—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন্ যুবরাজ সেলিম! শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। অস্ত্র নেও! আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র!—(এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন।)

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন—"যুবরাজ, আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহারাজ মানসিংহ —(এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন।)

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন্।

"রক্ষা নাই"—(এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।)

মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন, গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তবে তাই হোক্! যুবরাজ! আপনাকে রক্ষা করুন"—এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন, ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন।

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন! নহিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

"স্পর্দ্ধা"—এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।

এই সময়ে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন—"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্টি হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ-উচ্চারিত স্বরে কহিলেন—"কে ইনি?—দেবী না মানবী?"

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ।

কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপসিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি। ধর্ম্মেটা আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রুহস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি! কিন্তু মানা আর রোহিদাস। তোমাদের যে সেই হল্‌দিঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

(ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন)

প্রতাপ। ইরা। খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ কোন্ জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড সুন্দর জায়গা। পাহাড়টি কি শুভ্র, কি শুদ্ধ, কি সুন্দর।—

(খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন)

প্রতাপ। ছেলেপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে। সমস্ত দিন খাওনি।

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী, খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন—"আমি ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করি গে"—এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন, পরে কহিলেন "এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূলভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্ণথালের চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।—

( এই সময়ে ভীল-সর্দ্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল। )

প্রতাপ। কে? মাহু?

মাহু। হাঁ রাণা! আমি আছি, আমি আপনার আসার কথা শুনে পা ছুঁইতে দেখতে এলাম।

প্রতাপ। মাহু! ভক্ত ভীল-সর্দ্দার!

ইরা। মাহু! ভাল আছ?

মাহু। এই যে বহিন্ রাণার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে, এই আশ্চর্য্য মাহু! এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে যে রকম কষ্ট দিনে পাচ্ছে, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই। এত সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে।

মাহু। মরে' যাবে বহিন মরে যাবে! বড় কাহিল আছে! এ রকম করে বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি করব মাহু! বিজন জঙ্গলে খাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় ৫০০০ মোগল-সৈন্য ঘেরাও কল্লে। আমি দশ জনের সঙ্গে করে' পার্ব্বত্য পথে এই দশ কোশ হেঁটে এসেছি। এদের ডুলি করে' এনেছি। ( মাহু হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল। )

মাহু। এক খবর আছে রাণা।

প্রতাপ। কি?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তার ১০০০ সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ!—কোথায় সে?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। ভারি ধুম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশরও বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তারা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও! আজ রাতে তা'র শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

"যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন শরীরের যতন করিস্,—যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বি না। মরে' যাবি।"—( এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল। )

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল-সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"বাবা!"

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ কদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা'হ'লে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যে দিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?

( এই সময়ে বালকবেশিনী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমর সিংহ প্রবেশ করিলেন। )

প্রতাপ। কে? অমর সিংহ?—এ কে?—

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

( মেহের একদৃষ্টিতে প্রতাপ সিংহকে দেখিতেছিলেন। )

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর

আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বলবো না। কিন্তু সত্য বলতে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করেছি, অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা, আমি মানসিংহের চর নহি।—বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে, মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী! এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে, আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা তুমি কে, তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জানবার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম-শত্রু।—প্রতিজ্ঞা করুন যে, পিতার নাম শুনলে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম-শত্রু আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন! পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"সত্য কথা! না প্রতারণা?"

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা।

প্রতাপ। আকবর সাহের কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য!—অসম্ভব!

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না?—হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এঁকে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের উন্নিসা।

প্রতাপ। এঁর সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন—"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা, কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়, তবুও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না। এস মা, গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

---

# চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গ।

কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।

শক্ত সিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন।

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরো না যে, আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হ'তে পথে আস্‌তে কতিপয় রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে,' এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা ক'রেই নিশ্চিন্ত নাই।

প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি, আরো কত হত্যা কত্তে হবে, কে জানে!—অন্যায় কর্চ্ছি? কিছু না! শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশবৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কর্চ্ছি না।

(জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল)

শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ। রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও।

দূত চলিয়া গেল। শক্ত কহিলেন—"মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলৎ উন্নিসা।"

(সসঙ্কোচে দৌলৎ উন্নিসা প্রবেশ করিলেন)

শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও দৌলৎ?"

দৌলৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন—"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ?—নীরবে রৈলে যে।

দৌলৎ। নাথ—এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসা পুনরায় স্তব্ধ হইলেন।

শক্ত। হাঁ 'নাথ'! তার পর?—আচ্ছা দৌলৎ—এই দুপুর রৌদ্রে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেখাপ্পা ঠেকে না? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে' যায়। কিন্তু বৎসরাধিককাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই শব্দগুলো কি একটা উত্তপ্ত রন্ধনশালায় পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকে না?

দৌলৎ। নাথ! পুরুষের পক্ষে কি, জানি না! কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত।

দৌলৎ। স্বামি-স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু?

শক্ত। পুরুষ-নারীর ত এই সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল। তিনি কহিলেন—"প্রভু!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধর-সুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উন্নিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন—"এই ত নারী। নেহাৎ অসার! —নেহাইৎ কদাকার! আমরা লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে, নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পুষ্টির জন্য নেয় যত সুন্দর, সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস", আর—ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন—"আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্তও দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং, মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখলে, মন্দার-সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যুষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল।—আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন—"সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট কর্ব্ব"—এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরিক দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেখান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেজের

উপর বামকফোণি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় এক জন মহার্ঘভূষাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কি বিক্রয় হয়?'

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল?

রেবা। অপরাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি, কিন্তু মালাটি ছোট। কত দাম?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালাগাছটি। সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেবো।—বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ। সম্রাট্‌কে দেখ্‌লাম না ত!

এই সময় অনুরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয়?"

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

১ আগন্তুক। দেখি—বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ মালা গাছটি কি ফুলের?

রেবা। কদম্ব।

২ আগন্তুক। এই নেও দাম—বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিস নাই, যা এখানে নাই। কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফটিকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীস কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই?—এরূপ মেলা দেখিনি!

(মালা-গলায় সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন)

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর স্বগত কহিলেন- "সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে।" পরে রেবাকে কহিলেন—"তোমার আর মালাগুলি দেখি"—বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। 'এ সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কর্ল্লাম—বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন।

রেবা। আপনি সম্রাট্ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো—এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দৃশ্যান্তর। (১)

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর।

কাল—রাত্রি। নৃত্যগীত।

খাম্বাজ—একতালা।

এ কি, দীপমালা পরি হাসিছে রূপসী
'এ মহানগরী সাজি'।
এ কি, নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে,
বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
এ কি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত
তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে
উছলিয়া যায় আজি।
গায়—"জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়,
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে
নগরে—ভুবনে;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
ভারত সম্রাট আকবর সাহা;

এই শেষটা খাপ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত, শুন্তে হ'ত ঠিক! কিন্তু—

( এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন )

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্‌ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্‌লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না! তা হবে না—আকবর সাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি কর্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়্‌ছে না? গণ্ড আরক্তিম হচ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হচ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট্ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি, তাই বল্‌ছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাকতো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!

পৃথ্বী কহিলেন—"কি বল্‌ছো যোশী!"

যোশী। কি বল্‌ছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষজাতির উপর ধিক্কার জন্মে, ঘৃণা হয়, ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজেদের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি। হায়, এক ম্লেচ্ছ যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুন্‌ছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। সত্য কথা। কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যা ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোন গে যাও,—আরও শুন্‌বে। যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট্দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর্‌লেন। আর্য্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে, রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে?—ধিক্ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। কি শুন্‌ছি! এ সত্য কথা! কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। এখন কি কর্‌বি?—কি আর কর্ব্ব? আকবর সাহ সর্ব্বশক্তিমান্। কি আর ক'র্ব্ব! উপায় নাই!

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা। ইরা রুগ্নশয্যায়। নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়াছিলেন।

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন?—আমি মর্ত্তে যাচ্ছি বলে'?

মেহের। বালাই! ও কথা বল্‌তে নেই, ইরা!

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন ক'দিনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণসমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হ'তে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব! চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্ত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা!

তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে, তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু, এ বন্ধুত্ব যে অনেক দিনের-এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের? সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয়, আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, কারণ,জীবনের তীব্রালোক তাকে ঢেকে রেখেছে, যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি জ্যোতিষ্ককে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!

মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে লাগিলেন- "ঐ যে দেখ্‌ছিস মেহের, ঐ আকাশ-কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর! -ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা--কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মনে করিস্?"

মেহের। তবে কি বোন্?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন।

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"ঘুম আসছে! ঘুমাই!"

এই সময় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘুমোচ্ছে?"

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও, বিশ্রাম কর গে, আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে' থাকি--আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।-যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা।—বলিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেবো?

প্রতাপ। কাজ শেষ হ'লে' একবার আস্‌তে বলো।

( মেহের উন্নিসা প্রস্থান করিলেন )

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফিরছি- মোগল-সৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যায় আর একাহারী পুত্রকন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্রকন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীলসর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীলসর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে। এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথা হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্য—আমাকে বাঁচাতে। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না, আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইরা ঘুমোচ্ছে?"

প্রতাপ। হাঁ, ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী! ছেলেরা কাঁদছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে, এমন সময়ে বন্যবিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায় ?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি। আমরা একদিন নিরাহারে থাকতে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন, "লক্ষ্মী !"

লক্ষ্মী। প্রভু!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো, আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে! কেন নাথ ?

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সামনে তোমাদের এ কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আর কতকাল এই রকম শৃগালের মত বন হ'তে বনে প্রতাড়িত হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই! আমি সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি!—

লক্ষ্মী। আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা পালন করে'ই আমার আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য করবারও একটা সীমা আছে। আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারীজাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমার বক্ষে। আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে' রক্ষা কর্ত্তে চাই, সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র-কন্যারা!—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে ?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য। তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো। কিন্তু আমি যে আর পারি না। আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে বল দাও; আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর, আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি, তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো মা ?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা ?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তা'তে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কর্চ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন—"স্বপ্ন দেখেছে!"

ইরা সকচিতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন—"যাঃ ভেঙে গেল ?—এ কি মা, আমরা কোথায় ?

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি, -মেহের কোথা ?

লক্ষ্মী। ডাকবো ?—ঐ যে আস্‌ছে।

( নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন )

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে ? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা ?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি! তোমরা বুঝ্‌তে পার্চ্ছো না। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমি যাচ্ছি! যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই, মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সইবে না। —বাবা! আর যুদ্ধ কেন ? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছো। সম্রাট্ মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন্, হোন্। কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে' ? সব ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন—তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা!—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!—বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিলো, সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম ? মেহের!—তুই আর আমি যে

রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এঁদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস। মনে থাকে যেন বোন্।

মেহের। মনে থাকবে ইরা।

ইরা। তবে যাই! বাবা—! মা! চরণধূলি দেও।—পিতামাতার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন,—"মেহের, যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ-মায়ের কোলে শুয়ে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পার্লাম।—তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা!—মা চ'লে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান।

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার অজেয় শত্রু নাই! তুমি প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো।—কৈ! পৃথ্বী এখনও এলেন না?

( মহাবৎ প্রবেশ করিলেন )

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও, প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র চীনাংশুক পতাকা উড়ুক, রাজ-পথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক, দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক, মন্দিরে, মস্‌জিদে ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক, দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ! যাও শীঘ্র।

মহাবৎ "যো হুকুম জাঁহাপনা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"পৃথ্বী! ভারী সু-খবর! এ বিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। এ কি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ।—পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব, বল দেখি?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাঁহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কর্চ্ছে।—পরে স্বগত কহিলেন—"কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ জাল-পত্র।

আকবর চমকিয়া উঠিলেন—"কিসে বুঝলে জাল?

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য। আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি, কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়।

আকবর। প্রতাপ সিংহেরই হস্তাক্ষর! পৃথ্বী! কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়েছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন কোন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—আকবর এই বলিয়া দ্রুত-পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন,—"কি বল পৃথ্বী!"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নির্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী, তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে!—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কর্লে, কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হ'লো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে' পড়লো।—এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি।

প্রতাপ ও লক্ষ্মী।

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রন্ধন কর্চ্ছে!

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার ভাবী পুত্রবধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন।

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী "নাথ"—বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ। আর, আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো।—কেঁদো না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদ্‌বো না। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!—বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন—"রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল, প্রতি সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন—"সম্মানের কথা বটে!"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুহায় শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসিছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক মেবার, যাক চিতোর, যাক কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে!

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মাড়বার, চান্দেরী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক।

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ উত্তর করিলেন—"হাসুক! কি কর্ব্ব।"

শক্ত। দাদা! তোমার মুখে এ কথা শুন্‌বো যে, তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই।—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দ্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন! শক্ত আবার কহিলেন—"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় করে' এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ; যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে।—কে আস্‌বে এসো।'—তা' শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো;

পিতা ছেলে ছেড়ে এলো, কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্লে, কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে যে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কে? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি, আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল যে, প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই বিকানীর, গোয়ালীয়র, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে, আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে' তোমাদের গৌরব-কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ। অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়, কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জন গরিমায় বাস করে! দীপ অনেক, কিন্তু সূর্য্য এক। শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে, কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে' থাকে! প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, নীরন্ধ্র, কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে, অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে, আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব, ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্‌লাম;—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলী তোলে! হা ধিক্‌!—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নাই। আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র।

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি?—ইরা নাই!!!"

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোর-তুষার-সম্পাতে ঝ'রে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা-ভগবান্‌! মহত্ত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সমদুঃখী! তুমি মহৎ, আমি নীচ, কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই!

পৃথ্বী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথ্বী?

পৃথ্বী। তবে শুন্‌বে প্রতাপ আমার কলঙ্ক-কাহিনী?—খুস্‌রোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয়, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী ফিরে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুরী বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে!

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্তি হয় নি? আকবর! তুমি ভারতবিজয়ী বীর-পুরুষ!

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাকবেন?

প্রতাপ। কি কর্ব্ব?—আমার যে কিছুই নাই! আমি একা কি কর্ব্ব। আমার সৈন্য নাই! পাঁচ জন সৈন্যও নাই!

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকতো, তা হ'লে আবার নূতন সেনাদল গঠন কর্ত্তে পার্তাম। কিন্তু রাজ-কোষ শূন্য, অর্থ নাই!

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বলছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই!

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল—না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ! কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধ'রে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে-অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে। তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে, যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমান-কর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়েছে, ধর্ম্ম গিয়েছে, শেষে এক যা আছে—নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!—রাণা! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের ও আমার আজন্ম অর্জ্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে, তোমার হস্তে দিচ্ছি—এই বলিয়া জানু পাতিলেন।

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন—"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!"

প্রতাপ। তবে তাই হোক্! এ দান আমি নেবো।

[ প্রস্থান।

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে!—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগে, কলিকালেও যে তা সম্ভব, তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা! আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করি গে যাই। এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—"দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!"

সকলে। জয় মা কালী!

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ]

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসঙ্কট। কাল—প্রভাত।

পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ, দূরে পল্লীবাসিগণ।

( পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত )

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে
ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া,—
যখন বিপন্ন জননী-জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত জয় মা কালী!
সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে,
শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী?
মোগল-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে
সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?

কোষ-নিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন বিলাঞ্ছিত ভারত-নারী ?
সাজ সাজ ( ইত্যাদি )
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে,
শত্রুকরে কভু হব না বন্দী;
ভবি না, থাকে যাই অদৃষ্টে অধর্ম্ম সঙ্গে
করি না সন্ধি।
রব না, হব না, মোগল-ভৃত্য,
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ ( ইত্যাদি )
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভিন্ন,
পুণ্য-সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন-পদচিহ্ন।
মোগলরক্তে করিব স্নান,
করিব বিরাজিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ ( ইত্যাদি )

---

# পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান - মানসিংহের বাটী। কাল—সন্ধ্যা।

মানসিংহ ও মহাবৎ।

মানসিংহ। কি! শক্ত সিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপ সিংহ কমলমীর দখল করে', সেখানে দুর্গ তৈরি কর্চ্ছে।

মানসিংহ। যাও, তুমি দশ হাজার মোগল-সৈন্য নিয়ে শক্ত সিংহের কিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা!—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ!—কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম, সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ হ'ত! কিন্তু এখন দেখ্ছি, আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হ'তে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি! যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্দ্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাট্ বুঝেছেন। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে, আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন! কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর!

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"দাদা!"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা-

মানসিংহ। কি রেবা?

রেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা।

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এ বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল, রেবা!—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে! কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে!—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা!—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না ক'রে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ঘোড়াবেচার মত যার তার হাতে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি।

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম! তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে। তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি! তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা! এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেইটুকুই লাভ কারণ, তার আশা করি না—এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত চরিত্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর। যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে,
আমি চিরদিন তারি,
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার,
দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব,
র'ব তারি অনুরাগী,
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,
পশিব তার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি,
তাহে অভিমান নাই রে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে ডুজনার ঠাঁই রে,
নিরবধি কাল—হয় ত কখন
ভুলিব সে ভালবাসা,
বিপুল জগৎ- হয় ত কোথাও
মিটিবে আমার আশা।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ফিনশবার দুর্গের অভ্যন্তর।—

কাল—প্রভাত।

সশস্ত্র শক্ত সিংহ একাকী সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কসাইখানা। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে, প্রত্যহ পৃথিবীময় কি হত্যাই হচ্ছে, আর, তার উপরে আমরা, যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে,—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্ত বন্যার ভৈরব স্রোত, পুষ্ট কচ্ছি। পাপ? আমরা হত্যা কর্লেই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কর্লে তার নাম হয় হত্যা, আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব। মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈরী করেছিল! (দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল) "ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

(কক্ষে শশব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল)

শক্ত। কি সংবাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার ভেঙ্গে গিয়েছে। আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপ সিংহকে দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাঠিয়েছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর।

দুর্গাধ্যক্ষ কর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে, দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎ উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যূষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!-উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও!—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পার্লে না? তবে শোন, ভাল করে' বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তা'রা দুর্গজয় সম্পূর্ণপ্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে, দুর্গ সমর্পণ কর্ব্বার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্য দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে' মর্ব্ব। (আবার কামান গর্জ্জন করিল) "ঐ শোন!—পথ ছাড়ো। যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে!—যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলৎ। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ। আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জ্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী, মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে। আমিও যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন "কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স, সংসারটা দিনকতক করে' নিলে হ'ত না?"

দৌলৎ উন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল।

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। 'ওর অর্থ এই—'নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি!'—তা' দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্ত সিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন। পরে স্থির স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন—"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে, কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছীল্যে, নারীর প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির।"

শক্ত। ভগবদ্‌গীতা আওড়ালে যে!—উত্তম! তাই যদি হয়, তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস। কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?—(আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল)

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ?"

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম্ম চর্ম্ম পরে' এস! কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলো এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্ত সিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন- "সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে।"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন- "সৈন্য প্রস্তুত?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর।

স্থান—কিনশরার দুর্গের প্রাকার।

কাল—প্রভাত।

প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ উন্নিসা দণ্ডায়মান।

শক্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কর্ব্ব। পার্ব্বে?

দৌলৎ। পার্ব্বো।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত।—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো?

দৌলৎ। জানি!

শক্ত। তবে এস। কি? বিলম্ব কচ্ছ যে। ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয়! তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এত দিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা এক দিন বাস্‌বে, হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে, হয় ত এক দিন স্নেহগদ্‌গদ স্বরে আমাকে 'আমার দৌলৎ" বলে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হ'তে চলেছে। আবার ভয়!

শক্ত। উত্তম! তবে চল।

"চল।—তবে -" এই বলিয়া দৌলৎ শক্ত সিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

শক্ত। 'তবে'?

দৌলৎ। নাথ! মর্ত্তে যাচ্ছি। মর্ব্বার আগে, এই শক্রসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ব্বার আগে, একবার বল 'ভালবাসি'। (নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল প্রবলতর হইল)

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয্যা নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্নিসার একটি সাধ—শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুন্তে চেয়েছি, শুন্তে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও।—বল, হাত দুইখানি ধরে' বল 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য্য উঠ্‌ছে—(আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল) -'ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গর্জ্জন—পশ্চাতে জীবন -সম্মুখে মরণ; এখন একবার বল 'ভালবাসি'। কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুন্‌বার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি।'—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ।—এ কি! চক্ষু বাষ্পে ভরে' আসে কেন? দৌলৎ—না বল্‌তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। বল।—সহসা শক্ত সিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন - "বল, একবার বল।"

শক্ত। বিশ্বাস কর্ব্বে? আজ—বাষ্পগদ্‌গদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল।

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক, প্রশ্ন কর্ব্ব না, দ্বিধা কর্ব্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কর্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুন্‌তে চাই, যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর—'আমি নারী নারীজীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব।—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো। —বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ!—তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি—মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি! পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি!—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কল্লে! আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ—পুনরায় চরণ ধরিয়া কহিলেন—"একবার—একবার—"

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য বল্‌ছি ভালবাসি। প্রাণ খুলে বল্‌ছি ভালবাসি। এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখের আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারিস্রোত ছুটেছে। আর চেপে রাখ্‌তে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ-চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়—চল, এই সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন।

( নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকার-নিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন। )

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপরদিকে এক হাজার রাজপুত। উঃ, কি ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শব্দ হইল,—"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ কি!"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল,—"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

"আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার জন্য এসেছেন, আর ভয় নাই।"—দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপ সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ বন্দী।

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলা-বদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ সিংহ ও প্রহরীদ্বয়।

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

( প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল )

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে, প্রতাপ সিংহ ভেবেছিলেন, এ সমর-ক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে' হল্‌দিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনা-পতি মহারাজকে জানিও আমি একবার সম-রাঙ্গণে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও!

মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড়।

( এই সময়ে শক্ত সিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন )

"এস ভাই—" এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্ত সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন।—"আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছ বটে দাদা,—কিন্তু—দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ কহিলেন—"এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছ শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!!!

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন—"ভাই, ভাই। কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি"—এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিলেন, পরে শুষ্ক, স্থির, দৃঢ় স্বরে কহিলেন—"না। আমি জীবিত থাকতে তা হবে না।—শক্ত সিংহ! তুমি আজ হ'তে আর আমার ভ্রাতা নও, কেহ নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্‌শবার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হ'তে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার

নাই। কিন্তু সেই দুর্গ ও তুমি আজ হ'তে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কর্চ্ছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি কর্চ্ছি আমি বেশ জানি,' পৃথ্বী!—শক্ত সিংহ, আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা-বংশের কেহ নও!—এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন!

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দ সিংহ। এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাক্‌ব, এ বংশ-গৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার হবে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্ত সিংহ এই যুদ্ধে—

প্রতাপ। আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম—এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!" এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামতও দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এই-টুকু স্বীকার করেই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়েছো, সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থপরই ভেবেছিলাম, তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে' মনে করেছিলাম, সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ী রূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল, তার চিরজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদতলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে, কি সে মূর্ত্তি!

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কমলমীরে উদয় সাগরের তীর।

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে!
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে ভেঙেছে মোর,
কেন বহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরশনে!

কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তব্ধ নিশীথে, এই শুভ্র চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা বার বার মনে আস্‌ছে! এতদিনেও ভুল্‌তে পাল্লাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ করে' আগ্রার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে, কিন্তু এখানে আমায় টেনে এনেছে কে? শক্ত সিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চখের দেখাও দেখ্‌বো না; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু তবু এ স্থান পরি-ত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্ত সিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুন্তে পাই। তাতেই আমার কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধরে'ছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে', চিন্তা হতে', এতদিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে' রাখ্‌তে পারি না। না, এ

স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! দৌলৎ উন্নিসা জান্তে পেলে বড় কষ্ট পাবে। বোন্! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সংবাদ পাই নি। বোধ করি, রাণার ভয়ে শক্ত সিংহ সে কথা প্রকাশ করেন নি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের মুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য, আমি তা বুঝি না। কি জানি! কিন্তু যা করেছি, বোন্ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক। তুই সুখী হ' বোন্। সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময়ে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল, "সাহাজাদি!"

মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে?"

পরিচারিকা। সাহাজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাকছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমর সিংহ এ দিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি" বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে কন্যাকে মনে পড়েছে!—দেখি যাই। কে? অমর সিংহ?

অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন, "হাঁ, আমি অমর সিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। চল যাই।

অমর। কোথায় যাবে, দাঁড়াও!—এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন।

মেহের। কি কর অমর সিংহ! হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখ্ছি।—পরে অমর সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল।"

অমর। কি বল্ছিলাম জানো?—ঐ দেখ, ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখ্ছো মেহের, দেখ্ছো!

মেহের। দেখ্ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস! দেখ্ছো?—এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না। চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য। মেহের! ভোগের জন্য।

মেহের। পথ ছাড় অমর সিংহ।

অমর। সম্ভোগ! প্রকৃতি কেন এই পূর্ণপাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্চ্ছে—যদি সে তা পান না কর্বে মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন, অমর পথ রোধ করিলেন।

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি, আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!—

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বলছো, জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা"—এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল।

মেহের উচ্চস্বরে কহিলেন "হাত ছাড়ো।"

"মেহের উন্নিসা! প্রেয়সি!"—এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন।

মেহের। অমর সিংহ! হাত ছাড়।—হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন,—"এই, কে আছো?"

(এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন।)

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।—পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"অমর সিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ। অমর সিংহ!—এ কি! আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম, যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কুলাঙ্গার!

এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও।—বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন।

অমর শুদ্ধ "পিতা" বলিয়া প্রতাপ সিংহের পাদতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। ভীরু। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন, কহিলেন—"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝেও বুঝি নাই।"

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব না!

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমর সিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!!!—অমর সিংহ!

অমর। ক্ষমা করুন পিতা।

"ক্ষমা!—ক্ষমা নাই।—দাঁড়াও।"—এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন।

মেহের। পুত্রহত্যা কর্ব্বেন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।"

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল! লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন।

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা—দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন!

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। নাথ! অমর সিংহকে ক্ষমা কর। আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি। আমাকেও ক্ষমা কর!—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও!—(প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।)

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি জানো?

(অমর সিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মেহের উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন।)

প্রতাপ। জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব-জন্মে কি পাপ করেছিলাম! যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ!—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!—(এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।)

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখি দণ্ডায়মান।

আকবর। শুনেছি, মানসিংহ। সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত হয়েছে। শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরাজিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।—এও শুন্তে হ'ল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপ সিংহ আজ মূর্ত্তিমান্ প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুন্‌বার জন্য মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

(মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।)

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে, এর অর্থ মোগলের অপমান, এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি, এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজ-ভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক, ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ-ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে, লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ অবনতবদনে কহিলেন—"করেছি।"

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপ সিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

(মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।)

আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, কহিলেন—"মহারাজ! প্রতাপ সিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব, আমি স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবান্ দাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা নয় যে, আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।"

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপ সিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সঙ্কল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ! আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তা'হলে এ সাম্রাজ্য হারাব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবান্ দাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জান্বেন।

মানসিংহ। সম্রাট্! চিতোর যাতে মোগলকরচ্যুত না হয়, তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি" বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্ কক্ষমধ্যে ধীর পদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে, পরকে শাসন কর্ত্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বঙ্কিবলে আবার সব ফিরে পাই কি না। মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের উন্নিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্! এও শুনতে হ'ল। এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আসতে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

(এই সময়ে দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।)

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি, তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল "খোদাবন্দ—মেবার থেকে দূত এসেছে।"

আকবর চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কৈ?"

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাট্কন্যা মেহের উন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!" এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে মেহের উন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া "পিতা! পিতা"—বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দৌবারিক অলক্ষিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সত্যিই তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ়, নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি। ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের! আমি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি—ভারতের দুর্জ্জয় সম্রাট্ যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের, তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আস্তিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে' বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র পেলাম, থাকতে পার্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন—'পিতা, এতদিনে বুঝেছি যে, নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা। নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়।

আকবর। রাণা প্রতাপ সিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সম্রাট্? তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমর সিংহ সুরাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই দেখ্তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলী করেন। রাণার স্ত্রী, পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপ সিংহ! প্রতাপ সিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হ'তে, তা'হলে তোমার আসন হ'ত আমার দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হ'তাম ত আমি রাণা প্রতাপ সিংহ হ'তে চাইতাম। আমি সম্রাট্ বটে, ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি, কিন্তু আপনাকে সম্যক শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো!- এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে, রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ সিংহ শত্রু হইলেও প্রকৃত বীর, তিনি মনুষ্য নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমার পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল।- তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ, ভুলে গিয়াছিলাম পিতা, প্রতাপ সিংহ আমার হাতে সম্রাট্কে এক পত্র দিয়েছেন।—প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন।

আকবর। কি স্বয়ং রাণা প্রতাপ সিংহের পত্র! কৈ? এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—"আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়।—"

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা আর ইহ জগতে নাই। ফিনশরার যুদ্ধে যোদ্ধৃবেশিনী দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাহার যথারীতি সৎকার করাইয়াছি।"

আকবর। দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর।

মেহের পড়িতে লাগিলেন- "দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহাজাদি মেহের উন্নিসার নিকট শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবার-কুলকলঙ্ক শক্ত সিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্ত সিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্ত সিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত-লুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

"আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

"আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর-দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাহাতে আমি বাধা দিবার কে! তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না। পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি

রাণা প্রতাপ সিংহ।"

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন- "প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না, তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে, তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী। না, তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে

যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌লাম। আজ হ'তে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র। কোন মোগলের সাধ্য নাই যে, আর তাঁর কেশ স্পর্শ করে! যাও মা, অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আসছি।"

এই বলিয়া সম্রাট্ সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে, আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি। -পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন—"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চিরপরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি। এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমিই বদলিইছি। আমার মত, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্ত সিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপ সিংহের, আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সবল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হয়ে ত্যাগ স্বীকার করে'। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হ'তে অপসৃত হচ্চি নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কর্ত্তব্যসাধনায়। ভগবান, আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটীর নিভৃত কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন।

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত, তা'হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধার চিন্তা কর্ত্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন, পীড়ন নয়, রক্ষা, অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরিমাণে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্তপরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হ'লেও তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হ'লেও, তিনি রিপুবর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন, ভবিষ্যতে ভারতমহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য!

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত ও মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা কর্চ্ছেন, যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ। ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী।—পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাকলে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য,ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না, সমুদ্র পার হলে' জাত যায়, জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচারগত মাত্র; —এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়!—সে দিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যে দিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!-যে, আমি এই পরকীয় দাসত্বভাব হাস্যমুখে বহন কর্চ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধরজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই, তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

(দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।)

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাই না! আমরা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন এবং মন্ত্রণা-কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন। আর এই কথা লিখেছেন-"কুমার সেলিমের শুভবিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভবিবাহ উপলক্ষে সম্রাট্ কি কর্ব্বেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু প্রতাপ সিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন। আর প্রতাপ সিংহের জীবদ্দশায়—আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন—"দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগলসেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপ সিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট্ এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

(এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।)

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

(সকলে উঠিলেন।)

মাড়বার। যা'ই বল—সম্রাট্ মহৎ।

চান্দেরী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুত্তগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে, সম্রাট্ জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না।

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

(সকলে চলিয়া গেলেন।)

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান——রাজপথ। কাল—রাত্রি।

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানা-বর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েক-জন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়া না [ ধাক্কা ]

২ দর্শক। আহা, ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না, ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর, তা কখন হয়। মহা-রাজের মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল?—এ ত হ'তে পাবে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হ'তে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কর্লে ভগবান্‌দাসের এক মেয়েকে, আবাব সেলিম বিয়ে কর্লে আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কর্লে ভগবানের বোন্‌কে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধ্‌ছে না। বাপ বিয়ে কর্লে ভগবানের বোনকে, আব ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ ক'রে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবান্‌দাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ পুরুষ—ভগবান্।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশচক্রে ভগবান্ ভূত—রকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজ মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগ্যিব কথা বটে সেলিমের শালা হওয়া ভাগ্যির কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ্, শালা হওয়াই ভাগ্য। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা, আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করবি বল্। ললাটের লিখন।—

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল রে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্‌তে হয়।

৫ দর্শক। মান্‌তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা।—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমরা ত মাসে একটা করে' বিয়ে দেখে আস্‌ছি।

৪ দর্শক। আহা, যার এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বসতে, শুতে, উঠ্‌তে, নাইতে, খেতে, যেতে—সব সময়েই একটা মুখ দেখছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে রে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়া না।

২ দর্শক। ওহে রাম সিংহ! তোমার মাথাটা অভ্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ্ চুপ্। সমারোহ এসে পড়েছে—

( বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রেব বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল। )

১ দর্শক। ঐ সম্রাট্ রে ঐ সম্রাট্।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই।—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ কর্ল্লি, ভুলে গিয়েছিস্ এরি মধ্যে!

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট্ বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দল রে নর্ত্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচছে দেখ।—নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচ্ছে!

৩ দর্শক। নাচ্লেই বা—ও যে ময়ূর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচ্ছে কিন্তু—চল্!

১ দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

২ দর্শক। আহা, আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম!

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্লে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজ্ছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাট্লেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

(নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল।)

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

(ব্যক্তিত্রয় শশব্যস্তে প্রবেশ করিল)

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি!

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি?

১ ব্যক্তি। তার পর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুটলো; তাদের মার্ল্লে না, তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে?

৩ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্ত সিংহ, সেলিম, এই তোমার পদাঘাত —আর এই তার সুদ,"—বলে' দুই লাথি!

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত!

২ দর্শক। মরে' গিয়েছে?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

(সকলে চলিয়া গেল।)

---

## অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত-সর্দ্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ।

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট্ তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষ মর্‌বার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মর্‌বার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন-নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন—"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া

দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঁচবার কোনও আশা নাই ?"

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

( গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন। )

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূর চিতোর-দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ, যা' একদিন রাজপুতের ছিল, আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে -যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত ক'রে গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগার নাদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত-শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহা সমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণা তাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি। ঐ সেই চিতোর। তা উদ্ধার কর্ব ভেবেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। কার্য্য প্রায় শেষ না করে ফেলেছিলাম, তার পূর্ব্বেই দিবা অবসান হোল। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ এক জনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কখনও বা পিছিয়েও যায়। কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়, সমুদ্র এইরূপে অগ্রসর হয়। দিবার পর রাত্রি আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে, এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার। জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান। সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। —কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাকৃত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ। যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা।

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র অমর সিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই রাণা।

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিং। অমর বিলাসী এ দারিদ্রোর বিষ সহ্য কত্তে পার্ব্বে না —তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর মেবারের পবিত্রা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কর্চ্ছি, তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি। পরে অমর সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন 'অমর সিংহ, কাছে এস আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে এক দিন সকলেই যায়। কেঁদ না বৎস। আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যা'রা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তা'রা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না, তা'রা প্রত্যেকেই প্রতাপ সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি - শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কত্তে পারো। আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি" অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন যার সম্মান, আশা করি, তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র। যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও। এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।"

অমর সিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপ

সিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমর সিংহ! —কোথায় তুমি!—এস—প্রাণাধিক। আরো—কাছে এস।—তবে—যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আস্‌ছি!"

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, —"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম! মেবার-সূর্য্য!—প্রিয় জন! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে! বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

( রাজপুত সর্দ্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পাদধূলি গ্রহণ করিল।)

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গ-ধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল-হৃদয়ে, মানব-জাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে. ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে, আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

---

যবনিকা

# চন্দ্রগুপ্ত

( নাটক )

[ দ্বাদশ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ]

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## উৎসর্গপত্র

কবিবর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের

উদ্দেশে

এই

নাটকখানি

উৎসৃষ্ট

হইল।

# কুশীলবগণ

## পুরুষ

| | |
|---|---|
| নন্দ ... ... ... | মগধের রাজা। |
| চন্দ্রগুপ্ত ... | নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই পরে ভারত-সম্রাট্‌। |
| বাচাল . ... | নন্দের শ্যালক। |
| চাণক্য . . . | জনৈক ব্রাহ্মণ পরে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। |
| কাত্যায়ন .. | নন্দের মন্ত্রী। |
| চন্দ্রকেতু . ... ... | মলয়াধিপতি। |
| আন্টিগোনস্‌ .. | জনৈক গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ। |

---

## স্ত্রী

| | |
|---|---|
| হেলেন . ... | সেলুকসের কন্যা পরে ভারতসম্রাজ্ঞী। |
| ছায়া .. .. | চন্দ্রকেতুর ভগ্নী। |
| মুরা ... .. | চন্দ্রগুপ্তের মাতা। |

---

# ভূমিকা

চন্দ্রগুপ্তের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পুরাণমতে তিনি মহাপদ্মের শূদ্রাণী-পত্নীগর্ভজাত পুত্র ও নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি বাহুবলে নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ এবং সেলুকসের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ—এ দুই ব্যাপারের উল্লেখমাত্র পুরাণে নাই। গ্রীক-ইতিহাস পাঠে আমরা এ বৃত্তান্ত অবগত হই।

উভয় বৃত্তান্ত একত্র পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেকেন্দার সাহার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি পার্ব্বত্য সেনার সাহায্যে নন্দকে পরাজয় করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন; চাণক্যের সাহায্যে আসমুদ্র ভারত অধিকার করেন, এবং সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে, তিনি সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

এই বৃত্তান্ত লইয়া বর্ত্তমান নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।

হিন্দুরাজত্ব-কালীন নাটক—এই আমার প্রথম। এতদিন মুসলমান-কাল সম্বন্ধেই নাটক লিখিতেছিলাম কেন, পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসকারগণ আপনাদের বিজয়কাহিনী পর্য্যন্ত গোপন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণভেদ লইয়াই ব্যস্ত। সেই জন্য বর্ণভেদকেই বর্ত্তমান নাটকের ভিত্তি-স্বরূপ করা হইয়াছে।

হিন্দুনাটককার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। চাণক্যের শ্লোক এখনও ছাত্রদিগের পাঠ্য। ইংরেজ ইতিহাসকারগণ, চাণক্যকে ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।

সেকেন্দার সাহার ভবিষ্যদ্বাণী (যে চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট্ হইবেন) যেরূপ সফল হইয়াছিল, চাণক্যের ভবিষ্যদ্বাণী (যে মৌর্য্য রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হইবে) তদ্রূপ ফলবতী হইয়াছিল। বস্তুতঃ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের মৃত্যুর কিছু পরেই মৌর্য্যরাজত্বের অবসান হয়। যে বৌদ্ধধর্ম্ম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল, সেই ধর্ম্ম অশোকের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়।

আমি এই নাটক প্রণয়নে অনেক বন্ধুর কাছে সাহায্য পাইয়াছি। সেই জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

# চন্দ্রগুপ্ত

## প্রথম অঙ্ক

---:০:---

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—সিন্ধু-নদতট, দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী।

কাল—সন্ধ্যা।

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্য্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এ আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর-গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্ব-ভরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় করে' আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস। কি সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?' সে নির্ভীব নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, "রাজার প্রতি রাজার আচরণ।" চমকিত হ'লাম। ভাবলাম এ একটা জাতি বটে। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ কল্লাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্যস্থাপন কর্ত্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে যাত্রা, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে' চলে' এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশক্তি-সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদ-ভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি

অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম- সেই শতদ্রুতীরে।

( চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ )

সেকেন্দার। কি সংবাদ আন্টিগোনস? এ কে?

আন্টিগোনস। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনস। আমি দেখলাম যে, এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জ্জনে শুদ্ধ তালপত্রে কি লিখ্‌ছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পার্লাম না।- তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখ্‌ছিলে যুবক! সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বল্‌ব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন—"উত্তম। বল কি লিখ্‌ছিলে।"

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে' শিখ্‌ছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। [ চন্দ্রগুপ্তকে ] তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি, তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে?—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট্‌। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে' আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তার পর!

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর শুন্‌লাম, মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত করে', নদ নদী গিরি দুর্গম বিক্রমে অতিক্রম করে', শুন্‌লাম, তিনি ভারতবর্ষে এসে আম্ভিরাজকে পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্‌! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে, কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, যাতে মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

( সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন )

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্ত্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা কত্তাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোনস্‌। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আন্টিগোনস্‌। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আন্টিগোনস্‌! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চ'লো।

আন্টিগোনস্‌। জানি, তুমি গ্রীকসেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আন্টিগোনস [ তরবারি বাহির করিলেন ]

আন্টিগোনস্‌ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস্‌ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

( সেই মুহূর্ত্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল। )

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্‌!

( আন্টিগোনস্‌ লজ্জায় শির অবনত করিলেন। )

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্‌! তোমার এই

ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কল্লাম। এক জন সামান্য সেনাপতির এতদূর স্পর্দ্ধা!—আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হ'তে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।—যাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমায় নির্ব্বাসিত কল্লাম।

[ আণ্টিগোনসের প্রস্থান।

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো, যে, গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে, সেকেন্দার সাহা বীর, দেখ্‌ছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ, তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! আমায় বধ না ক'রে বন্দী কর্ত্তে পার্ব্বেন না। [তরবারি বাহির করিলেন।

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার! যাও বীর! তোমায় বন্দী কর্ব্ব না। আমি পরীক্ষা কচ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি ভারতরাজ্য উদ্ধার কর্ব্বে। তুমি দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শ্মশানপ্রান্ত। কাল প্রত্যুষ।

চাণক্য একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চাণক্য। ঐ বদ্ধ জলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠ্‌ছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কর্চ্চে। প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গে ঘা। পুঁয্ পড়ছে। হে সুন্দরি বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে নিত্য প্রত্যূষে তোমার কদর্য্যতায় স্নান ক'রে যেয়ে আসি, তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছো প্রেয়সী আমার! তুমি আমাকে শিখিয়েছো সংসারকে ঘৃণা কর্ত্তে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্ত্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরি! আমায় সংসার হ'তে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও যতদূর পারো। নরকে হয়, তাও ভালো, শুদ্ধ সংসার থেকে যতদূরে হয়।

[ দুই জন ব্যক্তি গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল।

১ ব্যক্তি। নূতন মন্ত্রী হ'লেন তবে কাত্যায়ন?

২ ব্যক্তি। কাত্যায়ন কি রকম! শাকটাল।

১ ব্যক্তি। তারই নাম কাত্যায়ন! শাকটাল কখন নাম হয়? শাক আর টাল দুটোই খাদ্য! আমি কিন্তু ভাব্‌ছি—

২ ব্যক্তি। কি?

১ ব্যক্তি। মহারাজ তাকে কারাগার থেকে শেষে মুক্ত ক'রে দিলেন—এই যথেষ্ট আশ্চর্য্য, তার উপর আবার তাকে কল্লেন মন্ত্রী! তার সাত সাতটা পুত্রকে হত্যা ক'রে চমৎ।

২ ব্যক্তি। রাজার খেয়াল।

দূরে চাণক্য। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

১ ব্যক্তি। ও কে?

২ ব্যক্তি। চাণক্য ব্রাহ্মণ।

১ ব্যক্তি। মানুষ?

২ ব্যক্তি। শুনে পাই, কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

১ ব্যক্তি। চল এখান থেকে—অযাত্রা।

২ ব্যক্তি। চল। ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

[ উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেল।

চাণক্য। নীচের আজ স্পর্দ্ধা—ব্রাহ্মণকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণামও কর্ত্তে তার হাত উঠে না! অথচ একদিন ছিল।—যাক্।—যাও। আমার ছায়া

মাড়িও না।—আমার নিশ্বাসে বিষ আছে। আমি দুর্ভিক্ষ। আমি মড়ক।

( দূরে কাত্যায়নের প্রবেশ )

চাণক্য। এঃ! আমার নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে। বোসো, আমি এ কুশগুচ্ছ নির্ম্মূল কর্ব্ব।—[ কুশ উপড়াইতে উপড়াইতে বাতাসে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন ] এই নাও, এই নাও, এই নাও—কেমন। আর ব্রাহ্মণের নগ্ন পদে বিঁধ্‌বে?

কাত্যায়ন। [ অগ্রসর হইয়া ] নমস্কার।

চাণক্য। কে তুমি?

কাত্যায়ন। আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন।

চাণক্য। মহারাজ নন্দের মন্ত্রী! সরে' দাঁড়াও।

কাত্যায়ন। কেন? আমি কি অপরাধ করেছি?

চাণক্য। না, তুমি অপরাধ কর্ব্বে কেন! তুমি কোন অপরাধ কর নাই। রাজা কোন অপরাধ করেন নাই। ঈশ্বর কোন অপরাধ করেন নাই। সব অপরাধ আমার। মহারাজ আমার বক্ষোপর বাক্যবাণ হান্‌লেন—সে আমার অপরাধ। ঈশ্বর আমার গৃহশূন্য করে' আমার গৃহলক্ষ্মীকে কেড়ে সরাসরি ছিনিয়ে নিলেন—আমার অপরাধ। দস্যু আমার কন্যা অপহরণ কর্ল—সেও আমার অপরাধ। আমায় দীন দরিদ্র পেয়ে এই কুশাঙ্কুরও আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। [ কুশাঙ্কুরের প্রতি চাহিয়া ] কেমন—আর বিঁধ্‌বে পায়ে? বেঁধো!

কাত্যায়ন। চাণক্য। আমি আজ তোমার কাছে এসেছি।

চাণক্য। কেন মন্ত্রী মহাশয়! আমার আর কিছুই নাই। ঐ কুঁড়েখানি আছে—শূন্য কুঁড়েঘর। দাও, পুড়িয়ে দিয়ে যাও—ওঃ, ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ যদি আজ থাক্‌তো!

কাত্যায়ন। নাই কেন ব্রাহ্মণ? পাণিনি বলেন

চাণক্য। [ আপন মনে ] তার নিজের দোষ। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়্‌বে। শরীরকে অনশনে রেখে, মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না। তাই এই পতন।—না, সুন্দরী? আচ্ছা, তুমি বল ত! তা কি সয়? এত অধঃপতন নৈলে হবে কেন?

কাত্যায়ন। এ আবার কি! কার সঙ্গে কথা কইছে!

চাণক্য। ওঃ, কি অধঃপতন! একেবারে পর্ব্বতের শিখর হ'তে গভীর গহ্বরে। আজ ব্রাহ্মণ তাই মূষিকের মত গৃহের এক অন্ধকার গর্ত্ত থেকে অন্য অন্ধকার গর্ত্তে সেঁধোবার জন্য মাথা নীচু করে' চলেছে, পরের পরিত্যক্ত চারিটী তণ্ডুলকণা খুঁটে বেড়াচ্ছে। লজ্জাও নাই! একদিন যার তিন গাছি সূতা দেখে দেবরাজ ঐরাবত থেকে নেমে আসতেন, একদিন যার পদাঘাতচিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ করেন—আজ সে উপবীতসার ব্রাহ্মণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত। ওঃ, কি অধঃপতন!

কাত্যায়ন। আবার উঠ্‌তে পারে।

চাণক্য। অসম্ভব। তার সে ক্ষমতা গিয়েছে; —যায় নি প্রেয়সী?

কাত্যায়ন। কেন? এখনও মন্ত্রী হ'তে ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য কর্ত্তে ব্রাহ্মণ, বিদূষক হ'তে ব্রাহ্মণ, বিধান দিতে ব্রাহ্মণ। এই গৌরবর্ণ জাতি এখনও সর্পের মত সমস্ত সমাজকে বেঁধে রেখেছে।

চাণক্য। কিন্তু নাশ সন্নিকট। ঐ দেখ [ দূরে দেখাইলেন ]

কাত্যায়ন। কেন চাণক্য। এই ব্রাহ্মণই নিজের প্রভুত্ব গড়েছে, আবার এই ব্রাহ্মণই তাকে উদ্ধার কর্ব্বে। আমি আজ সেই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কি রকম?

কাত্যায়ন। তোমায় মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্ত্তে হবে।

চাণক্য। [ সহসা ] মন্ত্রী মহাশয়! আমি দীন দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ বটে। কোন দিন খেতে পাই, কোন দিন পাই না—সত্য, তথাপি মহারাজের পৌরোহিত্য কর্ব্ব না। মরে' গেলেও না। আমি শূদ্রের দাসত্ব কর্ব্ব না।

কাত্যায়ন। শোন ব্রাহ্মণ—

চাণক্য। না—এ কি অত্যাচার! আমি নিজের কুঁড়েঘরে বসে' কাঁদতে পাবো না?

কাত্যায়ন। পুরুষদের ক্রন্দন শোভা পায় না।

চাণক্য। তা পায় না বটে। [ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ] কিন্তু কি কর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়! উপর্য্যুপরি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আমার কিছু কর্ত্তে পারে নি। কিন্তু কন্যার অপহরণে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

কাত্যায়ন। [ অর্দ্ধ স্বগত ] আবার এত কোমল প্রকৃতি।

চাণক্য। মন্ত্রী মহাশয়! আমি কার্য্যান্তর থেকে রাত্রিকালে ফিরে এসে যখন দেখ্‌লাম যে, আমার ভৃত্য ভূমিতলে অজ্ঞান, আর আমার কন্যার শয্যা শূন্য, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল, চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লাম, মাটি থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার পর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে 'মা' 'মা' বলে' চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে ছুট্‌লাম। পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে' উঠ্‌লো। নদীর ধারে গিয়ে ওপারে ডাকতে লাগলাম। সেই অন্ধকারে দুপারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণা নদী গর্জ্জন করে' চলে' গেল। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলাম।

কাত্যায়ন। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি- এত অধীর হচ্ছ।

চাণক্য। অধীর! ইচ্ছা করে যে কাঁদি, চীৎকার করে' কাঁদি,—আমার অশ্রুজলে পৃথিবী ডুবিয়ে ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভিতরে অশ্রু জমাট হয়ে গিয়েছে। অবিচারে, অত্যাচারে, ঈশ্বরকেও খেয়ে ছেয়ে ফেলেছে—দেখ্‌তে পাই না।

কাত্যায়ন। আবার পাবে। মেঘ কেটে যাবে। একাকী বসে' নিষ্ফল অনুশোচনা না করে' নূতন উদ্যমে বুক বাঁধো, কর্ম্মস্রোতে গা ঢেলে দাও: এ কার্য্যময় সংসারে বসে' থাকা চলে না।

চাণক্য। তা চলে না বটে।

কাত্যায়ন। সুখে দুঃখে মানুষের জীবন। আলোকে অন্ধকারে কালের বিকাশ। শুদ্ধ কি তুমিই দুঃখ পাচ্ছ ব্রাহ্মণ! আমার কি দুঃখ জানো? এই রাজারই আজ্ঞায় অন্ধকার কারাগৃহে আমার সাত সাতটা পুত্রকে চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে মরে' যেতে দেখেছি।

চাণক্য। সে কি! তবু তুমি তাঁর মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। হাঁ চাণক্য—প্রতিশোধ নেবার জন্য আমিই বেঁচে রৈলাম—অনাহারে ম'লাম না! প্রতিশোধ নেবার জন্য মন্ত্রিত্ব নিয়েছি।—চাণক্য, তুমি আমার সহায় হও।

চাণক্য। ব্রাহ্মণের উপরে যত অত্যাচার!—তুমি এত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্চ্ছ কেন সুন্দরী? কি আজ্ঞা কর?

কাত্যায়ন। সেই ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ—এসো আমরা পুনরুদ্ধার করি। আমি রাজার মন্ত্রী আছি, তুমি হও রাজার পুরোহিত। আজ আমরা দুই ব্রাহ্মণ মিলিত হই। আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেই। যতদিন ভারত, তত-দিন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ- এসো ত ভাই।

চাণক্য। [ যেন কান পাতিয়া কি শুনিলেন ] উত্তম। আমি পৌরোহিত্য স্বীকার কর্‌লাম—যখন তোমার আজ্ঞা।—মন্ত্রী মহাশয়! জানি সব যাবে! এই অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে' ফেলেছে,—ব্রাহ্মণের শাঠ্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজী—ধরে' ফেলেছে, গলা টিপে ধ'রেছে! ঐ বন্যা আস্‌ছে! যাবে—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে—যাবে। রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না। তবু প্রলয়ের পূর্ব্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে' যাবে!—চল যাচ্ছি।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যান।

কাল—রাত্রি।

মহারাজ নন্দ, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ।
নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীত।

(গীত)

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা
তাই তোমার কাছে ছুটে আসি;
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে পর গলে আমরা—
দেখবো তোমার মধুর হাসি,
তুমি কভু দয়া ক'রে বাজিও তোমার মোহন বাঁশী,
শুনে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু!
আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু,
আমরা তোমার হব দাসী,
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর
আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাসো নাহি বাসো, নই তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালোবাসি ভালোবাসি—
ভালোবাসি।

(চাণক্যের প্রবেশ)

চাণক্য। মহারাজ!

১ম পারিষদ। এ আবার কে!

২য় পারিষদ। তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ!

৩য় পারিষদ। নাচতে জানো?

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। আমি ব্রাহ্মণ।

১ম পারিষদ। যাও, এখানে কিছু হবে না।

২য় পারিষদ। স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ- এদের আমরা কিছু বলিনে, সরে' পড়—

৩য় পারিষদ। নির্ব্বোধ জাতি।

নন্দ। তুমি এখানে এ সময়ে কিসের জন্য?

চাণক্য। মহারাজ! আমি তোমার মাতামহের শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কর্ত্তে এসেছিলাম-যেচে আসিনি—

নন্দ। তোমাকেই বা কে যেচে আনতে গিয়েছিল ঠাকুর?

চাণক্য। তোমার মন্ত্রী।

নন্দ। মন্ত্রী ডেকে এনেছে, তার কাছে যাও।

চাণক্য। তোমার শ্যালক আমার অপমান ক'রেছে—

১ম পারিষদ। তা ত কর্ব্বেই!

২য় পারিষদ। শ্যালক মাত্রেই অপমান ক'রে থাকে।

১ম পারিষদ। শ্যালকের সাত খুন মাফ্। ধোরো না বাবা!

চাণক্য। (সদর্পদাপে) চুপ কর্ কুক্কুরের দল!

(পারিষদবর্গ ভীত হইয়া স্তব্ধ রহিল)

নন্দ। অপমান ক'রেছে, তাই হ'য়েছে কি ঠাকুর!—মগধের মহারাজের শ্যালক।

(বাচালের প্রবেশ)

বাচাল। আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমি মহারাজের শ্যালক, মহারাজের বাপ আমার বাপের বেহাই, মহারাজ আমার ভগ্নীপতি, মহারাজের ছেলে আমার ভাগিনেয়!—তুমি আমায় সহজ লোক ঠাওরাও ঠাকুর!

নন্দ। যাও এখান থেকে, এখানে আমরা ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুনে আসিনি।

চাণক্য। না, তা শুন্বে কেন!—ব্রাহ্মণ আজ আর সে ব্রাহ্মণ নাই। তাই এক্ষণে ক্ষত্রিয় অনায়াসে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে নির্ভয়ে তার উপরে চোখ রাঙায়! সে তেজ যদি ব্রাহ্মণের থাকতো, ত তাকে তোমার সম্মুখে রোষরক্তিম দেখে তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ মাটীর নীচে বসে' যেতে। কিন্তু সে প্রতাপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই জেনো!

বাচাল। দেখি ব্রাহ্মণের প্রতাপটা একবার - আর তুমি মহারাজের শালার প্রতাপটা কি রকম দেখ।

চাণক্য। দেখবে মহারাজ! তুমিও দেখবে—যদি না এর প্রতিবিধান কর

নন্দ। কি! তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার উপর চোখ রাঙাবে, ভিক্ষুক। বেরোও এখান থেকে।

চাণক্য। কলির ব্রাহ্মণ। কান পেতে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বলছে—"বেরিয়ে যাও এখান থেকে", তথাপি ঝড় উঠছে না, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে না, পৃথিবী কেঁপে উঠছে না। সব স্থির।—কি আশ্চর্য্য!

নন্দ। গলায় হাত দিয়ে বের করে দাও ত।

চাণক্য। ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও!—ব্রাহ্মণ! জড়ের মত খাড়া হয়ে আর দাঁড়িয়ে দেখছ কি! জগতের বিদ্রূপ হয়ে ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না। পারো তো ওঠো। কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করে,' নীচের দর্প ভস্ম করে' দাও। আর তা যদি না পারো, তা হ'লে ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে পদদলিত, ওরে মহত্ত্বের কঙ্কাল, আর আলোকে মুখ দেখিও না। রসাতলে যাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে এক উন্মাদের প্রলাপ শুনতে এসেছি। বাচাল। একে বা'র করে দাও।

বাচাল। [চাণক্যের শিখা ধরিয়া টানিয়া] বেরিয়ে যা ভিক্ষুক।

চাণক্য। কি!—হাঁ যাচ্ছি—যাচ্ছি। তবে যাবার আগে ব'লে যাই। মহারাজ নন্দ! তবে একবার এই কলিযুগের এই বিশীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখবে। এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চাণকের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এই শিখা বাঁধবো, এই প্রতিজ্ঞা করে' গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ। আর ভবিষ্যদ্বাণী করে' যাই—একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে তোমায় জানু পেতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে। আমি সে ভিক্ষা দিব না। সেইদিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জ্জয় প্রতাপ।

[প্রস্থান।

নন্দ। কে এ। হয়েছিল কি।

বাচাল। হবে আবার কি। অপোগণ্ড জানোয়ারটা পুরুতগিরি কর্ত্তে এসেছিল। এ দিকে আমি পুরোহিত এনেছি। ওকে উঠতে বল্লাম, উঠবে না। তখন আমি গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার অপরাধের মধ্যে এই।

নন্দ। তুমি ব্রাহ্মণকে গলা ধাক্কা দিতে গেলে কেন?

বাচাল। আমি মহারাজের শ্যালক—

১ম পারিষদ। তার উপরে মহারাজ ওঁর ভগ্নীপতি—

২য় পারিষদ। ওঁর বাপ মহারাজের শ্বশুর।

৩য় পারিষদ। বেশ করেছো—

নন্দ। আমোদটা মাটি করে' দিলে।—যাক।

১ম পারিষদ। মন্দ কি।- একটা নতুন হ'ল।

২য় পারিষদ। গেয়ে গেল বেশ!

১ম পারিষদ। যা হোক, শ্রাদ্ধে এত মজা কখনও দেখিনি, মেয়ের বিয়েতে এ রকম নাচ-গান হয় বটে।

২য় পারিষদ। সে-ও একরকম শ্রাদ্ধ।

১ম পারিষদ। কি রকম।

২য় পারিষদ। শ্রাদ্ধ তিন রকম। যথা, বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম শ্রাদ্ধ, মেয়ের শ্রাদ্ধ—তার নাম বিয়ে, টাকার শ্রাদ্ধ—তার নাম মোকদ্দমা।

৩য় পারিষদ। আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম?

৪র্থ পারিষদ। যা হয়েছে।

(মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ)

নন্দ। এ আবার কে। ও! তা এখানে কেন?

কাত্যায়ন। মহারাজ যে আজ্ঞা কর্লেন 'অবিলম্বে'

নন্দ। তাই বলে' এখানে—প্রমোদোদ্যানে। একটা ত ভদ্রতা আছে-

মন্ত্রী। তোমার মুখে এ কথা শুনে প্রীত হ'লাম বৎস।

নন্দ। প্রীত হবার মত কোন কাজ কর্ব্বার জন্য তোমায় এখানে নিয়ে আস্তে বলিনি। কিন্তু—রাজকার্য্য এখানে কেন মন্ত্রী। তুমি বড় অবিবেচক।

কাত্যায়ন। আজ্ঞা হয় ত আবার রেখে আসি।

২য় পারিষদ। ওহে মন্ত্রী মহাশয়, তুমি যে সেই রকম কর্লে—

১ম পারিষদ। কি রকম।

২য় পারিষদ। এক জন পাল্কী চড়ে' গিয়ে দেখে যে ট্যাঁকে পয়সা নেই। ভাড়া দিতে পারে না। শেষে বেহারাদের ব'ল্ল, 'আমার কাছে পয়সা নেই; কিন্তু তোমরা গরীব লোক, তোমাদের লোকসান কর্ব্ব কেন—আমাকে—যেখান থেকে এনেছিলে, সেখানেই রেখে এসো—আমি না হয় হেঁটেই আসবো।'

৩য় পারিষদ। একজন সত্যই তাই করেছিল। কুয়ো কাটিয়ে দরে বন্‌লো না বলে' মজুরদের ব'ল্লে, "আচ্ছা রে বাপ তোদের কুয়ো তোরা বুঁজিয়ে দে, আমি অন্য মজুর দিয়ে আমার কুয়ো কাটিয়ে নেবো।"

কাত্যায়ন। বলুন মহারাজ, ওঁকে গিয়ে রেখে আসি।

নন্দ। না, যখন এনেছো শোন মা। তোমার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত জীবিত আছে।

মুরা। আছে? কোথায় সে? কোথায় সে?

নন্দ। তা' জানবার জন্য তোমায় ডেকেছি। সে কোথায় তুমি জানো?

মুরা। আমি জানি না বৎস!

নন্দ। তুমি জানো। বল সে কোথায়? নহিলে, নন্দকে জানো?

মুরা। জানি। নন্দকে জানি না? আমি তাকে কোলে করে' মানুষ করেছি, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছি।

নন্দ। সে গৌরব তুমি কর্ত্তে পার।—এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মুরা। আমি জানি না।

নন্দ। জানো। বল! নহিলে—

মুরা। আমায় বধ কর্ব্বে? কর—কিন্তু এখন নয়। আমি মর্ব্বার আগে একবার চন্দ্রগুপ্তকে দেখতে চাই।—একবার একবার

নন্দ। না, তোমায় বধ কর্ব্ব না। অত শীঘ্র শেষ হলে চলবে না। তোমায় আজীবন কারারুদ্ধ করে' রেখে দেবো। অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ কর্ব্ব।

মুরা। না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। আমি তোমার মা।

নন্দ। হাঁ, শূদ্রাণী মা বটে। পিতার দাসী হয়ে স্পর্দ্ধা—যে মহারাজের মা হ'তে চাও!

মুরা। ওঃ! [ শির নত করিলেন ]

২য় পারিষদ। একটা গল্প মনে পড়ল—এক—

নন্দ। চুপ্ কর। মহারাজের মা হ'তে চাও—শূদ্রাণী মা!

মুরা। না, আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না। মহারাজ, তুমি চিরদিন মহারাজ হয়ে থাকো। আমার চন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুক হোক। শুধু সে বেঁচে থাকুক। আমি শুধু তাকে একবার দেখতে চাই। একবার বুকে ধরে' চেঁচিয়ে কাঁদতে চাই। আমি চন্দ্রগুপ্তের মা, এই আমার পরম গৌরব! তার বাড়া গৌরব চাই না। আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত কোথায় এখনও বল। তুমি জানো।

মুরা। যদি জান্‌তামও, তা বল্‌তাম না। ভাবো কি মহারাজ নন্দ, যে মা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তার ছেলেকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেবে!—হা রে মূঢ়! 'মা' চিন্‌লিনে!

নন্দ। বল্‌বে না! বটে! আমি শুনেছি সে আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের সূচনা কর্চ্ছে। সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছে।

মুরা। ভগবান্! এই কথা সত্য হোক। চন্দ্রগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

নন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে—

বাচাল। এসো বাছাধন। [ কেশ ধরিয়া টানিল ]

( পারিষদবর্গ হাসিল, সঙ্গে সঙ্গে নন্দও হাসিলেন )

মুরা। এতদূর! মহারাজ নন্দ! তোমার মাতার এই অপমান তুমি উপভোগ কর্চ্ছ! তুমিও হাসছো!—না, আমি তোমার মাতা নই, আমি তোমায় স্তন্য দিই নাই। কোন রাক্ষসী তোমায় রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছে। নইলে ক্ষত্রিয় মহারাজ তুমি—না! আজ যদি ক্ষত্রিয়ের এই

আচরণ হয়, তবে আমি যেন জন্ম জন্ম শূদ্রাণী হয়েই জন্মগ্রহণ করি।

১ম পারিষদ। বাঃ, বল্‌ছে বেশ!

২য় পারিষদ। সুন্দর! বল্‌তে দাও।

৩য় পারিষদ। কি মহারাজ, মাথা হেঁট কর্চ্ছেন যে।

মুরা। মহারাজ নন্দ! আমি তোমার মাতা নই। কিন্তু আমি নারী দীনা, দুর্ব্বলা, নিঃসহায়া নারী! নারীর লাঞ্ছনা, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার;—নারী সৈতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সয় না জেনো।

বাচাল। এসো, এখানে আমরা ধর্ম্মের কাহিনী শুন্তে আসিনি, এসো।

[ এই বলিয়া বাচাল তাহার গলদেশ ধরিল ]

নন্দ। এখনও বল চন্দ্রগুপ্ত কোথায়! নইলে—

( মুক্ত তরবারি হস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম! [ বাচালকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া ] মা, তোমার এই অপমান—চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে! মা আমার!

মুরা। বৎস আমার! [ চন্দ্রগুপ্তের গলদেশ জড়াইলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। ভীরু! পাষণ্ড! কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে!—এসো মা।

[ মুরার সহিত প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মলয়রাজ্যে চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ।

কাল—সায়াহ্ণ

চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রকেতু।

চন্দ্রকেতু। এ গৃহ আপনার গৃহ। আমি আপনার অনুগত বন্ধু। মহারাজ আমায় বিশ্বাস করুন। মহারাজের জন্য আমার এই পার্ব্বত্য সৈন্য প্রাণ দিবে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি এই অশিক্ষিত সৈন্য গ্রীক-প্রথায় শিক্ষিত করে' তুলবো। এই পার্ব্বত্য সাহস বিজ্ঞানের কারখানায় পিটিয়ে এমন করে' গড়ে' তুল্‌বো, যার কাছে—মগধ ত ছার—সমস্ত ভারতবর্ষ মাথা হেঁট কর্ব্বে।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু নন্দের মন্ত্রী, শুনেছি—অতি কূট, অতি বুদ্ধিমান্!

চন্দ্রগুপ্ত। জানি চন্দ্রকেতু! আমার পক্ষেও নন্দের পুরাতন মন্ত্রী কাত্যায়ন আছেন। আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছি কৌশলী বিচক্ষণ চাণক্যকে ডেকে আনবার জন্য।

চন্দ্রকেতু। এই চাণক্য কে?

চন্দ্রগুপ্ত। শুনেছি, তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান্ একনিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। নন্দের প্রতি তাঁর ক্রোধ অনেক দিন থেকে ধোঁয়াচ্ছিল, এখন বাতাস পেয়ে জ্বলে' উঠেছে,- তিনি না কি যাদু জানেন।

চন্দ্রকেতু। কি রকম?

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি শুনেছি বাতাসের সঙ্গে কথা ক'ন। অগ্নির সঙ্গে মন্ত্রণা করেন। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তৃণ জ্বলে' উঠে ভস্ম হয়ে যায়। তিনি একাকী থাকেন। তাঁর বন্ধু জগতে কেউ নাই।

চন্দ্রকেতু। এরূপ লোক কিন্তু ভয়ানক।

চন্দ্রগুপ্ত। এখন ভয়ানক লোকই চাই চন্দ্রকেতু।—তোমার উপর নির্ভর কর্ত্তে পারি?

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! আমি আপনাকে যখন একবার মগধের ন্যায্য মহারাজা বলে' ডেকেছি, যখন একবার ভাই বলে' আলিঙ্গন করেছি, তখন মহারাজ, রাজভক্ত চন্দ্রকেতু চিরদিন আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত জান্‌বেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ভাই। [ আলিঙ্গন ] তবে আর কোন চিন্তা নাই।

নেপথ্যে। চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। আস্‌ছি মা!—চল চন্দ্রকেতু, মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( ছায়ার প্রবেশ )

ছায়া। ইনি কি অবতীর্ণ দেবরাজ! এঁর দর্শন পূর্ণচন্দ্রের উদয়। এঁর স্বর রণবাদ্য! দাদাকে যখন ইনি আলিঙ্গন কর্লেন, মনে হ'ল

যেন শরতের মেঘকে সূর্য্যকিরণ এসে ঘিরেছে। চলে' গেলেন যেন একটি মলয়োচ্ছ্বাস।

( ছায়ার গীত। )

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে,
নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি পড়ে' প্রেমফাঁদে, তা'রা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে,
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়,
উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

[ গায়িতে গায়িতে প্রস্থান।

( কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রগুপ্ত ও মুরার প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। মা, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। আগুন জালিয়েছি। তোমার অপমান তা'তে আজ আহুতি দিল। যদি কখনো স্নেহের দৌর্ব্বল্যে ভাই নন্দকে ক্ষমা কর্ত্তে চেয়েছিলাম, আজ হ'তে সে চিন্তা মন থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। আমার স্নেহাশ্রুবিন্দু আজ তোমার জন্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গে পরিণত হোক্।

মুরা। যখন নন্দ আমায় শূদ্রাণী মা বলে' সম্বোধন কর্ল, তখন আমার মনে হ'ল বৎস! যে, অগ্নির লেলিহাণ শিখার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার পর যখন তার আজ্ঞায় বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্ল—[ কাঁদিয়া উঠিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। মা! যদি জয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল,—আর তার রেখামাত্র নাই। প্রপীড়িতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ক্রোধে কুরুবংশ ভস্ম হয়ে গেল, অবলার উপর অত্যাচারে একটা জাতি উচ্ছন্ন যায়, নন্দবংশ ত ছার! আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো!

মুরা। সেই আশায় জীবনধারণ করে' রৈলাম।

[ প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়েরই মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম! দেখাবো একবার শূদ্রের শক্তি। দেখাবো যে সেও মানুষ।—সেকেন্দার সাহা! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা আমার জীবনের চরম লক্ষ্য হোক্।

( কাত্যায়নের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। কে?—

কাত্যায়ন। আমি কাত্যায়ন!—

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ? চাণক্য কৈ?

কাত্যায়ন। আসছেন। পূজা সাঙ্গ করে' আসছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কি রকম দেখ্লেন?

কাত্যায়ন। মথিত সমুদ্রের মত। জানি না গরল ওঠে কি অমৃত ওঠে। তাঁর চেহারাটা এবার কিন্তু আমার বড় ভালো লাগ্লো না।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন?

কাত্যায়ন। আমি এ সংবাদ দেওয়া মাত্র তাঁর গম্ভীর মুখখানি সহসা প্রত্যূষের মত দীপ্ত হয়ে উঠ্লো, আবার তৎক্ষণাৎ গোধূলির মত ম্লান হয়েগেল। শীর্ণ দেহখানি প্রদীপ্ত শিখার মত কেঁপেই আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। ওষ্ঠপ্রান্তে এক ব্যঙ্গহাস্য জেগে উঠে ধীরে ধীরে নিবে গেল। শেষে এক অদ্ভূত মূর্ত্তি—ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ, মুখ পাংশু, ললাটে গভীর রেখা, কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি দূর শূন্যে চেয়ে রৈল।

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত। [ পাদচারণা করিতে করিতে ] কখন আস্বেন?

কাত্যায়ন। ঐ যে।

চন্দ্রগুপ্ত। এ কে?

কাত্যায়ন। ঐ চাণক্য পণ্ডিত।

চন্দ্রগুপ্ত। ইনি?

( চাণক্যের প্রবেশ )

( চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন। )

চাণক্য। তুমি চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার দাস!

চাণক্য। [আপাদমস্তক চন্দ্রগুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি পার্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। যদি আপনার কৃপা থাকে।

চাণক্য। আমি কে? কেউ না। তুমি একাই পার্ব্বে! আমি কে? দীন ব্রাহ্মণ। অতি দীন।

চন্দ্রগুপ্ত। দীন ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলে না। তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন। তাকে ক্ষত্রিয় আজ পদাঘাত করে' চলে' যায়।

(চন্দ্রগুপ্ত স্তব্ধ রহিলেন)

চাণক্য। মাঝে মাঝে সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসি, কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নাই! কোন শক্তি নাই!

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! শুনেছি চাণক্য পণ্ডিত—

চাণক্য। বিচক্ষণ, বিদ্বান্, কূট! না? ঠিক শুনেছিলে। কেবল একটা কথা শোন নাই। শোন নাই যে, তার হৃদয় নাই। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।— এ বক্ষ—[সহসা চন্দ্রগুপ্তের হস্ত টানিয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া] এই বক্ষে হাত দিয়ে দেখ। কি দেখ্‌ছ?

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষীণ রক্তস্রোত বৈছে।

চাণক্য। কিসের স্রোত?

চন্দ্রগুপ্ত। রক্তস্রোত।

চাণক্য। মূর্খ! রক্ত নাই— এ দেহে রক্ত নাই! এ হিমানীপ্রবাহ। রক্ত যা ছিল, জমাট হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমি সব শুনেছি আমায় শুদ্ধ আজ্ঞা দিউন। আমায় শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করুন। আমায় শুদ্ধ বলুন—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি অগ্রসর হও! আর কিছু চাই না। আর সব আমি কর্ব্ব!

চাণক্য। পার্ব্বে?

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব। গুরুদেব সেকেন্দার সাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাসবাণী নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজ্‌ছে। আমি পার্ব্ব! শুদ্ধ আপনি আমার এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত হৌন। আপনি আমায় এই ব্রতে দীক্ষিত করুন।

চাণক্য। কি? তুমি কি আজ্ঞা কর্চ্ছ প্রাণেশ্বরি!

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি আবার!

চাণক্য। তোমার আজ্ঞা! উত্তম!— [চন্দ্রগুপ্তকে] তবে পা ছুঁয়ে শপথ কর যে, এই ব্রাহ্মণের আদেশ তুমি সর্ব্বথা পালন কর্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। [চাণক্যের চরণ স্পর্শ করিয়া] শপথ কর্চ্ছি গুরুদেব! আপনি আমায় দীক্ষা দিউন।

চাণক্য। হাঁ, তুমি পার্ব্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বল্‌ছে যে, তুমি পার্ব্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দিব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাবো। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কর্ব্ব! সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে! সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে উঠবে!— চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। ঊর্দ্ধে চাও দেখি।— কি দেখ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। ঝড় উঠবে।

চাণক্য। ঠিক! ঝড় উঠ্‌বে। আর সম্মুখে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি! কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দ্রগুপ্ত। না!

চাণক্য। অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠ্‌বে!—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি! স্বর্গমর্ত্ত্য এক সঙ্গে! আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব?

চাণক্য। এই প্রধূমিতা, প্রজ্বলিতা প্রবাহিত-রক্তস্রোতস্বতীভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্ত্তে এক

বস্ত্রালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী। জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

সেলুকস ও হেলেন।

সেলুকস। হেলেন! বীরবর সেকেন্দার সাহার মৃত্যু হয়েছে।

হেলেন। সে কি! কি ক'রে জানলেন?

সেলুকস। সূর্য্য অস্ত গেলে পৃথিবী জানতে পারে না?

হেলেন। তার পর।

সেলুকস। তার পর আবার কি! তিনি আমায় এসিয়ার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।

হেলেন। এক মহতী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অর্দ্ধেক এসিয়া জয় ক'রে শেষে নিজের দেশেও যেতে পেলেন না।

সেলুকস। হেলেন সেকেন্দার সাহা যা সাধনে কর্ত্তে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন, আমি তা সম্পূর্ণ কর্ব্ব।

হেলেন। কি।

সেলুকস। ভারতবর্ষ জয়।

হেলেন। তাতে কি লাভ হবে?

সেলুকস। কীর্ত্তি।

হেলেন। না অকীর্ত্তি।—আশ্চর্য্য পুরুষের উচ্চাশা। কিছুতেই পূর্ণ হয় না। আশ্চর্য্য পুরুষের জিঘাংসা! মানুষ যেন বন্য শিকার। বধ কর্ত্তেই হবে! তবু মানুষ মানুষের মাংস খায় না।—খায় না কেন বাবা? ভাল লাগে না?

সেলুকস। প্রথা নাই।

হেলেন। সৃষ্টি করুন না—নাম থেকে যাবে।—বাবা, আপনারা পুরুষজাতি এত রক্তপিপাসু?—হৃদয়ের মধ্যে কি আর কোন প্রবৃত্তি নাই?

সেলুকস। কি প্রবৃত্তি?

হেলেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, রোগীর সেবা করা, ক্ষুধার্ত্তকে খেতে দেওয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া—এ সব কি কিছুই নাই?—কেবল স্বার্থের প্রসার, বেদনার বৃদ্ধি, অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন!

সেলুকস। ডিমস্থিনিস্ বলেছেন, বিজিগীষা মানুষের একটা মহৎ প্রবৃত্তি।

হেলেন। কোথাও তিনি এ কথা বলেন নি! নিয়ে আসছি ডিমস্থিনিস্। [ প্রস্থানোদ্যত ]

সেলুকস। না না, নিয়ে আসতে হবে না। তুমি ডিমস্থিনিসও পড়েছো?

হেলেন। পড়েছি।

সেলুকস। তুমি অত পড় কেন? পড়ে' পড়ে' তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট কর্চ্ছ।

হেলেন। মৌলিকতা নষ্ট হয় প'ড়লে? আর না প'ড়লেই মৌলিক হয়?—বাবা, তা হ'লে সবার চেয়ে মৌলিক হচ্ছে ঐ—ঐ গাধাটা।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। কারণ সে কিছুই পড়েনি।

সেলুকস। তুমি আমায় অপমান কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা।

সেলুকস। তুমি আমার সঙ্গে গাধার তুলনা কর্চ্ছ?

হেলেন। না বাবা, আমি করিনি।

সেলুকস। করছো।

হেলেন। আমার অন্যায় হয়েছে। [ কর-জোড়ে ] ক্ষমা চাচ্ছি।

সেলুকস। না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না, আমি রেগেছি। তুমি প্রায়ই আমাকে অপমান কর।

হেলেন। বাবা—[ হাত ধরিলেন ]

সেলুকস। যাও! [ হাত ছাড়াইয়া লইলেন ]

হেলেন। [ গদ্গদস্বরে ] "বাবা"—[ নতজানু হইলেন ]

সেলুকস। ওকি! না না ওঠ—তোর কিছু অন্যায় হয় নি। আমার অন্যায়। আমি ক্রোধ-বশে "যাও"! ব'লেছি। আমি তোর উপর এত রূঢ় যে কখন হ'তে পারি—তা ভাবিনি।

ওঠ্—[ হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া ] আমায় ক্ষমা কর্ হেলেন।

হেলেন। সে কি বাবা! [ তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন ]

সেলুকস। [ হেলেনকে বাহুবেষ্টন করিয়া ] মাতৃহারা কন্যা আমার।

হেলেন। কে বলে আমি মাতৃহারা। এই যে আমার মা। শুধু বাপ হ'লে কি এত আব্দার কর্ত্তে পার্ত্তাম।

সেলুকস। কৈ তুমি আব্দার কর!

হেলেন। আব্দার করি না?- ও বাবা!

সেলুকস। তুমি ত আমার কাছে কিছু চাও না- কেন চাও না হেলেন?

হেলেন। না চাইতেই ত সব পেয়েছি। আমার কিসের অভাব বাবা?

সেলুকস। মহার্ঘ পরিচ্ছদ- অমূল্য অলঙ্কার—

হেলেন। আছে ত সবই।

সেলুকস। তবে পর না কেন?

হেলেন। পর্‌লে আপনি সন্তুষ্ট হন? আচ্ছা, এখন থেকে প'র্ব।

সেলুকস। হাঁ প'রো।—আমি দেখবো।—আমি এখন একবার সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে যাবো। তুমি ঘুমোওগে যাও।—ধাত্রী!

হেলেন। যাচ্ছি বাবা। আমি আর এখন খুকিটি নই, যে সন্ধ্যা না হ'তেই ধাত্রী এসে আমায় ঘুম পাড়াবে।

সেলুকস। কিন্তু তুমি অত্যন্ত রাত্রি জেগে পড়। পড়ে' পড়ে' তোমার রং মলিন হয়ে যাচ্ছে।—অত প'ড়ো না।

হেলেন। [ সহাস্যে ] আচ্ছা বাবা—এখন থেকে একটু মৌলিক হব।

সেলুকস চলিয়া গেলেন। হেলেন ক্ষণেক পাদচারণ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে পুস্তক রাখিয়া কহিলেন—সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! আজ সিন্ধুনদতীরে সেদিনকার সেই গরিমাময় সূর্য্যাস্ত মনে পড়ে! কোথায় সেই রবিকরোজ্জ্বল ভারত, কোথায় এই কুজ্ঝটিকাবৃত আফগানিস্থান। [ পুনরায় পাঠ ]—সেই মগধের রাজপুত্র।—আমি সংস্কৃত শিখ্‌বো। শুনেছি সংস্কৃত ভাষা ভাবুকতা, কবিত্ব, জ্ঞানের খনি। [ পাঠ ]— কে? [ ফিরিয়া চাহিয়া ] ও!—আণ্টিগোনস্।

( আণ্টিগোনসের প্রবেশ )

আণ্টিগোনস। হাঁ আমি হেলেন।

হেলেন। [ উঠিয়া ] পিতা গৃহে নাই।

আণ্টিগোনস। তা জানি।

হেলেন। তবে তুমি এখানে—অকস্মাৎ?

আণ্টিগোনস। আমার আগমন কি তোমার কাছে এতই অপ্রীতিকর?

হেলেন। আমি তা ত বলি নাই।

আণ্টিগোনস। কি কপট জাতি! মনের কথা এখনও, এত দিনেও জান্তে পার্লাম না। 'আমি তা ত বলি নাই'—কি সুন্দর উত্তর! 'বলি নাই' বটে- কিন্তু আমার আগমন প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর তা বল্‌তে কোন বাধা আছে কি?

হেলেন। বলে' লাভ কি?

আণ্টিগোনস। লোকসানই বা কি?- বলে' তোমার লাভ না থাকতে পারে,- শুনে আমার লাভ আছে।

হেলেন। কি লাভ?

আণ্টিগোনস। লাভ এই যে, ঐ উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্চ্ছে।—শোন হেলেন, আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি।

হেলেন। কি?

আণ্টিগোনস। আমি অশ্রুজলে জানু পেতে ভিক্ষা চেয়েছি—পাই নাই। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে দাবী করেছি—পাই নাই। আজ সহজ, সরল, শুষ্ক ভাষায়, একবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি—এর মধ্যে ক্রোধ নাই, কাকুতি নাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। আমার পিতার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে, তাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আণ্টিগোনস। সেই এক কথা।—তার কারণ তুমিই না হেলেন? তার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমি এ প্রস্তাব করি, তুমি ব'লেছিলে পিতার মতেই তোমার মত। পরে তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ব্যঙ্গভরে বল্লেন যে, যার জন্মের ঠিক নাই, তার সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।

হেলেন। তিনি সেনাপতি, আর তুমি একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ।

আণ্টিগোনস। তার জন্য নয় হেলেন। তিনি আমার জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সেই ব্যঙ্গের জ্বালায়, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর খড়্গ তুলেছিলাম—আমায় ক্ষমা কর হেলেন।

হেলেন। যদি বা ক্ষমা কর্‌তে পারি, বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আণ্টিগোনস্। কেন?

হেলেন। রাজকন্যা কোন প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস। এত গর্ব!

হেলেন। না, আমি এ কথা প্রত্যাহার কচ্ছি। তার পরিবর্ত্তে এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় যে, কোন কুমারী বিবাহসম্বন্ধে তার মতামতের কোন কারণ ব্যক্ত কর্ত্তে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস। আমি বাদানুবাদ চাহি না, আমি উত্তর চাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। যদি না? তাহলে কি কর্ব্বে?

আণ্টিগোনস। উত্তর চাই। বিবাহ কর্ব্বে কি না? বল। (হাত ধরিলেন)

হেলেন। আণ্টিগোনস! হাত ছাড় কাপুরুষ! গ্রীক তুমি!

আণ্টিগোনস্। আমি প্রণয়ী। সহজ সরল উত্তর দাও বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। তোমাকে বিবাহ করার চেয়ে এক দুর্গন্ধ গলিত কুষ্ঠরোগীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। অধম! (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন) চলে যাও এখান থেকে।

আণ্টিগোনস্। উত্তম! যাচ্ছি। (তাহার পর চলিয়া যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার ফিরিলেন) যাবার সময় এক কথা বলে' যাই, হেলেন!

হেলেন। বল "রাজকন্যা"। আমার নাম ধরে ডাকবার তোমার অধিকার নাই। এক জন সামান্য সৈনিক—যাকে ইচ্ছা কর্লে কীটের মত চরণে দলিত কর্ত্তে পারি করি না, কারণ, সে অতি অধম,—সে এসিয়ার সম্রাট সেলুকসের কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে! এতদূর স্পর্দ্ধা!

আণ্টিগোনস্। উত্তম! এর উত্তর একদিন দিব!—দেখি চাকা ঘোরে কি না।

এই বলিয়া আণ্টিগোনস্ চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে সেলুকস দণ্ডায়মান।

সেলুকস। আবার নিভৃতে সাক্ষাৎ!

হেলেন। (কম্পিত স্বরে) পিতা! আপনার কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করে এমন বর্ব্বর কাপুরুষ গ্রীক আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ।

সেলুকস। সে কি! সত্য কথা আণ্টিগোনস?

আণ্টিগোনস্। সত্য কথা। আমার অপরাধ হয়েছে।

সেলুকস। হুঁ। আণ্টিগোনস্। সেকেন্দার সাহার আজ্ঞায় তুমি নির্ব্বাসিত হয়েছিলে। আমি তা সত্ত্বেও তোমাকে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ করেছিলাম। তার এই প্রতিদান! সৈনিকগণ!

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

সেলুকস। বন্দী কর। (সৈনিকগণ আণ্টিগোনসকে বন্দী করিল)

সেলুকস। তোমার শাস্তি মৃত্যু। নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এই মুহূর্ত্তে! (সৈনিকগণ আণ্টিগোনসকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, হেলেন সৈনিকগণকে কহিলেন "দাঁড়াও", পরে সেলুকসকে কহিলেন—"পিতা! এবার একে ছেড়ে দিন।")

সেলুকস। না! এতদূর স্পর্দ্ধা!

হেলেন। পদচ্যুত করুন।

সেলুকস। সে শাস্তি যথেষ্ট নয়।

হেলেন। রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করুন। মৃত্যুদণ্ড দিবেন না।

সেলুকস। না হেলেন—অসম্ভব।

হেলেন। আণ্টিগোনস্ বীর! তিনি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছেন। এইবার—এই শেষবার তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁকে নির্ব্বাসিত করুন।

আণ্টিগোনস। আমি সেলুকসের ক্ষমা প্রার্থী নই। সেলুকস! আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার কর্চ্ছি। অপরাধের দণ্ড দাও। আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না।

হেলেন। আমি চাচ্ছি, বাবা!—

সেলুকস। না হেলেন—

হেলেন। [ জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্ত-করে ] বাবা!

সেলুকস। আচ্ছা, এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্লাম, আণ্টিগোনস—যাও। কিন্তু আমার সম্রাজ্যে আর যদি কখন পদার্পণ কর ত, তোমার শাস্তি মৃত্যু।—মুক্ত কর।

সৈনিকগণ তাহাকে মুক্ত করিল। আণ্টি-গোনস্ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

হেলেন। জানি বাবা, আপনি মুক্ত ক'রে দেবেন।

সেলুকস। তোর যুক্ত-করের কাছে যে সকল যুক্তি হার মানে হেলেন। আমার বুড়োবয়সের মা হয়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলি মা হোক।

হেলেন। [ সহাস্যে ] এ বিষয়ে থেমিষ্টক্লিস কি বলেন বাবা?

সেলুকস। কিছু বলেন না। তুমি অত্যন্ত অবাধ্য।—যাও।

[ প্রস্থান।

হেলেন দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"পিতা। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার অগাধ স্নেহের বিনিময়ে আর কি দিতে পারি।—আপনার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে, তাকে আপনার কন্যা কখন বিবাহ কর্ব্বে না। না, আণ্টিগোনসকেও নয়।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবির। কাল—রাত্রি।

মুরা ও চাণক্য।

মুরা। কাল যুদ্ধ?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আক্রমণ কর্ব্বে?

চাণক্য। হাঁ মুরা। তা ত সমস্ত দিনে একশ' একবার ব'লেছি। আবার সেই কথা এত রাত্রে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছো কেন?

মুরা। স্থির হ'তে পার্চ্ছি না গুরুদেব, এ যুদ্ধে কাজ নাই।

চাণক্য। [ সাশ্চর্য্যে ] মুরা!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র; আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ—এক বৃন্তে দুটি ফল। আমার হৃদয়-আকাশের সূর্য্য-চন্দ্র। তাদের সংঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হয়ে যাবে।—না গুরুদেব, কাজ নাই। চন্দ্রগুপ্ত আমার পথের ভিখারী হোক। বিবাদে কাজ নাই।

চাণক্য। নারী! সম্মুখে কালের সংহার-মূর্ত্তি। দেখ্ছ না আকাশ কি স্থির!—রুদ্ধশ্বাসে সে যেন এক ঝটিকার অপেক্ষা কর্চ্ছে। সব প্রস্তুত। এখন নারীর কাকুতি শোন্বার সময় নয়। শিবিরে যাও।

মুরা। নারীর কাকুতি! এতই অবজ্ঞেয় নারী! গুরুদেব, আপনি কি বুঝবেন এ বক্ষে কি ঝড় বৈছে।—আমি কতখানি সহ্য কর্চ্ছি, তা আপনি কি বুঝ্বেন গুরুদেব?

চাণক্য। আর তুমি কি বুঝবে নারী,—লুপ্ত গৌরবের দীন মহিমা—যার রুদ্ধ আবেগ কারা-গারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে নিজেই রক্তাক্ত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। তুমি কি বুঝবে নারী—এ প্রতি-হিংসার জ্বালা, এ মর্ম্মদাহ? যাও, বিরক্ত কোরো না। শিবিরে যাও।—এ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

মুরা। কিন্তু গুরুদেব!—

চাণক্য। [ কঠোর স্বরে ] যাও।

[ সভয়ে মুরার প্রস্থান।

চাণক্য একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

চাণক্য। শকুনের মুখ, ঊর্ণনাভের অঙ্গ, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দ্দভের চীৎকার—একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি দাঁড়ায়। নূতন রকম ব্যঞ্জন একটা কিছু তৈয়ারী হবেই নিশ্চয়।—হে অদৃশ্য মহাশক্তি! কি মধুর পূতিগন্ধময় ভাগাড়ের মাঝখানে দিয়ে আমার হাত ধরে' নিয়ে চলেছ। বলিহারি! [ বাহিরের দিকে চাহিয়া ] উঃ! বাহিরে শিশির-বিন্দুগুলো জ্বল্ছে দেখ, যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ! আকাশ দাউ দাউ করে' পুড়ে' যাচ্ছে। আর আমি এই অগ্নির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি। পুড়ে যাচ্ছি না—শুদ্ধ ব্রহ্মতেজে বোধ হয়। [ হাস্য ] না, এই কলিযুগেতেও একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখাতে হবে।—না প্রেয়সী? ঐ দীর্ঘ দন্তে হেসে, রুক্ষ

মাথা নেড়ে ব'ল্‌ছে 'হাঁ"।—শুনেছি।—কি কদর্য্য তুমি, হে সুন্দরি! তোমার প্রেমে শেষে পাগল না হয়ে যাই। কে। কাত্যায়ন?

(কাত্যায়নের প্রবেশ)

কাত্যায়ন। হাঁ, আমি, চাণক্য।

চাণক্য। এত রাত্রে?

কাত্যায়ন। সংবাদ আছে।

চাণক্য। কি!

কাত্যায়ন। নন্দের বৃদ্ধ মন্ত্রী এসেছিলেন।

চাণক্য। [সাগ্রহে] এসেছিলেন না কি। তার পর!

কাত্যায়ন। তিনি সন্ধির কথা বল্লেন।

চাণক্য। কি বল্লেন!

কাত্যায়ন। অনেক বাজে কথার পর, তিনি ব'ল্লেন, এই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কেন। রাজ্য সমান ভাগ করে' নিলেই ত হয়। নন্দ অবোধ ছোট ভাই। যা করে' ফেলেছে, বড় ভাইয়ের কাছে তার কি মার্জ্জনা নাই?

চাণক্য। [সকৌতূহলে] বটে! বটে!—চন্দ্রগুপ্ত সেখানে ছিল?

কাত্যায়ন। ছিল।

চাণক্য। বিচক্ষণ এই মন্ত্রী।—চন্দ্রগুপ্ত কিছু ব'লেছিল?

কাত্যায়ন। না।

চাণক্য। তুমি কিছু ব'লেছিলে?

কাত্যায়ন। আমি বলেছিলাম যে তোমার পরামর্শ নিয়ে তার পরে বলে' পাঠাবো।

চাণক্য। তাকে আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?

কাত্যায়ন। তিনি স্বীকৃত হলেন না।

চাণক্য। খাসা চাল চেলেছে। পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—হুঁ! [চিন্তা]

কাত্যায়ন। তুমি কি বল?

চাণক্য। কিছু না।—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।"

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি তোমার মিত্র!

চাণক্য। পণ্ডিত চাণক্য বলেন—"ন মিত্রে-পাতিবিশ্বসেৎ।" তোমাকে এখনও বলবার সময় হয়নি।—তবে সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তুমি এখন শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চাই।

কাত্যায়ন। প্রেয়সী কি।

চাণক্য। জান না। [হাস্য] আমার এক-জন গণিকা আছে।

কাত্যায়ন। তোমার গণিকা!

(চাণক্য উচ্চহাস্য করিলেন। কাত্যায়ন মুখব্যাদান করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।)

চাণক্য। তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান?

কাত্যায়ন। জানি বৈকি। শৈশবে তিনি আর আমি একত্র শাস্ত্রপাঠ ক'রেছিলাম। মনো-বিজ্ঞানে তার অসীম মেধা ছিল। তিনি কেবল দিবারাত্র সাংখ্য পড়তেন।

চাণক্য। আর তুমি বুঝি পাণিনি মুখস্থ কর্ত্তে!

কাত্যায়ন। কি। তুমি হাস্‌ছো যে। পাণিনি ব্যাকরণের এক একটি সূত্র এক একটি গূঢ়তত্ত্ব-কথা। এই ধর

চাণক্য। এই মাটী ক'রেছে। থামো। পাণিনি শুন্‌বার আমার অবকাশ নাই। ব্যাকরণে হবে না!

কাত্যায়ন। পাণিনিকে তুমি তুচ্ছ কর্চ্ছ। তুমি জান যে

চাণক্য। নন্দ তোমায় কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন কেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পার্চ্ছি।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তোমার এই পাণিনির জ্বালায়। তুমি বসে' পাণিনি আওড়াচ্ছই, আওড়াচ্ছই। রাজ্যে মড়ক এলো পাণিনি। যুদ্ধ হ'ল—পাণিনি। অতিবৃষ্টি হ'ল পাণিনি। অনাবৃষ্টি—পাণিনি। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের কলহ—পাণিনি। আমি শুনেছি রাজা নন্দ শেষে তোমার পাণিনির জ্বালায় অস্থির।

কাত্যায়ন। অস্থির কি রকম?

চাণক্য। শুনেছি যে তোমার পাণিনির জ্বালায় রাজার শেষে শূল বেদনা ধর্ল্ল, মাথা ঘুর্ত্তে সুরু কর্ল্ল; গায়ে চেঁকুর উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তিনি শেষে নিরুপায় হয়ে তোমায় কারারুদ্ধ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন।—পাণিনি ঐ ভুল ক'রেছিলেন।

কাত্যায়ন। কি ভুল?

চাণক্য। অত বড় একখানা ব্যাকরণ লেখা, যা কোন ভদ্রলোকে মুখস্থ কর্ত্তে পারে না।

কাত্যায়ন। দুঃখের বিষয় তুমি কিছু জান না। পাণিনির সূত্রগুলি—

চাণক্য। চমৎকার! তুমি শিবিরে যাও। দেখ চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে।

চাণক্য। বেশ সোজা কথা। তোমার পাণিনির কোন সূত্র এ কথা বাহির ক'রে দিতে পার্ত্ত!

কাত্যায়ন। পাণিনি এমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘোরান নি।

চাণক্য। যাও। একবার চন্দ্রকেতুকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

কাত্যায়ন। দিচ্ছি। কিন্তু পাণিনি—

চাণক্য। আবার পাণিনি! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দুপুর রাত্রে পাণিনি শুন্বার সময় নয়। তাকে পাঠিয়ে দাও। বিশেষ দরকার।

কাত্যায়ন। পাণিনির সূত্র কিন্তু—

চাণক্য। নরকে যাক্ পাণিনি ও তার সূত্র! যাও—

কাত্যায়ন। পাণিনি শুদ্ধ ব্যাকরণ, লোকের এইই বিশ্বাস! মর্ত্ত জগৎ! পাণিনির মধ্যে বেদান্তসার—

চাণক্য। যাও কাত্যায়ন। ক্ষেপিও না। যাও বল্ছি!

কাত্যায়ন। যাচ্ছি। যাইতে যাইতে কিন্তু তুমি পাণিনির অপমান কর্লে।

(দুঃখিতভাবে প্রস্থান।)

চাণক্য। নেহাইৎ গোবেচারি! কেবল প্রবৃত্তির উপর কাজ ক'রে যায়। কিছু বুঝে না।—প্রেয়সী! কি বল নন্দের মন্ত্রী একটা চাল চেলেছে না? পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—খাসা চাল। নৈলে আর কি চাল্বে। আমি লক্ষ্য করেছি—তুমিও জান দেখ্ছি। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে!—কিন্তু মন্ত্রী! চাণক্যের সঙ্গে পার্ব্বে না। তুমি আমায় কিঞ্চিৎ সতর্ক করে' দিলে এই মাত্র।

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও প্রণাম)

চাণক্য। জয়োস্তু!—তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

চন্দ্রকেতু। আজ্ঞা করুন।

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত, যদি তোমরা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। যদি প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করি—এ কথা আপনি বল্ছেন কেন গুরুদেব। আমায় অবিশ্বাস করেন?

চাণক্য। না।

চন্দ্রকেতু। তবে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। আমি লক্ষ্য ক'রেছি যে, উচ্চাশার চেয়ে বলবতী একটা প্রবৃত্তি তার পিছনে উঁকি মার্চ্ছে। আমি দেখেছি, দেখ্তে দেখ্তে তার দীপ্ত মুখখানি সহসা মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—দুই এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে যায়। তার শৌর্য্য দুর্জ্জয়, যদি এই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার সংঘাত না হয়।—সাবধান।

চন্দ্রকেতু। কি আজ্ঞা করেন?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। সে পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বদা তার পাশে থেকে তাকে ব্যাপৃত রাখবে। একাকী থাক্তে দেবে না। আর যুদ্ধের সময়েও তার পার্শ্ব ত্যাগ কোরো না।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। আমি আর মুরা ঐ পর্ব্বতের নীচে সেতুপার্শ্বে তোমাদের বিজয়বার্ত্তার প্রতীক্ষা করব।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।—(চন্দ্রকেতু যাইতে উদ্যত) আর দেখ—

(চন্দ্রকেতু ফিরিলেন)

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়েছে?

চন্দ্রকেতু। হাঁ গুরুদেব।

চাণক্য। একবার—না জাগিও না। ঘুমোক্। তবে মুরাকে—না আজ রাত্রে কোন প্রয়োজন নাই। কাল তুমি প্রত্যূষে উঠবে। চন্দ্রগুপ্তকে ওঠাবে। মুরা জাগ্রত হবার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বে—তুমি আর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও!

[ চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন।

চাণক্য। উদার যুবক! আবার!—না প্রেয়সী! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।—নির্ব্বোধ যুবক! পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বসে আছে। চন্দ্রগুপ্ত তোমার কে!—মূর্খ।

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ।

কাল—প্রভাত।

আন্টিগোনস্ ও বন্দী অবস্থায় সেলুকস দণ্ডায়মান।

আন্টিগোনস। সেলুকস! তুমি আজ আমার বন্দী।

সেলুকস। জানি আন্টিগোনস।

আন্টিগোনস। আজ তোমার সে দম্ভ কোথায় সম্রাট?

সেলুকস। দম্ভ কখন করি নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। অনেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। আবার যদি যুদ্ধ হয়

আন্টিগোনস। আর যুদ্ধ হবে না সেলুকস। এই শেষ যুদ্ধ!

সেলুকস। শেষ যুদ্ধ! তুমি আমায় হত্যা কর্ব্বে না?

আন্টিগোনস। না, হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। তবে কি কর্ত্তে চাও? আন্টিগোনস! এ কি! তোমার চক্ষে একটা হিংস্র জ্বালা দেখ্ছি। মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কচ্ছ। তুমি যেন মনে মনে একটা পৈশাচিক সঙ্কল্প আঁটছো, আবার তারই ভীষণ আকার দেখে নিজেই শিউরে উঠছো।

আন্টিগোনস্। না, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস্। বার বার সে কথা উচ্চারণ কর্চ্ছ কেন আন্টিগোনস্?

আন্টিগোনস্। আমরা সুসভ্য গ্রীকজাতি। যুদ্ধে পরস্পরের বক্ষে ছুরি বসাই, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরি। যুদ্ধের পর শত্রুকে চিরান্ধকার কারাগৃহে আজীবন বদ্ধ ক'রে রাখি, কিন্তু হত্যা করি না। তোমায় সেই চিরান্ধকার কারাগারে রেখে দেবো। হত্যা কর্ব্ব না। ভয় নাই।

সেলুকস্। না আন্টিগোনস্! বরং আমায় একেবারে হত্যা কর। তিলে তিলে বধ কোর না।

আন্টিগোনস। না, আমরা যে সভ্য গ্রীক। তোমায় আজীবন বন্দী করে' রাখবো। এমন কক্ষে বদ্ধ করে রাখবো, যেখানে সূর্য্যের আলোক ভয়ে প্রবেশ করে না, বাতাস প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে। হত্যা কর্ব্ব না।—সেলুকস! আমি শৈশবে পিতৃহীন। দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক করে' ঈশ্বর আমাকে বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর বাধা ঠেলে নিজের শৌর্য্য ও দক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলাম সে কি আমার লজ্জার কথা?

সেলুকস। আমি তা কখন বলি নাই।

আন্টিগোনস। না তথাপি সংসারের একপ অবিচার যে আমার পিতা কে, আমি তা'র সংবাদ তা'কে দিতে পারি নাই বলে সে আমাকে জারজ বলে' গণ্য করে দূরে দূরে রাখে। আমার পিতা কে, তা আমি জানি না। কিন্তু বোধ হয় তোমারই মত তা'র মানুষেরই চেহারা ছিল। জারজ! আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী। আমাকে কখন একটা নীচ কাজ কর্ত্তে দেখেছো?

সেলুকস্। না।

আন্টিগোনস। তবে!—না, এখন আর তোমার প্রশংসার মূল্য কি? এখন তোমাকে অধম ক্রীতদাসীটির মত যা বলাবো তাই বলবে এই যে সেলুকসের কন্যা!

( বন্দিভাবে সপ্তদশী হেলেনের প্রবেশ )

হেলেন। এই যে বাবা! বাবা! বাবা!—

[ সেলুকসের বক্ষে গিয়া মুখ লুকাইলেন ]

সেলুকস। হেলেন! কন্যা আমার!

[ তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন ]

আন্টিগোনস্। সাদর সম্ভাষণ শেষ হয়েছে

সম্রাট? —না হ'য়ে থাকে শেষ করে' নাও। আমি অপেক্ষা কচ্ছি। এত নিষ্ঠুর আমি নই।—এই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

হেলেন। শেষ সাক্ষাৎ?

আন্টিগোনস। হাঁ রাজকন্যা। তোমার পিতাকে দণ্ড দিয়েছি—আজীবন চিরান্ধকারাগারে বাস।

হেলেন। যে আজ্ঞা বিচারকর্ত্তা!

আন্টিগোনস্। তোমার কিছু ব'লবার আছে?

হেলেন। আমার?—কিছু না। বীরের প্রতি বীরের আচরণ—বীরের বিচার্য্য। বন্দীর প্রতি জয়ীর ব্যবহার—জয়ীর অভিরুচি। আমার কি! অনধিকার চর্চ্চা আমি করি না।

আন্টিগোনস্। এইমাত্র! সেলুকস! তোমার কন্যা অতি পিতৃভক্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি।

হেলেন। আন্টিগোনস্! তোমার রাজ্য সম্বন্ধে তুমি কথা কও। পিতার প্রতি কন্যার স্নেহ—কন্যার বিচার্য্য। তোমার নয়।

আন্টিগোনস। এখনও গর্ব্ব!

হেলেন। জানি আন্টিগোনস্, তুমি আমায় এখানে কেন এনেছো। কিন্তু এ বামনের চাঁদে হাত। পাবে না। তুমি এখন জয়ী, একটা রাজ্যের অধিপতি। সেখানে তুমি যা ইচ্ছে কর্ত্তে পারো। কিন্তু আমারও একটা রাজ্য আছে। সে রাজ্যের অধীশ্বরী আমি। সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার নাই!—যান পিতা, আপনি বীর! যদি বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহার হয়, যান আপনি অন্ধকার কারাগৃহে। আমিও যাই। আমাদের এই জন্মের মত বিচ্ছেদ। পিতা! বিদায় দেন।—এ কি বাবা! মাথা হেঁট করে' রৈলেন যে!

সেলুকস। হেলেন! না।—তাই হোক্।

হেলেন। পিতা! এ বিচ্ছেদে আমাদের উভয়ের দুঃখ সমান। আপনিও চক্ষে যে অন্ধকার দেখ্‌বেন, আমিও চক্ষে সেই অন্ধকার দেখ্‌বো। আপনিও পুরুষের মত সহ্য করুন, আমিও নারীর মত সহ্য কর্ব্ব। কিসের ভয়!—এই আন্টিগোনস্ আমাদের উপর চোখ রাঙাবে?

আন্টিগোনস্। হেলেন! কেন আমার প্রতি বিরূপ হ'চ্ছ!—আমায় বিবাহ কর! আমি তোমার পিতার ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌বো। তাঁকেই আবার এই সিংহাসনে বসাবো! হেলেন! প্রসন্ন হও, এই সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।

হেলেন। [ সব্যঙ্গহাস্যে ] মূর্খ! প্রলোভন দেখিয়ে নারীর হৃদয় জয় কর্ত্তে চাও! নারীর ধর্ম্ম—প্রভাত সূর্য্যের চেয়েও যা ভাস্বর, মৃত্যুর চেয়েও যা প্রবল, মাতার স্নেহের চেয়েও যা পবিত্র,—সেই নারীধর্ম্ম—তোমার এই ধূলিমুষ্টি দিয়ে ক্রয় কর্ত্তে চাও! স্পর্দ্ধা বটে।—যাও, আমি তোমায় ঘৃণা করি।

আন্টিগোনস্। উত্তম!—সেলুকস! আর আমার অপরাধ নাই।—প্রহরী! দুই জনকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর।—নিয়ে যাও।

প্রহরীদ্বয় সেলুকসকে ও হেলেনকে ধরিল।

হেলেন। বিদায় দেন বাবা!

সেলুকস। "হেলেন"। [ মস্তক অবনত করিয়া মুছিলেন ]

হেলেন। এ কি বাবা! আপনার চক্ষে জল! বীর আপনি। আপনি এই দুঃখভারে নুয়ে প'ড়ছেন! তা হ'লে যে পারি না। আমি শিশুকে অনাহারী, বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত, বন্ধুকে পরিত্যক্ত, মৃতদেহকে পদাহত, সব মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখ্‌তে পারি, কিন্তু আপনার চক্ষে জল যে দেখ্‌তে পারি না।—বাবা! তবে তাই হোক্। আপনার জন্য আমি কি না কর্ত্তে পারি বাবা! স্বচ্ছন্দে নিজেকে বলি দিব! কিন্তু কি কর্লেন বাবা! কি কর্লেন! লজ্জায় মাটীর ভিতর মাথা লুকোতে ইচ্ছা কর্চ্ছে, জলে' যাচ্ছি।—ওঃ—যাক্। আন্টিগোনস্!—আমি তোমায় বিবাহ কর্ব্ব। আমি তোমার ক্রীতদাসী। [ জানু পাতিলেন ] বাবাকে ছেড়ে দাও।

সেলুকস। না হেলেন। তা হবে না। তা'র চেয়ে আমি নরকে যেতে প্রস্তুত। কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। গ্রীক আমি। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য। চল কারাগারে। প্রহরী! যেখানে ইচ্ছা, নিয়ে চল। বিদায় দাও কন্যা। [ বাহু বেষ্টন করিয়া ] হেলেন! হেলেন!

প্রহরীদ্বয় তাঁহাদিগকে পৃথক করিল। তাঁহারা প্রহরী কর্ত্তৃক কিয়ৎ দূর নীত হইলে আন্টিগোনস্

সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "দাঁড়াও!"

প্রহরীরা বন্দীদ্বয়সহ দাঁড়াইল।

আন্টিগোনস্। সেলুকস! মুক্ত তুমি।—আমি জারজ হলেও, আমি গ্রীক। মহত্ত্ব বুঝি। —এ শুদ্ধ সুন্দর নয়, স্বর্গীয়। ফিডিয়াস্ এর চেয়ে সুন্দর কিছু কখন কল্পনা কর্ত্তে পারেন নাই। আমি কঠোর। কিন্তু এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমার চক্ষেও জল এসেছে।—মহিমময়!—হেলেন! আমি তোমার যোগ্য নই। সেলুকস! এ সিংহাসন তোমার।—

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধাঙ্গন। কাল সন্ধ্যা।

নারী-শিবিরের সম্মুখে ছায়া ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ।

ছায়া। এই যুদ্ধের ফলাফল জান্‌বার জন্য আমি অধীর হচ্ছি। দূর থেকে কেবল যুদ্ধের কোলাহলই শুন্‌ছি, অথচ যুদ্ধ-পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

১ম সঙ্গিনী। কেন এত যুদ্ধ-তৃষ্ণা রাজ-কুমারী?

ছায়া। আমি তাঁকে দেখাতে চাই যে, আমি তাঁর অযোগ্য নই।

১ম সঙ্গিনী। কা'র?

ছায়া। চন্দ্রগুপ্তের।

৩য় সঙ্গিনী। মরেছো!

ছায়া। কেন?

২য় সঙ্গিনী। চন্দ্রগুপ্তকে ভালোবেসেছো?

ছায়া। ভালোবেসেছি কি না তা জানি না, তবে জাগ্রতে নিদ্রায় তিনিই আমার ধ্যান। —আমি কাল রাত্রিতে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম জানো?

২য় সঙ্গিনী। না।

ছায়া। স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন আমি ক্রমাগত আকাশে উঠে যাচ্ছি, আর পদতলে কেবল দুইটি মাত্র জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছি—পৃথিবী আর চন্দ্রগুপ্ত। পরে আরও উঠে যাচ্ছি—আরও উঠে যাচ্ছি। পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেল, শেষে আর তাকে দেখা গেল না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যের মত জল্‌তে লাগ্‌ল।

২য় সঙ্গিনী। বলেছি ত মরেছো—

ছায়া। কিসে?

২য় সঙ্গিনী। ঐ রোগে!

ছায়া। কি রোগে?

২য় সঙ্গিনী। ভালোবাসায়।

ছায়া। তবে যে ব'ল্লে "রোগে"।

২য় সঙ্গিনী। ঐ ত রোগ!

ছায়া। তবে ঐ রোগে যেন আমি মরি। তার চেয়ে সুখমৃত্যু আমি চাই না।

( চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

ছায়া। কি দাদা! যুদ্ধের সংবাদ?

চন্দ্রকেতু। আমার অশ্ব হত হয়েছে। অন্য অশ্ব চাই।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

ছায়া। যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দ্রকেতু। আমাদের পরাজয়।

ছায়া। পরাজয়!—চন্দ্রগুপ্ত কোথায় দাদা!

চন্দ্রকেতু। বিপন্ন। আমি তাঁর সাহায্যে যাচ্ছি।

ছায়া। দাঁড়াও—আমিও যাবো। আমারও অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

চন্দ্রকেতু। উত্তম।

ছায়া। [ সঙ্গিনীগণের প্রতি ] যাও, তোমরা শিবির রক্ষা কর।

[ সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

ছায়া। ভগবান্! যদি সুযোগ পেয়েছি, যেন কৃতকার্য্য হই, এই বর দাও। তিনি বিপন্ন! আমি যেন তাঁর প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারি। তাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে যেন হাস্যমুখে প্রাণ দিতে পারি। তিনি যদি তার বিনিময়ে একবার মুহূর্ত্তের জন্য ভালোবেসে—একবার আমার পানে হেসে চান, তা হ'লেই আমার সার্থক মৃত্যু।

( দুইটি অশ্ব লইয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

চন্দ্রকেতু। ছায়া, অশ্ব প্রস্তুত।

ছায়া। চল দাদা! [ জানু পাতিয়া ] মহেশ্বরী!

যে শক্তিবলে তুমি দানব জয় ক'রেছিলে—সেই শক্তির এক কণা দাও মা! চল দাদা।

[ অশ্বারূঢ় হইয়া উভয়ের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সেতুপার্শ্বে অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তা'রা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের অভাব আজ তারাই পূর্ণ কর্চ্ছে। তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে, আর মানুষ লোভে, অন্ধহিংসায়, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারী সৃষ্টি!—সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তা'র চারিদিকে ধু ধু ক'রে জ্বলে উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠ্‌বে। উঠুক। এক দিন আসবে, যে দিন ঐ সূর্য্য আর উঠ্‌বে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হ'য়ে যাবে। তা'র পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়্‌বে। তার পর তাও পড়্‌বে না। কৃষ্ণ সূর্য্য অনন্তশূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই!—কে?

( কাত্যায়নের প্রবেশ )

চাণক্য। কাত্যায়ন? কি সংবাদ!

কাত্যায়ন। আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য। পরাজয়!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত। তাই দেখে আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়েছে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত!—কোথায়?

কাত্যায়ন। পূর্ব্বদিকে।

চাণক্য। কোন্ দিকে তা জিজ্ঞাসা করি নি। কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না।

চাণক্য। যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম!—চন্দ্রকেতু কোথায়।

কাত্যায়ন। তা জানি না! তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে প'ড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য। তুমি এতক্ষণ কি কর্চ্ছিলে মূর্খ?

কাত্যায়ন। আমি ঐ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলাম।

চাণক্য। নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলে!—যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত! ওঃ!

কাত্যায়ন। ঐ যে! চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে।

চাণক্য। [ সাগ্রহে ] কৈ? [ করতালি দিয়া ] ঐ যে! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন! যাও, তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে, পালায় নি, —যাও, শীঘ্র যাও,—দ্বিরুক্তি কোরো না।

[ কাত্যায়নের প্রস্থান।

চাণক্য। চিন্তা নাই! 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'! মুরা! মুরা!

( মুরার প্রবেশ )

মুরা। কি গুরুদেব!

চাণক্য। এইখানে দাঁড়াও। [দাঁড় করাইয়া] কাঁদতে জান নারী?

মুরা। সে কি!

চাণক্য। ঐ চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে। তোমায় কাঁদতে হবে।

মুরা। পুত্র! পুত্র! [ অগ্রসর হওন ]

চাণক্য। খবর্দ্দার। এখন স্নেহ নয়—তিক্ত ভর্ৎসনা উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান অভিনয় কর্ত্তে হবে।—প্রস্তুত?

( ধীরে ধীরে মুক্ত তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ )

চাণক্য। এই যে চন্দ্রগুপ্ত!—চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছে মুরা!—তাকে তোমার বক্ষে নাও। বীরপুত্র তোমার—উৎসব কর।

চন্দ্র। না গুরুদেব! আমি জয়লাভ করে' আসি নি।

চাণক্য। সে কি!—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য। সে কি! অসম্ভব! মুরার পুত্র

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিংবা প্রাণ দেয়, পালায় না।

মুরা। পালিয়ে এসেছো!—স্থিরচিত্তে এ কথা ব'ল্‌ছো চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছো! ম'র্ত্তে পারো নি? ভীরু!

চাণক্য। না, এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য। যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব না। [তরবারি পদতলে রাখিলেন]

চাণক্য। কি পার্ব্বে না?

চন্দ্রগুপ্ত। ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে।

মুরা। কাপুরুষ!

চন্দ্রগুপ্ত। কাপুরুষ নই—ভাই।

চাণক্য। যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

চন্দ্রগুপ্ত। তবু সে ভাই।

মুরা। যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে!—কি নীরব রৈলে যে?

চাণক্য। যার রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! ভ্রাতৃবিরোধ কি আপনি আজ্ঞা দেন?

চাণক্য। হাঁ, ধর্ম্মযুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লেছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করে না।

চাণক্য। (সপদদাপে) এই পাপেই আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত! গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝ্‌বে?—শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এই দৌর্ব্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য ক'রেছি। অন্য সময়ে এ দৌর্ব্বল্যে যায় আসে না। শুষ্ক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না। সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক। ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমেষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে। চন্দ্রগুপ্ত! মুহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল ক'রে দিও না। জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে অগ্রসর হও।

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! সত্যই কি আমার পুত্র তুমি!!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত। তাকে মার্জ্জনা কর মা!

মুরা। মার্জ্জনা! সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্রি শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্ত্তে পারে এক নন্দের রক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। মা, শৈশবে কত তার সঙ্গে খেলা ক'রেছি, তাকে কত খেলনা কিনে দিয়েছি, তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে তার আধখানি ভেঙ্গে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি, পিতার তিরস্কারে তার ছলছল চক্ষুদুটি চুম্বন ক'রে অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি। এক দিন এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে প'ড়েছিল, তার আসন্ন বিপদ দেখে আমি তাকে ঠেলে দিয়ে ফিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পিঠে পেতে নিয়েছিলাম। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ ঢল ঢল মুখখানি দেখলাম, আর সেই সব কথা একসঙ্গে মনে প'ড়ে গেল। তার মাথার উপর খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃবক্ষ হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে পিঞ্জরের দ্বারে সবেগে আঘাত ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! ও ভাই! মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়?"

মুরা। নন্দ তোমার ভাই। কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দ তোমার পুত্র। মা! গর্ভে না ধারণ কর্লে কি পুত্র হয় না? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে ক'রে ঘুম পাড়াও নি?

মুরা। সেই জন্যই ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না!—যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্লে!—আর নন্দ সদর্পে মা ব'লে ব্যঙ্গ কর্লে—তখন কি ভুল্‌বো পুত্র—ও! তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই নয়? মা তোমার কেউ নয়?

চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না? মায়ের চেয়ে ভাই বড়? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের

প্রতিশোধ নেয় না।—[ মুরাকে ] [কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চিনে না!—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়!

চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য। না জানো না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে - এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল, তার পর পৃথক হ'য়ে এলে— অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে নিভৃতে, বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে' তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষচুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা - রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্চে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনের প্রভাত-সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিবাদ চায় না, উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়,—এ সেই মা!]

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই! নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়-কুমার। নন্দই তোমার ভাই। আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম মাত্র। আমি কে? আমি ত তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত। পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা! তুমি আমার মা নও? তুমি শুদ্ধ আমার মা নও,—তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা। তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও।—কি! তথাপি নীরব!—চন্দ্রগুপ্ত! [ভগ্নস্বরে] আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা। এই আমার আজ্ঞা!—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্। আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে' সংসারসমুদ্রে তরী বেয়ে চলে' যাই।—মা, আশীর্ব্বাদ কর। এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মুরা। এই ত আমার পুত্র।

চাণক্য। এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। একবার সবলে—

দূর নেপথ্যে। এই দিকে। এই দিকে।

চাণক্য। ঐ তারা আস্‌ছে—এখানেই আস্‌ছে! একবার ওঠো বৎস! মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠো। ঐ [তূর্য্যধ্বনি।] তোমার সৈন্যেরাও আসছে। ভয় নাই। একা চন্দ্রগুপ্ত শত নন্দের সমান। কারও সাধ্য নাই যে আমার শিষ্যকে পরাস্ত করে!—দূরে ঐ চন্দ্রকেতু সসৈন্যে তোমার সাহায্যে আস্‌ছে।

নিকটতর নেপথ্যে। এই জঙ্গলের ভিতর।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! দৃঢ় হও!—এসো মুরা—জয়োস্তু!

মুরা। আমার পদধূলি নাও বৎস। [ পদধূলি দান ]

[উভয়ের প্রস্থান; বিপরীত দিক্ হইতে সৈন্য-চতুষ্টয়ের সহিত মুক্ত তরবারি হস্তে নন্দের প্রবেশ ]

নন্দ। এই যে এখানে কাপুরুষ। [ আক্রমণ করিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। আপনাকে রক্ষা কর নন্দ [ তরবারি উঠাইলেন ]—এ কি হাত কাঁপে কেন!

যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুই জন সৈনিক ভূশায়ী হইল। পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল। চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত

হইলে, নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন -"আমায় বধ কোরো না" চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমার বক্ষে এস, - ছোট ভাইটি আমার"। ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিক দ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া, তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে চাণক্যকে সেতুর উপরে দেখা গেল। তিনি কহিলেন, "বধ কোরো না, বন্দী কর।"

# তৃতীয় অঙ্ক

:০:

## প্রথম দৃশ্য

স্থান সমুদ্রতীর। কাল সন্ধ্যা।

সৈনিকগণ গাহিতেছিল—দূরে আণ্টিগোনস নীরবে দণ্ডায়মান।

গীত।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা,
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা,
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কার আননখানি -
আমার কুটীরবাণী সে যে গো -আমার হৃদয়বাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীর শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে
তখন শ্রবণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীরবাণী সে যে গো আমার হৃদয়বাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে,
নিখিল ভুবন-মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে, হৃদয়ে,
তাহারই মুরলী বাজে,
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি
আমার কুটীরবাণী সে যে গো আমার হৃদয়বাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী,—
আমার কুটীরবাণী সে যে গো আমার হৃদয়বাণী।

[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

আণ্টিগোনস্। এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে।—কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখ্‌বে! আনন্দ হবে না? আর আমি। দেশে কেউ নাই,—যা'র মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বৃদ্ধা মাতা—শৈশবে পালন করেছিলেন বটে,--কিন্তু তার পর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাসার পাত্র কেউ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না।—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আত্মশ্বাসে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি একটা তীব্রব্যঙ্গ ক্ষিপ্রবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এক মহাব্যাধি অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার না তারই বা অপরাধ কি! স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার। সন্তান তার পিতার পাপ, দৈন্য, ব্যাধির ভাগী হয় না? অথচ যাক্। ভাব্‌বো না। ক্ষিপ্ত হয়ে যাবো। মেঘ ক'রে আস্‌ছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জ্জন কচ্ছে। যাও উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা ক'রে কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মৃদুমন্দ আন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন উন্মুক্ত উদার তুমি সৃষ্টির মহা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক—একই ভাবে চলেছ। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, —নিম্নে তুমি তার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলকে তুমি তোমার অগাধ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে তোমার দানবী ক্রিয়া কর ক্ষুব্ধ গম্ভীর মন্দ্রে বজ্রধ্বনির উত্তর দাও। রাত্রিকালে ফেনায়িত পিঙ্গল ফণায় বিদ্যুৎকে উপহাস কর। ঝঞ্ঝার অবসানে আবার নির্ম্মল আকাশের মত তুমি নীল, স্থির, মৌন, উদার, গম্ভীর। হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে, যাও বীর! চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান কারাগার। কাল রাত্রি।

নন্দ ও বাচাল একটি কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বাহির হইয়া আসিলেন।

নন্দ চিন্তামগ্ন।

নন্দ। এ কক্ষও অন্ধকার!

বাচাল। হৌক অন্ধকার। আর্য্যদের হাত থেকে ত বেঁচেছি।

নন্দ। এই কক্ষে কাত্যায়নকে বন্দী করে' রেখেছিলাম?

বাচাল। হাঁ মহারাজ।

নন্দ। কি ভয়ানক!

বাচাল। আর এই ঘরে তা'র সাত ছেলেকে না খেতে দিয়ে হত্যা ক'রেছিলেন, মহারাজ।

নন্দ। অনুতাপ হচ্ছে।

বাচাল। হচ্ছে নাকি মহারাজ? তবে আর কোন ভয় নেই।

নন্দ। ভয় নেইই বা বলি কেমন করে'? তবে চন্দ্রগুপ্ত আমার বধ কর্ব্বে না। যদি করে, সে ঐ শীর্ণ ভ্রুকুটিকুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্ম সেদিন ব্রাহ্মণ আমার পানে চাইল যেন নখরাহত শিকারের প্রতি শার্দ্দূলের লে চাহনি।

বাচাল। তা ভয় কিসের?

নন্দ। তোমার কি ভয় কর্চ্ছে না

বাচাল। কিছু না। মহারা কর্ব্বে। তা'র বাড়া আর ত কি তা'তে আর আমার ভয় কি ধবা হবে, এই যা।

নন্দ। ও! তুমি ত তা'রা বধ কর্ব্বে, আর তোমায়

বাচাল। মহ অনুমান করেছেন!

নন্দ। তা না।

বাচাল।

নন্দ। ব মাতার কেশাকর্ষণ ক'রেছিলে

বাচাল। া করেছিলাম না কি?

া পণ্ডিতের শিখা ধরে' টেনে ছিলে

না!

উপর তুমি আমার শ্যালক।

ই না কি!

যদি ছাড়ে, তোমায় ছাড়ছে না।

া [করযোড়ে] মহারাজ!

মার কাছে হাত জোড় কর্চ্ছ কি—

অভ্যাস। কিন্তু আমি কিছু জানি

ত]

ভয় কি। বধ কর্ব্বে বৈ ত নয়!

বৈ ত নয় কি রকম!

তুমি ত এখনই বল্‌ছিলে।

। মহারাজ! এ কথা যে আমি বলেছি হচ্ছে না।

তা জানি। স্মরণশক্তি তোমার বেশ এখনই বলে।

। কৈ! বলে ও যদি থাকি, আমার মনে ছিল না।

তোমায় বধ কর্ব্বেই।

ল। [করযোড়ে] না—

। নিশ্চয়ই কর্ব্বে।

াল। বিধবা হবে।

দ। তুমি মরে' গেলে আবার বিধবা হবে তোমার ত স্ত্রী নাই।

াচাল। হায় রে! এ সময় একটা স্ত্রীও নই যে বিধবা হয়।

নন্দ। তোমার জন্য কাঁদবার কেউ নাই।

বাচাল। কিন্তু স্ত্রী থাকত ত কাঁদত—সেটা মনে রাখবেন, মহারাজ!

নন্দ। এ আসন্ন বিপদেও তোমার ভাঁড়ামিতে আমার হাসি পাচ্ছে।

বাচাল। সে কথা মনে রাখবেন, মহারাজ! 'হাসি পাচ্ছে' মনে রাখবেন।

নন্দ। মহারাণীকে যুদ্ধের আগে তুমি মন্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে এসেছিলে ত?

বাচাল। তা ঠিক রেখে এসেছিলাম, মহারাজ।

নন্দ। ও কি শব্দ?—বাচাল!

বাচাল। [কাঁপিতে কাঁপিতে] এলো বুঝি! দরজা খোলে যে!

(প্রহরিদ্বয় সহ কাত্যায়নের প্রবেশ।)

কাত্যায়ন। এই যে মহারাজ!

নন্দ। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক!

নন্দ। আশৈশব আমার পিতার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে—

কাত্যায়ন। তিনি তোমারও পিতা, চন্দ্রগুপ্তেরও পিতা। তোমার পিতার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করি নাই, মহারাজ! আমি তাঁর এক পুত্রের বিরুদ্ধে অপর পুত্রের পক্ষ নিয়েছি।

নন্দ। হাঁ, তাঁর দাসীপুত্রের পক্ষ নিয়েছো। লজ্জা করে না, ব্রাহ্মণ—যে তুমি আর চাণক্য—দুই ব্রাহ্মণ, আর্য্য, দ্বিজ হ'য়ে—ষড়যন্ত্র ক'রে, অনার্য্য পার্ব্বত্য সৈনার সাহায্য নিয়ে ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, পিতার দাসীপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছো! এক শূদ্র—জারজ শূদ্র—আজ মগধের সিংহাসনে! অহো, কি দুর্দ্দৈব! এই তোমার কীর্ত্তি!—কি! মুখ নীচু ক'রে রৈলে যে বিশ্বাসঘাতক!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক চিরদিন ছিলাম না, নন্দ! তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতক করে' তুলেছ। তুমি আমার সপ্ত পুত্রকে, নিরীহ বেচারিদের কারাগারে নিক্ষেপ করে' বধ ক'রেছ। আমি আমার এই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে তা'দের এই কক্ষে, এই অন্ধকারে একে একে অনাহারে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরে' যেতে দেখেছি! প্রতি পুত্র তা'র মুষ্টিমেয় খাদ্যের শীর্ণশেষাংশ, মরে' যাবার আগে, আমায় দিয়ে গেল, মর্ব্বার আগে তোমায় অভিশাপ দিয়ে গেল, আর আমায় বলে' গেল, "বাবা প্রতিহিংসা নিও।" তুমি কি বুঝবে নন্দ—সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতার ব্যথা, যখন ঘনায়মান অন্ধকারে সংসার লুপ্ত হ'য়ে আসে, তখন ইহজগতের ভবিষ্যৎ—একা এই পুত্রই কেবল তার চক্ষে দেদীপ্যমান থাকে। পিতার কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, সম্পৎ দারিদ্র্য, পুণ্য পাপ ইহজগতের যা' কিছু—সব সে এই পুত্রকেই দিয়ে যায়। আমার এ হেন সাত সাত পুত্রকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমার ভবিষ্যৎ একটা শূন্য নৈরাশ্যে, হাহাকারে পরিণত ক'রেছো,—তবু তারা তোমারই সঙ্গে খেলা কর্ত্ত। তোমার কোন অনিষ্ট করে নি।

নন্দ। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] ব্রাহ্মণ! অন্যায় ক'রেছি। ঘোরতর অন্যায় ক'রেছি। আমি এত পাষণ্ড ছিলাম না। সঙ্গদোষ আমায় পাষণ্ড করেছে।

কাত্যায়ন। মহারাজ! কেমন ক'রে তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে! তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে আমি দেখ্‌ছি। তোমাকে যে কত কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রেছি! এত নিষ্ঠুর তুমি হ'লে কেমন ক'রে?

নন্দ। আমায় ক্ষমা কর, ব্রাহ্মণ!

কাত্যায়ন। যাও নন্দ! তোমায় ক্ষমা কল্লাম! কিন্তু আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। সন্ন্যাসী হ'ব।

বাচাল। উত্তম প্রস্তাব। এ সংসারে অনেক হাঙ্গামা।—এর মধ্যে না থাকাই ভালো।—তবে আমরা মুক্ত?

কাত্যায়ন। তোমাদের মুক্তি দিবার অধিকার আমার নাই। তবে মন্ত্রী চাণক্যকে অনুরোধ কর্ব্ব।

নন্দ। সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ চাণক্য আজ মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। শুধু মন্ত্রী নহেন। তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরুদেব।

নন্দ। শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ! ভিক্ষুক চাণক্য মন্ত্রী! আর—সেনাপতি?

কাত্যায়ন। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু—

নন্দ। উত্তম!—ব্রাহ্মণ। তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছি। তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইতে আমার দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কিন্তু এই শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আর শূদ্রাণী মুরাকে আমি ঘৃণা করি। যদি মুক্তি পাই—

কাত্যায়ন। আমি তোমার মুক্তির জন্য অনুরোধ কর্ব্ব।

বাচাল। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়! আমার জন্য একটু অনুরোধ কর্ব্বেন।

কাত্যায়ন। তুমি স্বয়ং এসে কর, বাচাল! মন্ত্রী চাণক্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাচাল। ও বাবা!

কাত্যায়ন। সেই জন্যই আমি এসেছি।

নন্দ। বাচালকে তাঁর কি প্রয়োজন?

কাত্যায়ন। জানি না।—এসো, বাচাল।

বাচাল। আজ্ঞে—[ সরোদন স্বরে ] মহারাজ—

নন্দ। আমি আর কি কর্ব্ব। আমিও আজ তোমার মতই বন্দী। যাও—

বাচাল। আজ্ঞে— তাকে ভাব্‌তেই যে আমার হৃদকম্প হ'চ্ছে। তার কাছে যাব কেমন ক'রে?

কাত্যায়ন। এস, বাচাল। কোন ভয় নাই।

বাচাল। ভরসাও নাই।

কাত্যায়ন। এসো।

বাচাল। চলুন।

[ কাত্যায়নের সহিত বাচালের প্রস্থান।

নন্দ। এই দাসীপুত্র আজ মগধের সিংহাসনে! —যদি মুক্তি পাই—

[ কক্ষান্তরে গমন ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীরাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। ফিরে যাবো। কোথায়? নিশ্চিন্ত আলস্যে? নিষ্কর্ম্ম নৈরাশ্যে?—না, সে পচা গরম অসহ্য। তার চেয়ে এ ভালো। এতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, উত্তেজনার কটু উন্মাদনা আছে। পতনের নিশ্চিত লক্ষ্য আছে। হয় স্বর্গ, নয় নরক। বিধাতা স্বর্গ থেকে আমায় ভ্রষ্ট ক'রেছেন যদি,—নরকে যাবো। ঈশ্বর! তোমার স্বপক্ষে আমায় নিলে না, তোমার বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবো। কি কর্ব্বে কর।—না, ফিরে যাবো না।—কিন্তু—তথাপি তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য আমায় বিদ্ধ কর্চ্ছে।—পিশাচী! তোমার পাপের বর্ম্মে আমায় আচ্ছাদিত কর। দেখি, ও কি কর্ত্তে পারে। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! আমি তোমার কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছি। আমি তোমার প্রেমিক, আমি তোমার ক্রীতদাস। আমি তোমার অধরের বিষ পান করে' অমর হব। তোমার বিষাক্ত আলিঙ্গন বক্ষে ধরে' নরকে যাবো। আমায় ছেড়োনা প্রেয়সী।—আমায় হাত ধরে' নিয়ে চল—আরও দূরে—আরও দূরে।

( বাচালের সহিত কাত্যায়নের প্রবেশ )

চাণক্য। কে? কাত্যায়ন! ও কে?

কাত্যায়ন। নন্দের শ্যালক বাচাল।

চাণক্য। ও!

[ বাচাল ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন ]

চাণক্য। এখন যে ভারি ভক্তি! একদিন আমার শিখা ধ'রে টেনেছিলে।— মনে আছে?

বাচাল। কৈ? না। [ পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন ]

চাণক্য। ও! স্মরণ নাই? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বো'স। আগে—নন্দর পরিবার কোথায়?

বাচাল। আমি ত জানি না।

চাণক্য। [ সপদদাপে ] তুমি জানো।

বাচাল। [ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ] আজ্ঞে, জানি।

চাণক্য। কোথায়?

[ বাচাল পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন ]

চাণক্য। পিছন দিকে চাইছ কি!- নন্দর পরিবার কোথায়? তোমার ভগ্নী?—আর তাঁর পুত্রগণ?

বাচাল। মলয় পর্ব্বতে।

চাণক্য। [ সপদদাপে ] মিথ্যা কথা।

বাচাল। [ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথা।

চাণক্য। কোথায়? সত্য বল। পুরস্কার দিব। কোথায় নন্দর পরিবার?

বাচাল। পিত্রালয়ে।

চাণক্য। কাত্যায়ন! সেখানে সৈন্য পাঠাও। এটাকে কারাগারে বন্ধ করে' রাখো। নন্দের পরিবারকে পাওয়া গেলে একে ছেড়ে দেবো। আর যদি না পাওয়া যায়, এর প্রাণদণ্ড হবে!—যাও।

কাত্যায়ন। এস বাচাল।

বাচাল। প্রা—ণ—দ—ণ্ড হবে!

চাণক্য। হাঁ, বাচাল।

বাচাল। আমার ভগ্নী সেখানে ত নাই।

চাণক্য। বাচাল! গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেল্‌ছো, মনে রেখো। সত্য বল।

বাচাল। দোহাই ধর্ম্ম।—

চাণক্য। সত্য বল। এই শেষবার—নন্দের পরিবার কোথায়?

বাচাল। মন্ত্রীর আশ্রয়ে।

চাণক্য। [ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন] -এ সম্ভবতঃ সত্য। আচ্ছা দেখি--- প্রহরি!

( প্রহরীর প্রবেশ )

চাণক্য। যাও, একে বন্দী করে' রাখো। সংবাদ সত্য হ'লে ছেড়ে দিব। আর সংবাদ যদি মিথ্যা হয় ত মৃত্যু।—নিয়ে যাও।

বাচাল। আমার বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দিন!

চাণক্য। প্রহরী ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে একে জল দাও।

[ প্রহরীর সহিত বাচালের প্রস্থান।

চাণক্য। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়। পুরীষের দুর্গন্ধও পারিজাতের সৌরভে পরিণত হয়! তবে জানা চাই। - কি ভাবছো, কাত্যায়ন?

কাত্যায়ন। ভাবছিলাম, মানুষ এত নীচ হ'তে পারে। অত্যাচার, পীড়ন, হত্যা সব সওয়া যায়। কিন্তু এই কৃতঘ্নতা --অসহ্য।

চাণক্য। মানুষের এই কৃতঘ্নতায়ই চাণক্যের রাজনীতির জন্ম, আমি মানুষের এই কদর্য্য প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগাই। বন্ধুকে শত্রু করা, ভাইকে দিয়ে ভায়ের গলায় ছুরি বসানো, হিংসাকে লেলিয়ে দেওয়া, লিপ্সাকে খাদ্য দেওয়া,—এর নাম চাণক্যের রাজনীতি। যখন ছুরি শাণাচ্ছ তখন মুখে হাসতে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ, তখন আলাপে মোহিত কর্ত্তে হবে। এর নামই চাণক্যের রাজনীতি। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ— তবু এ রাজনীতি ঠিক পরিপাক কর্ত্তে পার্চ্ছি না।—

চাণক্য। পার্ব্বে। তোমায় আমি পুরো বিশ্বাসঘাতক করে' ছেড়ে দেবো। শাঠ্য কলাবিদ্যাহিসাবে অভ্যাস করেছি। তোমায় শিক্ষা দিব।

কাত্যায়ন। কিন্তু এ অন্যায়! পাণিনির সূত্রে আছে, "নির্ব্বাণোবাতে"--অর্থাৎ কি না—

চাণক্য। আবার পাণিনি!—বল,—কে বলে অন্যায়?

কাত্যায়ন। সমাজ।

চাণক্য। মানি না।

কাত্যায়ন। বিবেক।

চাণক্য। বিবেক—একটা কুসংস্কার।

কাত্যায়ন। ঈশ্বর।

চাণক্য। ঈশ্বর নাই।

কাত্যায়ন। চাণক্য! তুমি একেবারে পর্ব্বতশৃঙ্গের কিনারায় দাঁড়িয়েছ।—পড়বে।

চাণক্য। পড়ি যদি, একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত হবে। জগৎ চেয়ে দেখ্‌বে।—যাও এখন! আমি এখন ঘুমোবো। প্রস্তুত রেখো।

কাত্যায়ন। কি? -

চাণক্য। যূপকাষ্ঠ, খড়্গ।—বলির জন্য চিন্তা নাই।

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম নন্দকে মুক্তি দিলে হয় না?

চাণক্য। তাও হয়। তবে তা হবে না। যাও। সব প্রস্তুত থাকে যেন। ঐ দেখ আমার প্রেয়সী হাসছে। যাও।

[ কাত্যায়ন সবিস্ময়ে প্রস্থান করিলেন ]

চাণক্য। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! খাসা নিয়ে চলেছ! ভেসে যাচ্ছি! কি মধুর তোমার ঐ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাসি, তির্য্যকগতি, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পঙ্কিল স্পর্শ। এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম? কি কুৎসিত তুমি, প্রেয়সী! আমি যত দেখ্‌ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। একটা কৃষ্ণ দাবানল উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লেহন কর্চ্ছে! বনের ব্যাঘ্র তার ম্রিয়মাণ নিস্পন্দ-প্রায় শিকারকে লোলুপবিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছে।—ওঃ কি ভীষণ! কি সুন্দর।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান হিরাটের প্রাসাদমঞ্চ। কাল রাত্রি।

সেলুকস উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন; হেলেন দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেলুকস। এবার সেকেন্দার সাহার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ব্ব। চন্দ্রগুপ্ত, এক বৎসরে তুমি ভারতের

গ্রীক-উপনিবেশ নির্ম্মূল ক'রেছো! এবার তার শোধ দেবো।

হেলেন। বাবা! আপনি ভারত জয় কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন কেন? অর্দ্ধেক এসিয়া আপনার সাম্রাজ্য। পৃথিবীময় আপনার যশ। সিন্ধুর পরপারে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব কচ্ছে। তা' আপনার এত চক্ষুশূল হয় কেন?

সেলুকস। সে রাজত্ব কর্ব্বে কেন? সে ত আর গ্রীক নয়।

হেলেন। মানুষ ত?

সেলুকস। আমার কাছে জগতে দুই জাতি আছে—এক যা'রা গ্রীক—সভ্য, আর এক যা'রা গ্রীক নয়—বর্ব্বর।

হেলেন। বাবা! গ্রীক চিরদিন বিশ্বজয়ী ছিল না, চিরদিন বিশ্বজয়ী থাকবে না। তা'র সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। এখন যা দেখ্‌ছি- সে সেই অতীত মহিমার শেষ ম্রিয়মাণ জ্যোতি।—আপনি পরাস্ত হবেন।

সেলুকস। পরাস্ত হবে—বিজয়ী সেলুকস!!!

হেলেন। আপনি বন্দী হবেন!

সেলুকস। বন্দী হব কেন?—তুমি ত আমার ভারি শুভানুধ্যায়ী দেখ্‌ছি।

হেলেন। আপনি অন্যায় কচ্ছে'ন।

সেলুকস। যুদ্ধের বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই না—এরিষ্টফেনিস বলেন—

হেলেন। এরিষ্টফেনিস কি বলেন?

সেলুকস। (সন্দিগ্ধভাবে) যে স্ত্রীজাতির তর্ক করা উচিত নয়।

হেলেন। কোথায় বলেছেন? আমি নিয়ে আস্‌ছি এরিষ্টফিনিস্।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

সেলুকস। না, এরিষ্টফেনিস নয়, থেমিষ্টক্লিস।

হেলেন। থেমিষ্টক্লিস ত রাজনীতিক। তিনি এ বিষয়ে কি ব'ল্‌বেন?

সেলুকস। তবে সফোক্লিস।

হেলেন। নিয়ে আস্‌ছি সফোক্লিস। দেখিয়ে দিন ত' বাবা, তিনি কোথায় এ কথা ব'লেছেন।

[ প্রস্থান।

সেলুকস। মাটি ক'রেছে। সত্য কথা বল্‌তে কি, এরিষ্টফেনিস ও সফোক্লিসে আমার সমান ব্যুৎপত্তি। মতটা আমারই, তবে দুই একটা বড় নামের সঙ্গে দিলে কথাটার মাহাত্ম্য বেড়ে যায়।—মেয়েটা যে সব প'ড়েছে! আবার বলে সংস্কৃত প'ড়বো। ঐ আস্‌ছে। পালাই।

[ প্রস্থান।

( চারি পাঁচখানি গ্রন্থ লইয়া হেলেনের প্রবেশ )

হেলেন। কৈ বাবা!—ঐ যে!—ছাড়ছি না! দেখিয়ে দিতে হবে। ছাড়ছি না।

( পুস্তককয়খানি রাখিয়া প্রস্থান ও সেলুকসের হস্ত ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ )

হেলেন। বসুন। সফোক্লিস কোথায় এ কথা ব'লেছেন, দেখিয়ে দিতে হবে।

সেলুকস। এ কি জবরদস্তি! আমি দেখিয়ে দেবো না। কি কর্ব্বে?

হেলেন। তবে বল্লেন কেন?

সেলুকস। বেশ ক'রেছি। তুমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। তুমি আমায় স্নেহ কর না।

হেলেন। আমি আপনাকে স্নেহ করিনে বাবা! এ কথা ব'ল্‌তে পার্লেন!—আপনার এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সেলুকস। না, আমি অন্যায় ব'লেছি হেলেন। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অপরাধ আমার। আমি আপনাকে কিছু স্নেহ করি না। আমায় ক্ষমা করুন।

সেলুকস। না মা, আমার অপরাধ! তুমি আমায় খুব স্নেহ কর।

হেলেন। [ সহাস্যে ] কিন্তু সফোক্লিস্ এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি?

সেলুকস। না।

হেলেন। আচ্ছা, তবে আর কোন তর্ক নাই। আচ্ছা বাবা, সেকেন্দার সাহা সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছি—সে কি ঠিক?

সেলুকস। কি?

হেলেন। তিনি যখন ভারত জয় কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল,

"আচ্ছা, সেকেন্দার সাহা! ভারত জয় করে' তার পরে আপনি কি জয় কর্বেন?" সেকেন্দার সাহা বল্লেন, "চীন জয় কর্ব।" "তার পর?" "আফ্রিকা।" "তার পর?" "ইয়ুরোপ।" "তার পর?"—সেকেন্দার সাহা আর কিছু ভেবে না পেয়ে বল্লেন, "তার পর একটা প্রকাণ্ড ভোজ দেবো।" ব্রাহ্মণ বল্ল,—"ভোজটা এখনই দেন না কেন?"

সেলুকস। সেই ব্রাহ্মণ বড় ঔদরিক।

হেলেন। না বাবা, সে ব্রাহ্মণ পরম দার্শনিক। মানুষের উচ্চাশার অন্ত নাই। দার্শনিক ডায়োজিনিস বিপরীত দিকে গিয়াছিলেন। জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে এনেছিলেন। তিনি এক জলপাত্রে বাসা করে'ছিলেন, তা ত জানেন।

সেলুকস। মূর্খ দার্শনিক।

হেলেন। মূর্খ? সেই জন্য কি বীরবর সেকেন্দার সাহা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিয়েছিলেন? তিনি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার সাহা। তুমি যা' চাও, তাই দিতে পারি—কি চাও?"

সেলুকস। তিনি অবশ্য একটা জমীদারী চেয়েছিলেন?

হেলেন। না। তিনি বল্লেন, "আমার ঈশ্বরের রৌদ্র ছেড়ে দাঁড়াও—আর কিছু চাই না।"

সেলুকস। সেকেন্দার নিশ্চয় ভাবলেন—এ এক উন্মাদ।

হেলেন। না বাবা। সেকেন্দার সাহা বল্লেন যে, "আমি যদি সেকেন্দার সাহা না হ'তাম ত এই ডায়োজিনিস হ'তে চাইতাম।"

সেলুকস। "যদি সেকেন্দার না হ'তাম"—চতুর এই সেকেন্দার সাহা।

[ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

হেলেন। হা রে মানুষ! পরের সুখ দেখতে পার না? দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর চোখ রাঙাচ্ছ আর গর্জ্জাচ্ছ। ইচ্ছা যে দৌড়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধর, পার্চ্ছ না শুধু ভয়ে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে, এই সসাগরা ধরিত্রীকে গ্রাস করে। মা বসুন্ধরা! এমন রাক্ষসকে জন্ম দিয়েছিলে! ঈশ্বর, তোমার জঘন্য সৃষ্টি ফিরিয়ে নাও—আদ্যন্ত ভ্রম।

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রকেতুর গৃহোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

নদীতীরে ছায়া একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন ও গাহিতেছিলেন।

( গীত )

আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা,
মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—
আমি ত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তাঁরে স্মরি', সতত শিহরি
কেন আমি হতভাগিনী।
কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজে,
সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান, নীরব মহান্,
যায় সে আকাশ ছাপিয়া।
দেখি, শুনি সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী,
তারাকুল উঠে কাঁপিয়া।
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর
নির্ম্মল নীল নিশাথে;
কেন—রহি' এ মহীতে, সসীম হইতে
চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায়
তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে,
কেন না ভুলিতে পারি গো।
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক
আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন,
লভিব সরস মরণে।

( চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া?

ছায়া। কে মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার দাদা কোথায়?

ছায়া। জানি না। দেখি গে।

[ প্রস্থানোদ্যত।

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও।

( ছায়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও চন্দ্রগুপ্তের প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। )

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধের পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

[ ছায়া নীরব রহিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া, তুমি আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছো।

[ ছায়া নীরব রহিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্বার সুযোগ পাই নি। ছায়া, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ছায়া। [ অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে ] এই মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রত্যুপকারস্বরূপ আমি তোমাকে—

ছায়া। কিছু প্রয়োজন নাই মহারাজ। আমরা হীন পার্ব্বত্য জাতি।—উপকার বিক্রয় করি না, মহৎ প্রবৃত্তির ব্যবসা করি না। মহারাজের জীবন রক্ষা কত্তে পেরেছি—এই সৌভাগ্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তার অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।

চন্দ্রগুপ্ত। এই কিশোর হৃদয়ে এতখানি মহত্ত্ব! কিংবা—

ছায়া। মহারাজ! আমরা বাল্যকাল হ'তে মৃগয়া কত্তে শিখি, যুদ্ধ কত্তে শিখি, প্রতারণা কর্ত্তে শিখি না। সত্য দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা কহিতে শিখি না। আমি যা ব'লেছি, তার ঐ একই অর্থ। তার মধ্যে 'কিংবা' নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! তুমি একটি প্রহেলিকা।

ছায়া। মহারাজ! আমি কোন প্রত্যুপকার চাই না! [ প্রস্থানোদ্যত।

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও ছায়া! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উপকার করে' তার পরে তুমি উপকৃতের প্রতি এত উদাসীন কেন? আমি লক্ষ্য ক'রেছি ছায়া, যে, তুমি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে' যাও।—এত উদাসীন।

ছায়া। [ অস্ফুটস্বরে ] উদাসীন! [ ক্ষণেক শির অবনত করিয়া পরে সহসা কহিলেন ] মহারাজ! আপনি কখন পর্ব্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখেছেন?—দিগন্তবিস্তৃত বনানীর উপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্য্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন,—দেখেছেন কি?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ ছায়া।

ছায়া। আমাদের জীবন সেই রকম—একটা উজ্জ্বল ঘনশ্যামলতা—আবেগে কাঁপছে। অধিত্যকাবাসী নীচে দাঁড়িয়ে তার কি দেখ্‌তে পায় মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমরা হয়ত তাই তোমাদের সম্যক্ বুঝি না। তবু মনে হয় যে, তোমাদের ঘনশ্যাম আবরণের নীচে হৃদয় আছে।

ছায়া। মহারাজের সৌজন্য যে 'কৃষ্ণ দেহ' না না ব'লে ঘনশ্যাম আবরণ ব'লেছেন। কিন্তু মহারাজ, লক্ষ্য ক'রেছেন কি যে, মেঘ যতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, ততই সে সলিলসম্ভারসমৃদ্ধ হয়, তার বক্ষে ততই তীব্র তড়িৎ খেলে? আমার হৃদয় আছে, এইটুকুই কি আপনার মনে হয়? যদি জান্তেন যে, সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেল্‌ছে!

চন্দ্রগুপ্ত। এও কি সম্ভব! ছায়া, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? এও সম্ভব!

ছায়া। কেন সম্ভব নয় মহারাজ! ঈশ্বর আপনাদের দেহের উপর রূপোর বেশী রং মাখিয়েছেন, তাই আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না! —আমি আপনাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন? না মহারাজ! আমি আপনাকে ঘৃণা করি। বিবেচনা করেন যে, আমি ভিক্ষুকের মত আপনার প্রেম যাচ্ঞা কর্চ্ছি? আপনি অনুকম্পাভরে আমায় প্রেমমুষ্টি ভিক্ষা দেবেন, আর আমি তাই হাত পেতে নেবো! এত বড় স্পর্দ্ধা!—মহারাজ, আমি হীন বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ পার্ব্বত্য রমণী। আর আপনি মগধের দেবসুত মহারাজ! তথাপি আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

[ দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত। প্রাণরক্ষা ক'রে পরে ঘৃণা! নারীচরিত্র অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! বহুদিন পূর্ব্বে মনে পড়ে—সিন্ধুনদতীরে—সেকেন্দার সাহার সমক্ষে সেলুকসের কন্যার সেই কৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টি! সেও কি ভালবাসা! না শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা? সেই গ্রীক বালিকা—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির উপর অবতীর্ণ ঊষার ন্যায়—রাশি রাশি রক্তজবার মধ্যে বিকশিত স্থলপদ্মের ন্যায়!—না, সে কথা আজ আর ভাবি কেন! সে একটা মধুর স্বপ্ন!

( চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! ব্রাহ্মণের আজ্ঞা আজ রাত্রেই ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের বলি হবে।

চন্দ্রগুপ্ত। [ সবিস্ময়ে ] সে কি!—বলি হবে – ব্রাহ্মণের আজ্ঞা!—আমি কে? মগধের মহারাজ না? এত শ্রম এত আয়োজন কি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের হোমাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য!— চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। বন্ধুবর!

চন্দ্রগুপ্ত। এ প্রাণদণ্ড হবে না। আমি মার্জ্জনাজ্ঞা লিখে দিচ্ছি। নিয়ে যাও! বলো, এ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা—মিনতি নয়। যাও, প্রস্তুত হও।

[ চন্দ্রকেতুর প্রস্থান ]

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা যে, আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে- আমার অনুমতি না নিয়ে আশ্চর্য্য! আমি যেন সাম্রাজ্যের কেহই নই, চাণক্যের হস্তের যন্ত্র মাত্র!

( ছায়ার পুনঃপ্রবেশ )

ছায়া। মহারাজ, ক্ষমা করুন!

চন্দ্রগুপ্ত। কিসের জন্য ছায়া?

ছায়া। রুষ্ট হ'য়েছি। অপরাধ হ'য়েছে। মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা না করেন, দণ্ড দিউন।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন? তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, তা বল্‌তে দোষ কি?

ছায়া। ঘৃণা করি! যিনি আমার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন, যিনি আমার ইহলোকের সম্পৎ, পরলোকের স্বর্গ, যাঁর দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ,— তাঁকে ঘৃণা কর্ব্ব!—মিথ্যা কথা ব'লেছি। তথাপি ইচ্ছা হয় যে, যদি ঘৃণা কর্ত্তে পার্তাম!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ছায়া! আমি তোমার কি ক'রেছি?

ছায়া। কি ক'রেছেন!—কি করেন নি! আপনি আমার আহারের ক্ষুধা, শয়নে নিদ্রা সর্ব্বসময়ে -শান্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত করে' দিয়েছেন, আপনার চিন্তায় আমার অস্তিত্ব লীন হয়ে যায়—আমি স্বর্গে আছি কি নরকে আছি, বুঝ্‌তে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন, আপনি আমার কি ক'রেছেন! নিষ্ঠুর! [ ক্রন্দন ]

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! [ সস্নেহে তাঁহার হাত ধরিলেন ]

ছায়া। না, আমায় স্পর্শ কর্বেন না, স্পর্শ কর্বেন না। ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ব'হে যায়, আমার মস্তিষ্ক পাষাণে পতিত কাংস্য-পাত্রের মত ঝন্ ঝন্ করে' ওঠে!—না, আমি এ উন্মাদনা দমন কর্ব্ব।

[ দ্রুত প্রস্থান ]

চন্দ্রগুপ্ত। কি আশ্চর্য্য! আমি এতদিন যাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করে' এসেছি—আশ্চর্য্য!

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

চাণক্য ও তাঁহার দেহরক্ষিগণ।

সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নন্দ। পার্শ্বে শাণিত খড়্গ।

অদূরে যূপকাষ্ঠ।

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! দেখ্‌ছো যে, ব্রাহ্মণের প্রতাপ যায় নাই? ঈশ্বর মর্ত্ত্য নহেন— তাই বাহুর উপর মস্তিষ্ক। আর্য্য ঋষিগণ মূর্খ ছিলেন না—তাই ক্ষত্রিয়ের উপর ব্রাহ্মণ। কারো সাধ্য নাই তাকে নামায়! ভারত যত দিন, তত দিন এই ব্রাহ্মণ এ সমাজ শাসন কর্ব্বে। তার পর একসঙ্গে—সব চূরমার!

নন্দ। আমাকে কি তোমার দম্ভ শোনবার জন্য এখানে আনা হ'য়েছে?

চাণক্য। ঠিক নয়! ঐ খড়্গ দেখ্‌ছো? ঐ যূপকাষ্ঠ দেখ্‌ছো? এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে, তোমাকে কি জন্য এখানে আনা হয়েছে? সে দিন আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে যে, তোমার রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে এ শিখা বাঁধবো? এখনও বাঁধি নাই—এই দেখ! এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে, কি জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?

নন্দ। আমায় বধ কর্ব্বে?

চাণক্য। অবিকল।

নন্দ। নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা! এই কি সনাতন ধর্ম্ম?

চাণক্য। সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম কি ব্রাহ্মণকে আজ ক্ষত্রিয়ের কাছে শিখ্‌তে হবে? -শোন, এ হত্যা নয়, এ তোমার মৃত্যুদণ্ড। আর সে দণ্ড দিচ্ছি—আমি ব্রাহ্মণ।

নন্দ। কি অপরাধে?

চাণক্য। ব্রহ্ম-হত্যার অপরাধে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে। ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে। তুমি একে বল্‌ছো হত্যা, আমি বল্‌ছি—এ বিচার। এ বিচার কর্ব্বার অধিকার আমার আছে। আমি ব্রাহ্মণ- নন্দ! প্রস্তুত হও। রক্ষিগণ, হাড়কাঠে ফেল।

নন্দ। চাণক্য! আমি কাত্যায়নের প্রতি—তোমার প্রতি অবিচার ক'রেছি। আমায় ক্ষমা কর।

চাণক্য। [ উচ্চহাস্য করিয়া ] ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। আমি সে দিন ব'লেছিলাম না নন্দ?—যে, একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে বসে' তোমায় ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, আমি সে ভিক্ষা দিব না?

নন্দ। আমি প্রাণভিক্ষা চাইনি, ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় আমি। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব মানি না, শূদ্রকে ঘৃণা করি। আমার পিতার গণিকাপুত্রকে ঘৃণা করি। কিন্তু মৃত্যুভয় করি না। তোমার রক্তবর্ণ চক্ষুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি, কিন্তু নিজের অন্যায় বুঝি! আমি এত পাষণ্ড নই যে, প্রজার সম্পত্তি লুঠ করি—নরহত্যা করি। সঙ্গদোষ আমাকে পাষণ্ড করে' তুলেছে। ক্ষমা কর।-- কাত্যায়ন

কাত্যায়ন। [ কম্পিতস্বরে ] নন্দ! মহারাজ! আমি ক্ষমা ক'রেছি।

চাণক্য। খবরদার, কাত্যায়ন—ক্ষমা নাই। পৃথিবীতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভিতরে টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটছে, সে কি তোমার ড্যাঁকোটা সখের চোখের জলে ঠাণ্ডা হয়? তা হয় না। সব ক্ষমা মৌখিক। যেমন অনুতাপ মৌখিক, তেমনি ক্ষমাও মৌখিক। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে, শাস্তি সম্মুখে না দেখে কারো অনুতাপ এলো। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে, কোন মাজ্জনায় ভাঙ্গামন ঠিক আগেকার মত জুড়ে গেল। তা হয় না।

কাত্যায়ন। কিন্তু--নন্দ বালক।

চাণক্য। যে বালক, তার বালকের ন্যায় থাকা উচিত। বালকও যদি না জেনে আগুনে হাত দেয়, হাত পোড়ে। অগ্নি নিজের কাজ কর্ত্তে দ্বিধা করে না।

কাত্যায়ন। তথাপি—পাণিনি—

চাণক্য। [ সপদদাপে ] আবার পাণিনি! কাত্যায়ন! তুমি এ সময়ে যদি পাণিনির নাম কর, আমি তোমাকে হত্যা কর্ব্ব!

কাত্যায়ন। নন্দ বালক—

চাণক্য। তাই দেখ্‌ছি! খড়্গ নাও কাত্যায়ন! তোমায়ই একে স্বহস্তে বধ কর্ত্তে হবে!

কাত্যায়ন। আমি!

চাণক্য। হাঁ, তুমি! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও। মনে কর কাত্যায়ন! তোমার সপ্তপুত্রের শীর্ণায়মান পাণ্ডুর মূর্ত্তি—তাদের সেই অন্নের জন্য ক্ষীণ হাহাকার, তাদের নিষ্প্রভায়মান দৃষ্টি তার পর সব হিম, কঠিন, অসাড়,—তাহাদের নিস্পন্দ নির্নিমেষ চক্ষু দুইটির উপর মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। মনে কর—সেই মৃত্যু তুমি সম্মুখে দেখ্‌ছো। তুমি তাদের পিতা—তাই দেখ্‌ছো, মনে কর—কাত্যায়ন! স্বহস্তে তার প্রতিশোধ নাও।

[ কাত্যায়ন খড়্গ লইলেন ]

চাণক্য। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি!—রক্ষিগণ! হাড়িকাঠে ফেল।

[ রক্ষিগণ নন্দকে হাড়িকাঠে ফেলিল ]

চাণক্য। তবে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—কাত্যায়ন!—

[ কাত্যায়ন খড়্গ লইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট আসিলেন ]

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এ ব্রাহ্মণের কাজ নয়। কিন্তু কি কর্ব্ব, আজ তার প্রয়োজন হ'য়েছে। আজ ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নাই। ইচ্ছা হয় যে, আজ দ্বিতীয় পরশুরামের মত ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করি। কপিলের মত এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দবংশ ভস্ম করে' দেই। কিন্তু কলিযুগে আর তা হয় না। তাই খড়্গের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। তবু এই পাপ কলিযুগেও ভারত একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখুক।—[ কাত্যায়নকে ] বধ কর!—

হাঁ!—আর মর্ব্বার আগে শুনে যাও নন্দ!—ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—তোমার বংশে বাতি দিতে কেউ নাই! —নন্দবংশ নির্ম্মূল ক'রেছি।

[ নন্দ আর্ত্তনাদ করিলেন।

চাণক্য। এখন বধ কর।

( বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

চন্দ্রকেতু। সাবধান! খড়্গ নামাও ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কেন চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। রাজ-আজ্ঞা। [ কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন ]

চাণক্য। এর অর্থ কি, চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। এই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মার্জ্জনা-পত্র। মহারাজ নন্দকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা।—বুঝেছি। কিন্তু এ আজ্ঞা আমার জন্য নয়।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব! এ রাজ-আজ্ঞা।

চাণক্য। এ ব্রাহ্মণের আজ্ঞা।—বধ কর কাত্যায়ন!

চন্দ্রকেতু। তবে মহারাজ স্বয়ং আসুন। তার পূর্ব্বে আমি বধ কর্ত্তে দিব না। রাজ-আজ্ঞা আমি পালন কর্ব্ব। আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব। রক্ষিগণ, সবে, দাঁড়াও।

চাণক্য। কখন না খাড়া থাক।

চন্দ্রকেতু। বীরবল!

( সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবল ও পঞ্চসৈনিকের প্রবেশ )

চন্দ্রকেতু। সৈনিকগণ! মহারাজের আগমন পর্য্যন্ত বন্দীকে রক্ষা কর। বীরবল—মহারাজকে সংবাদ দাও।

[ বীরবলের প্রস্থান।

চাণক্য। কাত্যায়ন! খড়্গ নিয়ে সঙের মত খাড়া হয়ে চেয়ে কি দেখ্ছো? যেন মৃন্মূর্ত্তি!—খড়্গ আমায় দাও।

[ অগ্রসর হইলেন।

চন্দ্রকেতু। [ সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া তরবারি দিয়া পথ রোধ করিয়া ] আমি ব্রাহ্মণের সম্মুখে নতজানু হচ্ছি। কিন্তু রাজাজ্ঞা পালন কর্ব্ব।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ না উঠাইতেই চন্দ্রকেতু রাজাজ্ঞা তাঁহাকে দেখাইয়া কহিলেন—"রাজ-আজ্ঞা।" কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন।

চাণক্য। কোন চিন্তা নাই কাত্যায়ন! যে ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাতে পারে, সে তাকে সিংহাসন থেকে নামাতেও পারে—বধ কর।

কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইতে যাইলে চন্দ্রকেতু কহিলেন—"সাবধান! এই জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, ত' দ্বিধা কর্ব্ব না।"

( মন্দির হইতে মুরার প্রবেশ )

মুরা। আর যদি নারীহত্যা হয়? [ এই বলিয়া কাত্যায়ন ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন ]

চন্দ্রকেতু। [ স্তম্ভিত হইয়া ] মা আপনি?

মুরা। হাঁ আমি। আমার আজ্ঞা—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। আপনি নন্দকে ক্ষমা করুন মা!

মুরা। [ সব্যঙ্গহাস্যে ] ক্ষমা! ক্ষমা নাই। আমি ক্ষমা কর্ত্তে পারি না, জানি না! আমি যে শূদ্রাণী। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—শূদ্রের নয়।

চন্দ্রকেতু। ক্ষমা মানুষের ধর্ম্ম—একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ক্ষমা করার যে অপার সুখ, তাতে কি একা ব্রাহ্মণেরই অধিকার! এই ক্ষমা স্বর্গ থেকে ভাগীরথীর পবিত্র বারির মত সংসারে নেমে এসেছে। সকলেরই সেই পুণ্যতরঙ্গে স্নান ক'রে পবিত্র হবার অধিকার আছে। ঈশ্বরের ক্ষমা আকাশ থেকে শত ধারায় মর্ত্ত্যে নেমে আস্ছে না? রোগে এই ক্ষমা স্বাস্থ্যরূপিণী হয়ে এসে আমাদের রক্ষা করে; শোকে এই ক্ষমা বিস্মৃতি নিয়ে আসে; দারিদ্র্যে এই ক্ষমাই সহিষ্ণুতা দিয়ে ঘিরে থাকে। মাতা শৈশবে সন্তানের শত অপরাধ যদি ক্ষমা না করে, তা হ'লে কি সন্তান বাঁচে মা?—ক্ষমা কর, আমি জানু পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি। [ জানু পাতিলেন ]

মুরা। তুমিই কি একা ভিক্ষা চাইছ চন্দ্রকেতু? আমার প্রাণ এই পঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আমার পায় ধ'রে ভিক্ষা চাচ্ছে না!—নন্দের এই বন্দী অবস্থা দেখ্ছি, তার এই ম্লান অধোমুখ

দেখ্‌ছি, আর অশ্রুর উৎস উথলে উঠে এই দৃষ্টিপথ রোধ কর্চ্ছে না! নন্দ! শূদ্রাণীর দুগ্ধ কি ক্ষত্রিয়াণীর দুগ্ধের চেয়ে কম মধুর? শূদ্রাণীর স্নেহ কি ক্ষত্রিয়াণীর স্নেহের চেয়ে কম শুভ্র? না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। আমি যে শূদ্রাণী—গণিকা!—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু মা—এ রাজাজ্ঞা।

মুরা। এ রাজমাতার আজ্ঞা। আমি দাসী—গণিকা হলেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী।—আমার আজ্ঞা!—বধ কর!

চন্দ্রকেতু। এইখানে আমার পরাজয়! সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের নারীর কাছে আমি পরাজিত। [মুরার পদতলে তরবারি রাখিলেন] নারীর কেশাগ্র স্পর্শ করি, হেন সাধ্য আমার নাই।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন।

[কাত্যায়নের খড়্গ পড়িল। নন্দের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল]

চাণক্য। হাঃ হাঃ। প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'ল।

[নন্দের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া শিখা বাঁধিয়া প্রস্থান।

কাত্যায়ন। [নন্দের ছিন্ন মুণ্ড উঠাইয়া] সপ্ত সন্তানের হত্যার এই প্রতিশোধ!

মুরা। কি কর্লে! বধ কর্লে!—এ কি কর্লাম! তাকে রক্ষা কর্ত্তে এসে—[হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন]

(চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ)

চন্দ্রগুপ্ত। [নন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া] এ কি!

মুরা। এরা নন্দকে বধ ক'রেছে!—ঐ মুখে আমার স্তন্য দিয়েছি। ঐ দেহখানিকে আমি বক্ষে ধরে' জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌তাম!—ওঃ! কি ক'রেছি! কি ক'রেছি। বৎস চন্দ্রগুপ্ত! [মুখ ফিরাইলেন]

চন্দ্রগুপ্ত। কে বধ ক'রেছে?

কাত্যায়ন। আমি।

চন্দ্রগুপ্ত। কার আজ্ঞায়?

মুরা। আমার আজ্ঞায়। ব্রাহ্মণ! আমি নারী—মূর্খ, দুর্ব্বল, জ্ঞানহীনা নারী।—কিন্তু তুমি কি কর্লে ব্রাহ্মণ। কতবার তুমি ঐ মুখখানি চুম্বন ক'রেছো। আর, এখন কি পৈশাচিক উল্লাসে ঐ ছিন্ন মুণ্ড হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছ!

[কাত্যায়নের হস্ত হইতে মুণ্ড পড়িয়া গেল]

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ! তুমি রাজাজ্ঞা অবহেলা ক'রেছো?

কাত্যায়ন। ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ অবধ্য। তোমাকে আমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম।

কাত্যায়ন। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এখন থেকে দেখাচ্ছি যে আমার আজ্ঞা ভিক্ষুকের কাকুতি নয়। এই তোমার শাস্তি। যাও।

[কাত্যায়ন নীরবে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! যদি জগতের কোটি বীর রাজাজ্ঞার বিপক্ষে শাণিত মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াত, চন্দ্রকেতু রাজাজ্ঞা পালনে প্রাণ দিত। কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

চন্দ্রগুপ্ত। আর—মা!

মুরা। আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। [নতজানু হইয়া করযোড়ে] তোমার অপরাধ মা। মায়ের অপরাধ সন্তানের কাছে।—তুমি যাই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" [এক হস্ত নিহত নন্দের দিকে প্রসারিত করিলেন, অপর হস্ত দিয়া চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন।]

---

# চতুর্থ অঙ্ক

-:০:-

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীর-কক্ষ। কাল—গোধূলি

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু সে একটা ক্ষণিক উন্মাদনা। আবার সেই অবসাদ। বাহিরের বাদ্য থেমে গিয়েছে। আবার হৃদয়ের

সেই হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। অগাধ স্নেহরাশি —রাখি এমন পাত্র নাই। হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কাকে যেন বক্ষে চেপে ধর্ত্তে চায়। কিন্তু সে ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে—নিজেরই উষ্ণনিশ্বাস। —রাক্ষসি! করেছিস্ কি?—এ শুধু অরণ্যে রোদন—[ কপালে করাঘাত ]। [ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ]

( প্রথম গুপ্তচরের প্রবেশ )

চাণক্য। কি সংবাদ?

চর। কাত্যায়ন শত্রুশিবিরে, এ সংবাদ ঠিক।

চাণক্য। আর কিছু?

চর। গ্রীক সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে।

চাণক্য। সৈন্য কত?

চর। চার লক্ষ।

চাণক্য। যাও।

[ গুপ্তচর চলিয়া গেল।

চাণক্য। কাত্যায়ন।· চিরদিন একরকমে গেল। তুমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে স্থির কর্লে, যে এখন থেকে অধ্যাপনা কর্ব্বে। কিন্তু সেলুকস তোমায় যেই ভজিয়েছে, অমনি সেই দিকে চলেছ! তার উপরে আমার মন্ত্রিত্বে তোমার ঈর্ষা হ'য়েছে।— মূর্খ।

( দ্বিতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ )

চাণক্য। সংবাদ?

চর। বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হ'য়েছে। তাদের সঙ্কেত—তিন তূরীধ্বনি।

চাণক্য। আর কিছু?

চর। মহারাজের শয়নকক্ষে ২৫ জন ঘাতক সুড়ঙ্গ কেটে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

চাণক্য। তা পূর্ব্বেই শুনেছি।— তাদের দলপতি?

চর। বাচাল।

চাণক্য। যাও।

[ গুপ্তচরের প্রস্থান।

চাণক্য। মূর্খ বাচাল!—বীরবল।

( সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবলের প্রবেশ )

বীরবল। কি আজ্ঞা হয়?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে ২৫ জন ঘাতক অবস্থিতি কর্চ্ছে। তুমি সৈন্য নিয়ে গিয়ে তাদের বধ কর।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। এই মুহূর্ত্তে।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। চমৎকার এই ব্যবসা—সংবাদের চৌর্য্যবৃত্তি।—এ চাণক্যের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তচর রাখতেন বটে, কিন্তু সে নিজের কুৎসা শোনবার জন্য। আমি গুপ্তচর রাখি—কুৎসার কণ্ঠ রোধ কর্ত্তে।

( চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

চন্দ্রকেতু। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন গুরু-দেব!

চাণক্য। হাঁ চন্দ্রকেতু!—চন্দ্রগুপ্ত আজ রাত্রি-কালে দাক্ষিণাত্য জয় করে' ফিরে আসছেন জানো?

চন্দ্রকেতু। জানি। তিনি নগরীতে উৎসবের আয়োজন কর্ত্তে আমায় আজ্ঞা দিয়েছেন।

চাণক্য। আয়োজন ক'রেছো?

চন্দ্রকেতু। ক'রেছি। নগরী আলোকিত হবে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হবে, পথে জয়-বাদ্য হবে, আর—

চাণক্য। কিছু হবে না।—ব্যর্থ আয়োজন। —কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে।—যাও, উৎসব বন্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। যাও।

[ চন্দ্রকেতু ইতস্ততঃ ভাবে প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য। কি একটা মহান্ পবিত্র উজ্জ্বল রাজ্য ছেড়ে কোথায় চলেছি!—এখনও তার আলোকমণ্ডিত শিখর দেখতে পাচ্ছি। সব অন্ধকার হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে ফিরি না কেন?— পিশাচি! ছেড়ে দে, ফিরে যাই। না—না কোথায় ফিরে যাবো! কে হাত ধরে' নিয়ে যাবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, হত্যা —এও ত একটা রাজ্য।—মন্দ কি! বেশ আছি। চমৎকার! —[ দীর্ঘ নিশ্বাস ] রাত্রি কত?—দেখি।

চাণক্য গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষ প্লাবিত করিল। চাণক্য সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কহিলেন, "এ

আবার কি। এ এতক্ষণ কোথায় ছিল। এত রাশি রাশি সৌন্দর্য্য—উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে, দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ত বহুদিন দেখি নাই!—কি সুন্দর জ্যোৎস্না। আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে। আর তার নিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চ'লেছে।—কি সুন্দর। পতিতপাবনী মা সুরধুনি। ভগীরথ কি পুণ্যবলে তোমাকে—স্বর্গের মন্দাকিনীকে—মর্ত্তে টেনে এনেছিল মা। এ মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস একবার উঠিয়ে দে না মা। আমি একবার "মা মা" বলে' তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি।—এ কি। চাণক্য! তুমি অধীর!—না। আমি দেখ্‌বো না।" এই বলিয়া চাণক্য গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন।

এমন সময়ে নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে কে বলিল,—"জয় হৌক্ বাবা, চারিটি ভিক্ষা পাই।"

চাণক্য সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ও কে!—কার স্বর। ভিতরে এসো।"

( ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ )

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ও। ভিক্ষুক!"

ভিক্ষুক। চারিটি ভিক্ষা পাব বাবা।

চাণক্য বালিকার পানে চাহিয়া ভিক্ষুককে কহিলেন, "ভিক্ষুক, এত রাত্রে ভিক্ষা কর্ত্তে বেরিয়েছ যে?"

ভিক্ষুক। এই মাত্র নগরে এসে পৌঁছিলাম বাবা—সারাদিন কিছু খাইনি বাবা—

বালিকা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবা—

চাণক্য। এ কি! সহসা প্রাণ কেঁদে ওঠে কেন! এক ভিক্ষুক বালিকা—এ কি দৌর্ব্বল্য!"—বালিকাকে কহিলেন—"এ দিকে এসো ত মা!"

[বালিকা তৎক্ষণাৎ চাণক্যের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল]

চাণক্য বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিক্ষুক এ তোমার কন্যা?"

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা।

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, পরে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা, তোমার নাম কি?"

বালিকা। মাধু—

চাণক্য। তোমার বাড়ী কোথায়?

বালিকা। অনেক দূরে। না বাবা—আমাদের বাড়ী নেই। কখন অতিথিশালায় থাকি, কখন গাছতলায় থাকি।

চাণক্য। গাইতে পারো?

ভিক্ষুক। পারে বৈকি। গা' ত মাধু।

চাণক্য। আগে কিছু খা'ক্। একটু বিশ্রাম কর।—

ভিক্ষুক। তাতে কিছু কষ্ট নেই বাবা! এই আমাদের ব্যবসা। গা' ত মা!

উভয়ে গান ধরিল।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী।—
গর্জ্জে সিন্ধু চলিছে তরণী।—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।—
ওঠ্ মা ওঠ মা দেখ্ মা চাহি'
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ মা প্রদীপটি ধর॥
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি
কোথায় জননী।— গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিতে ঝড়।"
"একি!—কুটীর যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী। কোথায় জননী।
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে
চরণাঘাতে বজ্রনিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর॥

চাণক্য। [আপন মনে] সে দিনও এমন জ্যোৎস্নাময় ছিল। সহসা চন্দ্রমা মেঘে ঢেকে গেল। আর্দ্রবায়ুর উচ্ছ্বাসে দীপ নিভে গেল! স্নেহময়ী কন্যা আমার! সে চিন্তাও স্বর্গ। একি! চাণক্য তোমার চক্ষে জল! ভিক্ষুক! এই

স্বর্ণমুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ কর। [ ভিক্ষাদান ] মা—না যাও, শীঘ্র যাও।—যাও বলছি!

[ ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চলিয়া গেল ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পাটলিপুত্রের প্রাসাদ। কাল রাত্রি।

মুরা ও চন্দ্রকেতু।

মুরা। চন্দ্রকেতু! আজ চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় করে' মগধে ফিরে আসছে। নগরে উৎসব নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রী চাণক্যের নিষেধ।

মুরা। সে কি! গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যের বিজয়ে উৎসব কর্ত্তে নিষেধ করে' দিয়েছেন। এ কিরূপ বিচার?

চন্দ্রকেতু। মা—মন্ত্রিবর যখন নিষেধ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার বিশেষ কোন কারণ আছে।

মুরা। এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষ্যা।

চন্দ্রকেতু। সে বিজয়গৌরবের কে সূচনা করে' দিয়েছিল মা? ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না।

মুরা। ঐ বাদ্যধ্বনি। বৎস ফিরে আসছে। আমি যাই, প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে প্রবেশসমারোহ দেখিগে যাই।

[ দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্রকেতু। আজ বহুদিন পরে বন্ধুর জগদীপ্ত মুখখানি দেখ্তে পাবো। আজ আমার কি আনন্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি পূর্ব্বজন্মে আমার ভাই ছিলে?

[ নেপথ্যে কোলাহল ও যন্ত্রসঙ্গীত ]

ক্রমে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়" ধ্বনি ঘন ঘন নিনাদিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে পতাকাধারী ও সৈনিকগণ-সহ চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু। এস বন্ধু! [ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত ]

চন্দ্রগুপ্ত। [ রুক্ষভাবে ] চন্দ্রকেতু! আমার আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। কি আদেশ প্রিয়বর!

চন্দ্রগুপ্ত। যে, আমার আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত হবে!—এ আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। পেয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। সে আদেশ পালিত হয় নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীর নিষেধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত। তা পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম—চন্দ্রকেতু! মগধের মহারাজ, আমি, না চাণক্য?

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু!—

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তর দাও! মগধের মহারাজ আমি, না আমার মন্ত্রী?

চন্দ্রকেতু। মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে?

চন্দ্রকেতু। প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। মন্ত্রীকে ডাক।

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এই মুহূর্ত্তে তার কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু। তিনি বল্লেন—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি যা বল্বেন নিজে এসে বলবেন। আজ এই মুহূর্ত্তে স্থির হ'য়ে যাক্—যে মগধের মহারাজ চাণক্য না চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। অধীর হোয়ো না। শোন—

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু! তুমিও আমার অবাধ্য!—যাও।

[ চন্দ্রকেতু ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের দম্ভ আমার ধৈর্য্যের শিখর ছাড়িয়ে উঠেছে। একবার—না আগে—স্পর্দ্ধা!—আশ্চর্য্য! এবার আমি—না—আগে কৈফিয়ৎ শুন্বো। অবিচার কর্ব্ব না।

[ পরিক্রমণ ]

( চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ )

চাণক্য। মহারাজের জয় হৌক্।

চন্দ্রগুপ্ত। [ শুষ্ক প্রণাম করিয়া ] মন্ত্রিবর! আমি আজ আমার নগরে প্রবেশ উপলক্ষে নগরী আলোকিত কর্ব্বার আজ্ঞা দিয়েছিলাম। সে আজ্ঞা পালিত হয় নি কেন?

চাণক্য। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। [ কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া ] এর কারণ জাস্তে পারি কি?

চাণক্য। প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রয়োজন নাই!

চাণক্য। আমি যা' করেছি, উচিত বিবেচনা ক'রেই ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তবু আমি কারণ জাস্তে চাই।

চাণক্য। কারণ ব্যক্ত কর্ব্বার সময় হয় নি। যখন হবে, বিবৃত কর্ব্ব।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি! মগধের মহারাজ আমি।

[ চাণক্য সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি! আমি এ ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ব্ব না। এর বিচার কর্ব্ব।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ। —প্রকৃতিস্থ হও। [ প্রস্থানোদ্যত ]

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি!

[ চাণক্য ফিরিলেন ]

চাণক্য। বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি জাস্তে চাই যে, এ রাজ্যের রাজা আমি, না চাণক্য।

চাণক্য। মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ! তা ত দেখ্‌ছি না। দেখ্‌ছি যে নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী, নিজের গৃহে আমি ভৃত্য! মন্ত্রী চাণক্য পাটলিপুত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' রাজভোগ খাবেন, আর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাই দেশ দেশান্তর থেকে আহরণ করে' এনে দেবে! ভারতবর্ষ মন্ত্রী চাণক্যের গুণগান গাইবে, আর সে গীতের উপাদান যোগাবে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যের আদেশ অবনতশিরে বহন কর্ব্বে, আর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় পদাঘাত কর্ব্বেন।—এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভালো।

চাণক্য। মহারাজের অভিরুচি। চাণক্য যেচে এ মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে নাই। এই মুহূর্ত্তে আমি অবসর গ্রহণ কর্চ্ছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তার পূর্ব্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

চাণক্য। আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

চন্দ্রগুপ্ত। এতদূর!—সৈনিকগণ! বন্দী কর।

[ সৈনিকগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল ]

চন্দ্রগুপ্ত। সৈনিকগণ!

[ সৈনিকগণ অগ্রসর হইলে চাণক্য অতি প্রশান্তভাবে হস্তের সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন ]

চাণক্য। শূদ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা এখনও হয় নাই।—মহারাজ এই আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্‌লাম [ মন্ত্রীর প্রহরণ রাখিলেন ]—মহারাজ! চাণক্য নিশ্চিন্ত বিলাসে রাজধানীতে ব'সে নাই। সে এই-খানে ব'সে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর চাণক্যের রাজভোগ!—সে আহার করে —দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল, শয়ন করে—অজিন শয্যায়। সে রাজ্যের চিন্তায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে উষ্ণমস্তিষ্কে কুটীর-প্রাঙ্গণে পাদ-চারণ করে। আমি চল্লাম!—তোমার রাজ্য তুমি শাসন কর। [ প্রস্থানোদ্যত, সহসা ফিরিয়া ] হাঁ, যাবার আগে বলে' যাই—কেন আজ উৎসব নিবারণ করে-ছিলাম! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বিদ্রোহ-মন্ত্রণাকে উত্তাপ দিয়ে প্রকাণ্ড ষড়্‌যন্ত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ রাত্রে উৎসবকালে তার দলস্থ লোক নগরী আক্রমণ কর্ব্বে মনস্থ ক'রেছে। তারা তোমার শয়ন-কক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে তোমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য সেখানে অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমি সৈনিক পাঠিয়েছি তাদের বধ কর্ত্তে। [ প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া ] হাঁ, আরও এক কথা—বিজয়ী সেলুকস সিন্ধু নদ পার হ'য়েছে। শত্রু চারিদিকে সশস্ত্র, এখন উৎসবের সময় নয়। এই জন্য আমি আপাততঃ উৎসব স্থগিত রেখেছিলাম।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

চন্দ্রকেতু। [ তাঁহার পদতলে পড়িয়া ] মার্জ্জনা করুন, গুরুদেব!

চাণক্য। কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।

[ প্রস্থান ]

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীকে অনুনয় করে' ফেরাও বন্ধুবর!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন! যেখানে চাণক্য নাই, সেখানে কি রাজ্য চলে না! এত অহঙ্কার!—মন্দ কি! আজ আমি মুক্ত। আজ আমি সত্যই মহারাজ।

চন্দ্রকেতু। উপদেশ শোন বন্ধু! তাঁকে হাতে পায়ে ধরে' ফেরাও।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার উপদেশ চাই নাই চন্দ্রকেতু! তোমার অনুরোধে একবার চাণক্যকে ক্ষমা করেছিলাম!—মহাভ্রম করেছিলাম। স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণের! আমি মহারাজ! আমার কোন ক্ষমতা নাই! ভাইকে ক্ষমা কর্ব্বার ক্ষমতাও নাই! আমি যেন রাজ্যের কেহ নই!—শুদ্ধ মহারাজের ভূমিকা অভিনয় করে' যাচ্ছি। এ ব্যঙ্গ অভিনয়ের চেয়ে সরল দাস্যও ভালো।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য।

চন্দ্রগুপ্ত। সেই জন্যই কি ব্রাহ্মণ আমার ভাই নন্দকে হত্যা ক'রেছিলেন? তিনি আর কাত্যায়ন আমার অভাগা ভাইকে হত্যা করে' পৈশাচিক উল্লাসে তার মৃতদেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য ক'রেছেন। আমি দেখি নাই?

চন্দ্রকেতু। কিন্তু তুমি ত তাঁর কাছে এই সিংহাসনের জন্য ঋণী?

চন্দ্রগুপ্ত। ঋণী!—যা'ক্ অপ্রিয় বাক্য ব'ল্‌তে তুমি বেশ পটু তা জানি।

চন্দ্রকেতু। অপ্রিয় সত্য বল্‌বার অধিকার এক বন্ধুরই আছে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।

চন্দ্রকেতু কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, পরে কহিলেন, "আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন মহারাজ। ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের সহিত বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধা কর্ব্ব না। আজ আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি।—তবে যাবার পূর্ব্বে এক কথা বলে' যাই। মহারাজ সম্পদে আমার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন করুন। কিন্তু বিপদে যেন আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। যদি আমার সাহায্যের মহারাজের কখন কোন প্রয়োজন হয়, এই প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জায় যেন তা চাইতে দ্বিধা না করেন। আমার জীবনে যদি মহারাজের কোন যৎসামান্য লাভ হয় ত, সে জীবন আমি চিরদিন হাস্যমুখে মহারাজের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত।

চন্দ্রগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পাঁচ জন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিল। এক জনের হস্তে ছিন্নমুণ্ড। সে মুণ্ডটি চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইয়া কহিল —"মহারাজ! এই দলপতির মুণ্ড।"

চন্দ্রগুপ্ত। কোন্ দলপতির?

সৈনিক। পঁচিশ জন ঘাতক মহারাজের শোবার ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল। মন্ত্রী মহাশয় তাদের বধ কর্ব্বার জন্য আমাদের সেখানে পাঠান। আমরা সেই পঁচিশ জনকেই বধ ক'রেছি। এ সেই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। [মুণ্ড দেখিয়া] এত রাজশ্যালক বাচাল।—আচ্ছা যাও।

[সৈনিকগণ চলিয়া গেল।

চন্দ্রগুপ্ত। তাই ত।

(এক জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজের জয় হউক্।

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ কর্ত্তে এসেছিল। আমাদের সতর্ক ও সশস্ত্র দেখে ফিরে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। কে তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে ব'লেছিল?

সৈন্যাধ্যক্ষ। মন্ত্রী-মহাশয়।

[চন্দ্রগুপ্ত একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন]

সৈন্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও কাত্যায়ন।

সেলুকস। কিন্তু ছয় লক্ষ সৈন্য।

কাত্যায়ন। চাণক্য মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করায় তারা এখন বিশৃঙ্খল। আমি সংবাদ নিয়েছি সম্রাট্। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। এই উপযুক্ত সময়।—

সেলুকস। আমার সৈন্যসংখ্যা কম।

কাত্যায়ন। কোন ভয়ের কারণ নাই। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের পক্ষে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিশ্চিত সদলবলে গ্রীকসেনার সঙ্গে যোগ দিবেন।

সেলুকস। নিশ্চয়তা কি?

কাত্যায়ন। আমি জানি এ নিশ্চিত। চন্দ্রকেতুর সৈন্য স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছে। তারাও সম্ভবতঃ গ্রীক সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিবে। এতক্ষণ যে দিচ্ছে না কেন তাই ভাবছি।

( হেলেনের প্রবেশ )

হেলেন। সকলেই তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নয়, ব্রাহ্মণ।

সেলুকস। তুমি এ সময়ে এখানে কেন হেলেন।

হেলেন। আমি পার্শ্বকক্ষে পাঠ কর্চ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এই ব্রাহ্মণের নিম্নস্বর শুন্তে পাচ্ছিলাম। আমার কৌতূহল হ'ল। বই বন্ধ করে' খানিক শুন্‌লাম। তার পর আর অন্তরালে থাকতে পার্‌লাম না।—ব্রাহ্মণ। তুমি বিশ্বাসঘাতক।

কাত্যায়ন। আমি।

হেলেন। একশত বার। যে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করে, একটা জাতির উচ্ছেদসঙ্কল্প করে, যে আজন্মসিদ্ধ স্নেহ, রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে আততায়ীর সঙ্গে সন্ধি করে—যে শান্তির ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রক্তের ঢেউ বহা'তে চায়,—সে শুধু সেই জাতির শত্রু নয়, সে সমস্ত মানবজাতির শত্রু, সে নিয়ম ও শৃঙ্খলার শত্রু, সে ধর্ম্মের শত্রু। ব্রাহ্মণ। পিতার স্তিমিত জিগীষাকে তুমি আবার বাতাস দিয়ে প্রজ্বলিত করে' তুল্‌ছো। দুইটি প্রকাণ্ড সভ্যজাতির মধ্যে পরিখা খনন কর্চ্ছ। তোমার নরকেও স্থান হবে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু পাণিনি—

হেলেন। পাণিনি ত ব্যাকরণ।

কাত্যায়ন। তার মধ্যে বেদান্তসার।

হেলেন। তুমি মূর্খ।—দূর হও।

[ কাত্যায়ন চলিয়া গেলেন।

হেলেন। পিতা। এই ব্রাহ্মণের কাছে আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন কর্চ্ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সে এত বড় দুরাত্মা। যদি তা জান্‌তাম তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে তাকে দূর ক'রে দিতাম।

সেলুকস। হেলেন।

হেলেন। বাবা।

সেলুকস। তোমার মাতা গ্রীক ছিলেন, না হেলট ছিলেন?

হেলেন। আমার মাতা দেবী ছিলেন।

সেলুকস। তবে তাঁর কন্যা তুমি—গ্রীসের গৌরব খর্ব্ব কর্ত্তে চাও।

হেলেন। গ্রীসের গৌরব জগতে বিশৃঙ্খলা অত্যাচার নিয়ে আসায় নয় বাবা। গ্রীসের গৌরব—সক্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটো ও আরিষ্টটলে, হোমার ও ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব—ফিডিয়াস ও লাইকর্গাসে, সাফো ও পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব—অসভ্য ইয়ুরোপখণ্ডে সূর্য্যের মত কিরণ দেওয়ায়—যেমন ভারত আর্য্যযুগে এসিয়ায় আলো দিয়ে এসেছে। গ্রীস ও ভারত—সন্ধ্যার সূর্য্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আকাশ বিভাগ ক'রে নিয়েছে। তাদের সঙ্ঘাতে যে প্রলয় হবে।—যুদ্ধ ত হত্যার ব্যবসা।

সেলুকস। মিল্টাইডিস, লিয়নিডাস্ তবে এই হত্যার ব্যবসা কর্ত্তেন।

হেলেন। তাঁরা এ ব্যবসা নিয়েছিলেন আক্রান্ত দেশকে বাঁচাতে, দেশে অগ্নিদাহ, মড়ক, লুণ্ঠন নিবারণ কর্ত্তে, শান্তির শুভ্র বৈজয়ন্তী রক্ষা কর্ত্তে— কেড়ে নিতে নয়।

সেলুকস। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।

হেলেন। বাবা। যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষার্থে

অনিবার্য্য হয়—যুদ্ধ করুন। কি কর্ব্বেন, উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ কর্ব্বেন—শান্তিরক্ষা কত্তে, শান্তি ভঙ্গ কর্ত্তে নয়। একটা জাতি সুখে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছে, আপনি চাচ্ছেন, সেই নিদ্রা ভঙ্গ কর্ত্তে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে, একটা মহা সভ্যতার কণ্ঠরোধ কত্তে। এ কি উচিত হচ্ছে বাবা?

সেলুকস। আমি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে চাই না। ছেলেবেলায় মায়ের বক্তৃতা শুনেছি, বুড়ো বয়সে কি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে হবে? আরিষ্টটল বলেন

হেলেন। আঃ!—এক দিকে আরিষ্টটলের অকথিত উক্তি, আর এক দিকে পাণিনির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্বালাতন। মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

সেলুকস। কেন হেলেন?

হেলেন। বাবা! এই মহা বিশ্বপরিবারকে বিদ্বেষ অহঙ্কার যেরূপ পৃথক্ ক'রেছে, নদী পর্ব্বত সমুদ্র সেরূপ ভিন্ন করে নাই।

সেলুকস। যাও, ও কথা আমি শুন্তে চাই না —ধাত্রী!

(ধাত্রীর প্রবেশ)

সেলুকস। কন্যার কাছে থাকো। শুতে যাও হেলেন। [প্রস্থান।

হেলেন। [ক্ষণেক উর্দ্ধদিকে চাহিয়া] হিংসা সহস্র ফণা বিস্তার করে ধেয়ে আসছে। আর সংসার দৃষ্টিমুগ্ধবৎ তার পানে চেয়ে আছে। —কোন উপায় নাই। চল ধাত্রী।

[নিষ্ক্রান্ত।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গ্রীস, গ্রামে একটি নির্জ্জন কুটীর-কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

আন্টিগোনস্ ও তাঁহার মাতা কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আন্টিগোনস্। না, আমি তোমার হাতে জলগ্রহণ কর্ব্ব না। আমি শুদ্ধ জান্তে এসেছি, আমার পিতা কে?

মাতা। আমি ত তোমার মা!—স্নেহের কি কোন ঋণ নাই?

আন্টিগোনস্। স্নেহের ঋণ!—[সব্যঙ্গহাস্যে] উত্তম! আমাকে ঘৃণিত ভিক্ষুক করে জগতে এনে, পরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পশুর মত হাটে বিক্রয় করে তার পর স্নেহের দাবী কর। লজ্জা করে না!

মাতা। আমার অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু তার কি মার্জ্জনা নাই? তুই কি বুঝবি বৎস, ক্ষুধার সে কি জ্বালা, যার তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে এমন কাজ করেছিলাম। তার পর—কত দীর্ঘ দিবস, কত সুপ্তিহীন রজনী উষ্ণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করেছি। ঐ মুখখানি স্মরণ ক'রেছি, আর চক্ষে জগৎ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই ক্রীত অন্নমুষ্টি মুখে তুলেছি আর তা আমার উষ্ণ নিশ্বাসের তাপে ভস্ম হয়ে গিয়েছে!—ক্ষুধার কি জ্বালা, তা তুই কি বুঝবি! তুই কি বুঝবি!

আন্টিগোনস্। আর তুমি কি বুঝবে এই অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা, এই মানসিক ব্যাধির মর্ম্মপীড়া, যার ব্যঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উল্কাবেগে আমি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিংহের গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের ব্যাদান, অগ্নির জিহ্বা, করকার প্রপাত, শত্রুর খড়্গ তুচ্ছ করে ছুটেছি—যার তাড়নায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিজের শৌর্য্যে সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছি—কিন্তু তুমি যে কলঙ্কের ছাপ আমার ললাটে দেগে দিয়েছিলে, সে কালিমা গেল না! বল নারী! আমার পিতা কে?

মাতা। বলছি। বিশ্রান্ত হও।

আন্টিগোনস্। কোন প্রয়োজন নাই।—আমার পিতা কে?

মাতা। [অর্দ্ধস্বগত] সেই মুখখানি। কতবার স্বপ্নে এই মুখখানি দেখেছি! কতবার তাকে বক্ষে রেখে কম্পিত স্নেহে বার বার চুম্বন করেছি। কতবার

আন্টিগোনস। আমার পিতা কে?

মাতা। তোমার পিতা কে জানবার জন্যই তোমার আগ্রহ—আমি কি তোমার কেউ নই!—

আন্টিগোনস্। না কেউ নও। সে বন্ধন নিজহস্তে ছিন্ন ক'রেছো। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা

পৈশাচিক কাজ ক'রেছো!—মা হ'য়ে সন্তান বিক্রয় ক'রেছো!

মাতা। তার জন্ম ক্ষমা চাচ্ছি।—যদি ক্ষমা না করিস্, একবার আমায় মা ব'লে ডাক্—একবার একবার—

আন্টিগোনস্। নারীর ক্রন্দন শুন্‌বার জন্ম এখানে আসিনি।—বল নারী, আমার পিতা কে?

মাতা। আমি তোর কেউ নই?—

আন্টিগোনস্। কেউ নও।

মাতা। তবু আমি তোকে গর্ভে ধ'রেছিলাম, স্তন্যপান করিয়েছিলাম, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছিলাম!

আন্টিগোনস্। অনুগ্রহ! গলা টিপে সন্তানকে বধ কর নি—অসীম করুণা! কেন বধ কর নি? বিক্রয় করার চেয়ে যে তাও ছিল ভালো।

মাতা। বৎস!

আন্টিগোনস্। আমার পিতা কে? বল শীঘ্র। নইলে—আমি উন্মাদ!—আমার পিতা? পিতা কে?

মাতা। উত্তম! তবে শোন। আমি তোমার কাছে তোমার পিতার নাম এতদিন বলি নাই, কারণ তোমার পিতার নিষেধ ছিল। যখন আমাদের বিবাহ হয়—

আন্টিগোনস্। বিবাহ হয়!

মাতা। তখন আমার বয়স পনর বৎসর। তিনি যা বুঝিয়েছিলেন তাই বুঝেছিলাম।—আমাদের বিবাহ গোপনে হয়েছিল!

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল!

মাতা। তারপরে তিনি এক অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করে' আমায় পরিত্যাগ করেন—হা রে কঠিন পুরুষ!

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল!—হেলেন! তোমায় পাবার আশা তবে একান্ত দুরাশা নয়।—সেলুকস!—কি চম্‌কালে যে?

মাতা। কার নাম কর্চ্ছ?

আন্টিগোনস্। কেন! সেলুকস।

মাতা। সে নাম তুমি জান্‌লে কেমন করে'! আমি ত এখনও বলি নাই!

আন্টিগোনস্। আমি জান্‌লাম কেমন করে'! আমি যে তাঁরই অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলাম।

মাতা। [সাগ্রহে] তাঁর অধীনে? তবু চিন্তে পারো নি।

আন্টিগোনস্। [সাশ্চর্য্যে] চিন্তে পারি নি!

মাতা। তিনিও চিন্তে পারেন নি! হা রে কঠিন পুরুষ! সন্তান চেন না। আমি ত লক্ষ ছেলের মধ্যে নিজের ছেলেটিকে বেছে নিতে পারি—সে যত বড়ই হোক্, তাকে যতদিনই না দেখি—

আন্টিগোনস্। কি বলছ নারী?—উন্মাদিনীর মত কি বকে' যাচ্ছ?

মাতা। না না, আমি উন্মাদিনী নই। যদিও এখনও যে উন্মাদ হয়ে যাই নাই কেন, জানি না। তিনি সম্রাট্—আর আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তাঁর মহিষী—পথের ভিখারিণী—পেটের জ্বালায় যার সন্তান বিক্রয় কর্ত্তে হয় [ক্রন্দন]

আন্টিগোনস্। [অর্দ্ধ স্বগত] সে কি! তবে কি—

মাতা। বৎস, এই সেলুকসই তোমার পিতা!

আন্টিগোনস্। দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে সহসা তাঁহার মাতার পদতলে পড়িয়া কহিলেন, "মা আমার ক্ষমা কর। আমি তোমার উপর রূঢ় হ'য়েছি।—অভাগিনি পরিত্যক্তা মা আমার।"

মাতা। না, সে তাঁর কাছে। আমি অভাগিনী পরিত্যক্তা—তাঁর কাছে। তোর কাছে আমি শুধু—মা! আর একবার মা বলে' ডাক্! সব যন্ত্রণা—সব—সব ভুলে যাই;—ভুলে গিয়ে শুদ্ধ সেই ডাক শুনি।

আন্টিগোনস্। তুমি রাজমহিষী, তোমার এই দশা মা!—

মাতা। শুধু মা। শুধু মা। আর কিছু না। আর কিছু না। মা বলে' ডাক্—মা বলে' ডাক্!

আন্টিগোনস্। মা আমার—

মাতা। আর একবার—আর একবার!—

আন্টিগোনস্। একি! তোমার পা টল্‌ছে। তুমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না—চল মা তোমায় শুইয়ে রেখে তোমার পদসেবা করি। মা!

মাতা। বৎস আমার! আর একবার ডাক্।

আন্টিগোনস্। মা!

মাতা। এই স্বর্গ!—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে!—বৎস!—আণ্টিগোনস্ কোথা তুই! [ হস্ত প্রসারিত করিলেন ]

আণ্টিগোনস্। এই যে মা—এই যে—

আণ্টিগোনস্ তাঁহার পতনোন্মুখ মাতাকে ধরিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

চন্দ্রগুপ্ত একাকী।

চন্দ্রগুপ্ত। শেষে আমারই প্রজা, আমারই সৈন্য—বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে!—বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু। আর রক্ষা নাই। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। হিতৈষীকে শত্রুজ্ঞান ক'রে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছি। (এ নির্ব্বাসন বৈ আর কি!) বড় অভিমানে বন্ধুবর আমায় ছেড়ে চলে' গিয়েছে! সেই দিনের তাঁর অভিমানে ছল-ছল চক্ষু দুটি মনে পড়ে। তার অর্থ—"এত অকৃতজ্ঞ তুমি চন্দ্রগুপ্ত! তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, সৈন্য দিয়েছিলাম, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছি, মগধের সিংহাসনে বসিয়েছি। তার এই পুরস্কার!"—চন্দ্রকেতু! যদি এখন তোমার দেখা পেতাম, পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতাম—ব'ল্তাম "সাম্রাজ্য যাক্, জীবন যাক—তুমি ক্ষমা কর, শুনে যাই!" যাক্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাক্। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। মগধ সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাক্। আমি ক্ষুব্ধ নই।

( একজন সৈনিকের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। মহারাজ! দুর্গের দক্ষিণ প্রাকার ভগ্ন হ'য়ে গিয়েছে!

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তম! যাও।—কি! চেয়ে রয়েছো যে—যাও।

সৈনিক। শত্রুসৈন্য দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত। করুক—যাও।

[ সৈনিকের প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

( অপর সৈনিকের প্রবেশ )

সৈনিক। মহারাজ—

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি? চ'লে যাও।

সৈনিক। শত্রু—

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে? শত্রু কেউ নয়। তারা পরম মিত্র।—আসতে দাও।—যাও।

[ সৈনিকের প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে, মিত্র কে চিনি না। বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু। প্রকাণ্ড নদীর মাঝখানে ঝড় উঠেছে। এ তরীর কর্ণধার নাই। সে এই তরঙ্গে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে দোল খাচ্ছে। দে দোল্ দে দোল্! ডোবে, আর দেরী নাই। কেমন মজা! চাণক্য নাই যে মন্ত্রণা দেবে, চন্দ্রকেতু নাই যে প্রাণ দেবে। দে দোল্ দে দোল্!

( তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। আবার!

সৈনিক। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। কে মহারাজ? মহারাজ এখানে কেউ নাই। [ কঠোরস্বরে ] যাও।

[ সৈনিকের প্রস্থান।

( বাহিরে শৃঙ্গনিনাদ )

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি শব্দ? এত রাত্রে তূরীধ্বনি! এ কি! এ যে যুদ্ধের কোলাহল! যুদ্ধ! কার সঙ্গে কার যুদ্ধ!—ঐ আবার রণতূরীর শব্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জীবিত না মৃত? এই তূর্য্যধ্বনি শুনেও তুমি নির্জ্জীবভাবে গৃহে বসে'! ঐ তোমার সৈন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে—প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি গৃহকক্ষে বসে'! ওঠো বীর! এই অগাধ নৈরাশ্যের উপর দিয়ে একবার বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে চলে' যাও দেখি। এই প্রভঞ্জনের হুঙ্কারের উপর তোমার ভীম বজ্রনাদ গর্জ্জে উঠুক—তার পর সব প্রলয়কল্লোলে মিশে যাক্—জয় মগধের জয়!

( মুরার প্রবেশ )

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত !—এ কি !

চন্দ্রগুপ্ত। মা ! বিদায় দাও। আমি যাচ্ছি।

মুরা। কোথায় !

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধে। যুদ্ধে মর্ব্ব—পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমায় খুঁচিয়ে মাত্তে দেব না। যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রখচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে আমার সৈন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

মুরা। মর্ব্বে কেন বৎস ! শত্রু এসেছে যুদ্ধ কর। বীর তুমি—মর্ব্বে কেন ?

চন্দ্রগুপ্ত। তদ্ভিন্ন উপায় নাই। বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু ! কে শত্রু, কে মিত্র চিনি না। শত্রুসৈন্য এক সমুদ্র—

মুরা। তথাপি—

চন্দ্রগুপ্ত। এর মধ্যে "তথাপি" নাই। আমি মর্ত্তেই চাই। ঐ যুদ্ধের কোলাহল।—সৈনিক !

( সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদন )

চন্দ্রগুপ্ত। এক্ষণেই যুদ্ধে যাবো। পার্শ্বরক্ষীদের আজ্ঞা দাও। ঐ পুনঃ পুনঃ রণতরীর শব্দ !—যাও।

[ সৈনিকের প্রস্থান। নেপথ্যে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়"

চন্দ্রগুপ্ত। ওকি ! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি !—না এ শত্রুর ব্যঙ্গজয়ধ্বনি ! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়—চাণক্য আর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে নির্ব্বাসিত হ'য়েছে। ঐ আবার আরো কাছে ! আরো কাছে ! এ কি এ কি কানের কাছে !—এ যে পরিচিত স্বর !—এরা কারা ! [ পিছাইলেন ]

( রক্তাক্ত দেহে চন্দ্রকেতু, ছায়া ও চাণক্যের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। স্বপ্ন ! স্বপ্ন !

চন্দ্রকেতু। এইছি বন্ধু—গুরুদেবকে পায়ে ধরে' নিয়ে এসেছি। আর কোন ভয় নেই !

"গুরুদেব রক্ষা করুন" বলিয়া মুরা চাণক্যের পদতলে পড়িলেন। ছায়া মুরাকে উঠাইলেন।

চাণক্য। ওঠো মুরা ! চাণক্য সব পারে, কেবল মরা মানুষ ফিরিয়ে আন্তে পারে না—কোন ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত ! ওঠো ! এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধে অগ্রসর হও। গ্রীকের সাধ্য চাণক্যের সৃষ্টি ব্যর্থ করে !

চন্দ্রকেতু। বন্ধু ! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো কেন ?—এসো এই বিপদে একবার কাঁধে কাঁধ দিয়ে দৃঢ়পদে দাঁড়াই। এই যুগ্ম বক্ষের উপর যদি পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে, সে পর্ব্বতও চূর্ণ হয়ে যাবে।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু !—বন্ধু !—ভাই !—[ সবলে আলিঙ্গন করিলেন ]

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান- মগধে চন্দ্রকেতুর গৃহ। কাল রাত্রি।

ছায়া ও সঙ্গিনীগণ।

ছায়া। নাচো, গাও। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছেন। কি আনন্দ !

১ম সখী। সখি ! তুমি তাঁর যে জয়গান গাও, তিনি কি তা শুন্তে পান ?

ছায়া। আমার গানে আমার আনন্দ, তাঁর কি। যখন বসন্ত আসে, তখন লক্ষ্য ক'রেছো কি সখি যে, মারুতহিল্লোলে প্রকৃতি পত্রপুষ্পে আপনি শিহরিত হয়ে উঠে—কেউ দেখে কি না দেখে, তার কিছু যায় আসে না, কুঞ্জে কোকিল আপনিই গেয়ে ওঠে—কেউ শোনে কি না শোনে তাতে তার কিছু যায় আসে না। তারা নিজের সুখে নিজে পূর্ণ।

২য় সখী। তুমি তাঁকে যে ভালবাসো, তার প্রতিদান চাও না ?

ছায়া। আমার প্রেম আমার সম্পত্তি। আমার প্রেম নিজেই পূর্ণ। সেই প্রেমে আমি মগ্ন আছি। তাঁকে দেখ্বার অবকাশ পাই না।

৩য় সখী। আশ্চর্য্য ! তিনি তোমায় ভালবাসেন না ! অথচ তুমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রেছো —নিজের জীবন তুচ্ছ করে'।

ছায়া। সখি, যদি আমার সহস্র জীবন থাকত, তাও আমি অনায়াসে তাঁর চরণে ঢেলে দিতাম। —দুঃখ এই যে, তাঁকে দেবার মত আমার কিছু নাই।

সখী। কি নাই?

ছায়া। আমার রূপ নাই।

৩য় সখী। কে বলে তোমার রূপ নাই।

ছায়া। যদি আমার রূপ থাকত, তিনি আমায় একবার চেয়েও দেখ্‌তেন। আমার ইচ্ছা হয় যে, বিশ্বে যত সৌন্দর্য্য আছে—সব আমাকে আশ্রয় করুক, আর আমি সেই সৌন্দর্য্যরাশি গোমুখীর ধারার মত অশ্রান্তধারে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। কিন্তু আমার কিছু নাই।

১ম সখী। তোমার অমল হৃদয় আছে।

ছায়া। পুরুষ তা চায় না, পুরুষ চায় নারীর রূপ।

২য় সখী। নির্ব্বোধ পুরুষ।

ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন "না তোমরা আমায় কাঁদাবে না। আজ মহোৎসব। উৎসব কর, উৎসব কর,—যতক্ষণ তোমাদের জাগরণ-ম্লান মুখের উপর প্রভাতসূর্য্যের কনকরশ্মি এসে না পড়ে, যতক্ষণ বিহঙ্গমের কলরব তোমাদের ক্ষীণায়মান কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশে না যায়।—গাও।"

নৃত্যগীত।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজে মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু
সাগরে জীবন তরণী।
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে, ছুটুক ভাতি নয়নে,
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি ধরণী অরুণবরণী।

( দূরে মুরার প্রবেশ )

মুরা। ছায়া! ছায়া!—উৎসবে মত্ত। অভাগিনী এখনও জানে না, যে যুদ্ধে তার ভাই চন্দ্রকেতুর মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু যখন জান্‌বে—না, সে দুঃসংবাদ আমি দেই কেন? জগতে দুঃসংবাদ বহন করে' এনে দেবার জন্য লোকের অভাব নাই। [ অগ্রসর হইয়া ] ছায়া!

ছায়া। [ চমকিয়া ] কে?—মা!

মুরা। ছায়া! সংবাদ আছে!

ছায়া। কি মা?

মুরা। ছায়া, এতদিনে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। [ ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া ] মা! তুমি আমার ভাবী পুত্রবধূ—ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ছায়া। রাজমাতা! ছায়া চন্দ্রগুপ্তের পত্নীত্ব আর ভারতের সম্রাজ্ঞীত্ব সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট—ছায়াও রাজকন্যা। উপহাসের প্রয়োজন নাই।

মুরা। সে কি ছায়া! আমি তোমার সঙ্গে উপহাস কখন ক'রেছি? এ সত্য কথা মা।

ছায়া। [ অর্দ্ধ স্বগত ] সত্য কথা! সত্য কথা! —এ যে আমার ধারণার অতীত। এ নিষ্ঠুর সৌভাগ্য, এ যে, এত আকস্মিক! এত তীব্র—এ যে—এ যে—অসহ্য! মা! মা! [ মুরার বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন।

মুরা। ও কি! কাঁদ্‌ছো কেন মা?

ছায়া। না মা কাঁদবো না—দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কর।—একি! আকাশ আরও নীল, আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে। পৃথিবী মন্দার-সৌরভে ভরে' গেছে। বাতাস বীণার ঝঙ্কারে ছেয়ে গেছে। এ কি! আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে! আমি কুসুম-শয্যায় শুয়ে আছি! না মলয়হিল্লোলে ভেসে যাচ্ছি—কোথায় আমি? কোথায় তুমি প্রিয়তম! কোথায় তুমি প্রাণাধিক! এই যে, এই যে আমার চন্দ্রগুপ্ত [ সহসা জানু পাতিয়া ] প্রাণেশ্বর! জীবন সর্ব্বস্ব! দেবতা আমার! ক্ষমা কর। অনেক রূঢ় কথা ব'লেছি। অভাগিনী পিতৃমাতৃহীনা বালিকা আমি। শতদোষ আমার।—ক্ষমা কর। উর্দ্ধে

[ যুক্তপাণি উঠাইয়া ] ঈশ্বর এই কর —যেন এ স্বপ্ন না হয়। [ ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন ]

( চাণক্যের প্রবেশ )

চাণক্য। মুরা—এ কি। এ সব কি?

মুরা। বিজয়োৎসব।

চাণক্য। ওঃ। [ কিয়ৎকাল একদৃষ্টিতে ছায়ার প্রতি চাহিয়া সদীর্ঘ নিশ্বাসে] যাক্।—মুরা, আমি সন্ধি করেছি।—এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয় নাই।

মুরা। কি সন্ধি গুরুদেব।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে ৫০০ হস্তী দিবেন, বিনিময়ে সেলুকস হিন্দুকুশের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমস্ত বিজিত রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ কর্ব্বেন। আর সন্ধিরক্ষার জামিন স্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ হবে।

মুরা। সে কি! না গুরুদেব, আমি সম্রাটের কন্যা চাই না। [ ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া ] এই আমার পুত্রবধূ।

চাণক্য। এই চাণক্যের মন্ত্রণা।

মুরা। কিন্তু এই বেচারী।—

চাণক্য। রাজ্যের কল্যাণে ছায়া নিশ্চয় তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে পারে।

[ প্রস্থান।

মুরা। ছায়া।—এ কি!—মুখ ছাইয়ের মত পাংশু, নিষ্প্রভ চক্ষে স্থির দৃষ্টি, বিভক্ত ওষ্ঠে অব্যক্ত বেদনা, নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে।—অভাগিনী মা আমার।

[ প্রস্থান।

ছায়া। তুচ্ছ!—তুচ্ছ—তুমি কি জান্‌বে ব্রাহ্মণ! না পুরুষের কাছে নারীর সুখ দুঃখ, নারীর জীবনই তুচ্ছ। ঈশ্বর!—এ কি কল্লে? এ যে এক সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও নৈরাশ্য, স্বর্গ ও নরক। পৃথিবী ঘুর্চ্ছে! আকাশে এক একটা নক্ষত্র সূর্য্যের মত জলে উঠে নিভে যাচ্ছে। একটা যশোগাথা মৃদঙ্গের তালে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে যাচ্ছে। ঐ। ঐ। [ ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন। ]

---

# পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দের পূর্ব্বকথিত প্রমোদোদ্যান।

কাল—রাত্রি।

সেলুকস ও হেলেন।

সেলুকস। বর্ব্বর চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীক সম্রাট সেলুকসের কন্যার বিবাহ! আমি এই হেয় সন্ধি দিয়ে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। কখন না।

হেলেন। বাবা! আর দর্প শোভা পায় না। অপমানের চূড়ান্ত হ'য়েছে। এখনও শির উঁচু করে আছেন! লজ্জা নাই!

সেলুকস। কিসের লজ্জা?—আক্রমণ করেছিলাম, বিফল হয়েছি।

হেলেন। কে আক্রমণ কর্ত্তে বলেছিল? কি অপরাধ করেছিলেন এই চন্দ্রগুপ্ত? তিনি গ্রীকের সঙ্গে বিবাদ খুঁজে নেন নাই। তিনি নির্ব্বিবাদে সিন্ধুর পরপারে রাজত্ব কচ্ছিলেন।—আপনার সইলো না। আমি নিষেধ করেছিলাম। উত্তম হ'য়েছে।

সেলুকস। তুমি বিজাতির বিজয়ে উল্লসিত হয়েছ বোধ হয়?

হেলেন। কেন হব না। গ্রীক হেরেছে, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হ'য়েছে।—বাবা! যে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যায় সে বাহিরের শত্রু হৌক বা সেই রাজ্যের প্রজা হৌক—সে মহাপাতকী। শত শত মাতাকে পুত্রহীনা, বালিকাকে পিতৃহীনা, সতীকে পতিহীনা করা—দেশে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা—শুদ্ধ একটা বিজয়-গৌরবের উদ্দেশ্যে, একটা উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায়, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য এর চেয়ে মহাপাপ আছে?

সেলুকস। তবে আমি সেই পাপী।

হেলেন। তার ফলভোগ কর্চ্ছেন।

সেলুকস। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। এবার পরাজিত হ'য়েছি। আবার—যদি মুক্তি পাই—

হেলেন। বিজয়ী বর্ব্বরের দয়ার উপর নির্ভর

করে? কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা—হয় জয়, না হয় মৃত্যু? লজ্জা করে না?—ওঃ! কি অধঃপতন!

সেলুকস। হেলেন! তোমার মুখে এই কথা! এই আমার দুর্গতির চরম সীমা। আর কি হ'তে পারে!—যখন নিজের কন্যা—যে মাতৃ-হীনা বালিকাকে আমি বক্ষে ক'রে ঘুম পাড়িয়ে নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ করেছি—এই বিজয়-যাত্রায় সব ছেড়ে এসেছি, শুদ্ধ তাকে ছেড়ে আস্‌তে পারিনি—আজ সে কন্যাও—না, ভাগ্য-বিপর্য্যয় বটে! [ কম্পিত স্বর ] এ পরাজয়-শল্য আমার বক্ষে তত বাজেনি কন্যা, যত— [ অধোমুখ হইলেন ]

হেলেন। না বাবা! অন্যায় করেছি, মার্জ্জনা করুন।

সেলুকস। না হেলেন! অন্যায় আমার। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অন্যায় আমার। কিন্তু বড় অভিমানে, বড় জ্বালায় জ্বলে' এ কথা ব'লেছি। এ পুত্রের প্রতি মাতার ক্রোধ। এ তিক্ত হলাহল অনন্ত সুধা-সমুদ্র মন্থন করে' উঠেছে। না বাবা! আপনি মুক্ত হোন—মুক্ত হয়ে গ্রীকের এই অপ-মানের প্রতিশোধ নেন। আমি আপনাকে মুক্ত কর্ব্ব। আমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্ব।

সেলুকস। না কন্যা—আমার মুক্তির জন্য সে মূল্য দিব না।

( চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। তার প্রয়োজন নাই বীরবর! গ্রীক সম্রাট! আপনি মুক্ত। ইচ্ছা হয় আবার মগধ আক্রমণ কর্ব্বেন—চন্দ্রগুপ্ত তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। —যান বীরবর! যান রাজকন্যা! আপনারা মুক্ত।—রক্ষী!

সেলুকস। সে কি!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! এই হিন্দুজাতি বর্ব্বর নয়। তারাও পুরুর প্রতি সেকেন্দার সাহার সৌজন্যের উত্তর দিতে জানে। দেশে চলে যান বীরবর। আপনি মুক্ত। রক্ষী!

( রক্ষিগণের প্রবেশ )

চন্দ্রগুপ্ত। এরা মুক্ত! তবে আসি সম্রাট্‌। [ প্রস্থানোদ্যত ]

সেলুকস। [ সাশ্চর্য্যে ] ভারত-সম্রাট্‌ চন্দ্র-গুপ্ত! তুমি মহৎ! তুমি এক দিন আমার প্রাণ-রক্ষা করেছিলে! আমি তা ভুলি নাই। আজ তুমি বিনা সর্ত্তে আমাদের মুক্ত ক'রে দিলে! এও আমি ভুলবো না। ভারত-সম্রাট্‌! আমি প্রস্তাবিত সন্ধির সমস্ত সর্ত্তে সম্মত আছি। যে সাম্রাজ্য খণ্ড ছেড়ে দিলাম, তা পারি ত বাহুবলে আবার জয় কর্ব্ব। কিন্তু তোমায় কন্যা দিতে পারি না। কারণ, তুমি হিন্দু।

হেলেন। হিন্দুও মানুষ।

সেলুকস। হেলেন! [ এই বলিয়া সেলুকস সবিস্ময়ে হেলেনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হেলেন শির অবনত করিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। বুঝেছি রাজকন্যা!—এ আমার মহৎ সম্মান—মাথা পেতে নিচ্ছি। [ সেলুকসকে ] কিন্তু বীরবর! আমি এ ভিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, আমি আপনার কন্যার প্রেমমুগ্ধ। আর সে আজ প্রথম দিন নয়। যে দিন আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে, সিন্দুনদতটে, নিদাঘের সমুজ্জ্বল সন্ধ্যা-লোকে, ঐ শান্ত মুখচ্ছবি দেখেছিলাম, সে দিন থেকে ঐ মুখ আমার সমস্ত ধ্যান অধিকার করে' আছে, আমার কল্পনাকে তারস্বরে বেঁধে দিয়েছে। আমার সে যৌবনের স্বপ্ন যে কখন সফল হবে, আমার মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হয়ে যে কখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, সে দুরাশা আমি কখন করি নাই। আজ সে গৌরব, সে উৎসব, সে স্বর্গ, আমার মুষ্টিগত হয়েও আমার কঠিন স্পর্শে সরে গেল।—না—সম্রাট্‌, আমার বন্ধুবর চন্দ্রকেতু মৃত্যুকালে তাঁর ভগ্নী ছায়াকে আমার করে সমর্পণ করে' গিয়েছেন। এ তাঁর অন্তিম কালের অনুরোধ। আমি নিরুপায়। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী মলয়-রাজ-দুহিতা ছায়া।

( সহসা ছায়ার প্রবেশ )

ছায়া। সম্রাটের অনুকম্পা। কিন্তু ছায়া এই অনুগ্রহ-দত্ত সম্মানের ভিখারিণী নয়। ভারত-সম্রাটের যোগ্য মহিষী—এই গ্রীক্‌ সম্রাটের কন্যা হেলেন। [ হেলেনকে ] "বড় সুভাগিনী তুমি বোন যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমার অনুরাগী। আমি

স্বচ্ছন্দমনে আমার হৃদয়ের নিধি, আমার সর্ব্বস্ব—তোমায় দান কর্ল্লাম—নাও বোন।" [ এই বলিয়া ছায়া অসংযত পদক্ষেপে হেলেনের কাছে গিয়া তাঁহার করধারণ করিয়া স্থির মূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের করে যোজিত করিয়া কহিলেন ]—"এ অমূল্য রত্ন তোমার বক্ষে ধারণ কর! এই আমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত! কিন্তু যদি জান্তে বোন্ কি মূল্য দিয়ে সে গৌরব ক্রয় কর্ল্লাম!"

[ চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। [ স্বপ্নোত্থিতবৎ অর্দ্ধস্বগত ]—না না—এ হ'তে পারে না এ হ'তে পারে না!

চন্দ্রকেতু। না- কখন না। -সম্রাট! আপনারা মুক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চলিয়া গেলে সেলুকস হেলেনকে ডাকিলেন। "হেলেন! এ সব কি?"

হেলেন। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

সেলুকস। তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্বে?

হেলেন। হাঁ পিতা।—অনুমতি দিন।

সেলুকস। অনুমতি দিব! এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি।

[ চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত।

হেলেন। আপনি কি বঝ্‌বেন বাবা, যে আমি এ বিবাহ কর্ত্তে চাই কেন? এত তর্ক, কাকুতি, অনুনয় যা সাধন কর্ত্তে পারে নাই, এই বিবাহে তাই সাধন কর্ব্ব।-- ভালোবাসতে পার্ব্ব না? এই শৌর্য্য—এই করুণার্দ্র চক্ষু--এ মহৎ হৃদয়--পার্ব্ব না। আন্টিগোনস্?—ক্ষমা কর। ঈশ্বর! হৃদয়ে বল দাও!

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। [ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন ]—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে', ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্রজ্বালাস্পর্শে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। [ পরে স্থিরনেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন ] এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা,—একদিন ছিল- কে?

( প্রহরিবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ )

চাণক্য। এই যে এসেছো? এসো বন্ধু!

কাত্যায়ন। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি চাণক্য! আমি তোমার বন্দী অন্যায় করেছি। -শাস্তি দাও।

চাণক্য। বন্ধন উন্মোচন করে' দাও প্রহরী।

[ প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল ]

চাণক্য। এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী!

চাণক্য। তোমরা বাহিরে যাও।

[ প্রহরিগণ চলিয়া গেল।

চাণক্য। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই বন্ধু!

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই!—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ'তে পারে। আমি বন্দী আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

চাণক্য। এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মস্তিষ্কের পথ পরিষ্কার কর।

[ ছোরা দিলেন ]

কাত্যায়ন। তোমার অভিপ্রায় কি চাণক্য?

চাণক্য। আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দিয়েছি। এক ঊষর প্রান্তরকে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি।—তুমি যা পারো নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যের একটা প্রস্থ শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। বাহিরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট শান্তি পর্ব্বতের মত স্থির, নিষ্প্রাণ। না, আমি পারি নাই। তুমি হয় ত পার্ব্বে!—মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন। তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য। আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ কর্চ্ছি—তুমি যদি চাও।—তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্ব্বে, আমি পারি নাই।

কাত্যায়ন। সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য। সব ভ্রম! হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্র ভেদ করে' উঠছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, এ ইটের পাজা। এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের নির্জ্জীব ক্ষমতাকে পুনরায় মন্ত্রবলে গড়ে' তুলতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আন্তে পারি না। শূদ্রকে চোক রাঙ্গিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না। রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি ক'রেছি। কি ক'রেছি।

কাত্যায়ন। কি ক'রেছো?

চাণক্য। ঐ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা আসছে।—আমি দূর ভবিষ্যতে কি দেখছি জানো?

কাত্যায়ন। কি?

চাণক্য। এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের উপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তার পর এক মহা-শক্তি এসে এই গলিত শবের উপরে তার যাদুদণ্ড ছুলিয়ে সেই বিশীর্ণ মাংসপিণ্ডগুলিকে এক করে' নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্ব্বে, তার পর ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে' সমভূমি কর্ব্বে!—নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন। কি দামে বিকোচ্ছ?

চাণক্য। তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন। উত্তম অভিনয়।

চাণক্য। অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট, কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহা সঙ্গীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে তিনি চাণক্যের এই মহা সৃষ্টি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন। সব ক'রেছি। কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পার্লাম না। পার্ব্ব কোথায় থেকে! বাহিরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখছো, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ এক শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই, বিশ্বাস নাই, শাস নাই, খোসা নিয়ে কি কর্ব্ব? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই [ বক্ষে করাঘাত ]।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! তুমি অধীর চাণক্য! এই দুর্দ্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য। বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুন্তে শুন্তে অধীর হ'য়ে গেছি। পথে, ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধ ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে, ধূমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ করে' এসেছি সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখতে পেয়েছি, সে সজীব মূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।—এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর। [ শিহরিয়া উঠিলেন ]

কাত্যায়ন। তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ চাণক্য।

চাণক্য। [ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ] এই সুন্দর প্রভাত! ধরণী বিবাহের সজ্জার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে প'ড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমি দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে—তাই দেখছি!

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার কেউ নই! একা আমি এই অসীম সৌন্দর্য্য-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত! বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বহে' যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছট্ ফট্ কর্চ্ছি—তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পল্বলপঙ্কে পড়ে' আছি।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! এরূপ কখন দেখি নাই।

চাণক্য। তবু এক দিন ছিল—

[ দূরে সঙ্গীত ]

চাণক্য। তবু এক দিন ছিল, যে দিন সংসার আমার কাছে উৎসবমন্দির বলে' বোধ হ'ত, পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তার পর—

[ সঙ্গীত নিকটবর্ত্তী হইল ]

চাণক্য। [ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া ] সেই স্বর!—কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কাকে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি! তুমি কি—

চাণক্য। [ সানুনয়ে ] যাও ভাই—

[ কাত্যায়নের প্রস্থান।

চাণক্য। কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়! [ ঘর্ম্ম মুছিলেন ]

( গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ ) সঙ্গে কাত্যায়ন।

গীত।

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে' আয়,
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে,"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে,
দেখ ঐ সুধাবিন্দু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে
আয় আমার পাশে॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে, পরের কাছে, পড়ে' আছিস্
পরবাসে॥"

কাত্যায়ন। এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারয়ঃ"—অর্থাৎ কি না—সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীব-ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলে, কর্ম্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করে—উঃ! ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি প'ড়েছো নিশ্চয়!

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে?

ভিক্ষুক। এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা!

কাত্যায়ন। হ'তেই হবে।

চাণক্য। [ বালিকাকে ] এই দিকে এস ত মা!

[ বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল ]

চাণক্য। [ তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ] একেবারে সেই মুখ! সেই চক্ষু দুটি! একেবারে—অথচ—ভিক্ষুক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—এ তোমার কন্যা? সত্য বল।

ভিক্ষুক। আমারই বৈ কি। আর কার?

চাণক্য। সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক। না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি তাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ ক'রেছি বাবা।

চাণক্য। [আগ্রহে] তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক। না বাবা! কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য। কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। ভগবান্ দিয়েছেন।—নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত?

কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি করে' খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটি হারিয়েছি।

চাণক্য। [ সমধিক আগ্রহে ] দস্যু ছিলে!—ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক। দিইছি বৈ কি বাবা! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?

চাণক্য। মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। অবন্তীপুরে বাবা।

চাণক্য। [ উত্তেজিত ভাবে ] অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

ভিক্ষুক। পথে।

চাণক্য। না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি করে' এনেছিলে? সত্য বল—কোন ভয় নাই—চুরি ক'রেছিলে?

ভিক্ষুক। না, বাবা!

চাণক্য। হত্যা কর্ব্ব!—সত্য বল। ডাকাতি করে' এনেছিলে?

ভিক্ষুক। হাঁ, বাবা!

চাণক্য। নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য। [ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ] হৃদয় উদ্বেল হয়ো না!—তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক। তিন কি চারি বৎসর বাবা!

চাণক্য। এর নাম কি ব'লেছিল?

ভিক্ষুক। আত্তিরি।

চাণক্য। আত্রেয়ী! শুনছো কাত্যায়ন! ব'লেছে আত্রেয়ী।—এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক। চাণক্য।

চাণক্য। [ লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে ] দস্যু!—না তোমায় মার্ব্বো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ কর্ব্ব না। কোন ভয় নাই। কাত্যায়ন—না, রক্ষী!

( রক্ষিগণের প্রবেশ )

চাণক্য। না, যাও।—ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার। [ রক্ষিগণের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না বাবা! এই আমার অন্ধের নড়ি।—খেতে পাবো না।

চাণক্য। তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী ক'রেছো। তুমি আমায় সম্রাট্ করেছো। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে' আবার স্বর্গে উঠিয়েছো! আমি তোমায় বধ করে' তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্ব্ব। না, না—এ কি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু কর্ত্তে হবে; যাতে বুঝ্তে পারি যে আমি বেঁচে আছি। [ হাস্য ]

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। কাত্যায়ন! নাড়ী দেখ্তে জানো? দেখ ত [ হাত বাড়াইলেন ] আমি বেঁচে আছি কি না? দেখ ত এ ইহকাল না পরকাল?—এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল?—দেখ ত!—নড়িলে—সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারতের শাসনকর্ত্তার কন্যা তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্ত্তে।—কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! [ ক্রন্দন ]

কাত্যায়ন। চাণক্য প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য। না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র। তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন! —না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী—মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি!—কোথায় ছিলি পাষাণী মা! [ কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন ]—কাত্যায়ন! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্ছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্ছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আস্ছে! আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্ছে। আমায় কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মলয়-রাজপ্রাসাদ। কাল উজ্জ্বল প্রভাত।

মলয়রাজকর্ম্মচারী ও মগধরাজদূত।

কর্ম্মচারী। আমাদের মলয় রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও স্বাধীন! সম্রাট্ এর শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না!

দূত। এই রাজকন্যাই কি এই রাজ্যের শাসন-কর্ত্রী?

কর্ম্মচারী। হাঁ, রাজকন্যা তাঁর দাদার মৃত্যুর পর শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

দূত। এই রাজ্ঞী অনূঢ়া?

কর্ম্মচারী। হাঁ।

দূত। বিবাহ কর্ব্বেন না?

কর্ম্মচারী। তা জানি না। তিনি নিজ্জনে একাকিনী থাকেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধ ভিন্ন কারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না।

দূত। সম্রাটেরও ঐ দশা! অথচ সম্প্রতি তাঁর বিবাহ।

কর্ম্মচারী। আশ্চর্য্য বটে ঐ রাজ্ঞী আস্ছেন।

উভয়ে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্ঞী ছায়া প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারী অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক কহিলেন, "রাজ্ঞীর জয় হৌক্।

ছায়া। আপনি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন?

দূত। [ঈষৎ মস্তক নত করিয়া] হাঁ রাজ্ঞী।

ছায়া। প্রয়োজন?

দূত। আমি মগধ থেকে নিমন্ত্রণ-পত্রের বাহক হ'য়ে এসেছি। [পত্র-প্রদান]

ছায়া। [কম্পিত হস্তে পত্র খুলিতে খুলিতে] সংবাদ শুভ?

দূত। হাঁ রাজ্ঞী—

ছায়া। পত্র পড়িতে পড়িতে বিচলিত হইলেন। পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"ভারত-সম্রাজ্ঞীর অনুরোধ!—কে সে সম্রাজ্ঞী!" পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন—"না, আমি যাবো।" [মন্ত্রীকে] মন্ত্রী! রাজভাণ্ডারে যত মহার্ঘ্য রত্ন আছে, তাই দিয়ে এক কণ্ঠহার গড়াতে দাও। স্বর্ণকার ডাক।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। আর পরশ্ব প্রভাতে আমার মগধ-যাত্রার আয়োজন কর।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। একে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

[কর্ম্মচারী ও আগন্তুকের প্রস্থান।

সহসা পত্রখানি কুড়াইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন—"জীবনানন্দ আমার! সর্ব্বস্ব আমার! তুমি আর আমার নও।—তুমি আজ তাঁর! কেন এমন হল!—না, আমি ত তাঁকে স্বহস্তে গ্রীকরাজকন্যার হাতে সঁপে দিয়েছি। তবে সহ্য কর্ত্তে পারি না কেন? হৃদয় ভেঙ্গে যায় কেন? পৃথিবী শূন্য মনে হয় কেন।—চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! না ছায়া! তুমি রাজ্ঞী। দৃঢ় হও, নির্ম্মম ভাবে তোমার প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ কর। লৌহ আবরণে এই তপ্ত বাষ্প রুদ্ধ কর। কিসের দুঃখ? —এইটুকু পারি না!—না, এ প্রেম দমন কর্ব্ব। তাঁর সুখেই সুখী হব। কিসের দুঃখ। তুমি সুখী হও প্রিয়তম! তাই আমার জীবনের সাধনা হৌক। [গায়িতে গায়িতে প্রস্থান।

গীত।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই,
তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাকগো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি।
তব শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি, তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক,—আমি কিছু চাহিনাক,
শুধু দূরে, অনাদরে র'ব তব অনুরাগী॥

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান সেলুকসের শিবির। কাল—প্রভাত।

সেলুকস একাকী। দূরে সৈন্যগণ।

সেলুকস। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ। শেষে তাও হ'ল। ঐ নগরে উচ্চ উৎসব-কোলাহল গ্রীসের লজ্জা বিঘোষিত কর্চ্ছে।—কৈ! হেলেন এখনও ত এলো না। সে উৎসবে মত্ত। আর কি তার বৃদ্ধ পিতাকে মনে আছে। সন্তান—শুধু সম্মুখ দিকে চেয়ে দেখে, পিছন দিকে একবার ফিরেও চায় না। তার কাছে ভবিষ্যৎই সব, পিতা অতীত। পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে আর কন্যার বিবাহ দিয়ে তার পরে পিতা আর কি সুখে জীবন ধারণ

করে—জানি না! সন্তানরা ত আর তাদের চায় না—কি নিষ্ঠুর এই পিতার ভাগ্য। তার অগাধ স্নেহের কোন প্রতিদান নাই!—এই যে হেলেন!

( হেলেনের প্রবেশ )

সেলুকস। হেলেন! আমি এতক্ষণ ধ'রে তোমারই প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম।

হেলেন। আমি নিজেই এসেছি—আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে।—আসুন বাবা।

সেলুকস। না, আমি যাবো না, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

হেলেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো ব'লে এসেছি।

সেলুকস। না হেলেন! আমি যাবো না।

হেলেন। কেন বাবা! আপনার কন্যার বিবাহোৎসবে আপনি যাবেন না!

সেলুকস। না, মা! আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

হেলেন। বুঝেছি! আচ্ছা যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছা। আমি জোর করে' ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না। আপনি ত আমার বন্দী ন'ন।

সেলুকস। হেলেন! আমার উপর অভিমান কোরো না।

হেলেন। না বাবা! আপনার উপর আর আমার এমন কি দাবী আছে যে, আমি আপনার উপর অভিমান কর্ব্ব। যাঁর কাছে অভিমান খাটতো তিনি—না, যাক,—বাবা। তবে বিদায় দিউন।

সেলুকস। এত শীঘ্র? মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব সৈছে না। হারে মূঢ় পিতা। এত স্নেহের, এত যত্নের, এত আদরের কন্যা একদিনে একেবারে পর—তোর আর কেউ না। হেলেন! কন্যা আমার! আজ আমি তোর আর কেউ নই। অথচ আমি তোর বাপ—আর—আর—জন্মাবধি আমিই তোর মা। [ চক্ষু ঢাকিলেন ]

হেলেন। না বাবা! আমায় ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় ব'লেছি! বাবা! বাবা! এ কি আপনার চক্ষে জল! এ ত দেখ্‌তে পারি না বাবা! আমায় মার্জ্জনা করুন—এই শেষ বার। আর চাইব না। [ জানু পাতিলেন ]

সেলুকস। উঠ মা! [ হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন ] পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন ] তোর কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমার। তুই কি বুঝ্‌বি পিতার গভীর বেদনা! যখন কথা ফুটে নি, তখন থেকে হাতে গড়ে তুলে সেই কন্যাকে চিরজন্মের মত বিদায় দেওয়ায় যে কি দুঃখ, তুই বুঝবি কি মা! পুত্রকন্যারা যে একবার পিতার দিকে চেয়েও দেখে না, সে ত স্বাভাবিক! তাদের অপরাধ কি! —পৃথিবীর নিয়মই এই। অপরাধ আমাদের, যে এ কথা জেনেও আমাদের অগাধ স্নেহের প্রতিদান প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা ক'রে হৃদয়ে বেদনা পাই। সব অপরাধ এই পিতাদের।

হেলেন। সে কি বাবা!—বিদায়ের দুঃখ কি একা পিতার? এই সময়ে পিতামাতাকে ছেড়ে যেতে কন্যার বুক ফেটে যায় না! পিতাই ভাল-বাস্‌তে জানে, কন্যা জানে না।

সেলুকস। [ চক্ষু মুছিয়া ] না মা, তোরাও ভালবাসিস্।

হেলেন। না, আমরা কিছু ভালোবাসি না।

সেলুকস। না, বাসিস্—আমি মিথ্যা কথা ব'লেছি।

হেলেন। বাবা! নারীর জীবনই যে এক ভালবাসার ইতিহাস। প্রথমে পিতামাতা, পরে পতি, পরে পুত্রকন্যা এই নিয়েই যে তার ক্ষুদ্র সংসার। সেখানেই তার আশা, ভরসা, আনন্দ, সম্পৎ! পুরুষ যখন নীড় ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠে' গগ-নের সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় হর্ষে বিচরণ করে, নারী নিভৃতে একাকিনী বসে' সেই নীড় পক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে। স্নেহ পুরুষের বিশ্রামের প্রমোদ, আলস্যের চিন্তা, অবসরের চিত্ত-বিনোদ। কিন্তু এই স্নেহই যে নারীর সমস্ত মুহূর্ত্ত, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত জীবন। স্নেহ তার জন্ম, নিবাস, মৃত্যু। আর যদি পরে স্বর্গ থাকে, ত এই স্নেহেই তার স্বর্গ! স্নেহ তার বিহার, শয়ন, নিদ্রা, স্বপ্ন, আহার, নিশ্বাস। আমরা ভালোবাসি না?

সেলুকস। না মা! আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লেছি।

হেলেন। বাবা, আপনার প্রতি স্নেহের জন্য আমি আন্টিগোনসকে বিবাহ করি নি জানেন? জানেন বাবা! যে আজ এই সমস্ত নগর জুড়ে যে

উৎসব-দুন্দুভি বাজ্‌ছে, সে আমার কর্ণে মরণের আর্ত্তনাদ নিনাদিত কর্চ্ছে? সকলে হাস্‌ছে, কৌতুক কর্চ্ছে, উৎসবের আয়োজন কর্চ্ছে, আমার হয় ত হিংসা কর্চ্ছে, কিন্তু আমার মর্ম্ম ভেদ ক'রে এক ক্রন্দন ঠেলে উঠ্‌ছে, তার গলা টিপে ধ'রে রেখেছি, উঠ্‌তে দিচ্ছি না। বাবা! জানেন কি, যে আপনাকে ছেড়ে যেতে [ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ] এই বক্ষে কি হচ্ছে! একটা প্রলয় ব'য়ে যাচ্ছে।

সেলুকস। সে কি! তুমি চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসো না?

হেলেন। এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে!

সেলুকস। তবে তুমি এ বিবাহ কর্লে কেন?

হেলেন। বিবাহ!—না বাবা, এ বিবাহ নয়—এ মৃত্যু—আপনার হেলেনের এ মৃত্যু। আমি এ বিবাহ করি নি, আপনাকে বলে' দিয়েছি।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। আমি মানবের মহা হিতে আত্মবলিদান দিয়েছি। সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষবহ্নি নিজের শোণিতে নির্ব্বাণ ক'রেছি। দুই যুধমান জাতির মধ্যে পড়ে' তাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পেতে নিয়েছি।

সেলুকস! কেন তুমি এ কাজ কর্লে হেলেন? এ বিবাহ আমার বক্ষে মর্ম্মশেল বিদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু একবার তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হ'য়েছিলাম, আর হ'তে চাইনি বলে' তোমার সুখের জন্য এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম। তুমি এ বিবাহে সুখী জান্‌লে পার্লেও, আমি কন্যার আনন্দে নিজের দুঃখ ভুলে যেতাম। কিন্তু তুমি দুঃখ বরণ ক'রে নিয়েছ যদি জান্তাম—

হেলেন। বাবা! দুঃখ হ'লে কি স্বেচ্ছায় তাকে বরণ ক'রে নিতে পার্ত্তাম। পরের হিতে কর্ত্তব্যের জন্য আত্মবলিদান- সে যে পরম সুখ, সে যে উল্লাস, গৌরব।

সেলুকস। এ তোমার গৌরব, কিন্তু গ্রীসের লজ্জা।

হেলেন। লজ্জা! এত বড় বিবাহ জগতে আর কখন হয়েছে? এই বিবাহে একটা চিরন্তন বাত্যা থেমে গেল। এই বিবাহে দুই সুদূরবাসী আর্য্যজাতি আজ পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে! এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্ম্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে! এই বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে একটা মহাব্যবধান ভেঙ্গে গেল, বিদ্বেষের বারিপ্রপাতের উপরে সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল, দুই মহাদেশ এক হ'য়ে গেল। এত বড় বিবাহ জগতে পূর্ব্বে আর কখন হয়েছে?

সেলুকস। না হেলেন। কিন্তু—

হেলেন। চেয়ে দেখুন পিতা—ঐ প্লেটো আর কপিল, এক সঙ্গে গান ধ'রে দিয়েছে। সোলান আর মনু গলা ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়েছে! হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে। হিরোডোটস্‌ ও ব্যাস, সক্রেটিস্‌ ও বুদ্ধ একিলিস ও ভীষ্ম, প্যাট্রিয়ন ও পুরাণ এক হ'য়ে গেল! এ সহজ ব্যাপার বাবা! এই বিবাহে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, সমুদ্র ও আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইহকাল ও পরকাল পরস্পরে লীন হ'য়ে গেল! এরূপ বিবাহ জগতে এই একবার হ'ল - আর কখন হবে কি না জানি না।

সেলুকস! ও কি! একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছো হেলেন?

হেলেন। [ যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া সহসা অস্ফুট স্বরে ] না বাবা!- বাবা বিদায় দিন। আশীর্ব্বাদ করুন।

সেলুকস। সুখী হও বৎসে!

হেলেন। বিদায় দিন পিতা! [ পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন ]

সেলুকস। হেলেন! মা আমার [ কাঁদিয়া ফেলিলেন ] কাঁদ্‌ছিস্‌?- হেলেন!

হেলেন। বাবা! ওঃ [ আত্মসংবরণ করিয়া ] বাবা, কর্ত্তব্য আমায় ডাক্‌ছে। আর কারও ডাক শুন্‌বার আমার অবসর নাই। তবে আসি বাবা [ জানু পাতিয়া তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া সেই কর স্বীয় ললাটে স্থাপন করিয়া ] যত দিন জীবন ধারণ করি, এই চরণস্পর্শের স্মৃতি আমায় সঞ্জীবিত করে' রাখুক—জগদীশ! তোমার বলি গ্রহণ কর।

[ দ্রুত প্রস্থান।

সেলুকস। হেলেন! [ অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছাইয়া ] না দেবী!—এ যে অপূর্ব্ব! স্বর্গীয়! এত বড় বলি পূর্ব্বে জগতে আর কেহ দেয়

নাই।—যাই, দেশে ফিরে যাই। কোথায়?—কৈ! এ যে ঘোর অন্ধকার! পথ দেখ্‌তে পাই না। মা আমার! আমায় অন্ধ করে' কোথায় চলে' গেলি মা!

( আন্টিগোনসের প্রবেশ )

সেলুকস। কে?

আন্টিগোনস। আমি আন্টিগোনস।

সেলুকস। [ সাতিবিস্ময়ে ] আন্টিগোনস!—তুমি এখানে! এ সময়ে!—

আন্টিগোনস্। আশ্চর্য্য হচ্ছেন সম্রাট?

সেলুকস্। ও!—তুমি আমার পরাজয়ে ব্যঙ্গ কর্ত্তে এসেছো?

আন্টিগোনস্। না সম্রাট।

সেলুকস। তবে?

আন্টিগোনস্। আমার পিতার সমাচার এনেছি।

সেলুকস। তার প্রয়োজন নাই।

আন্টিগোনস্। আছে। নইলে সেই সংবাদ জান্‌বার জন্য গ্রীসে উন্মত্তবৎ ছুটে যেতাম না, আবার সেই সংবাদ নিয়ে ভারতবর্ষে উন্মত্তবৎ ছুটে আস্‌তাম না। প্রয়োজন আছে!

সেলুকস। কিন্তু হেলেন আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী।

আন্টিগোনস্। যোগ্যতর ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হ'তে পার্ত্ত না। আমি স্বয়ং রাজসভায় যাচ্ছি রাজদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে।

সেলুকস। এ কি ব্যঙ্গ?

আন্টিগোনস্। এ সম্পূর্ণ সত্য, সম্রাট্! আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস চলে' গিয়েছে; আমার মাটী যা, তা ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে, যা রেখে গিয়েছে—তা ভগ্ন শিলাস্তূপ; কিন্তু তার প্রত্যেক শিলাখণ্ড অভ্রের চেয়ে নির্ম্মল, বজ্রাদপি কঠোর। দীর্ঘ তপস্যায় মাংস ঝরে' খসে' পড়ে গিয়েছে, আছে—কঙ্কাল, কিন্তু তার প্রত্যেক হাড়খানি পবিত্র! আমার কলঙ্ক যা তা আগুনে পুড়ে গিয়েছে—আছে যা তা খাঁটী সোনা।

সেলুকস। এর অর্থ কি?

আন্টিগোনস্। সকাম প্রেমকে নিষ্কাম স্নেহে বিশুদ্ধ করা, মানুষকে দেবতা করা, সংসারকে স্বর্গ করা মানুষের সাধ্য নয় ভেবেছিলাম। কিন্তু যেখানে সাধনা, সেখানে সিদ্ধি—এইটে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি। তাই হেলেনকে আজ ভগ্নীর মত ভালোবাস্‌তে পেরেছি।

সেলুকস। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

আন্টিগোনস্। তা পার্ব্বেন কেমন করে'? যিনি মুগ্ধা কৃষক-কন্যাকে লুব্ধ করে', ধর্ম্মতঃ তাঁর পাণিগ্রহণ করে', তার পর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে ভিক্ষুক করে' জগতে ছেড়ে দিয়ে নিজে সম্রাট্ হ'য়ে বসেন,—তিনি এ কথা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন কেমন করে!—সম্রাট্! সে অভাগিনীর—আমার মায়ের মৃত্যু হ'য়েছে। আপনার নিষ্ঠুর পরিত্যাগ, আপনার ঘাতকের খড়্গ যা কর্ত্তে পারে নি, আমার স্নেহের উচ্ছ্বাস তাই সাধন কর্ল। মা আমার স্নেহের বন্যায় ভেসে চলে' গেলেন! এ দীর্ঘ দুঃখের পর মায়ের এত সুখ সৈল না। [ আন্টিগোনসের স্বর কাঁপিতে লাগিল ] সম্রাট্—

সেলুকস। চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি।—কে তুমি? কে তুমি?

আন্টিগোনস্। আমি ক্রীতদাস, ভিক্ষুক—যা বলুন—কিন্তু আমি জারজ নই। আমার পিতা আমার মাতাকে ধর্ম্মমত বিবাহ ক'রেছিলেন।

সেলুকস। [ জড়িত স্বরে ]—কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। আমার পিতা—পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার উচ্চশির নুয়ে পড়ছে সম্রাট্—[ কম্পিত স্বরে ] আমার পিতা পত্নীত্যাগী সেলুকস।

সেলুকস দ্বার ধরিয়া নতশিরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মগধের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

বিবিধ রঞ্জিত পতাকা উড়িতেছিল। দূরে অস্ফুট মন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল।

সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন। পার্শ্বে অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষিগণ।

সম্মুখে চাণক্য, কাত্যায়ন ও আত্রেয়ী।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছো, যা পূর্ব্বে বোধ হয় ভারতের কোন নরপতির কল্পনায়ও আসে নাই। তুমি বাহুবলে গ্রীক্-সম্রাটের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ক'রেছো। তোমার নাম ভারতের ইতিহাসে ধন্য হৌক্।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেবই সে কীর্ত্তির সূচনা করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। বৎস! আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমাকে কি অপরাধে ত্যাগ করে' যাচ্ছেন?

চাণক্য। তোমার কোন অপরাধ নাই বৎস! আমি যা এতদিন ক'রেছি—তা অদ্ভুত হ'লেও ব্রাহ্মণের কাজ নয়! দর্প, উচ্চাশা, প্রতিহিংসা—ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ। তুমি যে সাম্রাজ্য বাহুবলে পেয়েছো, তাই তোমার এই যোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন কর।

কাত্যায়ন। আর তুমি?

চাণক্য। আর আমি শাসন কর্ত্তে চাই না।—এখন আয় মা [ আত্রেয়ীকে ], তুই আমায় শাসন কর্! তুই এই শান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহ-বন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননীচোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।—কাত্যায়ন! এ কি যাদু জানে?—এর মোহমন্ত্রবলে আজ পাষাণ ফেটে জল বেরিয়েছে, শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হ'য়েছে, মরুভূমির তপ্ত বক্ষে সুধা-সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তবে আয় মা—আমার জীবনের গো-ধূলিলগ্নে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকের মত এসে আমার গাঢ় আকাশ ব্যাপ্ত করে' দে। মা জগদ্ধাত্রীর মত আমার এই জীর্ণ মন্দিরে নেমে এসে আমার হাত ধরে' আলোকিত পরকালে নিয়ে চল্ মা!

[ আত্রেয়ীর সহিত প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। এত শুষ্ক আবরণের ভিতর এতখানি হৃদয় ছিল।

কাত্যায়ন। প্রকৃতি আজ প্রকৃতিস্থ হ'ল। এতখানি বুদ্ধি—অথচ হৃদয় নাই। এ অনিয়ম কি পৃথিবীতে বেশী দিন সয়?

( মুরার প্রবেশ )

মুরা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হৌক। [ চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ]

মুরা। সেই "শূদ্রাণী মা," সম্বোধনের আজ এ সমুচিত উত্তর হ'ল। সেই শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবন-বিজয়ী ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। আর সেই মাতার নামে এই রাজ-বংশের নাম হৌক "মৌর্য্যবংশ।"

মুরা। চিরজীবী হও বৎস! চিরজীবিনী হও বৎসে! এসো আমার গৃহলক্ষ্মী! এসো, আমার ঘর আলো কর।

[ প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। হেলেন! আজ একটি প্রিয়বরের অভাবে এই জয়ধ্বনি একটা প্রকাণ্ড রোদনের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

হেলেন। কে সে মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। প্রিয়তম বন্ধু চন্দ্রকেতু। এই বিজয়োৎসবে তার মুখখানি সকলের চেয়ে উজ্জ্বল হোত, আর সেই জ্যোতিঃতে আমার সভা আলোকিত হোত।

হেলেন। বন্ধু মাত্র! আমি কি তাঁর অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারি না?

চন্দ্রগুপ্ত। না হেলেন! যে সংসারে উপকারের প্রত্যুপকার ত পাওয়া যায়ই না, উপকার স্বীকার পর্য্যন্ত কেউ কর্ত্তে চায় না, সে সংসারে যে নিজের সর্ব্বস্ব বন্ধুর পায়ে ঢেলে দেয়, সে বন্ধু যে কি জিনিস, তাকে হারানো যে কি দুঃখ, তা যে হারিয়েছে সেই জানে। এমন বন্ধুর প্রতি আমি রুক্ষ

হয়েছিলাম। সে আমার অবহেলা পদতলে দলিত করে' চলে' গিয়েছে। কিন্তু আমাকে—চিরদিনের জন্য অপরাধী করে' রেখে গিয়েছে—

( আন্টিগোনসের প্রবেশ )

আন্টিগোনস্। হেলেন।

হেলেন। ( চমকিয়া ) এ কি। আন্টিগোনস্। [ দুই হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন ]

আন্টিগোনস্। হেলেন! ভগ্নি! আমি গ্রীস থেকে তোমার বিবাহের যৌতুক এনেছি—ভ্রাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ। আর ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তোমার জন্য এনেছি—এই লৌহদৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ তরবারি, তাকে তোমার সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিযুক্ত কর। [ এই বলিয়া আন্টিগোনস্ তাঁহার তরবারি চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রাখিলেন ]

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি সৈনিক।

আন্টিগোনস্। চেন নাই!—কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই চন্দ্রগুপ্ত। যার আঘাতে আন্টিগোনসের তরবারি করচ্যুত হয়, তাকে আন্টিগোনস্ ভোলে না।—কিন্তু সে দৈব। তাতে তুমি আমাকে পিতৃহত্যার পাতক থেকে রক্ষা ক'রেছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। গ্রীক্-সম্রাট্ সেলুকস।

হেলেন। [ চমকিয়া ] কি, সেলুকস তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। হাঁ হেলেন! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে, ভালোই ক'রেছিলে—সেও দৈব। কিন্তু ভাই বলে' আমায় ভালো বাস্‌তে পার্ব্বে কি?

হেলেন। সে কি!—আন্টিগোনাস্। তুমি—ভাই! এ যে এক মহাবিপ্লব! এ যে—এক সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম।—আন্টিগোনস্! তুমি আমার ভাই!

আন্টিগোনস্। হাঁ ভগ্নি!

হেলেন। আন্টিগোনস্! তুমি এক পর্ব্বত-ভার বক্ষে থেকে নামিয়ে নিলে। আমি যেন এখন সহজে নিশ্বাস ফেল্‌ছি। আন্টিগোনস্—ভাই—আমায় ক্ষমা কর। ( সোচ্ছ্বাসে ) ক্ষমা কর ভাই—[ এই বলিয়া আন্টিগোনসের পদতলে পতিত হইলেন ]

আন্টিগোনস্। ওঠো হেলেন। ( উঠাইয়া ) চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আজ যে রত্ন পেলে, সযত্নে বক্ষে ধারণ কর। এ হেন রত্ন জগতে আর একটি নাই। এই যে রূপ—নিদাঘের নিমেঘ প্রভাত যার কাছে ম্লান বোধ হয়, প্রাবৃটের নৈশ বিদ্যুৎ যার কাছে লজ্জা পায়—এই যে রূপ,—তাও তার মহৎ অন্তঃকরণের কাছে কিছুই নয়। হেলেন বাহিরে অপ্সরা, অন্তরে দেবী।

( ছায়ার প্রবেশ )

ছায়া। ভারতসম্রাট্ ও ভারতসম্রাজ্ঞীর জয় হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে ছায়া! এসো ছায়া! এই ম্রিয়মাণ উৎসব তোমার স্নেহহাস্যে সঞ্জীবিত কর।

ছায়া। সম্রাট্, আমি ভারতসম্রাজ্ঞীকে আমার সামান্য যৌতুক উপহার দিতে এসেছি। অনুমতি হয় ত আমি স্বহস্তে এই রত্নহার সম্রাজ্ঞীর গলায় পরিয়ে দিয়ে যাই।

চন্দ্রগুপ্ত। [ আশ্চর্য্যে ] কোথায় যাবে ছায়া!

ছায়া। [ সম্লান হাস্যে ] এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে সন্ন্যাসিনী ছায়ার একটু স্থান হবে না কি!

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! চন্দ্রকেতু আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছেন, তুমিও আমায় পরিত্যাগ করে' যেও না। তুমি আমার ভগ্নীস্বরূপিণী হও। তুমি আমার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর!

ছায়া। "মহারাজ" বলিয়াই মস্তক নত করিলেন। পরে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন—"তাই হোক, আমি এ অভিমান চূর্ণ কর্ব্ব। এ মহা অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমি পালাবো না। আমি আপনার ভগ্নীর মত আপনার পার্শ্বে থেকে রাজ-দম্পতির সুখে সুখী হব। তাই আমার ব্রত হোক, সাধনা হোক, জীবনের তপস্যা হোক। আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ, যেন আমার সে তপস্যা সিদ্ধ হয়।"

[ মুখ ঢাকিলেন।

হেলেন। [ গিয়া সস্নেহে ছায়ার হাত ধরিয়া ] ছায়া! ছায়া! মুখ তোল ভগ্নি! কিসের দুঃখ তোমার! এসো বোন্, আমরা দুই নদী একই সাগরে গিয়ে লীন হই। সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টি মিলে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করি। কিসের দুঃখ

বোন্—একই আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে না কি? —এসো বোন্—

ছায়া। না হেলেন! আমি সহ্য কর্ব্ব। যদি সহ্য কর্ত্তেই না পার্ব্ব, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করেছি কেন!—এসো হেলেন, আমি তোমার গলায় এ রত্নহার পরিয়ে দেই [ হাত ধরিয়া ] এ মুখ, এ সৌন্দর্য্য, এ মহৎ হৃদয়,—হবে না! তুমি আমার চন্দ্রগুপ্তকে সুখী কর্ত্তে পার্ব্বে। আর কোনও দুঃখ নাই।—এসো হেলেন।

এই বলিয়া ছায়া রত্নহার হেলেনের গলদেশে পরাইয়া দিতে গেলে, হেলেন তাঁহার হাত দুই-খানি ধরিয়া কহিলেন, "তুমি ভুল কর্চ্ছ ছায়া! এ হার কাকে পরিয়ে দিতে হয়, দেখিয়ে দেই এসো।"

এই বলিয়া হেলেন ছায়ার হাত দিয়া মালাটি চন্দ্রগুপ্তের গলদেশে পরাইয়া দিলেন; পরে ছায়ার বাহুদুইখানি টানিয়া লইয়া নিজের গলদেশে জড়াইয়া কহিলেন, "তার চেয়ে এই মহামূল্য হার আমার গলায় পরিয়ে দাও। [ আলিঙ্গন করিয়া ] ছায়া! তুমি চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নী নও, তুমি আমার ভগ্নী।"

আন্টিগোনস্। আর চন্দ্রগুপ্ত, তুমি ছায়ার ভাই নও—তুমি আমার ভাই। [ আলিঙ্গন ]

---

যবনিকাপতন

# বঙ্গনারী

[ পঞ্চম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ]

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## কুশীলবগণ

| পুরুষ | | স্ত্রী | |
|---|---|---|---|
| উপেন্দ্র | উকীল। | মানদা | দেবেন্দ্রের স্ত্রী। |
| দেবেন্দ্র | ঐ ভ্রাতা। | বিনোদিনী | ঐ প্রথমা কন্যা। |
| সদানন্দ | দেবেন্দ্রের বাল্যবন্ধু। | সুশীলা | ঐ দ্বিতীয়া কন্যা। |
| কেদার | দেবেন্দ্রের বন্ধু। | কুমুদিনী | ঐ তৃতীয়া কন্যা। |
| যজ্ঞেশ্বর | মহাজন। | | |
| বরেন্দ্র | দেবেন্দ্রের পুত্র। | | |
| বিনয় | সদানন্দের পুত্র। | | |

ভক্তগণ, বালকগণ, দস্যুগণ, ক্রেতৃগণ, জেলার, জমীদার ও পাহারাওয়ালাগণ ইত্যাদি।

# মুখবন্ধ

স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করেন, কিন্তু তখন ইহা এরূপ বৃহদাকার হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাদৃশ বৃহৎ নাটক রঙ্গভূমিতে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হইবার পক্ষে অনুপযোগীবোধে তিনি ইহার এক অংশ লইয়া "পরপারে" রচনা করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তিনি অনেকবার এই গ্রন্থখানি তদীয় বন্ধুগণের ও আমাদের সমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি তাঁহার লিখিত কাগজ-পত্রের মধ্যে এ নাটকখানি খুঁজিয়া পাই নাই। তখন আমার ধারণা হয় যে, নাটকখানি কোনরূপে হারাইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এ যাবৎকাল আমার এ সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সাতমাস পূর্ব্বে, স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু নাকুটিয়ার জমীদার সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে বলেন যে, পিতৃদেবের একখানি সামাজিক নাটক তাঁহার নিকট আছে। তদনন্তর আমি নাটকখানি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়া দেখি যে, ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট "বঙ্গনারী"। অনতিবিলম্বে আমি মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয় জানাই এবং তিনি পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আছে দেখিয়া, ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করেন।

নাটকখানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ নাটকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেব-কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এজন্য ইহাতে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধুমাত্রেই জানেন যে, সংশোধনকার্য্যে তিনি বাহুল্যের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন; অনেক সময় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার লিখিত কোনও কোনও অংশ সম্পূর্ণ ভিন্নাকৃতি ধারণ করিত বলিলেও, বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। তিনি নাটকখানি লিখিয়া, ভবিষ্যতে যথাযথ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবেন স্থির করিয়া, তৎকালে, অগ্রে "পরপারে", "আনন্দ-বিদায়", 'ভীষ্ম" প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অকাল মৃত্যু-নিবন্ধন নাটকখানি তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, নাটকখানিতে গীতসংখ্যার অল্পতা দৃষ্ট হইবে। স্বর্গীয় পিতৃদেব পুস্তকখানির জন্য "ঘোরো ঘোরো" নামক গীতটি লিখিয়াছিলেন মাত্র এবং "চিরজীবসুখিনী" ও "এবার হয়েছি হিন্দু" নামক দুইটি গান মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি, কীর্ত্তনের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথায় কোনও গান না থাকায় "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়" গানটি, পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

তৃতীয়তঃ, স্বর্গীয় পিতৃদেব যে এ নাটকখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, নাটকান্তর্গত একটি দৃশ্য, দেশকাল-পাত্র হিসাবে, গিরিশবাবুর প্রসিদ্ধ নাটক "বলিদানে"র একটি দৃশ্যের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে, সেটি বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরকে প্রদানার্থে আশীর্ব্বাদের দৃশ্যের প্রথমটা। স্বর্গীয় পিতৃদেব এ কথা আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, যদি ঐ দৃশ্যটির সুচারু পরিবর্ত্তন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার করিবেন যে, এরূপ দৃশ্য-সাদৃশ্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত না হইলেও, ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

পরিশেষে, গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনাদি আয়াস-সাধ্য কার্য্যের জন্য পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রসাদ-দাস গোস্বামী বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিমধিকমিতি।

নিবেদক—

**শ্রীদিলীপকুমার রায়।**

# বঙ্গনারী

## প্রথম অঙ্ক

—:০:—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের বৈঠকখানা। কাল অপরাহ্ণ।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্ব ভাই! বি-এ দেবার আগেই ছেলেপিলে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। কাজেই লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে সামান্য বেতনে চাকরি নিতে হ'ল।

সদানন্দ। তোমার বাবার সম্পত্তি কি রকম ভাগ হ'ল?

দেবেন্দ্র। তিনি সবই প্রায় দাদার নামে উইল ক'রে রেখে গিয়েছেন। আমার অংশে পৈতৃক ভিটেটি আর বাড়ীর আসবাব। আর তিনি যে ৫০০০৲ টাকা ধার করেছিলেন, তার দায়িত্ব আধাআধি।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য!

দেবেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য?

সদানন্দ। তোমার পিতাঠাকুর রোজগারে ছেলেকে সব দিয়ে গেলেন, আর বে-রোজগারে ছেলের নামে শুধু বাড়ীখানি আর—

দেবেন্দ্র। বাবার বিষয় তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে যেতে পারেন।—আর সকলের বাপের বিষয় থাকে না।—না তার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই।

সদানন্দ। তা হবেও বা। তোমার পিতাঠাকুর একটু অদ্ভুত ধরণের লোক ছিলেন।—তোমাদের সব কি নামকরণ করেছিলেন? কি একজনের নাম -

দেবেন্দ্র। হাঁ, দাদার নাম দিয়েছিলেন, বিক্রমাদিত্য, আমার নাম দিয়েছিলেন Julius Cæsar। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নামের উপর .র। পুত্রের ভবিষ্যৎ অনেক নির্ভর করে। ় জাত·

সদানন্দ। কৈ, তা ত দেখি না! কালি অন্নাভাবে চৈতন্য, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ভাবে অথর্ব্ব নামের ত একটা বিশেষ মাহাত্ম্য কেরেনি। খুব ভালো নামওয়ালা বড়লোক ত কৈ' যে ভাই! র আসি। খুঁজে বের কর্ত্তে পাবি না।

দেবেন্দ্র। তার পর ঠাকুদ্দা আমাদের ত প্রস্থান। বদলে দেন। বাবা তাতে ভারি চটে যান। ই সদা-

সদানন্দ। তোমার ছেলেপিলে এখন ক'টি! ন্দর

দেবেন্দ্র। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে।

সদানন্দ। ছেলেরা কি করে?

দেবেন্দ্র। বড়টি সন্ন্যাসী, ছোট পড়ে।

সদানন্দ। মেয়ে তিনটির বিয়ে দিয়েছ?

দেবেন্দ্র। বড়টি বিধবা। ভালো দিতে থু'তে পারিনি, তাই পাত্র বড় সুবিধা রকম পাই নি। তারা নেহাইৎ গরিব। মেয়েটি আমার কাছেই থাকে।

সদানন্দ। দ্বিতীয়টি?

দেবেন্দ্র। পাত্রের সন্ধান কচ্ছি।—মেয়েটি বি-এ পাশ।

সদানন্দ। ও! সেই মেয়েটি না, যে আমার ছেলে বিনয়ের সঙ্গে খেলা কর্ত্ত?

দেবেন্দ্র। হাঁ। তাকে এখন যার তার ঘরে বিয়ে দেওয়াও চলে না। লেখাপড়া শিখেছে।

সদানন্দ। বড মেয়েটিও ত লেখাপড়া জানত। এক দিন আমার কাছে হিতোপদেশের শ্লোক মুখস্থ বল্‌ছিল।

দেবেন্দ্র। হাঁ। বাবা আমার এক মেয়েকে সংস্কৃত আর এক মেয়েকে ইংরাজি শিক্ষা

দিচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেখা—দুই রকম শিক্ষায় দুই জন কি রকম দাঁড়ায়।

সদানন্দ। আর একটি মেয়ে?

দেবেন্দ্র। সে নিতান্ত ছোট—নেহাৎই রুগ্ন। এক মেয়ের ত বিয়ে দিলাম—যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে। এখন আর এক মেয়ের বিয়ের সমস্যায় পড়িছি।

সদানন্দ। তার বিয়ের ভাবনা কি? সে ত পরমা সুন্দরী।

দেবেন্দ্র। এখন আর বরের বাপ সুন্দরী খোঁজে না। সমাজ যে এখন বরের হাট খুলেছে। টাকা নৈলে এ জঘন্য সমাজে মেয়েব হয় না।

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! এতে কোন অন্যায় নাই।

দেবেন্দ্র। সমাজের অন্যায় নাই! কন্যার দিতে কত বাপ সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেল।—এ য় নাই!

সদানন্দ। দেবেন্দ্র! পুত্রকন্যা যখন এ সংসারে এনেছো, তাদের ভরণপোষণ কর্ত্তে তুমি বাধ্য। ছেলের ভরণপোষণ তুমি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ক'র্ব্বে, আর মেয়েদের দশ বৎসর না পেরোতেই যে ভরণপোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকি পনর বৎসর ভরণপোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? তার উপর পুত্র হ'লেন তোমার যা কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর মেয়ে কি ভেসে এসেছিল? কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে। সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না—এই তার অপরাধ।

দেবেন্দ্র। আমি ত কন্যাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি না। বরের বাপ দাবী করে কেন?

সদানন্দ। নৈলে টাকা কাকে দেবে? হিন্দু-সমাজমতে তোমার কন্যা হবে সেই বরের পিতারই পরিবারভুক্তা। তারই তাকে খাওয়াতে পরাতে হবে। তার হাতে টাকা দেবে না ত কার হাতে দেবে?

দেবেন্দ্র। সে যদি সে-টাকা বাজে খরচ করে, কি উড়িয়ে দেয়?

সদানন্দ। সে ত কন্যার পিতাও উড়িয়ে দিতে পার্ত্ত। তাব শ্বশুর যখন তাকে খেতে পর্ত্তে দেবার ভার নিচ্ছে, তখন সে, যতদূর সম্ভব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে। আর কি কর্ব্বে? পরে যা দাঁড়ায়—হাত নেই।

দেবেন্দ্র। আমি ত আমার সঙ্গতিমত আমার কন্যাকে যৌতুক দিতে অসম্মত নই। কিন্তু বর-পক্ষ যে দেঁড়েমুষে আদায় ক'রে—ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিতে চায়।

সদানন্দ। মোটেই না। সে ত তোমার কাছে আস্‌ছে না ডাকাতি কর্ত্তে। তুমি যাচ্ছো তার কাছে টাকা দিতে।

দেবেন্দ্র। কি করি, কন্যাদায়!

সদানন্দ। কন্যার বিবাহ দেওয়াই যদি অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়ায়, তবে যেখানে সস্তায় পাও সেইখানে যাও না। তুমি বি-এ পাশ করা, এম্-এ পাশ করা ছেলে চাও—অর্থাৎ বরের ভারী আয়ের দিকে তোমার বেশ লক্ষ্য। বরের বাপই বা ৫,০০০।১০,০০০ হাঁকবে না কেন? এণ্ট্রেন্স পাশ করা ছেলে নাও ১,০০০৲ টাকায় হবে হয়ত। তোমার কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী হয়, আরও কম হবে।

দেবেন্দ্র। তা হ'লে বিয়ে দাঁড়ালো কেনা বেচা?

সদানন্দ। কেনা বেচা কথাটা শুন্তে খারাপ বটে, কিন্তু সংসারে প্রায় সবই তাই। যে বাপে ছেলের বিয়েতে টাকা নেয়, তারই আবাব তাব মেয়েব বিয়েতে টাকা দিতে হচ্ছে। ভরে-দরে পুষিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, যার মেয়ের সংখ্যা বেশী, তার লোক্‌সান বেশী, আর যার ছেলের সংখ্যা বেশী, তার লাভ বেশী। কিন্তু এ রকম বৈষম্য ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। এক জন রাজার ছেলে, আর এক জন ভিখারীর ছেলে, এক জন বুদ্ধিমান্, আর এক জন নির্ব্বুদ্ধি; এক জন যে সবল, আর এক জন যে রুগ্ন হ'য়ে জন্মায়—কি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। তাইত! তবে উপায়?

সদানন্দ। নিজের উপায় কর্ত্তে না পার, ছেলেপিলেদের উপায় ত কর্ত্তে পার। অল্প-বয়সেই তাদের বিবাহ দিও না। তারা সবল ও সমর্থ হবার পূর্ব্বে তাদের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিও না। এই বাল্যবিবাহে জাতিটাকে যেমন বিব্রত, অথর্ব্ব ক'রে রেখেছে আর কিছুতে তেমন কর্ত্তে পারে নি।

দেবেন্দ্র। হুঁ। সনাতন হিন্দুপ্রথা তা হ'লে তুমি উল্টোতে চাও ?

সদানন্দ। একটু চাই বই কি—দেবেন্দ্র! সনাতন হিন্দুপ্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হ'ত তা হ'লে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। এ প্রথার মধ্যে কেবল ধর্ম্মের পুণ্যরশ্মি নাই। এর মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে, তাদের উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে।

দেবেন্দ্র। তুমি ভাবিয়ে দিলে।

সদানন্দ। তুমি নিজেই দেখ্‌ছো না ? তোমার যদি অল্প বয়সে বিবাহ না হ'ত, ত তুমি হয়ত ভবিষ্যৎটা গুছিয়ে নিতে পার্ত্তে। এই খুঁইয়ে বন্ধনে পড়্‌তে হ'ত না।

দেবেন্দ্র। ছেলের অল্পবয়সে বিবাহ দেবো না। মেয়েরও দেবো না ?

সদানন্দ। মেয়েদের যোগ্য বয়সে বিবাহ দেবে—যদি ভালো পাত্রে দিতে পারো।

দেবেন্দ্র। সে সঙ্গতি যদি না থাকে ?

সদানন্দ। তাদের ব্রহ্মচর্য্য শেখাও। বালবিধবারা যদি ব্রহ্মচর্য্য শিখ্‌তে পারে, বালিকা কুমারীরা কেন না পার্ব্বে ? আর এই কুমারীরা ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে পারে না, এই যদি তোমার মত হয়, তবে বালবিধবারাও পাবে না, তবে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর।

দেবেন্দ্র। তোমার মতটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

সদানন্দ। আমার মত শুন্‌বে ? আমার মত —যেখানে ভালো বরে বিবাহ দেবার সঙ্গতি আছে, সেখানে বালিকা বিধবাই হউক, আর বালিকা কুমারীই হৌক, বিবাহ দাও। আর যেখানে আর্থিক অসামর্থ্য, সেখানে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কারো বিবাহ দিও না। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও।

দেবেন্দ্র। কিন্তু তাতে বিপদ্‌টা ভাব্‌ছো কি!

সদানন্দ। ভাব্‌ছি। কিন্তু সংসারের কোন্‌ অবস্থা আছে, যে বিশুদ্ধ শুভ ?

দেবেন্দ্র। কিন্তু কতক কুমারীর বিবাহ না দিয়ে বিপদ্ বাড়াচ্ছো।

সদানন্দ। ওদিকে কতক বিধবার বিবাহ দিয়ে বিপদ্ কমাচ্ছি। দেবেন্দ্র! আমাদের দেশ গরিব, কিন্তু পোষ্যসংখ্যা বাড়াবার আগ্রহ সব দেশের চেয়ে এই দেশেরই বেশী। কবি গোবিন্দ ব'লেছেন বটে—

বিরম প্রসবে অযুতে অযুতে
বলবীর্য্য বিবর্জ্জিত দাস সুতে,

কিন্তু ভাব্‌লেন না যে, এর জন্য দোষী ঐ ভারতললনা নয়, দোষী তাঁরাই নিজে। দেবেন্দ্র! এ প্রথা উল্টাও। এর সঙ্গে অনেক অন্য প্রথা বড় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাদের মেরামৎ কর্ত্তে হবে। কিন্তু আগে এই প্রথা। এই বাল্যবিবাহ জাতটাকে যেমন মজ্জাভাবে দুর্ব্বল, অন্নাভাবে শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু, আর উদ্যমাভাবে অথর্ব্ব ক'রেছে, এমন আর কোন প্রথায় করেনি।

দেবেন্দ্র। কি! কেঁদে ফেলে যে ভাই!

সদানন্দ। না, আচ্ছা তবে এখন আসি।

[ দ্রুত প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সেই রকমই আছে। এই সদানন্দের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। দশ বৎসরের ত কম নয়। বাল্য-জীবনের সহপাঠীদের দেখ্‌লে তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। আর সেই শৈশবকাল মনে পড়ে। যে দিন এই সদানন্দের গলা জড়িয়ে নিঃশঙ্কে রাস্তা দিয়ে চ'লে যেতাম, মন খুলে হাস্‌তাম। কি মধুর এই শৈশবকাল! যখন শরতের পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌তো, আর আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইতাম, বর্ষার মেঘের গর্জ্জনে নেচে উঠ্‌তাম, গ্রীষ্মের রাত্রিকালে যখন আকাশ নক্ষত্র-পুঞ্জে রোমাঞ্চিত হ'ত, তার পানে চেয়ে চেয়ে চোক যেন ঠিক্‌রে যেত।—কি মধুর শৈশবকাল! যখন 'কাল কি খাবো' ভাব্‌তে হ'ত না, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ের খরচের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না—কি দিনই গিয়েছে!—কে? —কেদার?

( কেদারের প্রবেশ )

কেদার। বেটা ছাড়বে না।

দেবেন্দ্র। কে ?

কেদার। ঐ জগা। দেড়েমুষে সুদ আদায় কর্ব্বে।—আসল ত নেবেই। আমি ব্যারিষ্টারের কাছে যাচ্ছি। পথে এই কথা ব'লে গেলাম।

[ গমনোদ্যত।

দেবেন্দ্র। আরে যাও কোথায়?

কেদার। ব্যারিষ্টারের বাড়ী।

দেবেন্দ্র। একটু ব'সে যাও।

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। কিছু জলযোগ—

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। এত বেলায়

কেদার। সময় নেই। কাল আসব। হাঁ দেখ- না আগে পরামর্শ করি। তবে আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে।

দেবেন্দ্র। কিসের মধ্যে?

কেদার। থাক্, পরে বল্‌ব।

দেবেন্দ্র। আরে শোন।

কেদার। [ নেপথ্যে ] সময় নেই। [ দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন ]

( মানদার প্রবেশ )

মানদা। খাবার হ'য়েছে। স্নান কর। হাস্‌ছো যে?

দেবেন্দ্র। কেদার এসেছিল।

মানদা। তাই কি?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য বেচারী খেটে খেটে সারা।- সুদ কে ছাড়ে?

মানদা। কিসের সুদ?

দেবেন্দ্র। আমার পৈতৃক ঋণের সুদ ৩,০০০৲ টাকা। তারা ছাড়বে কেন? বেচারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই ছুটোছুটি ক'রে ভূতের ব্যাগার খেটে মর্চ্ছে।

মানদা। তোমারও ত ওই ছাড়া আর কথা নেই। এসো খাবে এসো।

দেবেন্দ্র। চল।

মানদা। হাঁ, আর বরেন্দ্র বলেছিল যে, সে ১০০৲ টাকা চায়।

দেবেন্দ্র। কত?

মানদা। ১০০৲ টাকা।

দেবেন্দ্র। কেন?

মানদা। জানি না।

দেবেন্দ্র। তাকে ব'লো যে জুয়ো খেলে যদি সে টাকা উড়িয়ে দিতে চায়, ত যেন সে নিজে রোজগার ক'রে উড়িয়ে দেয়।

মানদা। নৈলে সে অভিমান কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। করুক।

মানদা। এক ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল।

দেবেন্দ্র। এও যাক্। আমি আর পার্ব্ব না।—যাও, কেবল দাও দাও। ছেলের সঙ্গে ঐ এক সম্বন্ধ।

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান - উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী। কাল - পূর্ব্বাহ্ণ।

উপেন্দ্রের ভক্তগণ ও কেদার।

নবীন। আমাদের প্রভুকে আপনি দেখেন নি?

কেদার। দেখেছি বৈ কি, অনেকবার দেখেছি।

বিনোদ। তবে চিনে পারেন নি।

কেদার। বোধ হয় পেরেছি।

শঙ্কর। আজ্ঞে না। নৈলে তাঁর সম্বন্ধে এ রকম কৎসা কর্ত্তেন না। তিনি বৈষ্ণব - সাধু, ভক্ত, পরমভক্ত।

নবীন। তাঁর টিকি [ দেখাইয়া ] এতখানি

কেদার। আজকাল কি টিকির 'লম্বাত্ব' হিসাবে সাধুত্বের পরীক্ষা হচ্ছে?

নবীন। আজ্ঞে না। ভক্তি—ভক্তি। আমাদের প্রভুর হরিভক্তি—আপনি দেখেন নি। কি রকমে বোঝাবো।

কেদার। দরকার নেই।

বিনোদ। হরিনাম কর্ত্তে কর্ত্তে তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়েন।

কেদার। বটে।—সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও পড়েন?

শঙ্কর। সাধ্য কি! বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁর কাছে শিখ্‌ছি।

কেদার। তা শিখুন। একটু ভালো করে' শিখুন, উদ্ধার হয়ে যাবেন।

নবীন। সাধ্য কি। —তবে সেই আশায় তাঁর চরণতলে গড়াচ্ছি।

কেদার। তা গড়ান।

বিনোদ। এমন ত্যাগী মহাপুরুষ—

কেদার। ত্যাগী! এক পয়সা কখন কাউকে ছেড়েছেন?

বিনোদ। পয়সা?—পয়সা—তুচ্ছ, তিনি যে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করেন

কেদার। বিনামূল্যে?

বিনোদ। তাঁর কাছে পয়সা তুচ্ছ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা একবার তাঁর মুখে যদি শুনেন—

কেদার। উদ্ধার হয়ে যেতাম।

নবীন। এই ত ত্যাগ! বিনামূল্যে মনের যে ব্যাধি, তার ঔষধ বিতরণ করেন।

কেদার। আরাম না হ'লে মূল্য ফেরৎ দেন?

শঙ্কর। ফেরৎ কি!—মূল্য নেন না।

কেদার। একেবারে?—রোগীর সেবাও বিনি পয়সায় করেন বোধ হয়?

বিনোদ। কি বল্লেন কেদার বাবু?—রোগীর সেবা কর্ব্বেন—প্রভু? ঐ দেখুন তাঁর চেহারা টাঙ্গানো রয়েছে। ঐ চেহারায় তিনি রোগীর সেবা কর্ব্বেন!

কেদার। ও বাবা! অন্যায় বলেছি। তা রোগীর অর্থাৎ রোগিণীর চেহারাখানাও যদি যুতসৈ হয়?

বিনোদ। বলেন কি মহাশয়! আমাদের প্রভুকে নিয়ে ঠাট্টা।

কেদার। ঠাট্টা করা আমার অভ্যাস নয়। তবে আজকাল কলকাতায় ঘরে ঘরে এই রকম অবতার মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌ছেন। আর আচ্ছা দেশ বাবা, এদের ভক্তও জুট্‌ছে ত!

বিনোদ। ঐ যে প্রভু আস্‌ছেন!

অন্য দুই জন। প্রভু আস্‌ছেন! প্রভু আস্‌ছেন!

কেদার। আস্‌ছেন কি—উদয় হচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন না যে, আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

বিনোদ। হাঁ, হাঁ, উদয় হচ্ছেন—উদয় হচ্ছেন।

অন্য দুই জন। উদয় হচ্ছেন! উদয় হচ্ছেন!

(মালা জপিতে জপিতে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে উপেন্দ্রের প্রবেশ)

ভক্তগণ। অবধান, অবধান। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

উপেন্দ্র। তোমাদের জয় হোক।

বিনোদ। প্রভু! কেদারবাবু

উপেন্দ্র। ও! কেদারবাবু [সহাস্যে] সৌভাগ্য। কেদারবাবু! কি মনে ক'রে?

কেদার। একবার প্রভুর কাছে বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বটা শুন্‌বো ব'লে এসেছি প্রভু!

উপেন্দ্র। তত্ত্ব! আমি কি জানি! মূর্খ!—সেই মহাধর্ম্ম! যা [সপ্রণামে] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—

ভক্তগণ। অহো! (উদ্দেশে প্রণাম)

উপেন্দ্র। বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ উৎপত্তির কারণ।

ভক্তগণ। গভীর! গভীর!

উপেন্দ্র। পুষ্প যদিও দেখিতে সুন্দর, তথাপি

ভক্তগণ। তথাপি।

উপেন্দ্র। পুষ্পেই বৃক্ষের চরম পরিণতি নয়, চরম পরিণতি বীজে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সেই পুষ্প, ভগবদ্‌গীতা সেই বীজ।—গোবিন্দ শ্রীহরি!

ভক্তগণ। ও হো—হো—হো—হো। [প্রণাম]

কেদার। বদমাইসী থেকে জোচ্চুরী, জোচ্চুরী থেকে ভণ্ডামী।

ভক্তগণ। সে কি কেদারবাবু!

কেদার। চোপ্ রও কুকুরের দল। নহিলে ভণ্ডামী থেকেই রাগ, রাগ থেকেই চপেটাঘাত। আমি সব সৈতে পারি, ভণ্ডামী সৈতে পারি না! এক পয়সা গরিবকে দিতে মাথায় রক্ত ওঠে, কারো দুঃখে দিক্‌পাত নাই, বক্তৃতার জোরে মহাপুরুষ। এ রকম মহাপুরুষকে পুলিশে দেয় না কেউ?

ভক্তগণ। ঈর্ষা! ঈর্ষা।

কেদার। তোদের স্তবে আমার ঈর্ষা। আমি তোদের চাকরি দেবো এ সম্ভাবনা যদি থাকতো ত আমার পায়ের তলায় তোরা এসে লেজ নাড়তিস্। উপেন্দ্র ঠাকুর! আমি তোমার কাছে আসি নি। আমি এসেছিলাম

যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে। ভেবেছিলাম, এখানে তাঁর দেখা পাবো।—আমি একবার তোমাকেও একটা কথা বল্‌তে চাই। উপেন্দ্রবাবু।—আমি কোন রকমেই আমার সরল বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যে, তোমার পিতাঠাকুর তাঁর সমস্ত বিষয় তোমার নামে উইল ক'রে গিয়েছেন, কেবল ঋণটি দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান বিভাগ ক'রে দিয়েছেন।

উপেন্দ্র। আপনি বলতে চান যে এ—

কেদার। জাল উইল' তাই বল্‌তে চাই। আর তা এক দিন প্রমাণ কর্ব্বই কর্ব্ব। তবে মহাশয়গণ আমি বিদায় হই। [প্রস্থানোদ্যত।

উপেন্দ্র। শুনুন কেদারবাবু।

কেদার। না মহাশয়। আর সহ্য হচ্ছে না। ভেবেছিলাম যে, যজ্ঞেশ্বরবাবুর জন্য অপেক্ষা কর্ব্ব, কিন্তু পেলাম না। এখানকার বাতাস আমার পক্ষে একটু বেশী ভারী ঠেকছে। আমার নিশ্বাস আটকে আসছে। আমি যাই।

উপেন্দ্র। আরে শুনুন—

[নেপথ্যে কেদার] সহ্য হবে না

উপেন্দ্র। তবে এবার

[নেপথ্যে কেদার] মাথা খারাপ।

নবীন। প্রভু! এই পাষণ্ডটাকে আবার ডাকছেন!

উপেন্দ্র। আহা- বেচারা! নৈলে ওর গতি কি হবে?

বিনোদ। প্রভুর দয়ার শরীর।

শঙ্কর। পাপীর উদ্ধারের জন্যই ত প্রভু এসেছেন।

উপেন্দ্র। আহা! কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন কর।

ভক্তগণ কীর্ত্তন সুরু করিল।

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়—
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
(পড়ে) ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায়।
ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনার বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।
ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই?
সব, দ্বেষ হিংসা টুটি' আসি' পড়ে লুটি
(ও তার) ধূলি-মাখা দুটি রাঙ্গা পায়।
বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই।
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাই?
(ও সে) বলে কৈ ত কেউ পর নাই
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালবেসে'
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই।
(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) প্রতিধ্বনি উঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চলে আয়।

[জনৈক ভৃত্য জলখাবার লইয়া আসিল।]

উপেন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন ও ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলেও আহার চলিল।]

উপেন্দ্র। এই দেখ ভক্তগণ। ভগবানের কি বিচিত্র কৌশল। ঘাস মানুষের কোন কাজেই লাগত না, যদি পশুতে না ঘাস খেত।—সেই ঘাস থেকেই পাঁটার মাংস, আবার-এই পাঁটার মাংস কেমন সহজে মানুষের শরীর গঠন করে। কি আশ্চর্য্য!

ভক্তগণ। কি আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। গম হইতে ময়দা এবং ময়দা ঘির সহিত মিশ্রিত হইয়া- লুচির সৃষ্টি।—কি আশ্চর্য্য!

ভক্তগণ। কি আশ্চর্য্য।

উপেন্দ্র। এখন ঐ লুচি ও পাঁটার মাংস মিলিত হইয়া উদরের দিকে চলিয়া যাউক্। [আহার] হরি হে তুমিই সত্য।

ভক্তগণ। তুমিই সত্য।

[উদ্দেশে প্রণাম।

নবীন। প্রভু! তবে এখন আমরা ওঘরে গিয়ে হরিনাম যে সত্য সেটা অনুভব করি?

উপেন্দ্র। হাঁ, তা বটে। রাত্রি সমাগত—

বিনোদ। প্রভু চরণে রাখবেন।

উপেন্দ্র। কোন চিন্তা নাই বৎস।

শঙ্কর। আমরা পাপী।

উপেন্দ্র। হরির কৃপা থাকলে ভবার্ণবে কোন ভয় নাই!—কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে যাও।

[ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ নিষ্ক্রান্ত।

উপেন্দ্র। যে ভজে, সে ভক্ত; অর্থের জন্যই হোক্, আর ভক্তির জন্যই হোক্। কিন্তু এই কেদারটা আমায় যেন চিনেছে বোধ হচ্ছে। ওকে ভজাতে হবে। যাক্, এখন মুখস ছাড়া যাক্। এই যে যজ্ঞেশ্বর!

( যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ )

উপেন্দ্র। এসো এসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

যজ্ঞেশ্বর। কি?

উপেন্দ্র। এই পিতাঠাকুরের ধারটা সবই দেবেন্দ্রই দিক না।

যজ্ঞেশ্বর। সে দেবে কোথা থেকে?

উপেন্দ্র। ভিটে বিক্রয় করুক—

যজ্ঞেশ্বর। আদায় ক'রে দিতে পারো ত আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এক পয়সা ছাড়ছি না—

উপেন্দ্র। তোমার যে খাঁই বড্ড বেশী দেখ্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমারই বা কম কৈ।—সমস্ত বিষয় পেয়েও আশ মেটে না।

উপেন্দ্র। কিন্তু তোমার ত আর পুত্র পরিবার নাই।

যজ্ঞেশ্বর। হ'তে কতক্ষণ?

উপেন্দ্র। সে কি! আবার বিয়ে কর্ব্বে নাকি?

যজ্ঞেশ্বর। পাত্রী খুঁজ্‌ছি।

উপেন্দ্র। বটে!—আমায় ত বল নি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সেই কথাই বল্‌তে এসেছি।

উপেন্দ্র। ব্যাপারখানা কি?

যজ্ঞেশ্বর। তোমার ভাইয়ের একটি অনূঢ়া কন্যা আছে—

উপেন্দ্র। আছে। এই যে কেদার বাবু! আবার—?

( কেদারের পুনঃ প্রবেশ )

কেদার। একবার দেবর্ষির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম।

যজ্ঞেশ্বর। দেবর্ষি কে?

কেদার। স্বয়ং বক্তা। চমৎকার জুড়ি মিলেছে, এই উপেন্দ্রবাবু আর এই যজ্ঞেশ্বরবাবু, মহর্ষি আর দেবর্ষি।

উপেন্দ্র। দেখুন কেদারবাবু, আপনি অতি সুন্দর লোক। অর্থাৎ কি না

কেদার। যদি মহর্ষির শিষ্য হই। বলেছি ত মহর্ষি! আমরা পাপপুণ্যে গড়া মর্ত্ত্যের মানুষ। অতখানি স্বর্গের অনাবৃত জ্যোতিঃ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব কি?

উপেন্দ্র। কিন্তু—[ ঢোঁক গিলিলেন ]। আমি আস্‌ছি কেদারবাবু। কিছু মনে কর্ব্বেন না।

[ প্রস্থান।

কেদার। তোমরা যখন দু'জন এক সঙ্গে জুটেছো, তখন দুই কারিগর নিশ্চয়ই একটা শয়তানি মৎলব আঁটছো। যাক। এখন শোনো। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! যদি সুদ না ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমরা ঠিক করেছি যে, আসলও দেবো না, সুদও দেবো না। কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি কেদার?

কেদার। আমি শুন্‌তে চাই নে। দেবো না, বাস্, চুকে গেল।

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবু কি শেষ কালে তোমাদের পরামর্শে এই সাব্যস্ত কর্লেন।

কেদার। দেবো না, কর্ব্বে কি? কর মোকদ্দমা,আমি উকীলের পরামর্শ নিয়েছি। দলিল খারাপ, প্রমাণ হবে না। ভালোয় ভালোয় সুদ ছেড়ে দাও ত চাঁদ, নইলে কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। কেদার! নালিশ ক'রে ক'রে আমার চুল পেকে গেল। নালিশ কর্ব্ব তার আর আশ্চর্য্য কি?

কেদার। এখনও সুদ ছেড়ে দাও বলছি। আপসে মিটমাট কর, নইলে আসলও দেবো না। সুদও দেবো না।

যজ্ঞেশ্বর। আসলও দিতে হবে, সুদও দিতে হবে, মায় ডিক্রির খরচাও দিতে হবে।

কেদার। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! সুদ ছেড়ে দাও। চালাকি রাখ।

যজ্ঞেশ্বর। চালাকি আবার কি?

কেদার। চালাকি বৈ কি! আসলও ছাড়্‌বে না,সুদও ছাড়্‌বে না,এ আবার চালাকি নয় ত কি?

যজ্ঞেশ্বর। এ আবার চালাকি কিসের? সুদে টাকা ধার দিয়েছিলাম, সুদ ছাড়্‌বো না। এর মধ্যে আবার চালাকি কি?

কেদার। [ঘড়ি দেখিয়া] এঃ, নয়টা বেজে গেল। ট্রেণেরও সময় হ'য়ে এল। ছাড়্‌বে না?

যজ্ঞেশ্বর। না।

কেদার। নরকে যাও।

[প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, একটা কথা। ও কেদার! কেদার! শোন, শোন।

(কেদারের পুনঃ প্রবেশ)

কেদার। কি সুদ ছেড়ে দেবে? শাপ দিয়েছি আর ফিরিয়ে নিতে পার্ব্বো না। তবে এখনও যদি সুদ ছেড়ে দাও ত এই পর্য্যন্ত না হয়, মেরে কেটে বল্‌তে পারি যে, নরকে একবৎসরের বেশী তোমায় থাক্‌তে হবে না।

যজ্ঞেশ্বর। তা না হয় তার বেশী কিছু দিন থাক্‌লাম, তাতে যাচ্ছে আস্‌ছে না। এক কাজ কর যদি, তাহ'লে আমি সুদ মায় আসল ছেড়ে দিতে পারি।

কেদার। সেটা কি কাজ? নিশ্চয় একটা অসাধ্য কাজ।

যজ্ঞেশ্বর। অসাধ্য এমন কিছু নয়। তাতে দু'পক্ষেরই উপকার।

কেদার। বটে! কথাটা বেশ জমকে এনেছো ত? [ছড়ি রাখিলেন] শুনি ব্যাপারটা কি?

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবুর এক বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে শুনেছি। আমারও সম্প্রতি দ্বিতীয়-পক্ষবিয়োগ হয়েছে, তিনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন-

কেদার। তোমার সঙ্গে! এ ত বড় মজা!! তোমার সঙ্গে!!!

যজ্ঞেশ্বর। তাতে আর কি? তাঁর মেয়েও বয়স্থা হ'ল। এখন যদি—

কেদার। তোমার সঙ্গে! এ ত ভারি কৌতুক! [হাস্য] যজ্ঞেশ্বর! তোমার মাথা খারাপ, চিকিৎসা করাও।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি হাস্‌ছো কেন? প্রস্তাবটা কর্ত্তে পার যদি, তাহ'লে দেবেন্দ্রবাবুর দু'দিকই বজায় থাকে।

কেদার। যজ্ঞেশ্বরবাবু! আমার যদি একটা মেয়ে থাক্‌তো, আর সে কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, আর যা যা দোষ হ'তে পারে, তা তার থাক্‌তো; আর তার বিয়ে না হওয়ার দরুণ যদি হিন্দুসমাজ আমাকে শূলে দিতে পাত্ত ত, আমি মেয়েটাকে বরং হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে, হিন্দুসমাজকে চোখ রাঙ্গিয়ে হাসতে হাস্‌তে শূলে যেতাম, তবু তোমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম না। খাঁটি কথা।

[প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। বটে! তোমার বড় আস্পর্দ্ধা কেদার! তোমায় দেখাচ্ছি! বোস!

(উপেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর! তুমি গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব কর্চ্ছ?

যজ্ঞেশ্বর। কর্চ্ছি।

উপেন্দ্র। কিন্তু—এ ত বিবাহ নয়, এ যে ব্যভিচার।

যজ্ঞেশ্বর। উপেন্দ্র! আমার কাছে আর ঋষিত্বে কাজ কি? আমরা কি পরস্পরকে এখনও চিনি নাই? আমরা কি একসঙ্গে [ইঙ্গিত করিলেন।]

উপেন্দ্র। চুপ্।

যজ্ঞেশ্বর। আমি কি জানি না? আমরা দু'জনেই পাষণ্ড। তবে আমি শুদ্ধ পাষাণ্ড, তুমি তার উপর ভণ্ড। তুমি আমার বড় ভাই।

উপেন্দ্র। ব্যস্! কি ক'র্ত্তে হবে বল।

যজ্ঞেশ্বর। সাহায্য ক'র্ব্বে?

উপেন্দ্র। ক'র্ব্ব।

যজ্ঞেশ্বর। ব্যস্। [হাত ধরিলেন]। তবে আমি নির্ভর কর্ত্তে পারি?

উপেন্দ্র। সম্পূর্ণ।

যজ্ঞেশ্বর। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

দেবেন্দ্র ও মানদা।

দেবেন্দ্র। বাবার ধার শোধ না দিয়ে আমি আর কোন খরচ ক'র্ত্তে পার্‌বো না।

মানদা। মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না।

দেবেন্দ্র। তবে তাড়িয়ে দাও।

মানদা। ওমা! সে কি?

দেবেন্দ্র। বাবার ধার আর রাখ্‌তে পারি না। সুদে আসলে আমার অংশে প্রায় ৫০০০৲ টাকা হ'তে চ'ল্ল।

মানদা। কিন্তু মেয়েরও ত একটা বিয়ে দিতে হবে!

দেবেন্দ্র। কেন যে হয় তা ত জানি না। ছেলের চেয়ে কি মেয়ে বড় হ'ল?

মানদা। আমার কাছে তারা দুই সমান।

দেবেন্দ্র। তবে? আমার দু'টি ছেলে, তার একটি অর্থাভাবে অভিমানে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল, আর একটিকে মাইনে না দিতে পেরে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি।

মানদা। তবু তারা এক রকম ক'রে খাবে। কিন্তু মেয়ে।—

দেবেন্দ্র। ওঃ! গৃহিণী তুমি বল্‌ছো ঠিক কথা, এটির পরে আবার একটি। যাও গৃহিণী ভিতরে যাও। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যত উদাসীন ভাব্‌ছো, আমি তত উদাসীন নই। যাও।

[ মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সকালে রৌদ্রের নীচে ঐ গাছের পাতাগুলো নড়্‌ছে।—আমি যদি ঐ গাছটাও হ'তাম—সুখে শীতের রৌদ্রে গা ঢেলে দিতাম! মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না।—বিয়ে করেছিলাম—আচ্ছা গরীবের ঘরে সন্তান হয় কেন —সব ভুল!—কে! সদানন্দ!

( সদানন্দের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। এসো ভাই।

সদানন্দ। তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

দেবেন্দ্র। অসুখ। [ ইতস্ততঃ করিয়া ] না!

সদানন্দ। না—খুলে আমায় বল না!

দেবেন্দ্র। কিছু না।—সদানন্দ! তুমি ছেলেবেলা গান গাইতে!

সদানন্দ। এখনও গাই, তবে সে সব গান আর গাই না।

দেবেন্দ্র। তবে?

সদানন্দ। প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে! চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর ভাল লাগে না। অন্য গান গাই।

দেবেন্দ্র। তাই গাও একটা।

সদানন্দ। বেশ।

দেবেন্দ্র। [ হাসিয়া ] তোমার গান আর আজ কেউ শুন্‌বে না।

সদানন্দ। শুন্তেই হবে। শুন্‌ছো, আমি একটা যাত্রার দল কর্চ্ছি, জানো?

দেবেন্দ্র। সত্য নাকি? সং সাজ্‌বে কে?

সদানন্দ। তার লোকের অভাব হবে না —দেখ দেবেন্দ্র! আমি আজ যাই।

দেবেন্দ্র। কেন?

সদানন্দ। বিশেষ দরকার আছে। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একবার তোমায় দেখে গেলাম। কাল আসবো।

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ আমার অকৃত্রিম বন্ধু। যদি ওর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত! না—সমাজের কাছে ও যে পরম অপরাধী। বিলেত ফেরত! চুরি কর, জাল কর, বেশ্যা রাখ—সমাজ সব সৈবে, কিন্তু বিলেত যাত্রা অমার্জ্জনীয়। যাক্। মেয়ের বিয়ের জন্য আমার কয়দিন নিদ্রা হয় নি! শরীর-

[ নেপথ্যে ]। দেবেন্দ্রবাবু বাড়ী আছেন?

দেবেন্দ্র। আছি, আসুন।

( হরি, নবীন, শঙ্কর ও বিনোদের প্রবেশ )

নবীন। বেশ বাড়ীটি।

শঙ্কর। পৈতৃক বাড়ী কি না? জমিদারী!

হরি। একটু পুরোণো।

নবীন। তাহ'লে কি হয়? খাসা বাড়ী!

হরি। একটু ছোট।

নবীন। কিন্তু কি হাওয়া, যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে! চন্দ্রকান্তবাবু যা ক'রে গিয়েছেন—চরম!

বিনোদ। ৫০০০ টাকা ধার ক'রে তিনখানা গ্রাম কিনে ফেললেন। বৈষয়িক বুদ্ধি খুব!

হরি। তবে বিষয় ভাগটা উচিত হয় নি। তা ব'লতেই হবে।

দেবেন্দ্র। তিনি যা ক'রেছেন, বেশ বিবেচনা ক'রেই করেছেন। তাতে আমার নিজের কোন দুঃখ নাই জানবেন।

হরি। তা বটে। তবে কি না যদি এই ধারটা না রেখে যেতেন।

নবীন। হাঁ দেবেন্দ্র। সে ধারটার কি কিনারা কল্লে? যজ্ঞেশ্বরবাবু ত আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারেন না।

দেবেন্দ্র। এখনও কিনারা ক'রে উঠতে পারি নি।

শঙ্কর। যজ্ঞেশ্বরবাবু নালিশ ক'র্ত্তে চান না। তবে কি করেন তিন বৎসর হ'য়ে গেল, সুদও বেড়ে যাচ্ছে। আর ৫০০০ টাকা ছেড়েই বা দেন কেমন ক'রে।

দেবেন্দ্র। তা ত বটেই।

নবীন। ও ল্যাঠা চুকিয়ে দিন দেবেন্দ্রবাবু, নালিশ কল্লে ত দিতেই হবে। তার উপর ডিক্রীর খরচা।

দেবেন্দ্র। তা ত দেখছি। কিন্তু দেই কোথা থেকে। কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। বৈঠকখানা বাড়ীটা ও আসবাবপত্র বিক্রয় ক'র্ত্তে হবে আর কি! তবে মায়া হয়। পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু

হরি। শুনুন, আমি একটা প্রস্তাব করি। আপনার শুধু এ খরচ নয়, মেয়ের বিয়েরও ত একটা প্রকাণ্ড খরচ সম্মুখে র'য়েছে।

দেবেন্দ্র। তা ত র'য়েছেই।

হরি। যদি এক ঢিলে দুটো পাখী মার্ত্তে পারেন মন্দ কি? আমি ব'ল্ছিলাম—[কাসিয়া] যদি—শুনুন—অর্থাৎ

[কেদারের প্রবেশ।

শঙ্কর। এই যে কেদারবাবু

কেদার। বেটা ছিনে জোঁক। এক পয়সা ছাড়বে না। বেটা—অধম। আর কি ব'লব? তার উপর—গোদের উপর বিষফোড়া। বেটার কি আস্পর্দ্ধা। বেটা বলে কি?—লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড—উঃ! বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন? কেবল সেই দুঃখ হ'চ্ছে।

দেবেন্দ্র। অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন কেদার?

কেদার। উত্তেজিত! বেটার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, মরতে ব'সেছে, হতভাগা, পাজী, নচ্ছার! বেটা বলে কি—যদি তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, সে না হয় ধারটা ছেড়ে দিতে পারে। আস্পর্দ্ধা! আমি বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন, শুধু এই দুঃখ হ'চ্ছে। বড় মনস্তাপ হচ্ছে। উঃ! বড় মনস্তাপ—বেটা—মুদ্দফরাস, চণ্ডাল-জাতি চোর!

হরি। কেন কেদারবাবু! একজন ভদ্রলোককে মিছামিছি গালাগালি দেন?

কেদার। গালাগালি কেন দিই! কেন যে দিই, সেটা আমি নিজেই জানি না,—তবে দিই। দেওয়াই আমার স্বভাব। আমার স্বভাব পাজীকে পাজী বলা।

নবীন। কিন্তু কেদারবাবু

কেদার। চোপ রও। যত সব খোসামুদের দল পয়জারের পাঝাড়! দাওনা তার পায়ের তলায় ঠোঁজ নাড়ে গিয়ে। এখানে এসেছে কি ক'র্ত্তে! দেবেন্দ্র! এদের তাড়িয়ে দাও। এরা কোন শয়তানী মতলব ক'রে এসেছে নিশ্চয়। তাড়িয়ে দাও।

দেবেন্দ্র। সে কি কেদার! ভদ্রলোক—

কেদার। ভদ্রলোক! এরা! ফঃ! একখানা কাপড় পরলেই বুঝি ভদ্রলোক হয়? এদের তাড়িয়ে দাও।

দেবেন্দ্র। কেদার!

কেদার। বেশ, তবে আমি চল্লাম। তোমার সঙ্গে তবে আমার এই শেষ। বেশ।

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! চলে গিয়েছে! মহাশয়গণ!

নবীন। আমরা কিছু মনে করি নি, ও উন্মাদ, ওর কথা আমরা ধরি নে

হরি। দেখুন দেবেন্দ্রবাবু, আমিও ঐ প্রস্তাব ক'রতে যাচ্ছিলাম।

দেবেন্দ্র। কি প্রস্তাব ?

হরি। ঐ [illegible] বললেন। দেখুন, আপনার এক [illegible] দুই পাখী মারা হয়। একদিকে ---আপনার কন্যার বিবাহ, ওদিকে - [illegible]।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ভেবে দেখবো।

শঙ্কর। [illegible] দেখবেন। এমন সুযোগ জীবনের মধ্যে দুই একবার মাত্র হয়।

হরি। [illegible] আমরা উঠি। [illegible]

দেবেন্দ্র। [illegible]

হরি। বেশ, ভাল কথা, [illegible]

নবীন। চল।

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। [illegible] সমস্যার মধ্যে ফেলে। বিয়ে—বড় [illegible] কি করব ? [illegible] উপায় কি ? [illegible], বড্ড বুড়ো, তার উপর মদ্য পায়ী। মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিতে পারি নে। এই যে দাদা।

( উপেন্দ্রের প্রবেশ )

উপেন্দ্র। [illegible] দেবেন ! তোমাদের খবর নিতে এলাম। [illegible] আছ তো ?

দেবেন্দ্র। [illegible] দাদা। শারীরিক একরকম ভালোই আছি, কিন্তু মানসিক কষ্টে আছি। সংসারের নানা [illegible]

উপেন্দ্র। [illegible] আছেই। সংসারের [illegible] শাস্ত্রকারেরা ব'লেছেন যে, এ সংসার [illegible]। কিন্তু এ মায়াবন্ধন ছিন্ন ক'রে যাওয়াও শক্ত। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন। তাঁর [illegible] অসীম বল ছিল। কিন্তু আমরা পাপী, পারি না। সংসারের চিন্তা থেকে যত পার আপনাকে বিচ্ছিন্ন রেখো। তুমি আমার ছোট ভাইটি, তাই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। ভেবো না।

দেবেন্দ্র। কিন্তু না ভেবেও যে পারি না। ছেলেপিলেগুলোকে ত গলাটিপে মেরে ফেলতে পারি না। তার উপর আবার

উপেন্দ্র। ঐ ত দেবেন্দ্র ! তাই ত বলি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বিনা জীবের গতি নাই। বাসুদেব।

দেবেন্দ্র। [illegible] ছোট ছেলেটাও [illegible] এক মেয়ের বিয়ে দিলাম, [illegible] আর এক মেয়ের ত কোন কিনারাই ক'রে [illegible]

উপেন্দ্র। সংসারের [illegible] ভাই ?

দেবেন্দ্র। একদিকে সংসারের [illegible]

উপেন্দ্র। [illegible] সংসারে [illegible] ক'রেও উপায় নেই। দাম না দিলে কেউ কিছু দিতে চায় না। [illegible] জিনিস [illegible] কি ক'রে [illegible] নারায়ণ। গোবিন্দ।

দেবেন্দ্র। দাদা, আমাদের পৈতৃক [illegible] তুমি [illegible] আমার [illegible] কিনে নেবে। আমি [illegible] আমার [illegible] ২০০০ টাকা, যদি তুমি দাও

উপেন্দ্র। [illegible] টাকা ! দেবেন্দ্র, [illegible] টাকা নীচের দিকে তাকিয়ে [illegible] দিলেই পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্র। [illegible] তোমার কাছে [illegible]। আগে আমি [illegible] কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হই, তারপরে

উপেন্দ্র। দেখ দেবেন্দ্র, তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি। [illegible] সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দাও। [illegible] ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবে যদি। আমি অনুরোধ করি। তুমি আমার ছোট ভাইটি, [illegible] তবে [illegible]।

দেবেন্দ্র। দাদা ! কি বলছো ?

উপেন্দ্র। [illegible] কি বল ? [illegible] সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। কিন্তু [illegible] আর [illegible] দিন ?

উপেন্দ্র। তারপর [illegible] তোমার [illegible]। তোমার আর কোন চিন্তা থাকবে না। দেবেন্দ্র ! বোঝো। ছোট ভাইটি আমার ! [illegible] নিতান্ত মঙ্গল কামনাতেই আমি এ উপদেশ দিচ্ছি। গোপাল ! গোবিন্দ ! [illegible], এমন সুবিধা সচরাচর ঘটে না। [illegible] অতুল সম্পত্তি- সব তোমার।—কেশব ! মধুসূদন !

দেবেন্দ্র। [illegible]

উপেন্দ্র। ভেবে দেখো। আমি আজ উঠি, দেখ দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীর ধারে জঙ্গল হ'য়েছে, কাটিও, নৈলে অসুখ কর্ব্বে। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই ব'লেই তোমায় এই উপদেশ দিচ্ছি। [ফিরিয়া] দেখ, তোমার যখন যা দরকার হবে আমায় জানিও। ছোট ভাইটি আমার! দেখ না আমি প্রায়ই এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাই। জয় রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। তোমার অসীম অনুগ্রহ দাদা! মুখের হাসিটি বার ক'রে তোমায় কখন কাতর দেখি নি। [দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে] তাইই সংসারে ক'জন করে?

(বরেন্দ্রের প্রবেশ)

বরেন্দ্র। বাবা! মা ডাকছেন।

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি-যা।

[বরেন্দ্রের প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। মেয়ে জবাই ক'র্ব। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি। তারপর মেয়ের কপালে যা আছে, তাই হবে।

(সুশীলার প্রবেশ)

সুশীলা। বাবা! মা একবার ভিতরে ডাকছেন।

দেবেন্দ্র। তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

[সুশীলার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সমাজ! এমনি নিয়ম করেছো, যে, কন্যা গৃহের অভিশাপস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদায় কর্ত্তে পার্লে বাঁচি। তাই মাতা কন্যা প্রসবে লজ্জিতা হয়—পিতার মুখ কালীবর্ণ হ'য়ে যায়। যাক্। আর ভাববো না। ঐ রাস্তার কাঁকরটাও যদি হ'তাম। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হোত না। চোখে জল আসছে।

(মানদার প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। [গাঢ়স্বরে] গৃহিণী! ঠিক করেছি।

মানদা। কি?

দেবেন্দ্র। জবাই কর্ব্ব?

মানদা। কাকে?

দেবেন্দ্র। সুশীলাকে।

মানদা। সে কি?

দেবেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দেবো।

মানদা। সে কি? সে যে বুড়ো! একেবারে বুড়ো। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

দেবেন্দ্র। এক কাল ত' আছে? সেই এক কালের সঙ্গেই বিয়ে দেবো।

মানদা। কেন,—চন্দ্রবাবুর ছেলের সঙ্গে?

দেবেন্দ্র। সে পাঁচ হাজার টাকা চায়।

মানদা। যোগাড় কর।

দেবেন্দ্র। কোথা থেকে গৃহিণী।

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। বাস্। জলের মত সোজা হ'য়ে গেল। ধার কর্ব্ব? শোধ দেবে বোধ হয় তুমি?

মানদা। তা সে একরকম ক'রে হ'য়ে যাবে খনি।

দেবেন্দ্র। সে এক রকমটা কি রকম, সেইটে যদি অনুগ্রহ ক'রে বল, তা'লে আমার ভারি একটা উপকার হয়। আর ধার চাইবই বা কার কাছে?

মানদা। কেন? দাদার কাছে?

দেবেন্দ্র। দাদার কাছে গৃহিণী? দাদার কাছে! [ম্লান হাস্য করিলেন।]

মানদা। কেন? ভাইয়ের বিপদে তিনি রক্ষা কর্ব্বেন না?

দেবেন্দ্র। এটা কি যুগ মনে আছে গৃহিণী?

মানদা। একবার চেয়েই দেখ না।

দেবেন্দ্র। চেয়ে দেখেছি। সে অপমানও হ'য়ে গেছে।

মানদা। তবে?

দেবেন্দ্র। তবে! সম্মুখে তাকাও, পাশে তাকাও, পেছনে তাকাও, এ 'তবে'র উত্তর পাবে না। উঁচুদিকে তাকিয়ে একবার ডেকে দেখ দেখি "ভগবান্ তবে"? উত্তর নাই। শূন্য পরিত্যক্ত প্রান্তর। খাঁ খাঁ কর্চ্ছে।

মানদা। তবে এই স্থির?

দেবেন্দ্র। [প্রায় সরোদনস্বরে] আমরা দু'জনে সুশীলাকে জন্ম দিয়েছি, বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছি, এ সোনার প্রতিমাকে রক্তমাংসে গ'ড়ে তুলিছি। কিসের জন্য গৃহিণী? সমাজের পায়ে

বলি দেবার জন্যই নয় কি? এখন এসো। তুমি ধর তার পায়ের দিকে, আমি ধরি তার মাথার দিকে। ক'সে ধর! আর যজ্ঞেশ্বর বসাক কোথা! তারপর? তারপর ঐ রক্ত রাক্ষস সমাজের মুখে ছড়িয়ে দাও।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

বিনয় ও সুশীলা।

বিনয়। সুশীলা! তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে?

[ সুশীলা মুখ নত করিয়া পদনখ দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। ]

বিনয়। তোমাকে দেখে গিয়েছে?

সুশীলা। [ নতমুখে ] হাঁ।

বিনয়। তবে সব ঠিক?

সুশীলা। জানি না।

বিনয়। তুমি বিবাহ কর্ব্বে?

সুশীলা। জানি না।

বিনয়। তোমার বিবাহ তুমি জানো না?

[ সুশীলা মুখ উঠাইলেন। বিনয় দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত। ] সুশীলা সহসা কহিলেন, 'বিনয়!'

বিনয়। কি সুশীলা!

সুশীলা। বিনয়!

বিনয়। কি সুশীলা? বল চুপ করে' রৈলে যে!

সুশীলা। বিনয়! তুমি আমায় এখনও ভালোবাসো?

বিনয়। ভালোবাসি?—সে কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ সুশীলা?—তা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারো। আমি কখন মুখ ফুটে সে কথা বলি নি। কথাটি বল্বার জন্য আমার আপাদমস্তকে তপ্ত রক্তস্রোত ব'য়ে গিয়েছে। বাকা উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্তে চেয়েছে, তবু বলি নি।

সুশীলা। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো?

বিনয়। জানো না কি? বুঝ্তে পারো নি? মুখ ফুটে বলি নি। তবু আমার চাহনিতে, আমার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়, বুঝ্তে পারো নি কি?

সুশীলা। মুখ ফুটে বল নি কেন?

বিনয়। তোমারই মঙ্গলের জন্য। কারণ, আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না।

সুশীলা। পারে না কেন?

বিনয়। তোমার বাবা দিবেন না। কারণ জানো? কারণ, আমি বিলাত ফেরত।

সুশীলা। আর বাবার অমতে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। সে কি? আমার জন্য তুমি কর্ত্তব্যপথ ছাড়বে? না সুশীলা, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তুমি দায়ী নও। আমি আর এখন শিশুটি নই। আমার নিজের একটা সত্ত্বা আছে। যদি বাবার ইচ্ছা ছিল যে, আমায় একটা যে সে খোঁয়াড়ে বেঁধে রেখে আস্বেন, তার সময় ছিল। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এখন আমি ভাব্তে শিখেছি। এখন তিনি যা খুসী তা কর্ত্তে পারেন না।

বিনয়। তোমার পিতার প্রতি তোমার কি একটা কর্ত্তব্য নাই?

সুশীলা। পিতারও কি সন্তানের প্রতি একটা কর্ত্তব্য নাই?

বিনয়। তোমার বাবা যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য কর্চ্ছেন।

সুশীলা। এ কথা বেশ ধীর, প্রশান্ত, স্থিরভাবে বল্তে পার্চ্ছ বিনয়? একজন ষাট বৎসর বয়সের বুড়ো! তিনি যে এক জন লম্পটের হাতে আমায় সঁপে দিতে বসেছেন, কিসের জন্য? সমাজের জন্য, অর্থের জন্য, আমার সুখের জন্য নয়।

বিনয়। তাই যদি হয়, তোমার পিতার ইচ্ছার পায়ে আপনাকে বলি দিতে পারো না কি?

সুশীলা। কেন দিতে যাবো?

বিনয়। উৎসর্গ।

সুশীলা। আমি এ অন্যায় রকমে আমাকে উৎসর্গ কর্ত্তে চাই না,—পারি না। আমি পিতাকে, সমাজকে, ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য নিজের প্রতি এতটা অবিচার ক'র্ত্তে পারি না। উৎসর্গ বল্ছো বিনয়! একে উৎসর্গ বল? একটা হিতের জন্য

আপনাকে বলি দেওয়ার নাম উৎসর্গ! একটা হিংস্র পশুর—এই সমাজের—উদর পূর্ণ কর্ত্তে যাওয়ার নাম উৎসর্গ নয়। এ আত্মহত্যা। আমি রাজি নই। বিনয়! বল, আমি যদি পিতার অমতে তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। না সুশীলা, তোমার পিতার অমতে আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না। আমার প্রবৃত্তি যে কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। তবে বল আমায় ভালোবাসো না?

বিনয়। ভালোবাসি বলেই বলছি। তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও আমার ভয় হয়, পাছে আমার হাতের ধুলা সেখানে লাগে। তোমার মুখ পানে চেয়ে দেখি, আর আমার একথা মনে হ'তে ভয় হয়, পাছে সে রূপের পবিত্র মন্দির কলুষিত ক'রে ফেলি। শুধু নিশীথে আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবি, আর স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের বিবাহ অসম্ভব।

সুশীলা। তবে আমাদের মধ্যে এই শেষ দেখা।

বিনয়। [চিন্তা করিয়া] তাই হোক।—এ শাস্তি বড় কঠোর শাস্তি, তোমায় না দেখতে পেলে, পৃথিবী শূন্য বোধ হবে, আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমাদের আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর। আমি তাতে এসে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াবো না। তোমার কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি। তবে বিদায় সুশীলা।

[প্রস্থান।

সুশীলা। [ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া] তুমিও এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছ। বেশ! আমি বিবাহই কর্ব্বো না। বিবাহ—এই নির্ম্মম পুরুষের সংসর্গে আসাই অন্যায়। একে ভালোবাসতে হবে, এর দাসীত্ব কর্ত্তে হবে! আমায় ত্যাগ করেছ বিনয়! সত্যই আমায় পরিষ্কার করে দিলে। আমি বিবাহই কর্ব্বো না।

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ। সুশীলা!

সুশীলা। কে—দিদি!

বিনোদ। কিছু বুঝতে পার্লে না।

সুশীলা। কি বুঝতে পার্লাম না?

বিনোদ। এই মহৎ হৃদয়।

সুশীলা। কার?

বিনোদ। বিনয়ের।

সুশীলা। মহৎ হৃদয়!

বিনোদ। কি বিনয়! কি উৎসর্গ!—কি দৃঢ়তা! কিছু বুঝতে পার্লে না! এত শিশু নও তুমি! ভগবান! পুরুষ এত উচ্চে উঠতে পারে! আর আমরা নারী—শুধু বিস্মিত নেত্রে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি; এদের পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও সমান নই।

সুশীলা। কেন দিদি?

বিনোদ। বুঝতে পার্লে না যে, বিনয় তোমায় কত ভালবাসে। বুঝতে পার্লে না যে, স্বর্গ হাতে পেয়েও, সে তা ধূলিমুষ্টির মত ছুড়ে ফেলে দিল—কর্ত্তব্যের খাতিরে—তোমার পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের খাতিরে! তুমি বুঝলে না।

সুশীলা। আমার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য আমি জানি। কারো বোঝাবার দরকার নাই।

বিনোদ। কিছু জানো না। কিছু বোঝো না। ইংরাজি শিক্ষা তোমায় শুধু অহঙ্কার শিখিয়েছে। আর কিছু শেখাতে পারে নি।

সুশীলা। দিদি! তোমার বক্তৃতা শুনতে চাই না।—যাও।

বিনোদ। বাবা কি তোমায় কম ভালোবাসেন ভাবো? তিনি তোমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন—আর তাঁর পরম সুখ হচ্ছে মনে কর? তাঁর বিশাল হৃদয়ে সন্তানের জন্য কত ব্যথা, কত চিন্তা, কত বেদনা, তুমি কি বুঝবে?

সুশীলা। যা বোঝো তুমি।

বিনোদ। হাঁ আমি বুঝি। আমি দেখেছি, কত দীর্ঘ নিশীথ নিদ্রাহীন চক্ষে তিনি চেয়ে আছেন। আমি শিওরে ব'সে বাতাস করেছি। আমি স্বহস্তে তাঁর জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধে দিয়েছি, গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে, তা হাত থেকে প'ড়ে গিয়েছে। গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে অন্যমনে আবোল তাবোল বকেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি—তুমি করো নি।

সুশীলা। কেন সেধে তিনি এত কষ্ট ভোগ কচ্ছেন ?

বিনোদ। এক দিন বুঝতে পারবে। আজ পাচ্ছ না—কারণ, কেবল স্বার্থ তোমায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে, অহঙ্কার তোমায় ছেয়ে রেখেছে। এক দিন—যে দিন ত্যাগের সৈন্য এসে এই দুর্গ থেকে,—স্বার্থকে তাড়িয়ে দেবে, আর অহঙ্কারের কুজ্ঝটিকা ক'রে প'ড়ে যাবে, সেইদিন বুঝবে।

সুশীলা। দিদি! বাবা জানেন, তিনি দশজনকে বলেছেন যে, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। সে স্বভাব শোধরাবার বয়স আমার নাই।—আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেব না।—থাকে প্রাণ যায় প্রাণ।

বিনোদ। তবে আর কি কর্বো বোন্!

[প্রস্থান।

সুশীলা। কন্যার একটা পুরুষ জুটিয়ে দিলেই হ'ল। পিতাদের স্বর্গেই হবে। ওঃ!—দেখি কার সাধ্য আমায় জোর ক'রে বিয়ে দেয়।

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। এই যে সুশীলা!—এখানে একা কি কচ্ছিস মা ? আয়, হাত ধুয়ে নে। চুল বেঁধে দিই। বর আসছে।

সুশীলা। বর আসছে না, যম আসছে। তার জন্য এ আয়োজন কেন মা ? গায়ে কাদা মেখে থাকলেও সে ছাড়বে না।

মানদা। ও সব কি কথা সুশীলা ?

সুশীলা। [সহসা] মা! আমি কি তোমাদের বাড়ীর একটা আপদ ?

মানদা। সে কি কথা ?

সুশীলা। নৈলে আমাকে দূর কর্বার জন্য এত আয়োজন কেন ? মা! বল, আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি।

মানদা। সে কি! মেয়েটার কি একটু বুদ্ধি নাই।

সুশীলা। খুব বুদ্ধি আছে। নৈলে ধরলাম কেমন ক'রে ? কেমন ধরেছি। আশ্চর্য্য হচ্ছ মা ? ধর্লাম কেমন ক'রে তা বলবো না। কিন্তু ধরেছি। [হাস্য, পরে সহসা গম্ভীরভাবে ;] মা! কিছুই দরকার নাই। [সহসা ভিতরে গিয়া একখানি ছোরা আনিয়া] এই নাও। দাও কোপ। [ঘাড় পাতিয়া] দাও।

মানদা। সে কি মা!

সুশীলা। না, তাই দাও! একেবারে মেরে ফেল। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন ? যারা জাতে কসাই, তারাও যে তোমাদের চেয়ে ভাল। একেবারে মেরে ফেলে। গায়ে সূচ বিঁধিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে মারে না। মা! এ সব মিছে আয়োজন। আমি এ বিবাহ কর্বো না।

মানদা। কি সব বল্ছিস [illegible]

সুশীলা। হাঁ মা! আমি তোমাদের যদি বড় বেশী আছি, যদি তোমাদের সুখের পথে বড় বেশী বিঘ্ন হ'য়ে আছি, আর কোন ভাবনা নাই, কাল বাড়ীতে আমায় আর দেখতে পাবে না। কোন ভয় নাই। মা! বাবাকে ব'লো, এ বিয়ে আমি কর্বো না। জোর ক'রে আমায় বিয়ে দিতে পারবেন না। তার আগে—দেখছ ত এই ছুরি ? এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দেবো।

মানদা। [হাত ধরিয়া] বালাই! ও কথা বলতে আছে ?

সুশীলা। মা! জানি, এ বড় নির্লজ্জের মত আপনার কথা নিজে কি বলছি, আমার যে কেউ নাই। বাবা, দিদি, বন্ধু, মা—সব দুঃখ থেকে যাঁর কাছে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিই,—তাঁরা, স্বজন—আজ যে সব বিমুখ। যখন বাড়ীতে এতগুলো সজ্জা উঠেছে, আমার বর কনের জন্য—মা [illegible] তেল মাখাচ্ছেন, বাবা বলিদানের মন্ত্র পড়ছেন, তখন আমার নিজের রক্ষার জন্য নিজেরই লজ্জা সত্ত্বে হয়। চেয়ে দেখ মা! শোন—আমি এ বিয়ে কর্বো না, তার আগে আত্মহত্যা কর্বো। [প্রস্থান।

মানদা। সত্যই মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছে। না কাজ নেই। বলি গে।

[প্রস্থান।

(বরেন্দ্রের প্রবেশ)

বরেন্দ্র। কৈ! দিদি ত এখানে নাই।

(কেদারের প্রবেশ)

কেদার। এই যে বরেন!—তোমার বাবা কোথায় ?

বরেন্দ্র। বেরিয়েছেন।

কেদার। বেরিয়েছেন কি রকম?—যা ভয় করেছিলাম। এক মিনিটে সব ভেস্তে গেল। কখন বেরিয়েছেন?

বরেন্দ্র। তা ত জানি না।

কেদার। এঃ! কখন আসবেন?

বরেন্দ্র। তাও জানি না।

কেদার। তা জেনেই বা লাভ কি? আমি ত আর অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বো না। অথচ বিশেষ দরকারী কথা, না বল্লেও নয়। [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভাবিয়া] আঃ! পৃথিবীতে এই ঘটনাগুলো কেন হয়? কেউ বিশেষ দরকারে দেখা কর্ত্তে এলো ত চাঁদ বেরিয়ে ব'সে আছেন! এতেই বল্তে হয় ঈশ্বর নাই। আমি বল্লাম ঈশ্বর নাই, প্রমাণ কর। নইলে এ রকম কখনো হয়? আমি শ্রীরামপুর থেকে ছুটে আসছি, শুদ্ধ এই কথা বল্বার জন্য—ত চাঁদ বেরিয়ে ব'সে আছেন। [ঘড়ি দেখিয়া] আর অপেক্ষা করা চলে না। বাইশ মিনিট!—তোমার বাবাকে ব'লো, না, মোকদ্দমার বিষয় তুমি কি বুঝবে? না, শুন—এতখানি মনে রাখতে পারো তোমার বাবাকে ব'লো। ব'লো যে, আমি সব ঠিক ক'রে এসেছি! করুক বেটা মোকদ্দমা!

বরেন্দ্র। কে? যজ্ঞেশ্বরবাবু?

কেদার। এঃ! জোগো আবার বাবু হ'লো কবে থেকে? বেটা—হাড়ি, ডোম, চামার, মুদ্দফরাস—

বরেন্দ্র। তিনি বোধ হয় আর মোকদ্দমা কর্ব্বেন না।

কেদার। ভয় পেয়েছে! জ্যাক্সন্ সাহেবের কাছে গিয়েছি—আর ভয় পেয়েছে, এখন পথে এসো বাছাধন। নালিশ কর্ব্বে কি চাঁদ! দলিল প্রমাণ হবে না। বেটা ভয় পেয়েছে।

বরেন্দ্র। আজ্ঞে তা নয় কেদারবাবু! তাঁর সঙ্গে মেজদি'র বিয়ে।

কেদার। বিয়ে! কি! বলি ওহে! বিয়ে কি রকম! [ছড়ি রাখিলেন] দস্তুর মত বিয়ে?

বরেন্দ্র। আজ পাকা দেখা হবে।

কেদার। পাকা দেখা কি রকম! বলি—ওহে—পাকা দেখাটা কি রকম? যাক্ ট্রেণটা গেল। যাক্।—এ কি রকম? কথাবার্ত্তা নাই, মেয়ে দেখা, পছন্দ, পাকা দেখা—এক নিঃশ্বাসে! আমি জান্তেও পারিনি। পাকা দেখা—কবে?

বরেন্দ্র। আজ।

কেদার। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] বেশ! এ বিয়ে হবে না। আমি এখানে আজ খাবো। ব'লে দিও। যা আছে বেশী উদ্যোগ ক'রো না। সুশীলা কোথায়?

বরেন্দ্র। দেখ্ছিনে।

কেদার। তার এ বিয়েতে মত নাই কি?

বরেন্দ্র। তা কি জানি।

কেদার। তার মত থাকলেই বা কি?—এই যে মা!

(সুশীলার পুনঃ প্রবেশ)

কেদার। তোমার নাকি বিয়ে? [সুশীলা নীরবে দরজা ধরিয়া কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।]

কেদার। এ বিয়ে হচ্ছে না। আমি কোন মতেই হ'তে দিচ্ছি না।—তোমার এ বিয়েতে মত নাই ত মা?

[সুশীলা নীরব রহিলেন।]

কেদার। বুঝেছি। বরেন্দ্র! এ বিয়ে হবে না। সুশীলা মা! তোমার বাবাকে ব'লো যে, তিনি যদি তোমাকে খেতে দিতে না পারেন, আমি দেবো। আমার মা নেই। তুমি আমার মা হবে। চল মা আমার বাড়ী চল।

[সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

কেদার। কেঁদ না মা! এ বিয়ে ত হবে না। বরেন্দ্র, কাগজ কলম নিয়ে এসো। যাও।

[বরেন্দ্র চলিয়া গেলেন]

কেদার হাসিলেন, পরে মাথা নাড়িলেন, পরে কহিলেন—'বুঝেছি দেবেন! সব বুঝেছি। আমার অবস্থা তুমি লও, ও তোমার অবস্থাটা আমায় দাও দেখি। কি কর্ত্তে হয় একবার বেটা সমাজকে দেখিয়ে দিই। বেটা কষাই, মুদ্দফরাস—মাফ কোরো মা! তোমার সম্মুখে গালাগালি দিয়ে ফেল্লাম। কিন্তু বড় দুঃখে ব'লে ফেলেছি। না, লেডির সম্মুখে বলাটা ঠিক হয় নি। না, সমাজ বেশ সাধু—বড় ভালো, সেই পুরাতন আর্য্যঋষিদের সমাজ—কখন খারাপ হ'তে পারে!

[ কাগজ কলম লইয়া বরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন ]

কেদার। এনেছো? দাও।—না—তুমিই লেখো।

বরেন্দ্র। কি লিখবো?

কেদার। লেখো- "এ বিয়ে হবে না।" লিখে রাখো, পরে সকলকে দেখিও। মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছ কি? লেখো।

[ বরেন্দ্র লিখিলেন। ]

কেদার। কি লিখলে দেখি। [কাগজ লইয়া] 'এ বিয়ে হবে না।" দেখি—কলমটা দেখি। [কলম লইয়া] এই আমার দস্তখৎ- "শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য"। [সঙ্গে সঙ্গে দস্তখৎ]। ব্যস, কাগজখানা রেখে দিও। পরে সকলকে দেখিও। দস্তখৎ করেছি। আর কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই না। দস্তখৎ করেছি। নিশ্চিন্ত থাক।

বরেন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা, লোক যা হোক।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের বহির্বাটী। কাল প্রাতঃ।

উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, সদানন্দ ও উপেন্দ্রের ভক্তবৃন্দ।

উপেন্দ্র। তবে আর কি দেবেন্দ্র! আশীর্ব্বাদ করে ফেল। শুভস্য শীঘ্রম।

হরি। হাঁ শীঘ্রম্। বল কি নবীন!

নবীন। প্রভু বলেছেন।

শঙ্কর। কি ভাবছেন দেবেন্দ্রবাবু?

দেবেন্দ্র। না ভাবছি না কিছু। ঐ বাড়ীর ভিতরে কেউ কাঁদছে না?

উপেন্দ্র। কৈ- না।

হরি। দেবেন্দ্রবাবু! আপনার কন্যা অনেক শিবপূজা ক'রে এ হেন বর লাভ করেছেন।

শঙ্কর। কুবেরের মত সম্পত্তি।

নবীন। ও হো।

বিনোদ। বয়সের জন্য ভাববেন না।

হরি। চুলে কলপ দিয়ে নিলে কে বলবে বয়স বছর পঁচিশের বেশী?

সদানন্দ। নল্‌চে আর খোল দু'টিই বদ্‌লাতে হবে।

শঙ্কর। কি ভাবছেন দেবেনবাবু? আর বিলম্ব কি?

দেবেন্দ্র। না এই—তবে আশীর্ব্বাদ করি সদানন্দ?

সদানন্দ। তোমার ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! তুমি মন খুলে এ কাজ কর্ত্তে না বল্লে, আমি এ কাজ ক'র্ত্তে পারি না। তুমি বল ভাই। আমি তা হ'লে স্বচ্ছন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ করি।

উপেন্দ্র। আমি বলছি।

নবীন। প্রভু বলছেন।

দেবেন্দ্র। না, তুমি বল।

সদানন্দ। আমি কি বলবো? তোমার জামাই, তোমার মেয়ে।

দেবেন্দ্র। এত একটা শুভকার্য্য কর্ত্তে যাচ্ছি, তুমি হৃষ্টমনে প্রসন্ন মুখে সম্মতি না দিলে, মনে কেমন একটা খটকা থেকে যায়। তুমি মন খুলে বল। আশীর্ব্বাদ করি? সদানন্দ! তুমি আমার শৈশবের বন্ধু। এ সময়ে নীরব! এ শুভকার্য্যে তোমার মুখে হাসি নাই দেখে আমি এ কাজে হাত দিতে পারি না। —বল ভাই!

সদানন্দ। যদি বলতে বল তবে বলি। তোমার মেয়ের এ বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়াও ভাল।

হরি ও শঙ্কর। কেন সদানন্দবাবু?

উপেন্দ্র। আমি বলছি দেবেন্দ্র! আমার চেয়ে সদানন্দের কথা বড় হ'ল? আমি তোমার সহোদর, আমি বলছি।

নবীন। প্রভু বলছেন।

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু! আপনি কেন বলছেন জানি না। কিন্তু আপনার স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়ে বোধ হচ্ছে যেন একটা কঠিন কটাক্ষ দেখতে পাচ্ছি। আপনার স্বরে একখানা ছোরা শানাচ্ছে- সেটা বুঝতে পাচ্ছি, তবে কাকে জবাই করবেন,- সেইটে বুঝতে পাচ্ছি না। নিজের ভাইঝিকে কি? সেইটে কল্পনায় আনতে পাচ্ছি না।

হরি। আপনি বলেন কি সদানন্দবাবু! আপনি মহর্ষিকে এ কথা বলছেন!

সদানন্দ। তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার বিবেচনা করি না। তোমরা ক্ষুদ্রজীব। কিন্তু আপনি—উপেন্দ্রবাবু! আপনি—ভণ্ড। দুঃখের বিষয় অন্য একটা লাগসৈ ভদ্র গা'ল খুঁজে পেলাম না।

নবীন। মহাপ্রভুকে—

উপেন্দ্র। চুপ কর নবীন। সদানন্দবাবু! যদি আমায় দশজনে ভক্তি করে, সে দোষ কি আমার? বৃক্ষের পরিণাম ফলে। যদি দশ জনে সেই ফল খেয়ে বৃক্ষকে প্রশংসা করে, সে দোষ কি বৃক্ষের?

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু! মাফ কর্ব্বেন, আপনাকে গালি দিয়েছি। কারণ, আপনি যাই হোন—দেবেন্দ্রের ভাই। আমি কখন আপনাকে পক্ষে গালি দিই নাই। যাক দেবেন্দ্র। এ বিবাহে তোমার কন্যার মত আছে?

দেবেন্দ্র। জানি না।

উপেন্দ্র। মেয়ের আবার মত?

নবীন। প্রভু ব'লেছেন।

[সদানন্দ উপেন্দ্রের প্রতি একবার শুদ্ধ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। পরে কহিলেন, সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল না দেবেন্দ্র! যদি বালিকা বয়সে তার বিবাহ দিতে। কিন্তু যখন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাকে অবিবাহিত অবস্থায় রেখেছো, তাকে শিক্ষা দিয়েছো, এখন অন্ততঃ তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার মতকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

যজ্ঞেশ্বর। দেখুন সদানন্দবাবু! এ শুভকার্য্যে আপনি কেন বাধা দেন? দেবেন্দ্রবাবু! আমি আসলমায় সুদ ছেড়ে দিচ্ছি।

সদানন্দ। কন্যার মত আগে নাও।

উপেন্দ্র। কন্যা এ বিষয়ে কখনই অমত কর্ব্বে না। আমাদের মতেই তার মত।

[সসৈন্যে কেদারের প্রবেশ, সকলের হাতে যষ্টি]

কেদার। এই যে আমি এসেছি। ঠিক সময়ে এসেছি।

সদানন্দ। কেদার যে! এ সব কি?

কেদার। পরে বলছি। আগে এই যে [যজ্ঞেশ্বরকে] ওঠো সোনার চাঁদ, বেরিয়ে যাও।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি! দেবেন্দ্রবাবু—

কেদার। ওঠ্ বল্‌ছি বেটা অকালকুষ্মাণ্ড, পচা কাঁটাল, টোকো আঁব!—ওঠ—বেরো।

দেবেন্দ্র। কি কর কেদার!

কেদার। চুপ কর, ঝগড়া হবে। ওঠ্ বেটা—বেতো ঘোড়া, ঘেয়ো কুকুর, ওঠ্, নৈলে বসালাম মাথায় লাঠি, বেটার এক পা গঙ্গার জলে, এক পা ডেঙ্গায়—এখন এসেছ বিয়ে কর্ত্তে ওঠ্ বেটা ইঁদুরের বাচ্ছা—

যজ্ঞেশ্বর। তুমি আমায় গালাগালি দাও কেন?

উপেন্দ্র। এ ত তোমার বড় চামার মত ব্যবহার কেদার!

কেদার। মহর্ষি যে! তাই ভাবছিলাম যে দেবর্ষি আছেন, মহর্ষি কৈ? [যজ্ঞেশ্বরকে] ওঠ্ বেটা যবনের এঁটো, নৈলে জুতোপেটা কর্ব্বো।

সদানন্দ। ওহে কেদার!

কেদার। সদানন্দবাবু! কোন কথা কৈবেন না বলছি। আমার ট্রেণের দেরী হয়ে যাচ্ছে। বেটাদের সব না তাড়িয়ে যাচ্ছি না। সোজা কথা। এরা মানে মানে ওঠে, ত' অক্ষতশরীরে যেতে পারে, নৈলে আমায় লাঠি ব্যবহার কর্ত্তে হবে। অত্যন্ত সোজা। উঠ্‌বি বেটা হুলো বিড়াল না তু'ঘা না খেয়ে উঠ্‌বি নি।

হরি। এ ত বড় অন্যায়। ভদ্রলোকের অপমান!

কেদার। চোপরও! যত পয়জারের পাঝাড়া, শুয়োরের ভাগাড়, কুকবংশোদ্ভবের জঙ্গল, মুদ্দফরাসের আস্তাকুড়!

শঙ্কর। কি কেদারবাবু! আমাদের সকলকে জড়িয়ে গাল দিচ্ছ!

কেদার। চোপরাও উল্লুক!

শঙ্কর। কি! তুমি আমায় উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বল্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দেখ, তোমরা মারামারি ক'রো না।

শঙ্কর। ফের যদি বল—

কেদার। ফের বল্‌ছি—"উল্লুক!"

শঙ্কর। ফের উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বলছি!

শঙ্কর। আচ্ছা বল।

 

কেদার। আমার দেবী হয়ে যাচ্ছে। সদানন্দবাবু!—আমার অপরাধ নেই।—বেরো বেটা টোকো আমের ছিবড়ে, ওঠ, [ হাঁটুর গুঁতো দিলেন। ]

যজ্ঞেশ্বর। হাঁটুর গুঁতো দিচ্ছ ?

কেদার। হাঁ দিচ্ছি। টের পাচ্ছ না ? এই আবার দিলাম। [ গুঁতা দেওন ] টের পাচ্ছ কি ?

ভাইগণ। মারো লাঠি।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু আমি নালিশ কর্ব্বো, ছাড়ব না, দেখ্‌বো। [ যজ্ঞেশ্বর ও ভক্তগণের প্রস্থানকালে হরি ও শঙ্কর "দেখ্‌বো" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ]

কেদার। দেখিস, যত পারিস্। যত সব যবনের এঁটো, জ'রো কগীর বমি। আর এ বেটা—আজ বাদে কাল পটল তুল্‌তে হবে—আবার এসেছে বিয়ে ক'র্ত্তে। মহাশয়! আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে, ময়লা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোর মত প'ড়ে রৈলেন যে—বাড়ী যান, গীতা পড়ুনগে যান।

উপেন্দ্র। এর জন্য তোমায় জেলে যেতে হবে।

[ প্রস্থান।

কেদার। একশ'বার। কর্ত্তব্য ত কর্লাম, তার ফল ঈশ্বরের হাতে।

সদানন্দ। কেদার! লোকে গীতা পড়ে, কিন্তু তুমি তার অনুষ্ঠান কর। এস ভাই আলিঙ্গন করি।

[ আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান।

কেদার। কিন্তু আমার আর ঠিক তিন মিনিট সময় আছে।

দেবেন্দ্র। কি ক'র্লে কেদার ?

কেদার। কথা ক'য়ো না—ঝগড়া হবে। ১২ আর ৫—১৭, পারো। দেবেন্দ্র! এর সঙ্গে ফের যদি মেয়ের বিয়ে দাও, সৈব না, এক কথায়—সৈব না। তার পরদিনই আমার এক ঘুষিতে তোমার মেয়ে বিধবা হবে। বলে রাখলাম কিন্তু।

[ প্রস্থান।

[ দেবেন্দ্র একাকী বসিয়া রহিলেন ]

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। একমাস জেল হয়েছে। বল কি সদানন্দ!

সদানন্দ। জেলে যেত না। ১০।১৫ টাকা জরিমানা হ'ত। তবে—অদ্ভুত লোক যা হোক।

দেবেন্দ্র। কি রকম ?

সদানন্দ। হাকিম জিজ্ঞাসা কর্‌লে "মেরেছো।" কেদার উত্তর দিল, "হাঁ খুব মেরেছি।" হাকিম বল্লে তার জন্য তুমি নিশ্চয় খুব দুঃখিত। কেদার বল্লে—"মোটেই না, আবার দরকার হয় ত ফের মার্ব্ব।"

দেবেন্দ্র। বেচারা আমার জন্য জেলে গেল। বাপ মেয়েকে বধ কর্ব্বার জন্য কুঠার উঠিয়েছিল, কেদার সামনে প'ড়ে সেই কুঠারের আঘাত বুক পেতে নিল। বাপের গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষা কর্ত্তে—ওঃ!

সদানন্দ। তুমি আজ আফিসে যাবে না ?

দেবেন্দ্র। জেলে গেল! আমার জন্য।

সদানন্দ। তোমার ছোট মেয়ের জ্বর কেমন ?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য আমার মেয়ের জন্য! —আর আমি তার বাপ—ওঃ!

সদানন্দ। ডাক্তার এসেছিল ?

দেবেন্দ্র। সমাজ!

সদানন্দ। ও কি! এক দৃষ্টে কি দেখছো ?

দেবেন্দ্র। প্রকাণ্ড হাঁ!—সদানন্দ! হিন্দু-সমাজে গরিবের ঘরে মেয়ে জন্মায় কেন জানো ? বলতে পারো ? এই জগন্ত হাঁ'র স্বর্গের দেবী নেমে আসে কেন ? তাদের অপরাধ কি ? তাদের অপরাধ কি ?

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! দোষ সমাজের নয় দোষ তোমাদের। গরিবাবস্থায় বিবাহ কর কেন ?

দেবেন্দ্র। বাবা দিয়েছিলেন।

সদানন্দ। বাপের ভুলে ছেলে কষ্ট পায়—এ আজ নূতন নয়।

দেবেন্দ্র। না, তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি মাকে দিয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ডান দিকে ঘাড় নেড়েছিলাম।—বেশ মনে আছে। তখন ভেবেছিলাম যে, বিবাহের এ নন্দন কাননে কেবল পারিজাত ফোটে, কোকিল গান গায়, আর কেবল সুরভিস্নিগ্ধ মলয় হিল্লোল ব'য়ে যায়। তখন কি জান্তাম—ওঃ!—বেরোবার উপায় নাই! বেরোবার উপায় নাই। কোন উপায় নাই সদানন্দ?

সদানন্দ। উপায় তোমায় একদিন বলেছি।

দেবেন্দ্র। না, সাহসে কুলোয় না।—কেন? তাই বা কেন?—মানুষ ত আমি। না—ছাড়বো। ঠিক কর্লাম ছাড়বো।

সদানন্দ। কি?

দেবেন্দ্র। পেয়ে বসেছে। না—আমি পার্ব্ব না।—কেন পার্ব্ব না? সদানন্দ।

সদানন্দ। কি দেবেন্দ্র! ও রকম কর্চ্ছ কেন?

দেবেন্দ্র। সদানন্দ!—ভিক্ষা চাই। দিবে কি?

সদানন্দ। কি চাও ভাই?—বল—বল—সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন দেবেন্দ্র! আমায় এতদিনে চেনোনি? যদি আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চাও হাস্যমুখে দিতে পারি। দিই নাই, কারণ সাহস করি নাই। তুমি কখন চাও নি। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ দেখি।

দেবেন্দ্র। না, আমি তোমার অর্থ চাই না, কিন্তু তার চেয়ে দামী জিনিস চাই। আমি চাই—তোমার পুত্রকে, তুমি নাও আমার—কন্যাকে।

সদানন্দ। বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু! তুমি এমন জিনিস চাইলে, যা আমি দিতে পারি না। পুত্রের বিবাহ—তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। আমার হাত নাই।

দেবেন্দ্র। তোমার পুত্রের মত আছে জেনেছি।

সদানন্দ। আছে? তবে দেবেন্দ্র! তোমার কন্যা তবে আজ থেকে আমার কন্যা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! আজ তবে যাও। আর না। যাও, মন দৃঢ় ক'রে নিই।

[সদানন্দ চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র কাঁদিলেন। পরে উপেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন]

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র! ভাই, আমি এসেছি—সেই বিষয়টা—

দেবেন্দ্র। দাদা! আমি ঠিক করেছি। আমি সদানন্দের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। আর কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই।

উপেন্দ্র। সে কি! তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ?

দেবেন্দ্র। হয় ত—

উপেন্দ্র। সমাজ?

দেবেন্দ্র। ছাড়বো।

উপেন্দ্র। অবশ্য তোমার কন্যার উপর তোমার অখণ্ড দাবী আছে। তবে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে পাল্লেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এই পুরাতন

দেবেন্দ্র। হোক পুরাতন। এ সমাজ আমার কি উপকারটা কচ্চে বল দেখি দাদা, যে আমি তার জন্য সুবিধা ছেড়ে, তার দাসত্ব কর্ব্ব? আমি ত কখন দেখলাম না যে, সমাজ আমার জন্য কখনও নিজের এক পয়সাও ছাড়লে। আমি ত দেখছি যে, চিরকালটা সে আমার উপর দাবীই ক'রে আসছে। আগে ছিল বটে, যে পাড়ার একজনের বিপদ দশ জনে ঘাড় পেতে নিত। কিন্তু আজকাল বাড়ীর পাশে প্রতিবেশী ম'রে গেলে, কেউ উঁকি মেরেও দেখে না। এ সমাজ আমার গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি।

উপেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর, দেবেন্দ্র! কেবল স্বার্থত্যাগ কর। আহা! কি মধুর এই স্বার্থত্যাগ! আমি যে সে ধর্ম্ম আপনার ক'রে নিতে পেরেছি, সে স্পর্দ্ধা আমার নাই। সেই প্রয়াস করি মাত্র নারায়ণ! শ্রীহরি!! গোবিন্দ!!!

দেবেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর্ব্ব? কার জন্য দাদা? এই সমাজের জন্য? আমি নিজের সুখ, কন্যার সুখ, বলি দিতে পার্ত্তাম হয় ত, যদি সেই বলির মাংসে সমাজের উদর পূর্ণ না হ'ত। খেয়ে খেয়ে তার উদরের বেড় বেশী বড় হয়েছে। তার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার বড় বেড়েছে। আমি মান্‌বো না।

উপেন্দ্র। কিন্তু বিবেচনা কর দেবেন্দ্র! তোমার নিজের প্রতিও তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। বিলেত ফেত্তার সঙ্গে বিয়ে দিলে সমাজে একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে হবে।

দেবেন্দ্র। না হয় একঘরে হব। তাতে

আজকাল আর অপমান নাই—তাতে গৌরব। যেখানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই। সমাজ একঘরে কর্ব্বেন কাকে? না যে প্রকাশ্যে মুর্গী খায়, যার বাপ অপঘাতে মরে, আর প্রায়শ্চিত্ত করে না। যার হৃদয় বালিকা-বিধবার দুঃখে কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারে না। যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলেত যায়—তাকে সমাজ একঘরে কর্ব্বেন। আর যে লম্পট, ব্যভিচারী, জালিয়াৎ, চোর, স্ত্রী-ঘাতক—যে তিনবার জেল খেটে এসেছে,—যে শত নিরীহ প্রজার ঘর পুড়িয়ে, কি সরকারের ভিটেয় ঘু ঘু চরিয়ে, হত্যায় হাত দুখানি রাঙ্গিয়ে এসে সেই হাতের বড়ো আঙ্গুলে টাকা ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দিতে পারে, এই সনাতন সমাজ তার মাথার উপর হাত বোলায়! বিদ্যাসাগর হলেন একঘরে—আর মোহান্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক। না দাদা! আমি একঘরে হব।

উপেন্দ্র। বুঝেছি ভাই,' যদি শাস্ত্র পাঠ ক'র্‌তে দেবেন্দ্র। আমি যে সংস্কৃত শাস্ত্র সব আয়ত্ত ক'রেছি, সে স্পর্দ্ধা আমি করি না। তবে হিন্দুশাস্ত্র কিছু পাঠ ক'রেছি বটে।

দেবেন্দ্র। তার ফল ত সম্মুখেই দেখ্‌ছি। এ দুটোর মধ্যে বেছে নেওয়া কিছু শক্ত নয়। আমি বেছে নিয়েছি।

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র!—

দেবেন্দ্র। না দাদা! তোমার কোন উপদেশ চাই না। যাও, তোমার উপদেশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিলি ক'রো। আমি চাই না।

উপেন্দ্র। তবে তোমার যথেচ্ছা কর। মধুসূদন! নারায়ণ! শ্রীহরি! গোবিন্দ!!

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যদি এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল দাদা, তোমার আচরণে আর আমার কোন দ্বিধা নাই।

[ মানদার প্রবেশ ]

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! উৎসব কর—আনন্দ কর।

মানদা। কেন?

দেবেন্দ্র। আমি মুক্ত হ'তে যাচ্ছি। সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে পিঁজরে ভেঙ্গে বেরোতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে গৃহিণী?

মানদা। কোথায়?

দেবেন্দ্র। ঐখানে। ঐ নীল আকাশের তলে—ঐ সূর্য্যালোকে—ঐ নির্ম্মুক্ত পবিত্র বাতাসে। গৃহিণী! আমি সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ দেবো?

মানদা। কার সঙ্গে।

দেবেন্দ্র। সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে।

মানদা। দেবে?

দেবেন্দ্র। দেবো ঠিক করেছি। যে টুকু সন্দেহ ছিল—দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে সন্দেহ ঘুচে গিয়েছে। বিবাহের উদ্যোগ কর।

মানদা। এর চেয়ে সুখের বিষয় কি হ'তে পারে? বাছার মনে মনে তাই ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। তোমার মত আছে?

মানদা। তোমার মতেই আমার মত।—যাই সুশীলাকে বলিগে।

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! মনের আনন্দ কি চেপে রাখতে পাবো? মুখে বেশ পতিভক্তি দেখিয়ে ব'লে গেলে—"তোমার মতেই আমার মত"—তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে তুমি চোখে কাপড় দিয়েছিলে কেন? আর বিনয়ের সঙ্গে বিবাহের কথায় যেন আনন্দ রাখ্‌বার জায়গা পাচ্ছো না। আনন্দে—অতখানি শরীর না হ'লে—নিশ্চয় নাচ্‌তে।

[ প্রস্থান।

( মানদা ও বিনোদিনীর প্রবেশ )

মানদা। সুশীলা কোথায় মা?

বিনোদ। গা ধুয়ে আস্‌ছে।

মানদা। একটা সুখবর শুনবে মা!

বিনোদ। কি মা?

মানদা। বিনয়ের সঙ্গে বিয়েয় তোমার বাবা রাজি হয়েছেন!

বিনোদ। [ সোৎসাহে ] হয়েছেন!

মানদা। আমি যাই, সুশীলাকে বলিগে।

[ প্রস্থান।

বিনোদ। সুশীলা কি সুখীই হবে!—আর আমি? না—তার সুখেই আমার সুখ, বিধবার অন্য কামনা নাই, এই ব্রত ধারণ করেছি, ভগবান্! যেন সে ব্রত পূর্ণ হয়।

( সুশীলার প্রবেশ )

বিনোদ। সুশীলা! একটা সুখবর শুনবে?

সুশীলা। শুনেছি দিদি! কিন্তু তা হবে না।

বিনোদ। কি হবে না?

সুশীলা। আমি তাঁকে বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি বোন্! তবে কাকে বিবাহ কর্ব্বে?

সুশীলা। আমি বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি সুশীলা! মেয়েমানুষ বিয়ে না কলে চলে?

সুশীলা। কেন চলে না দিদি!

বিনোদ। ও মা! বলে কেন চলে না। এ দেশে, সেই রামচন্দ্রের যুগ থেকে, সকলেই বিয়ে ক'রে আস্‌ছে।

সুশীলা। তার আগে থেকেও বিবাহ ক'রে এসেছে। মানি, কিন্তু এ দেশে তাদের উপর কি অত্যাচারটা হ'য়ে গেছে দিদি! তাও ভাবো। রামচন্দ্র নিরপরাধা সীতাকে প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য বনবাস দিলেন। আর ভাবলেন যে, মহা স্বার্থত্যাগ কর্লেন। বোধ হয় প্রজাদের মনস্তুষ্টি জন্য তিনি তাঁর মাকেও কাট্‌তে প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশা-খেলায় বাজী রাখ্‌লেন। ধর্ম্মরাজ কি না! এ জাতি উচ্ছন্ন যাবে না, ত কে যাবে? বংশ-পরম্পরায় কোটি নারীর দীর্ঘশ্বাস যা তাদের অশ্রুবারির সঙ্গে মিশে বাষ্পাকারে আকাশে উঠ্‌ছে, তাই আজ অভিশাপ হ'য়ে নেমে, এই জাতির উপর গরল বৃষ্টি কর্চ্ছে। হবে না? এত-খানি স্বার্থপর জাতি—যে জাতি অবলা—অবলা ব'লে, তার উপর বংশপরম্পরায় এই অত্যাচার কর্ত্তে পারে, সে জাতি উচ্ছন্ন যাবে না ত কে উচ্ছন্ন যাবে?

বিনোদ। সুশীলা! তুমি এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা ব'লে গেলে। কিন্তু বোন্, তুমি এক দিকই দেখ্‌লে; পুরুষেরা যদিও নারীজাতির উপর এই অবিচার, অত্যাচারের জন্য দায়ী হয়, তথাপি ভেবে দেখ, আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির গুণরাশি তৈরি ক'রে দিলে কে? সেই প্রপীড়িতা, পরিত্যক্তা সীতাদেবী যে মর্ব্বার সময়ও বলেছিলেন যে, "জন্ম জন্মান্তর যেন শ্রীরামচন্দ্রকেই পতি পাই"—এ কথা এ দেশ ছাড়া আর কোন্ জাতির নারী বল্‌তে পেরেছে?

সুশীলা। আর কোন্ দেশের পুত্র পিতার আজ্ঞায় মাতৃবধ কর্ত্তে পেরেছে? দিদি! আর বলো না, রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়। আমাদের দেশের পুরুষ—পতিকেই নারীর একমাত্র প্রেয়, ধ্যেয়, শ্রেয় ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। সেই আদর্শ তাদের সম্মুখে খাড়া ক'রে ধ'রে রেখেছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সমাজে যত কঠোর বিধান এই অভাগিনী নারী জাতির জন্য। পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হোক—অশীতি বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক, স্ত্রীকে পদাঘাত করুক, সমাজ সব সৈবে। কেবল নারী জাতির পান থেকে চূণটি খস্‌লেই সর্ব্বনাশ।

বিনোদ। বোন্! পুরুষ জাতি যদি খারাপই হয়, আমাদের আদর্শ থেকে আমরা স্খলিত হই কেন? পুরুষ জাতি যদি স্বার্থপর,—তাদের মহৎ কর। তারা ত আমাদের শত্রু নয় যে, আমরা তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বস্‌বো। বোন্! নম্র হও, সহিষ্ণু হও। সেতেই নারীর জন্ম। জীবন উৎসর্গেই তার জীবন। পুরুষ আর নারীকে ঈশ্বর সমান ক'রে গড়েননি। আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দিনে যে এখনও সে মুখ তুলে চাইতে পার্চ্ছে, তা এই নারী-জাতির ধর্ম্মের বলে। সেটা হারিয়ো না।

সুশীলা। থাক্, আর কাজ নেই। তুমি পার—আমি পারি না। তোমার বিশ্বাস আছে—আমার নাই। এই মাত্র।

[ প্রস্থান।

( বরেন্দ্রের প্রবেশ )

বরেন্দ্র। এই নোটের তাড়া, এবার আর আমাকে পায় কে? এবার—হুঁ হুঁ দেখ্‌বো রামলালবাবু—

বিনোদ। বরেন্দ্র!

বরেন্দ্র। [চমকিয়া] কে? দিদি! [নোট লুকাইতে ব্যস্ত]

বিনোদ। কি লুকোচ্ছ?

বরেন্দ্র। কিছু না—দলিল—

বিনোদ। কিসের দলিল?

বরেন্দ্র। এঁ্যা—না—এ দলিল।

বিনোদ। মিথ্যা কথা।

[বরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন।]

বিনোদ। দেখি, হাতে কি? [অগ্রসর হইলেন]

বরেন্দ্র। নোট।

বিনোদ। কোথায় পেলে? সত্য বল।

বরেন্দ্র। খেলায় জিতেছি।

বিনোদ। সমস্ত মিথ্যা কথা। বরেন! তুমি উচ্ছন্ন যেতে বসেছ। এ কি উচিত হচ্ছে ভাই! কোথায় তুমি তোমার বাপের দারিদ্র্য ঘাড় পেতে নেবে, দৈন্যে—দুর্দ্দিনে, তাদের সাহায্য কর্ব্বে, না, তুমি ব'সে ব'সে তোমার বাপের যা কিছু আছে, উড়োচ্চ। জুয়ো খেলছো! টাকা কোথায় পাও জানি না। হয় চুরি কর—

বরেন্দ্র। না দিদি।

বিনোদ। কিংবা জাল কর। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ কি? জাল করেছ?

বরেন্দ্র। জানলে কেমন ক'রে? হাঁ, জাল করেছি। আমি জুয়া খেলবো ব'লে করেছি। নাও টাকা।

বিনোদ। জালিয়াতের টাকা আমি ছুঁই না। তুমি যাও, যার টাকা তাকে দিয়ে এস। তার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এস। তার পর নিজের চোখের জলে হাত ধুয়ে আমার কাছে এস, নইলে এস না। নইলে তোমার মায়ের বক্ষেও তোমার স্থান নাই জেন।

[প্রস্থান।

বরেন্দ্র। না, তাই কর্ব্ব। ফিরিয়ে দেব। মায়ের মনে ব্যথা দিব না।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জেল। কাল—মধ্যাহ্ন।

কেদার।

কেদার। এ এক রকম মন্দ নয়। এর মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর তেল বেরোচ্ছে। এই রকম যদি মাথা ঘোরাতাম—আর বুদ্ধি বেরোত। মাথা নেই—তার আর মাথা ব্যথা। বেটাকে যে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছি, তাতে আমার মনে বেশ আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পার্চ্ছি। না হয় তার মাথা ভাঙ্গার পরে ইট ভাঙ্গলামই বা। ঐ বেটা ঘানি ঘোরাচ্ছে—বেশ চক্ষু বুজে, যেন সেটা উপভোগ কর্চ্ছে! অ্যা! আবার গান গায় যে।

দরের ব্যক্তির গীত।

ঘোরো, ঘোরো আমার ঘানি,
আমি শুধু চক্ষু বুজে কেবল টানি—কেবল টানি।
কত বর্ষা শীতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ধরাখানি,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—তুই-ত বেটা ক্ষুদ্রপ্রাণী,
আমরা ভব-ঘোরে মর্চ্ছি ঘুরে,
কেন ঘুরি নাহি জানি,
জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণটা
হেঁচড়ে টেনে আনি।
এ প্রাণের তবুও যায় না ক্ষুধা,
কেন জানেন ভগবানই।
হোক্,—তবু যদি তোমার পানেই চক্ষু থাকে—
তবেই ঘোরা ধন্য মানি!

(এক জন কয়েদীর প্রবেশ।)

কেদার। তুমি কে?

কয়েদী। আমি এক জন কয়েদী।

কেদার। তোমায় দেখে ভদ্রলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। তুমি জেলে এলে কি ক'রে? বোধ হয় আমারই মত ভাল কাজ ক'রে!

কয়েদী। না বাবু। আমি এখানে এসেছি—খারাপ কাজ না ক'রে।

কেদার। কি রকম?

কয়েদী। তবে শুনুন। উপেন্দ্রবাবু বল্লে যে, তাঁর জাল উইলের সাক্ষী হ'তে হবে। আমি

আসল উইলের সাক্ষী আছি, আবার জাল উইলের সাক্ষী হব কেমন ক'রে? তাই মিথ্যে মোকদ্দমায় আমায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলে। উকীল মানুষ—সব পারে। ওঃ। বড় তৃষ্ণা পাচ্ছে—

কেদার। বটে, গল্পটা ত বেশ জমিয়ে এনেছ। আসল উইল আর জাল উইল কি?

কয়েদী। উপেন্দ্রবাবুর বাবা উইল করেন যে, তাঁর বিষয়ের তিন ভাগ তাঁর ছোট ছেলে দেবেন্দ্রের, আর এক ভাগ বড় ছেলের। আর তাঁর দুই মেয়ে মাসে মাসে কোম্পানীর কাগজের সুদ পাবে। আমি, আর তিন জন—গদাধর, কিশোরী আর হরিপদ সেই উইলের সাক্ষী ছিলাম। তার পরে উপেন্দ্রবাবু একখানা জাল উইল তৈরী ক'রে—ওঃ, আর কথা কৈতে পাচ্ছি না, একটু জল দাও।

কেদার। ওহো! বুঝেছি, এবার—এবার ভারি মজা হয়েছে! একবার জেল থেকে বেরোতে পাল্লে হয়।—আর তিন জন সাক্ষীর কি নাম কল্লে? যজ্ঞেশ্বর, হবিপদ আর কি?

কয়েদী। যজ্ঞেশ্বর নয়। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

কেদার। হাঁ হাঁ, কিশোরীই বটে। তাঁরা তিন জন কোথায়?

কয়েদী। গদাধব আর হবিপদ কাশীবাস কর্চ্ছেন। আর কিশোরী বোধ হয় মজঃফরপুরে আছেন। আমি জেলে যাবার আগে ত সেখানকার উকীল ছিলেন। একটু জল দেন, গলা শুকিয়ে আস্‌ছে। আর পারি না, জল।

কেদার। এসো। জল কি,—তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরের দিনই, আমার বাড়ী তোমার আলুবখ্‌রার সরবৎ খাওয়ার নিমন্ত্রণ রৈল। ওঃ! এই কাণ্ড! এবার আমাকে পায় কে? [ নৃত্য। ]

কয়েদী। ওকি! তুমি কি উন্মাদ?

কেদার। [ নৃত্য ] তারে ধারে ধোম্‌না ধিনা তারে কেটি তিনা।—তাদের নামগুলো কি বল্লে? গদাধর—শ্যামাপদ—

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়, হরিপদ।

কেদার। হাঁ হাঁ, হরিপদ—আর কি?

কয়েদী। কিশোরী।

কেদার। রোস, মুখস্থ ক'রে নেই। শ্যামাপদ, হরিপদ, কিশোরী।

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়—গদাধর।

কেদার। বটে, বটে। গদাধর, গদাধর, কিশোরী।

কয়েদী। দুজনের নাম গদাধর নয়, এক জন হরিপদ।

কেদার। বটে, বটে। হরিপদ, হরিপদ।

কয়েদী। তোমার মুখস্থ হবে না।

কেদার। কেন?

কয়েদী। বিশবার বল্‌ছি—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

কেদার। ঠিক। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী, গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। গদাধর—হরিপদ আর একটা কি?

কয়েদী। কিশোরী, কিশোরী—

কেদার। হাঁ, হাঁ, কিশোরী—কিশোরী।

কয়েদী। হাঁ।

কেদার। কিন্তু তাদের পূরো নাম চাই যে। গদাধর কি?

কয়েদী। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্‌।

কেদার। গদাধব সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্‌। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্‌। সবজজ্‌—সবজজ্‌—সবজজ্‌—তারপর?

কয়েদী। হরিপদ মল্লিক—সামুকের জমিদার।

কেদার। আর?

কয়েদী। কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকীল।—একটু জল দাও। আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

কেদার। এই দিই। শ্যামাপদ মল্লিক—রিটায়ার্ড সবজজ্‌, সবজজ্‌।

কয়েদী। শ্যামাপদ মল্লিক কে বল্লে!

কেদার। তবে?

কয়েদী। গদাধর সেন।

কেদার। বটে, বটে, গদাধর সেন—গদাধর সেন।

কয়েদী। একটু জল দাও না।

কেদার। তারপর কিশোরী মল্লিক,—সামুকের উকীল না?

কয়েদী। মোটেই না। কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়,

—মজঃফরপুরের উকীল ; একটু জল দাও—আমি যে তৃষ্ণায় মরি।

কেদার। এই দিই, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় —মজঃফরপুরের উকীল। গদাধর সেন-- রিটায়ার্ড সবজজ্। রিটায়ার্ড সবজজ্। এসো। তুমি কি খাবে ? শুধু জল ?—পান্তোয়া ? সরভাজা ? না, তা এখানে পাবার জো নেই, কি হবে ?

কয়েদী। আমায় শুধু জল দিলেই হবে।

কেদার। আচ্ছা চল। কিশোরী মল্লিক,—রিটায়ার্ড সবজজ্ রিটায়ার্ড।

কয়েদী। আবার কিশোরী মল্লিক ? কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেদার। হাঁ, হাঁ। বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েদী। মজঃফরপুরের উকীল।

কেদার। উকীল, উকীল। মুখস্থ কর্ব্বই। তা যতদিন লাগে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

দেবেন্দ্র ও মানদা।

মানদা। মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, তা আমি কি কর্ব্ব বল।

দেবেন্দ্র। বিয়ে কর্ত্তে চায় না ?

মানদা। না।

দেবেন্দ্র। হুঁ।

মানদা। এখন উপায় ?

দেবেন্দ্র। কিসের উপায় ? এ ত বেশ কথা। খরচ বেঁচে গেল।

মানদা। কিসের খরচ ?

দেবেন্দ্র। বিয়ের খরচ। সদানন্দ টাকা নিত না বটে, কিন্তু বিয়েরও একটা খরচ আছে। সেটা বেঁচে গেল।

মানদা। কি বল্‌ছ ?

দেবেন্দ্র। বেশ বল্‌ছি।

মানদা। তবে মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

দেবেন্দ্র। মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে না, আমি কি কর্ব্ব ?

মানদা। তুমি বুঝিয়ে বল।

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। তবে মেয়ে আইবড় থাকবে ?

দেবেন্দ্র। বিয়ে না হ'লে, সে মেয়েকে যে কি বলে--আইবুড়ো না ?

মানদা। লোকে যে একঘরে কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। তার জন্য ত আগেই প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি।

[ নেপথ্যে সদানন্দ ]। দেবেন্দ্র বাড়ী আছ ?

দেবেন্দ্র। এসো সদানন্দ ! তুমি এখন ভিতরে যাও।

[ মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যাক্।

( সদানন্দের প্রবেশ )

সদানন্দ। তোমার অসুখ করেছে শুন্‌লাম।

দেবেন্দ্র। বিশেষ কিছু নয়, তবে—মনটা খারাপ হলেও ওরকম মাঝে মাঝে হয়।

সদানন্দ। মনই বা এত খারাপ থাকে কেন ?

দেবেন্দ্র। এই পুত্র কন্যাদের স্নেহাধিক্যে।

সদানন্দ। ও, তুমি সুশীলার কথা ভাবছো ?

দেবেন্দ্র। না, সে ভালই করেছে, বিয়ে করেনি। আর একটা সংসার—গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ভাসিয়ে দেয় নি। ওরা সব পাপ--জঞ্জাল—আপদ—সর্ব্বনাশ। আমরা দুধ দিয়ে কালসাপিনী পুষি। ওঃ !

সদানন্দ। সত্য কি তোমার ঐ মত ?

দেবেন্দ্র। তা বৈ কি।

সদানন্দ। ঠিক উল্টো গাইছ।

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্ব, ঠেকে শিখেছি।

সদানন্দ। দেবেন্দ্র ! আমি তোমায় ভক্তি করি, কিন্তু তুমি এত তরল ! এত সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হও !

দেবেন্দ্র। কিছু না, বেশ বুঝিছি, কিছু প্রয়োজন নাই।

সদানন্দ। কিসের ?

দেবেন্দ্র। কন্যার বিবাহের।

সদানন্দ। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দেবেন্দ্র। কেন?

সদানন্দ। এর মধ্যে জন্মান্তরবাদ আর আধ্যাত্মিকতা না এনে—এটা বোঝা উচিত, যে পুত্র-কন্যা হাওয়া খেয়ে বাঁচে না; তাদের ভবিষ্যৎ আহারের উপায় তাদের পিতা-মাতারই ক'রে দিতে হবে।

দেবেন্দ্র। অপরাধ?

সদানন্দ। এই পুত্র-কন্যাকে সংসারে আনার জন্য তাঁরা দায়ী। তাদের জীবন, শৈশব, তাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবার সুযোগ, পিতামাতার হাতে। তাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের জন্য তাঁরা দায়ী। তারা যদি খেতে না পায়, তা' হ'লে তার জন্য সংসারে কেউ দায়ী হয় ত, তাঁরাই দায়ী।

দেবেন্দ্র। তার পরে?

সদানন্দ। ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে তাদের খাবার উপায় ক'রে দিচ্ছ, মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু কর্ব্বে না? মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এক রকম মেয়ের চাকরী ক'রে দেওয়া। বিয়ে দিতেই হবে, তবে—

দেবেন্দ্র। তবে—থামলে কেন?

সদানন্দ। নারীর প্রতি ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আমরা কি কর্ব্ব? তবে যতদূর মানুষ পারে, ততদূর তাদের জন্য করা কর্ত্তব্য। এই অসুবিধা ও দুঃখ দূর কত্তে, আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

দেবেন্দ্র। বুঝ্‌লাম না।

সদানন্দ। তারা দুর্ব্বল, কিন্তু তারাও মানুষ। পুরুষের মত, অপমান, অবহেলা, তাদের বক্ষেও বাজে। পুরুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধি কম, কিন্তু তাদেরও মতামত আছে। তাদের মত একেবারে তুচ্ছ কর্ত্তে পারি না। যখন তারা শিশু ছিল, যখন তাদের একটা মত ছিল না, তখন তাদের বাপমায়ে ধ'রে তাদের বিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রেখেছ, যখন তাদের একটা মতামত হয়েছে, তখন আর তাকে তুচ্ছ কর্ত্তে পার না। সুশীলার অমতে যদি তুমি বিনয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে, আমি তাতে বাধা দিতাম।

দেবেন্দ্র। কিন্তু মেয়ে যখন হিন্দুর ঘরে জন্মেছে,—তার হিন্দু-মেয়ের মত আচরণ করা উচিত নয় কি?

সদানন্দ। সাবিত্রীও হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলেন। বয়স্থা কুমারীর একটা মত থাকবেই। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না।

( বরেন্দ্রের প্রবেশ )

বরেন্দ্র। বাবা!

দেবেন্দ্র। কি?

বরেন্দ্র। মা বল্লেন, খুকীর বিকার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। সে কথা তিনি আমাকেও ব'লে গিয়েছেন।

বরেন্দ্র। সে আবল তাবল বক্‌ছে।

দেবেন্দ্র। নৈলে কি আর সাম্যের লেক্‌চার দেবে?

বরেন্দ্র। মা ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। আমি এখন যেতে পারি না,—যা।

সদানন্দ। না দেবেন্দ্র! ভিতরে যাও।

দেবেন্দ্র। আমি কারও বাঁধা চাকর নই।

সদানন্দ। সিভিলসার্জ্জনকে ডাকবো?

দেবেন্দ্র। না—না—না। কতবার বল্‌ব, —তুমি এখন বাড়ী যাও।

সদানন্দ। আচ্ছা যাচ্ছি! তুমি একবার বাড়ীর ভিতরে যাও, তারা ব্যস্ত হয়েছেন।

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। জ্বালালে,—ওঃ, কেন বিবাহ করেছিলাম?

( বিনোদিনীর প্রবেশ )

বিনোদ। বাবা!

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি চল, মরণ হয় না?

[ প্রস্থান।

বিনোদ। বাবার একটু শরীর খারাপ হয়েছে। নৈলে আগে কথায় কথায় ত এমন রাগ্‌তেন না।

## চতুর্থ দৃশ্য

কাল—রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি-প্রপাতের শব্দ। শিলাবৃষ্টি ও মেঘ-গর্জ্জন।

গৃহমধ্যে শয্যায় পীড়িতা কন্যা। মানদা পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল। দেবেন্দ্র দণ্ডায়মান।

দেবেন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শিলা-প্রপাতে দরোজা ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ছে। আর দূরে মেঘ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত নিম্ন—গভীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন কর্চ্ছে। আর এমনি অন্ধকার বোধ হচ্ছে, যেন আকাশ থেকে সৃষ্টি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। আছে শুধু এই কুঁড়ে ঘর। আছে শুধু হতভাগ্য আমরা কয়জন। সত্যই ত আমার কাছে সংসারে আর কেউ নাই! যখন ঝড় থেমে যাবে, অন্ধকার স'রে যাবে, যখন সূর্য্যকিরণে ফুল ফুটে উঠ্‌বে, পাখী গেয়ে উঠ্‌বে, যখন বসন্তের বায়ু ধীরপদে শ্যামলতার উপর দিয়ে চ'লে যাবে, পুষ্পগন্ধে কুঞ্জবন বিভোর হয়ে উঠ্‌বে, তখনই বা আমার কে আছে? সংসার?—একবার ফিরে আমার পানে চেয়ে দেখে না। দাদা!—শুনি মাত্র যে একই মাতৃগর্ভে আমাদের জন্ম। সংসারে আছে মাত্র দুই পুত্র। একটি শিক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর একটি খাদ্যাভাবে রুগ্ন, দুইটি কন্যা—একটিকে ত ভাসিয়ে দিয়েছি, আর একটিকে—তাও পাচ্ছি না। মানদা যে সমস্ত দিন কলীর মত শ্রম করে, এখন নিদ্রা তাকে অনুকম্পায় কোলে টেনে নিয়েছে, এই রুগ্নকন্যা মর্ত্তে যাচ্ছে, আর আমি এই সব দেখ্‌ছি!

কন্যা। মা! মা!

মানদা। [ জাগিয়া ] কি মা!

কন্যা। জল।

দেবেন্দ্র। এই যে। [ আনিতে উদ্যত ]

কন্যা। না—ওঃ—বাবা!

দেবেন্দ্র। এই যে দিচ্ছি। [ জল প্রদান ]

কন্যা। না—পারি না—মা!

মানদা। কি মা! এই যে আমি।

কন্যা। দিদি!

দেবেন্দ্র। ঘুমাচ্ছে, ডাক্‌বো?

কন্যা। না, কাজ নেই। বাবা!—তি ফিরে এলে তাকে বল— উঃ!

দেবেন্দ্র। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে?

কন্যা। না, এক্ষণেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

মানদা। বালাই—ষাট।

কন্যা। মা! [ গলদেশ ধারণ ]

মানদা। মা আমার। [ জড়াইয়া ধরিলেন ]

কন্যা। মা!—উঃ—বাবা!

মানদা। ডাক্তার ডাকো।

[ কন্যা আবার শয্যায় পড়িয়া গেল ]

কন্যা। বাবা! বড় কষ্ট যে।

মানদা। ও কি! বাছা ওরকম কচ্ছে কেন? —ডাক্তার ডাকো।

দেবেন্দ্র। ডাক্তার! বাহিরে কি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? এই রাত্রে।—ডাক্তার কেউ ১০৲ টাকা দিলেও আসবে না। আর তা দেবারও ত আমার সঙ্গতি নাই।

কন্যা। ডাক্তার কাজ নেই—বাবা!—জানালা খুলে দাও!

[ দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া দিলেন। আর্দ্র বাতাস আসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনীর জীবন নিভিয়া গেল। ]

দেবেন্দ্র। [ অন্ধকারে ] মা কুমুদ!

মানদা। কই মা আমার [ জড়াইয়া ধরিলেন ]

দেবেন্দ্র। জড়িয়ে ধর—দেখ, যেন না পালায়। এই অন্ধকারে, সুযোগ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে না পালায়।

মানদা। পালিয়েছে। [ অস্ফুট ক্রন্দন ]

দেবেন্দ্র। ছেড়ে দিলে? জড়িয়ে ধ'রে রাখতে পার্লে না? মূর্খ! চল তবে—এই অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে আমরা ছুটে বেরোই। কোথায় পালাল দেখি। [ উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্ক্রান্ত ]

নেপথ্যে। কুমুদ! কুমুদ!

---

# তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবেন্দ্র গৃহমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছিল।

দেবেন্দ্র। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার না হ'তেই আর একটা ঘাড়ে এসে চাপ্‌ল! জলেই জল বাঁধে'। যখন পড়তে আরম্ভ করেছি—আর রাখে কে? যত পড়্‌ছি ততই যেন আর দেবী সৈছে না।—এই যে গৃহিণী আস্‌ছেন। এসো না, আমি অনড়, কি কর্ব্বে কর।

( মানদার প্রবেশ )

মানদা। ওগো! চোখের সাম্‌নে ছেলেকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল?

দেবেন্দ্র। গেল বৈ কি।

মানদা। কিছু বল্লে না?

দেবেন্দ্র। না—

মানদা। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

দেবেন্দ্র। দেখ্‌লাম বৈ কি—চমৎকার দৃশ্য!

মানদা। আপত্তি কর্লে না?

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। কেন?

দেবেন্দ্র। পাছে পুলিশ ছেলেকে ছেড়ে দেয়, এই ভয়ে।

মানদা। এই ভয়ে!

দেবেন্দ্র। কি জানি, পুলিশের সঙ্গে আমার যে মধুর সম্বন্ধ।

মানদা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। না, তুমি তাকে বাঁচাও।

দেবেন্দ্র। কাকে?

মানদা। ছেলেকে,—কি! হাস্‌ছো যে?

দেবেন্দ্র। বেশ আছ গৃহিণী! কোনই ভাবনা নাই! সংসারের কিছুই জান না।—ভগবান্ আমাকে নারী ক'রে তৈরী কর্লেন না কেন?—এ যে শত গর্ভ-যন্ত্রণা।

মানদা। বাছার কি হবে?

দেবেন্দ্র। বাছা জেলে যাবে।—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা,—কিন্তু ধল্লেই [ দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়িত করিয়া ]—যাও জেলে,—কি আইনই করেছে কোম্পানী!—তোফা।

মানদা। ছেলে জেলে গেলে আমি বাঁচ্‌ব না।

দেবেন্দ্র। তবে মর। হাঁ মর। এক ছেলে সন্ন্যাসী—আর এক ছেলে গেল জেলে। এক মেয়ে চিকিৎসাভাবে গেল মারা, আর এক মেয়ে সুপাত্রাভাবে হ'ল বিধবা—আর এক মেয়ে—যাক্, বাকি আছ তুমি। তুমি দাও গলায় দড়ি, আর আমি—কি কৌশলই করেছ দয়াময়!—পেটে নাই ভাত, তবু বিয়ের সাধটুক্ আছে—বিয়ে কর—ফল ভোগ কর। শোধ বোধ। কাউকে দোষ দিচ্ছি না।

মানদা। ছেলে জেলে যাবে?

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। ভালো কৌন্সিলি দিলে খালাস দিতে পারে।

দেবেন্দ্র। তা হয় ত পারে।

মানদা। তাই দাও।

দেবেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ।—বেশ আছ গৃহিণী। কিছু শক্ত ঠেকে না।—কিছু বোধ হয় না।—কৌন্সিলি দিতে টাকা লাগে, তা জানো? সে টাকা বোধ হয় তুমি দেবে?

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। এঃ!—সমস্যাটাকে যে একেবারে তীরের মত সোজা ক'রে তুলে। খুব সোজা—খুব সোজা!—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

মানদা। বেশ যা হোক্। ছেলে চল্লো জেলে আর এ দিকে তুমি হাস্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

দেবেন্দ্র। না সেটা অন্যায় হয়েছে। আর হাস্‌ব না। গৃহিণী। বাবার দেনা শোধ দিতে আধখানা বাড়ী বিক্রয় করেছি,—দেখেছ? ধার—কখন করি নি, কর্ব্ব না। যাক্ ছেলে জেলে।

মানদা। তবে কি হবে? [ ক্রন্দনোপক্রম ]

দেবেন্দ্র। [ কঠোর স্বরে ] যাও, বিরক্ত ক'রো না।

[ মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। বিয়ে করেছি—ফলভোগ কর্চ্ছি! কাউকে দোষ দিচ্ছি না। বাবা বিয়ে দেবার

আগে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, আমি সম্মতি দিয়েছিলাম।—তখন ভেবেছিলাম, প্রিয়ার মুখচন্দ্রমার সুধা পান ক'রেই পেট ভরে যাবে। আর—আর কি ভেবেছিলাম?—স্বপ্নবৎ মনে হয়। তখন কি জান্‌তাম?—না—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। শোধ-বোধ। চমৎকার!—ঈশ্বর!—চমৎকার!

( বিনোদিনীর প্রবেশ )

বিনোদ। বাবা!

দেবেন্দ্র। কে? বিনোদ! -কি চাও? ও! তুমি যা চাও– তা আমি জানি,—পাবে না।

বিনোদ। বাবা! বরেনকে -

দেবেন্দ্র। কথা ক'য়ো না। কথা কইবে ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

( সুশীলার প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। তুমিও! কি চাও?

সুশীলা। আমার জন্য কিছু চাই না বাবা! বরেনকে—

দেবেন্দ্র। বেরোও বেরোও!

সুশীলা। আমায় তাড়িয়ে দিন, বরেনকে রক্ষা করুন! আপনার পায়ে পড়ি। [ পদতলে পতন ]

দেবেন্দ্র। স'রে যা ছুঁস্‌নে।

সুশীলা। বাবা! [ চরণ ধারণ ]

দেবেন্দ্র। ওঃ! আর যে পারি নে। কত চাপা দেব? এ যে ঠেলে উঠ্‌ছে। এ কি পারি? —যাক!—মা বিনোদ! মা সুশীলা! ভাব্‌ছিস্ কি ভাব্‌ছিস কি—তোদের বাপ—ওঃ!—

[ দ্রুত প্রস্থান।

( গহনার বাক্স হাতে করিয়া মানদার প্রবেশ )

মানদা। বিনোদ!

বিনোদ। কি মা?

মানদা। এই গহনা নিয়ে সদানন্দবাবুর কাছে যাও ত মা! বল গে যে, বিক্রয় ক'রে টাকা এনে দেন।

বিনোদ। সে কি মা?

মানদা। এ ক'খানা থাকতে ছেলে জেলে যাবে না। কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে!—নিয়ে যাও।

বিনোদ। এ—বলেছিলে না যে—তোমার মায়ের দেওয়া! জীবন থাক্‌তে ছাড়্‌বে না।

মানদা। বলেছিলাম। তখন ছেলের কথা ভাবি নি। ভাবি নি যে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়ে আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে, শত্রু আমার ঘরে সিঁধ দেবে। এ কখানা সিন্ধুকে থাক্‌তে বাছাকে তারা জেলে দেবে, আর আমি মা হ'য়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো!— নিয়ে যাও মা।

বিনোদ। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছ?

মানদা। না, দরকার নাই। ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে।

বিনোদ। কিন্তু -

মানদা। আপত্তি ক'রো না মা! বড় বিপদে প'ড়ে আমার মায়ের দত্ত এই অলঙ্কার—আমার হৃদয়, আমার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত, বেচে দিচ্ছি। আমার বাবা মা! মুখ ফিরিয়ে নিও না! বাবার জন্য দিচ্ছি আর কারও জন্য নয়। নিয়ে যাও বিনোদ।

[ বিনোদিনী অলঙ্কারের বাক্স লইয়া নতমুখে প্রস্থান করিলেন ]

মানদা। [ জানু পাতিয়া করযোড়ে ] মধুসূদন! এ বিপদে রক্ষা কর।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

দেবেন্দ্র একাকী নিদ্রিত অবস্থায় কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্র। টাকা! টাকা! টাকা!—সংসারে আর কিছুই নাই। কেবল ঐ টাকা। ছেলে চায় টাকা, মেয়ে চায় টাকা, গৃহিণী চায় টাকা, স্বজন চায় টাকা, তস্কর চায় টাকা, রাজা চায় টাকা, ভিক্ষুক চায় টাকা, স্তাবক চায় টাকা। মানুষ এই টাকার জন্য জননী বসুন্ধরার উদর চিরেছে, সমুদ্রের অগাধ গর্ভে ডুব মার্চ্ছে, আর পার্ত্ত, ত আকাশটাও বেড়িয়ে দেখে আস্‌তো যে, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগুলো ভেঙ্গে চুরে মিণ্টে

চড়ানো যায় কি না। বাহবারে ভুনিয়া! মানুষ সংসারে এই টাকার চিন্তায় ডুবে র'য়েছে আছে। অথচ যখন এই টাকায় স্নান ক'রে উঠবে, তখন একটা টাকাও তার গায়ে জড়িয়ে লেগে থাকবে না! বম্ ভোলানাথ। আমি দেখেছি যে, আমার পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়ী শুদ্ধর নজর পড়েছে।—ইচ্ছা যে চিলের মত এসে তাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। এই নেওয়াচ্ছি বোস না। [ লোহার সিন্ধুক খুলিলেন ] এমনি যায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যে, কেউ বের না কর্ত্তে পারে।—কোথায় রাখি? কালই আদালতে জমা দিয়ে আসতে হবে। পৈতৃক বাড়ী, পৈতৃক ঋণ; কোথায় রাখি? নিজের জন্য ত বাড়ী বিক্রয় করি নি। এও বাবা! সেও বাবা! কোথায় রাখি? এই জায়গায় রাখ্‌বো! উঁহুঃ, মাটির মধ্যে লুকিয়ে? বেশ;—[ বাহিরে গিয়া সাবল লইয়া প্রবেশ ] দেখি দেখি এই জায়গায়। [ সাবল দিয়া মাটি খুঁড়িতে গিয়া তাহার শব্দে চমকিত হইয়া ] ও কি! [ চারিদিকে চাহিয়া ] না, শব্দ হবে। না, হবে না। [ সাবল রাখিয়া ] আচ্ছা, আলমারিতে রাখ্‌বো। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। লোহার সিন্ধুক থাকতে আলমারিতে কেউ পাঁচ হাজার টাকা রাখে? রোস খুলি। [ চাবি লইয়া খুলিলেন ] এই জায়গায়—না, এই জায়গায়, এর ভিতরে—এ কি! এর ভিতর আর একটা খোপর! বাঃ, এ ত ভারি মজা। এইখানেই রাখি, বেশ কথা। [ নোটের তাড়া তাহার ভিতরে রাখিলেন। ] তার পর এই- [ বন্ধ করিলেন ] তার পর এই—[ বাহিরের কামরা বন্ধ করিলেন ] তার পর—[ চারিদিকে চাহিয়া ] কেউ নেই ত? তার পর এই—[ আলমারি বন্ধ করিলেন ] এইবার কার সাধ্য খুঁজে বের করে! হাঃ হাঃ হাঃ [ পুনর্ব্বার শয়ন ও নিদ্রা ]

( বিনোদিনীর প্রবেশ )

বিনোদ। বাবা কথা কচ্ছিলেন না? ওঃ, ওঁর ঘুমিয়ে ঘোরা, কথা কওয়া, অভ্যাস আছে বটে। প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা।

উপেন্দ্র ও ভক্তগণ আসীন।

উপেন্দ্র। ভক্তগণ! আমার মনে হয় যে, আহার অতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আর নবনী —স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—আহা—সেই দেবকীনন্দন—

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। পীতাম্বর, শিখিপুচ্ছধারী, বংশীধর, গোপাল—

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। সেই ননীচোরা স্বয়ং এই শুভ্র সুকোমল—আহা। নবনী ভক্ষণ কর্ত্তেন। অতএব— [ নবনী ভক্ষণ ]

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। এই যে ডিম্বাকৃতি রক্তাভ সুন্দর পদার্থ রসে ভাসছে, এই আহা যেন সৃষ্টি কারণসলিলে ভাসমান। এর নাম রসগোল্লা। আর্য্য ঋষিগণ এর আকার থেকেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার।—অতএব এই আত্মা পরমাত্মার দিকে চলিয়া যাউক। [ ভক্ষণ ]

ভক্তগণ। কি আধ্যাত্মিক! কি আধ্যাত্মিক!

উপেন্দ্র। এই যে পানীয়—যাকে গ্রাম্যভাষায় সর্ব্বৎ বলে—কি অপূর্ব্ব রহস্যময়! সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ, আহা সর্ব্বভূতে—কি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এই। অতএব ইহা ভূমার দিকে চলিয়া যাউক। [ পান ]

ভক্তগণ। যাউক।

উপেন্দ্র। তার পর, এই যে দেখ্‌ছ ধূমোদ্গারী বিচিত্র যন্ত্র—ইহার নাম গুড়গুড়ি। এর মধ্যে বিষ্ণুর তেজ—ওঃ হরি হে! গোবিন্দ! নারায়ণ! মধুসূদন। [ সেবন ]

ভক্তগণ। হরি হরি বোল।

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য। বাবু! যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেছেন।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবু! ও!—আচ্ছা, তোমরা এখন গৃহে গমন কর। আমি একবার শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আপনাকে সমর্পণ করি। আহা!

সেই গোপিনীমনোরঞ্জন, সেই জীবেব পবমাগতি, সেই শ্রীহবিব পাদপদ্ম ধ্যান কবি।—আহা।

ভক্তগণ। আহা!—ও হো--হো- হো

[ ইত্যাদি রূপ ভক্তিবসাত্মক শব্দ কবিয়া প্রস্থান

উপেন্দ্র। যাক্—হাঁফ ধর্চ্ছিল, বাঁচা গেল। এখন যজ্ঞেশ্বব কি মনে ক'বে! দেখা যাক।

( যজ্ঞেশ্ববেব প্রবেশ )

যজ্ঞেশ্বব। এই যে উপেন্দ্র!—তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

উপেন্দ্র। তোমাব সঙ্গে আমাবও কথা আছে যজ্ঞেশ্বব।

যজ্ঞেশ্বব। তুমি বিশ্বাসঘাতকতাব কাজ ক বেছ।

উপেন্দ্র। আমি?

যজ্ঞেশ্বব। হা তুমি। তোমাব পিতৃঋণ তোমাব ভায়েব ঘাড়ে চাপিয়েছ। বল্লে যে, সে ভিটে বিক্রয় ক বে ধাব শোধ দেবে। তাব ভিটে বিক্রয় হয়ে গেল, কিন্তু ধাব এক পয়সা শোধ হ ল না।

উপেন্দ্র। তা- সে আমাব দোষ নয়।

যজ্ঞেশ্বব। তোমাব দোষ নয়?—আমি তোমাব কান ধ'বে সে ধাব আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কব, জেনো, আমি উকীল।

যজ্ঞেশ্বব। আব আমি মহাজন। হ জনেই পবেব বক্ত চুষে খাই। তবে আমি বৈষ্ণব নই, শাক্ত। তোমাব কাছ থেকে এ টাকা আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কব, তুমি নিজে ছাড়পত্র লিখে দিয়েছ আদায় কব।

যজ্ঞেশ্বব। তবে দেখবে?

উপেন্দ্র। কি?—

যজ্ঞেশ্বব। আসল উইলে আমি সাক্ষী আছি।

উপেন্দ্র। কোথায় সে উইল?

যজ্ঞেশ্বব। তবে শুন্বে? সেই কালো মেহগিনির আলমাবিতে।

উপেন্দ্র। ফুঃ!—

যজ্ঞেশ্বর। বিশেষ ফু--না। ভেবেছ, সে উইল থাকতো ত এতদিন পাওয়া যেত?—না, এ আলমাবিব ভিতব এক গুপ্ত খোপব আছে, সে কথা আমি জানি, আব কেউ জানে না।— সে আলমাবি এখনও দেবেন্দ্রেব হেফাজতে। আমি দেবেন্দ্রকে বলি, ধাব শোধ কব।ব উপায় ক'বে দিইগে যাই। তাতে বিষয় দেবেন্দ্রব বাব আনা তোমাব চাব আনা।

উপেন্দ্র। সে কি!

যজ্ঞেশ্বব। বল, ধাব শোধ দেবে কি না?

উপেন্দ্র। তুমি জাল উইলেবও সাক্ষী।

যজ্ঞেশ্বব। আমি অস্বীকাব কর্ব্ব। তুমি আমাব নাম জাল কবেছ।

উপেন্দ্র। কে বিশ্বাস কর্বে?

যজ্ঞেশ্বব। যে বাপেব নাম জাল কবে সে সাক্ষীব নাম জাল কত্তে পাবে না? বল টাকা দেবে কি না?

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বব! তুমি এ কাজ কর্বে না। তুমি আমাব বন্ধু।

যজ্ঞেশ্বব। একজনেব সর্ব্বনাশ কর্ব্বাব জন্য চক্রান্ত কবাব নাম বন্ধুত্ব নয়। যত সাধু বন্ধু হয় তত হাবামজাদা বন্ধু হয় না। দু'জনকে দশ বৎসব এক খাঁচায় পূবে বাখলেও তাবা বন্ধু হয় না। খাঁচা থেকে বেবোলেই তাবা যে হাবামজাদ সেই হাবামজাদ।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বব! [ হাত ধবিলেন। ]

যজ্ঞেশ্বব। মেয়ে বাঁড়নি বাখ। [ হাত ছাড়াইয়া ] টাকা দেবে কি না?

উপেন্দ্র। শোনই না।

যজ্ঞেশ্বব। দেবে কি না। তুমি ত উকীল। —হা কি না?

উপেন্দ্র। একটা কথা।

যজ্ঞেশ্বব। আমার যে কথা সেই কাজ।—দেবে? - এই শেষবাব।

উপেন্দ্র। দেবো।

যজ্ঞেশ্বব। এক্ষণেই চাই।

উপেন্দ্র। এক্ষণেই?

যজ্ঞেশ্বব। এই মুহূর্ত্তে। তোমায় বিশ্বাস নাই।

উপেন্দ্র। হাতে টাকা নাই।

যজ্ঞেশ্বব। বেশ। [ প্রস্থানোদ্যত। ]

উপেন্দ্র। বোস দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দাও।

উপেন্দ্র। দেখ যজ্ঞেশ্বর! একটা রফা কব।

যজ্ঞেশ্বর। রফা!

উপেন্দ্র। হাঁ, রফা।

যজ্ঞেশ্বর। কি রফা?

উপেন্দ্র। এই ধর যদি—

যজ্ঞেশ্বর। [ সহসা ] হাঁ রফা কর। যদি রাজি হও, তা হ'লে আসল—মায় স্থদ ছেড়ে দিতে পারি। শোন।

উপেন্দ্র। কি ?

যজ্ঞেশ্বর। না, তা উচ্চারণ কর্ত্তে পার্ব্ব না। সে প্রস্তাবে মাটী কেঁপে উঠ্‌বে। এই অমাবস্থার রাত্রির অন্ধকার জমাট্ হ'য়ে যাবে, ধর্ম্ম থাকে, ত সে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে' পচে' ঢাউস হয়ে উঠ্‌বে।

উপেন্দ্র। কি প্রস্তাব?

যজ্ঞেশ্বর। বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না। তুমি পাষণ্ড—আমিও পাষণ্ড। তবু আমাদের মধ্যেও সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পার্চ্ছি না। তবু বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না ?

উপেন্দ্র। না।

যজ্ঞেশ্বর। শোন। [ কর্ণে কহিলেন ] কি! চমকে উঠ্‌লে যে ?

উপেন্দ্র। কি! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী!—[ যজ্ঞেশ্বরের গলদেশ ধরিয়া ] পাষণ্ড!

যজ্ঞেশ্বর। সাবধান উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র। না, না। ছেড়ে দিচ্ছি! মনে ছিল না—মনে ছিল না। [ ছাড়িলেন। ]

যজ্ঞেশ্বর। স্বীকার?

উপেন্দ্র। স্বীকার—ও কে ?—

যজ্ঞেশ্বর। কেউ না। ও কি, কাঁপছো যে? বাইরে এস।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহান্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।

মানদা ও বিনোদিনী।

মানদা। কি হ'ল ?

বিনোদ। সদানন্দবাবু বল্লেন যে, গহনা এখন বিক্রয় করার দরকার নাই। গহনা বাঁধা দিয়ে ৫০০০৲ টাকা নিয়ে এসেছেন।

মানদা। তিনি কি বল্লেন?—বাছা আমার বাঁচবে ত?

বিনোদ। তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা কর্চ্ছেন।

মানদা। নারায়ণ তার মঙ্গল করুন। বাবু যেন এ টাকার কথা জান্তে না পারেন। তা হ'লে তিনি রসাতল কর্ব্বেন। দেখ বাছা!

বিনোদ। কিছু ভয় নেই মা, তিনি কিছু জান্তে পার্ব্বেন না, মা!

[ প্রস্থান।

মানদা। মধুসূদন, রক্ষা কর। মধুসূদন—

( দেবেন্দ্রের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। আমার খাবার এখনও হয় নি?

মানদা। ওই যা—ভুলে গিয়েছি।

দেবেন্দ্র। তোমরা আমায় আর বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি।

মানদা। এই যে এক্ষণেই ক'রে দিচ্ছি। বাছার খবর কি ?

দেবেন্দ্র। যাও, বিরক্ত ক'রো না।

[ মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যাক।—ছেলে জেলে গিয়েছে—আর কি? এবার বাবার ধারটা শোধ দিয়ে—তার পর কৌপীন প'রে রাস্তায় ছুটে বেরুচ্ছি। তার পর গৃহিণী—ব'য়ে গেল। ছটো মেয়ে—ব'য়ে গেল। ছেলে ত জেলে গিয়েছে। খেতে দিতে হবে না। মন্দ কি! বেশ! খাসা তোফা!

( সুশীলার প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। তুমি কেন এখানে? যাও।

সুশীলা। বাবা! সদানন্দবাবু এসেছেন। দেখা কর্ত্তে চান।

দেবেন্দ্র। আঃ, জ্বালালে এই সদানন্দ।—বল্ আমার সময় নেই! শরীর ভাল নেই।—নাঃ, ডেকেই নিয়ে আয়। [ সুশীলার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সকলের মুখে ঐ এক কথা! আহা, দেবেন্দ্রের ছেলে জেলে গেল!—আহা!—যেন ঐ 'আহা'তে আমার অঙ্গ শীতল হয়ে গেল।

( সদানন্দের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। কি সংবাদ সদানন্দ!—আজ আমার শরীর ভাল নেই—

সদানন্দ। কি হয়েছে দেবেন? ডাক্তার ডাকব?

দেবেন্দ্র। সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ব্যারামের ঔষধ নাই।

সদানন্দ। ভেব না দেবেন্দ্র! আপীল কর্ব্ব। বরেন্দ্র এখনও মুক্তি পেতে পারে।

দেবেন্দ্র। না, না, আপীল ক'রো না। ছেলে জেলে গিয়েছে, বেশ হয়েছে। আর ব'সে ব'সে খেতে দিতে পারি না। আর, একটা ভার ও কমলো। এই গৃহিণী, আর ওঁদের মেয়েকে কি রকম জেলে পুরে দিতে পারি? [illegible]

সদানন্দ। কি বলছ ভাই?

দেবেন্দ্র। বড় একগুঁয়ে। টাকা খরচ—মিছি মিছি এই মোকদ্দমা দিয়ে [illegible] যেমন বদ্ধি! —হাঁ, একটা কথা—এই মোকদ্দমায় শুনলাম পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছ?

সদানন্দ। হাঁ, হাঁ।

দেবেন্দ্র। সে টাকা তুমি কোথায় পেলে [illegible] থেকে? এ কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার মনেও হয় নি। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। এখন বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে। এত টাকা পেলে কোথা থেকে?

সদানন্দ। তোমার সে খোঁজে কাজ কি? আমরা যোগাড় করেছি।

দেবেন্দ্র। তা হ'লে ভুল করেছ। মনে রেখো সদানন্দ যে, তুমি আমার জন্য যদি এক পয়সা খরচ কর বা ক'রে থাক, তা আমার সঙ্গে তোমার জন্মের মত ছাড়াছাড়ি। আমায় বেশ চেনো। আমার কোন পুরুষে কেউ কারও দান গ্রহণ করে নি, আমিও কর্ব্ব না।

সদানন্দ। রাগ হচ্ছ কেন দেবেন্দ্র! আমি শপথ কর্চ্ছি যে, এর এক কপর্দ্দকও আমার নয়।

দেবেন্দ্র। তবে এ টাকা কোথায় পেলে?

সদানন্দ। তোমার গৃহিণীর কাছ থেকে পেয়েছি।

দেবেন্দ্র। আমার গৃহিণীর কাছ থেকে! তিনি পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পেলেন?

সদানন্দ। তা জানি না। আমার ছেলে আমার কাছে এ টাকা এনে বল্লে যে, তোমার গৃহিণী মোকদ্দমার খরচের জন্য এ টাকা পাঠিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। তুমি জিজ্ঞাসা কর নি যে, আমার গৃহিণী এ টাকা কোথা থেকে পেলেন?

সদানন্দ। করেছি। বিনয় বল্লে, তিনি তা বলতে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। ভাল এক কথা, সদানন্দ! আমার ডিক্রির টাকা আমি যোগাড় করেছি। তুমি গিয়ে আদালতে দাখিল ক'রে আসবে?—সুবিধা হবে?

সদানন্দ। দাও না, আজই দিয়ে আসছি, আমার প্রচুর অবসর।

দেবেন্দ্র। আমিই দিয়ে আসতাম, তা আমার শরীর ভাল নাই। মনে হচ্ছে জ্বর হবে। কিন্তু আমি পিতৃঋণ যখন শোধ দিতে পারি, তখন আর একদিনও তা বাকি রাখতে চাইনে। আমার শেষ সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে এ টাকা যোগাড় করেছি।

সদানন্দ? সে কি দেবেন্দ্র! বাড়ী! কাকে বিক্রয় কল্লে?

দেবেন্দ্র। হাঁ সদানন্দ!

সদানন্দ! সে কি? বিক্রয় কর্ব্বার আগে আমাকে একবার বল্লেও না!

দেবেন্দ্র। তোমাকে বল্লে তুমি বিক্রয় কত্তে দিতে না।

সদানন্দ। তা ত দিতামই না। কি করেছো দেবেন্দ্র? পিতার সম্পত্তি বড় পবিত্র জিনিস।

দেবেন্দ্র। পিতার সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পিতৃঋণ বেশী পবিত্র জিনিস।

(লৌহ সিন্দুক খুলিলেন)

সদানন্দ। অতি মহৎ তুমি দেবেন্দ্র! তোমার চারিদিকে কেন এ মেঘ ঘনিয়ে আসছে, ভগবানই জানেন। দাও।

দেবেন্দ্র। কৈ? নোটের তাড়া কৈ?

সদানন্দ। কি! ভিতরে নাই?

দেবেন্দ্র। কৈ! যা ভেবেছি তাই!

সদানন্দ। টাকা না নোট?

দেবেন্দ্র। সব ১০০ টাকার নোট।

সদানন্দ। কাউকে দাওনি ত?

দেবেন্দ্র। এ চুরি। নিশ্চয় চুরি।

সদানন্দ। লোহার সিন্ধুক খুলে কে চুরি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। কে কর্ব্বে?—আমি জানি যে কে করেছে।

সদানন্দন। কে?

দেবেন্দ্র। হুঁ।

সদানন্দ। চুরি যায় নি। আর কোথায় রেখেছ মনে ক'রে দেখ। এখন স্নানাদি কর, পরে ভেবে দেখো। ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি আবার বিকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব'খনি।

[ প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। বুঝেছি গৃহিণী। তুমি ৫০০০৲ টাকা কোথায় থেকে পেয়েছো। আমি কেবল দেখছি যে, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়িশুদ্ধর নজর। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আমার পাঁচ হাজার টাকা চুরি করেছে।—চুরি, চুরি।—এই যে।—

( মানদার প্রবেশ )

মানদা। খাবার হয়েছে। স্নান কর।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী!

মানদা। কি! অমন করে' চেয়ে রয়েছো যে?

দেবেন্দ্র। শেষ চুরি।

মানদা। কি চুরি?

দেবেন্দ্র। তোমার এতদূর সাহস! আমার লোহার সিন্ধুক থেকে চুরি!

মানদা। কে চুরি করেছে?

দেবেন্দ্র। তুমি।

মানদা। আমি?

দেবেন্দ্র। আমি লক্ষ্য কর্চ্ছিলাম, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপরে বাড়ীশুদ্ধর নজর। জান, পাঁচ হাজার টাকা আমার রক্ত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে তৈরী করা। বাবার দান—যৎসামান্য দান—তাই বিক্রয় ক'রে আমি তাই বিক্রয় ক রে যোগাড় করেছিলাম। সেই টাকা চুরি!

মানদা। সে কি! আমি চুরি কর্ব্ব!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! আমার পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও।

মানদা। তুমি কি বল্‌ছো? তোমার লোহার সিন্ধুক খুলে আমি তোমার টাকা নেবো।

দেবেন্দ্র। আবার মুখের ভাব দেখানো হচ্ছে—যেন একেবারে নির্দ্দোষ, কিছুই জানেন না। উঃ! কি কপট মিথ্যাবাদী এই স্ত্রীজাতি! তারা সব কর্ত্তে পারে। আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, আমায় তুমি এতদিন বিষ খাওয়াওনি কেন? কেন খাওয়াওনি? যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে ত,—দাও টাকা।

মানদা। আমি টাকা নিয়ে কি কর্ব্ব?

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্বে? জানো না কি করেছো? তুমি ছেলের মোকদ্দমার জন্য সে টাকা সদানন্দের কাছে পাঠিয়েছো। জানো না আর কি? দাও টাকা।

মানদা। সর্ব্বনাশ! যদি তাই ক'রে থাকি—তোমারই ছেলে।

দেবেন্দ্র। বিশ্বাস কি?—যাক্! তাকে রক্ষা কত্তে—তুমি—আমার বাপের যা কিছু পেয়েছিলাম তা বিক্রয় ক'রে, আমার আত্মবিক্রয় ক'রে, আমার পরকাল বিক্রয় ক'রে, যে টাকা এনেছিলাম—দাও টাকা বল্‌ছি।

মানদা। তবে শোন। আমি যে টাকা সদানন্দবাবুর কাছে ছেলের জন্য পাঠিয়েছি, সে আমার মাতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে এনেছি, তার মধ্যে এক পয়সাও তোমার কাছ থেকে পাই নি। সত্য কথা বল্‌ছি। আর ইঙ্গিতে অন্যরূপ যে দোষারোপ করেছো—তা আমি ভুলে যাব, কারণ, তুমি কি বল্‌ছো—তুমি জানো না।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! চোখের জল দিয়ে আমায় ভোলাতে পার্ব্বে না। সেটা তোমাদের ভাবী অভ্যস্ত—শঠের জাতি-তোমরা। কিন্তু আর ভুলি নে! দাও টাকা—নহিলে—

মানদা। নহিলে?

দেবেন্দ্র। নহিলে—আর কিছু কর্ব্ব না। তোমায় আমার বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব!—ঘরে চোর পুষতে পারি নে।

মানদা। বেশ।

দেবেন্দ্র। বেশ, তবে এক্ষণেই বেরিয়ে যাও।

মানদা। কোথায় যাব?

দেবেন্দ্র। যেখানে ইচ্ছা।—যাও।

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জেলখানা। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

কেদার ও বরেন্দ্র।

কেদার। তুমি জেলে এলে কেমন ক'রে?

বরেন্দ্র। জাল ক'রে।

কেদার। তাই ত! এত দেরী ক'রে এলে?

বরেন্দ্র। কেন, আগে এলে কি স্থবিধা হ'ত?

কেদার। গল্প করা যেত। আমি যে আজ বেরিয়ে যাচ্ছি।

বরেন্দ্র। ও! আপনার কাল অতীত হয়েছে বুঝি?

কেদার। হ'ল বৈ কি! ইচ্ছা কর্লেই বাড়াতে পারি। এই ধর, যজ্ঞেশ্বরকে মেরে ছয়মাস, জেলারকে মেরে এক বৎসর মনে করলে দেড় বৎসর পুরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু একবার বেরোতে হচ্ছে। বিশেষ দরকার। তার পরে আবার আস্ছি। কোন ভয় নেই।

বরেন্দ্র। তবে বেরোচ্ছেন কেন?

কেদার। বিশেষ দরকার। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী গদাধর—হরিপদ—

বরেন্দ্র। সে কি?

কেদার। রোজ রোজ সকালে উঠে মুখস্থ করি। লোকে যেমন হরিনাম করে, আমি সেই রকম এদের নাম করি।

বরেন্দ্র। কেন?

কেদার। তুমি কি বুঝ্বে কেন? গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। তোমার বাবা ভাল আছেন?

বরেন্দ্র? না, তার শিরোরোগ হয়েছে।

কেদার। হয়েছে?—হবেই ত, Somnambulism থেকে শিরোরোগ এক ধাপ। আমি এর ঔষধ জানি।

বরেন্দ্র। কি ঔষধ?

কেদার। হেঁ হেঁ—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

বরেন্দ্র। আপনারও শিরোরোগ হয়েছে বোধ হচ্ছে।

কেদার। হয়েছে নাকি! গদাধর—হরিপদ—এ্যাঁ—হয়েছে—কিশোরী, কিশোরী, কিশোরী।—তুমি ব'স, আমি আসি,—কোন চিন্তা নাই বাবাজী! শরীর যা সওয়াও তাই সয়! পুত্রশোকও স'য়ে যায়—জেলখানা ত সামান্য ব্যাপার। এখানে কোন লজ্জা ক'রো না—এ আপনার বাড়ী ব'লে মনে ক'রো বাবাজী।

বরেন্দ্র। আশ্চর্য্য লোক যা হোক।

কেদার। তার পর বাবাজী, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হয়নি ত?

বরেন্দ্র। না।

কেদার। বাঁচা গিয়েচে। আমার ঐ একটা বিশেষ ভাবনা ছিল। সুশীলার বিয়ের আর কোনও ভাবনা নেই। এবার রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছি। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। কোনও ভাবনা নেই—রাজপুত্রের সঙ্গে।

বরেন্দ্র। সে কি?

কেদার। এখন বল্ছি না, গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। বাবাজী! কোনও চিন্তা ক'রো না, এখানে তোমার শরীর ভাল হবে। নিয়মিত আহার, নিয়মিত পরিশ্রম, গাঢ় নিদ্রা, ডাক্তার দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছে। আমার শ্বশুরও এ রকম যত্ন করেন নি কখন—এ জেলখানায় যে যত্ন যে আদর পেয়েছি। যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, ত—এই সেই স্বর্গ।

বরেন্দ্র। সে কি কেদারবাবু!

কেদার। কেদার কাকা ব'ল্তে তোমার গলায় শূল-বেদনা ধরে বেটাচ্ছেলে!—হয় ত খুব ভুল বল্লাম। কারণ, শূল-বেদনা শুনেছি, ধরে পেটে। তা যাহোক্ এখন থেকে আমায় কেদারবাবু ব'ল্বি ত দেবো চপেটাঘাত! বলিস কাকাবাবু!

বরেন্দ্র। আচ্ছা, তাই না হয় বল্লাম। কিন্তু জেলখানা স্বর্গ কি ব'ল্ছেন কাকাবাবু

কেদার। স্বর্গ নয়? তবে স্বর্গ কি রকম? আমি জান্তে চাই বেটা! যে, স্বর্গটা তবে কি রকম! নিয়মিত সময় আহার যা বাড়ীতে আমি কখন পাই নি, দু'বেলা ডাক্তার—আমার একবার মনে আছে, আমার জ্বর—প্রবল জ্বর—তিনদিনের দিন—যখন প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর, সেই দিন ডাক্তার এলো। ভাগ্যিস্ নাড়ি ছিল, তাই বেঁচে উঠ্লাম।

নৈলে তোমায় আর কাকাবাবু ব'লে ডাক্‌তে হ'ত না।

বরেন্দ্র। আর ঘানি ঘোরানো?

কেদার। শরীর ভাল থাকে। আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোক ভোরে উঠে হেদোর চারিদিকে চক্র দিচ্ছে, কিসের জন্য?—না শরীর ভাল হবে। তার চেয়ে খানিক ঘানি ঘানির চারিদিকে ঘুর্‌ত, শরীরও ভাল হ'ত, উপরন্তু খানিক তেলও বেরোত।—কোন চিন্তা নাই বাবাজী! জেলখানা থেকে বেরোলে দেখ্‌বে যে বাবাজী দস্তুরমত লাশ!—

বরেন্দ্র। বলেন কি কেদারবাবু!—

কেদার। চোপ রও! বল কাকাবাবু।

বরেন্দ্র। বলেন কি কাকাবাবু!

কেদার। অবিকল। নিজে দেখবি, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিস। ইংরেজের এই জেলখানা—স্বর্গ।

(জেলারের প্রবেশ)

জেলার। কেদার কে? আপনি বাইরে আসুন।

কেদার। তবে আমি চল্লাম বাবাজী, কোনও ভাবনা ক'রো না। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

কেদারের প্রস্থান।

—— ——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান রাজপথ। কাল অপরাহ্ণ।

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে ত এতদূর এলাম। শুন্‌লাম, এই দিকেই জেল। কিন্তু জেলে আমায় যেতে দেবে কেন? মনের দুঃখে বাড়ী থেকে বেরোলাম, এখন কি করি? দেখি মধুসূদন কি করেন।

(বিপরীত দিক হইতে কেদারের প্রবেশ)

কেদার। এ কি! বৌদিদি! এদিকে আপনি একলা কোথায় যাচ্ছেন?

মানদা। আমার বাছাকে দেখ্‌তে। এই দিকে জেলখানা না? বাছা আমার সেইখানে আছে, তাকে একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি।

কেদার। আপনি স্ত্রীলোক—আপনি সেখানে কেমন ক'রে যাবেন? সেখানে যেতে দেবে কেন? আমার সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছে, সে সেখানে বেশ আছে।

মানদা। [সাগ্রহে] দেখা হ'য়েছে? তা হ'লে বাছা আমার ভাল আছে?

কেদার। হাঁ, বেশ আছে। এখন চলুন বৌদিদি, আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে রেখে আসি।

মানদা। আমি ত সেখানে আর যাব না।

কেদার। কি রকম? কি! চুপ ক'রে রৈলেন যে? আর যাবেন না কি রকম?

মানদা। না, আমি যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন?

মানদা। যে দিকে দু'টি চক্ষু যায়।

কেদার। দু'টি চক্ষু নানা দিকে যায়। অত দিকে যেতে পারবেন না। কোথায় যাবেন?

মানদা। চলোয়।

কেদার। উঁহুঁ।—জায়গা সুবিধার নয়। তার চেয়ে বাড়ী ঢের ভাল।

মানদা। আমি আত্মহত্যা কর্ব। তার আগে বাছাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি।

কেদার। মানসিক বিকার। এর ঔষধ আমি জানি—গদাধর হরিপদ কিশোরী।

মানদা। সে কি?

কেদার। হুঁ হুঁ! এখনও ভাঙ্‌ছি না। ঘরে চলুন, আমি এখনই খালাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

মানদা। আমি যাব না। আপনি যান।

কেদার। আপনি যান কি রকম? তা হচ্ছে না।

মানদা। আমি যাব না।

কেদার। কেন যাবেন না? আমায় বলবেন না। আমি আপনার দেওর। স্বামীর ঘর, যাবেন না কেন?

মানদা। তিনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। [কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

কেদার। তাড়িয়ে দিয়েছেন! কে? দাদা? বৌদিদি! স্বপ্ন দেখেছেন। অর্থাৎ কি না—একটু ঝগড়া হয়েছিল। তা স্বামী স্ত্রীতে,

এক সঙ্গে ঘর কত্তে গেলে, ও রকম মাঝে মাঝে হয়। — ও হওয়া ভাল, নৈলে সংসার ভয়ানক রকম একঘেয়ে ঠেকে। — বাড়ী চলুন লক্ষ্মীটি আমার ! স্বামীর ঘর !

মানদা। আমি সেখানে যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন, ঠিক ক'রে বলুন না ?

মানদা। বাপের বাড়ী যাব।

কেদার। [ চিন্তা করিয়া ] তা যান। আমার স্ত্রীও এই রকম মাঝে মাঝে—তা বেশ রাগ পড়লে ফিরে আস্‌বেন এখন। চমৎকার এই বৌরা— এই একেবারে অগ্নিশম্মা, এই একেবারে জল—বরফ। আচ্ছা— সঙ্গে যাচ্ছে কে ?

মানদা। কেউ না।

কেদার। আচ্ছা, তবে আমি আপনাকে সেই-খানেই রেখে আসি চলুন। যখনই ইচ্ছা হবে, আমার বাড়ীতে আস্‌বেন। আমার বাড়ী আপনার বাড়ী ব'লে মনে কর্ব্বেন।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান— উপেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল— সন্ধ্যা।

উপেন্দ্র ও বিনোদিনী।

বিনোদ। জ্যেঠামহাশয় ! আমায় বাড়ী যেতে দেন। আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দেন। আমি বাড়ী যাব।

উপেন্দ্র। কেন ব্যস্ত হচ্ছ বিনোদ ! তোমার কোন ভয় নেই।

বিনোদ। ঐ যে 'কোন ভয় নেই', এই কথা আপনি বল্‌ছেন, তাতেই আমার বেশী ভয় কর্চ্ছে। আপনার স্বর বিকৃত, আপনার চাহনি সঙ্কুচিত, আপনার ভঙ্গিমা অস্থির, আপনার মুখ কালিবর্ণ, আপনি ত দেখতে এ রকম ন'ন !

উপেন্দ্র। [ জড়িতস্বরে ] আমি বল্‌ছি— তোমার কোন ভয় নাই মা !

বিনোদ। ও কি ! মা কথা আপনার মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে কেন !—আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন। বাবা আবার, এখন, তাড়িয়ে দেন,— তবু বাবার বাড়ী বাবার বাড়ী। পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন, নৈলে আমি হেঁটে চ'লে যাব।

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়াও, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিচ্ছি।

বিনোদ। দাঁড়ান, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র। কেন ?

বিনোদ। নৈলে কা'র কাছে থাকব ? আপনি যা'ই হোন, আমার জ্যেঠামহাশয় ত ! যাই হোন, আপনার লোক।

উপেন্দ্র। কেশব ! মধুসূদন !

বিনোদ। না, না, আপনি শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ কর্ব্বেন না। আপনি যখনই সেই নাম করেন, তখনই বুঝি যে, কোন সয়তানী মতলব আপনার মনে জেগেছে। ও কি ! কাঁপছেন যে ?

উপেন্দ্র। পাল্কী বেহারা আনে দিই ?

[ প্রস্থানোদ্যত।

বিনোদ। আমিও যাব।

উপেন্দ্র। স'রে দাঁড়াও— [ প্রস্থান করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ]

বিনোদ। ও কি ! বাহিরে থেকে দরোজা বন্ধ কর্লেন কেন ? জ্যেঠামহাশয় ! জ্যেঠামহাশয় ! দরোজা খুলুন। জ্যেঠামহাশয়।

( দ্বার খুলিয়া যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ )

বিনোদ। [ চমকিয়া পিছাইয়া ] এ কে ?

যজ্ঞেশ্বর। [ চমকিয়া পিছাইয়া ] এ কে ?

বিনোদ। কে আপনি ?

যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর — তার চেয়েও সুন্দরী, মন্দ কি ?

বিনোদ। আপনি এখানে কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। এখনই জান্‌তে পার্ব্বে। তোমার ভগ্নী কোথায় ? ভেবেছিলাম, তার দেখা পাব !

বিনোদ। ভেবেছিলেন তার দেখা পাবেন !

যজ্ঞেশ্বর। তা এই বা মন্দ কি ? তুমি তার চেয়ে সুন্দরী, আবার, বিধবা। এস।

বিনোদ। কোথায় ?

যজ্ঞেশ্বর। কাঁপছ কেন ? এস, বাহিরে গাড়ী

প্রস্তুত, সুখে রাখব। কি! মুখ ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে রৈলে যে?—এস। [ হাত ধরিলেন ]

বিনোদ। স্পর্দ্ধা! হাত ছাড়ুন। [ হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্বারে গিয়া ধাক্কা দিয়া ] জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠামহাশয়!

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছো কাকে? খড়্গ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছোরায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছ? বন থেকে পালিয়ে—চোরা বালিতে পা বাড়িয়ে দিচ্ছ? তোমার জ্যেঠামহাশয় আর আমি সন্ধি ক'রেছি; তিনি এ সব জানেন।

বিনোদ। তিনি জানেন!

যজ্ঞেশ্বর। নৈলে কি সাহসে তাঁরই বাড়ীতে তাঁরই ভাইঝির গায়ে আমি হাত দিই! তিনি শুধু জানেন, না, তিনি এর মধ্যে আছেন। তিনিই এ সুরার পাত্র আমার অধরে ধরেছেন।

বিনোদ। মিথ্যা কথা।

যজ্ঞেশ্বর। অসম্ভব মনে কচ্ছ? পুরুষ কতদূর পাষণ্ড হ'তে পারে, তা জান না। আমরা টাকার জন্য হত্যা কর্ত্তে পারি, কামের জন্য ফতুর হ'তে পারি। কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে? কি দেখছ?

বিনোদ। নরক।

যজ্ঞেশ্বর। এস।

বিনোদ। আর বাধা দিব না, চলুন।

যজ্ঞেশ্বর। এই ত, এস। [হাত ধরিলেন, পরে বিনোদকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিনোদ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন ]

যজ্ঞেশ্বর। এ কি রকম!—না, বুঝতে পার্চ্ছি, বাপের ভাই—পিতৃস্বরূপ—ধারণা কর্ত্তে পারে নি বেচারী। কিন্তু রূপেয়াকো খেল দেখো বাবাজী—দুনিয়া উল্টে দিতে পারে—রক্তের সম্বন্ধ ত ছার। আর রূপেয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই কামিনী। [ বিনোদকে দেখিতে দেখিতে ] রমণী কাম্য বটে! —সব রিপুর চেয়ে প্রবল—এই কাম। ঝড়ের চেয়েও প্রবল, অগ্নির চেয়েও জ্বালাময়, বজ্রের চেয়েও দ্রুত, মড়কের চেয়েও নির্ম্মম—এই রিপু কাম। হিংসার চেয়ে অন্ধ, লোভের চেয়ে অতৃপ্ত, ক্রোধের চেয়ে রক্তবর্ণ, মদের চেয়েও বিশৃঙ্খল—এই রিপু কাম। যার স্পর্শে ট্রয়ের ধ্বংস, যার জন্য সুন্দ উপসুন্দের অপমৃত্যু, যার জন্য বিশ্বামিত্রের পতন, যার জন্য অহল্যার সর্ব্বনাশ, যার কটাক্ষে আণ্টোনিওর অধোগতি, যার স্পর্শে লঙ্কার বংশলোপ। কি আশ্চর্য্য! এ কথা মানুষ জেনে শুনে—একবার চিন্তা করে না! রমণী কাম্য বটে! এ কোমল মাংসপিণ্ডের জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি; তবু লোকসান বোধ হচ্ছে না। পূর্ণ উদর, নির্লজ্জতা, আর যুবতী, যদি এক সঙ্গে হয়, ত হৃদয়ের নরক থেকে শয়তানের দল লাফিয়ে ওঠে। ঐ যে জাগছে, জ্ঞান হয়েছে, চারিদিকে চাইছে। কি সুন্দর! কেয়াবাৎ!

বিনোদ। [ উঠিয়া ] কোথায় আমি? কে আপনি? ওঃ! তাইত! এ ত স্বপ্ন নয়।—কি ভয়ঙ্কর!

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী!

বিনোদ। নরক! নরক! ওঃ!

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী! [ হাত ধরিলেন। ]

বিনোদ। রক্ষা কর—রক্ষা কর।—[ দ্বারে আঘাত ]

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছ কাকে? বাড়ীতে কেউ নেই। একা তুমি আর আমি।

বিনোদ। কি ভয়ানক!

যজ্ঞেশ্বর। এস সুন্দরী!—তোমার উপর আমি কোন অত্যাচার কর্ব্ব না। তোমায় আমি ভালবাসি।

বিনোদ। হাঁ, বাঘ যেমন ভেড়া ভালবাসে, সর্প যেমন ভেক ভালবাসে। আমায় ভালবাসবেন না। আমায় ঘৃণা করুন—ঘৃণা করুন। দোহাই।

যজ্ঞেশ্বর। বাইরে গাড়ী প্রস্তুত, এস।

বিনোদ। আমায় ছেড়ে দিন।

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সুখে রাখবো।

বিনোদ। ছেড়ে দিন। [ পদধারণ ]

যজ্ঞেশ্বর। তা কি পারি সুন্দরী? আমি প্রবাসে চলেছি, তোমায় নিয়ে যাব।

বিনোদ। ছাড়বেন না?

যজ্ঞেশ্বর। না, আমার প্রতিজ্ঞা।

বিনোদ। কি মহৎ প্রতিজ্ঞা! তবে আমারও প্রতিজ্ঞা শুনুন। আমি প্রাণ দিব, মান দিব না।

যজ্ঞেশ্বর। এ কি! আবার উল্টো গাইতে সুরু কর্লে?—এস।

বিনোদ। কে আছ?—রক্ষা কর।

যজ্ঞেশ্বর। কেউ নাই। দেখ, আর বাড়াবাড়ি ক'রো না,—এস। [ ঘাড়ে হাত দিলেন। ]

বিনোদ। সরে' যাও—[ ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ]

যজ্ঞেশ্বর। ওঃ!—তবে নিতান্তই [ ছোরা বাহির করিলেন। ] দেখ্‌ছো?

বিনোদ। দাও,—বুকে বসিয়ে দাও।

যজ্ঞেশ্বর। না, তা কর্লে চল্‌ছে না। তা ত ক'র্ত্তে আসিনি। [ ছোরা পূর্ব্ববৎ রাখিলেন ] আমার দেহের বলই যথেষ্ট। এস—[ দৃঢ় মুষ্টিতে হস্ত ধরিলেন ]

বিনোদ। কেউ এল না? শুনেছি, পড়েছি,—বিপৎকালে কেউ যদি না আসে, আকাশ থেকে দেবতারা এসে নারীর ধর্ম্মরক্ষা করে। আমায় সবাই পরিত্যাগ করেছে। আমার কেউ নাই।

যজ্ঞেশ্বর। কেন আমি আছি।

বিনোদ। [ সহসা ] হাঁ তুমি আছ। আর ভয় নাই, তুমি আছ। আমি তোমার পাশব প্রবৃত্তির বিপক্ষে—তোমারই মহৎ প্রবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছি। আমার প্রাণ নাও—মান রাখ। আমি তোমারই অত্যাচারের বিপক্ষে—তোমারই ধর্ম্মের মনুষ্যত্বের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কচ্ছি। প্রাণ নাও, মান রাখ। তোমার বিপক্ষে, তুমি এসে আমার সহায় হও।

যজ্ঞেশ্বর। আমি!

বিনোদ। হাঁ তুমি।—আজ তোমারই মহত্ত্বের দুর্গে আমি আশ্রয় নিলাম। দেখি কেমন ক'রে তুমি আমাকে তাড়াও। পরাজিত, প্রতাড়িত পরম শত্রুর পাষাণদুর্গে আশ্রয় নেয়, সে দুর্গও যখন ভেঙ্গে পড়ে, পলাতক নিবিড় অরণ্যে গিয়ে লুকায়, সে অরণ্যও যখন তাকে রক্ষা কর্ত্তে পারে না, মাতার বক্ষ থেকে টেনে এনে, বিজয়ী যখন শত্রুর বক্ষে প্রতিহিংসার ছুরি বসাতে চায়, তখন তার শেষ আশ্রয়,—তখন তার শেষ দুর্গ বিজয়ীর মনুষ্যত্ব। নতজানু হয়ে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে, ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে যখন সেই বন্দী বিজয়ীর ক্ষমা ভিক্ষা করে, তখন সম্মুখীন বিজয়ীর হস্ত থেকে ছোরা আপনি খসে' পড়ে' যায়, তার রক্তবর্ণ চক্ষু জলে ভরে' আসে, তার চক্ষে নরকের জ্বালা নিভে যায়, তার সাধ্য কি যে আর সে বন্দীর কেশাগ্র স্পর্শ করে। সেই দুর্গে [ বসিয়া করযোড়ে ] আমি আশ্রয় নিচ্ছি। লৌহদুর্গের চেয়ে দৃঢ়, তীর্থের চেয়ে পবিত্র, মর্ত্ত্যে স্বর্গ—দুর্গের রাজা এই দুর্গে, তোমার মনুষ্য-হৃদয়ে, আমি আশ্রয় নিচ্ছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা কর।

যজ্ঞেশ্বর। না, না। তোমার কোন ভয় নাই মা! আমি যাই হই—মানুষ ত। এত উচ্চে তুমি? চক্ষে ঝাপসা দেখছি। মা! আমায় পায়ের ধূলা দাও। আমায় ক্ষমা কর মা।

---

# চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—সদানন্দের গৃহ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

সদানন্দ ও বিনয়।

সদানন্দ। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বিনয়। হাঁ বাবা।

সদানন্দ। নিজের স্ত্রীকে চোর বলে'! Somnambulism থেকে insanity এক ধাপ। সুশীলাও গিয়েছে?

বিনয়। হাঁ বাবা! তার মা, তাকে ব'লে যান নাই। সুশীলা যখন জান্তে পার্লে যে, তার বাপ তার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন রাগে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তার পরই তার বাপকে ব'ল্লে, 'আমিও আসি বাবা!'

সদানন্দ। দেবেন্দ্র কি বল্লে?

বিনয়। কথা কৈলেন না।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য বালিকা এই সুশীলা! এত অবাধ্য। ইংরাজী শিক্ষার ফল।

বিনয়। শিক্ষিতা হ'লেই কি নারী অবাধ্য হয়?

সদানন্দ। দেখ্‌ছি ত।

বিনয়। বিলাতের মহিলারা ত—

সদানন্দ। বিলাতের কথা ধ'রো না বিনয়! তারা পাঁচশত বৎসর ধ'রে শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছে,

শিক্ষাই যেন তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই দেখছে যে, অন্য সকলেই শিক্ষিতা। কারও গর্ব্ব কর্ব্বার কারণ বিশেষ কিছু নাই। তারা তাই শিক্ষিতা হ'য়েও নম্র। এখানে বি-এ, পাশ কর্লেই মেয়েদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না।

বিনয়। আপনি কি সুশীলার নিন্দা কর্চ্ছেন?

সদানন্দ। একটু কচ্ছি বৈ কি বাবা! গুরুজনে ভক্তি একটা স্বতঃসিদ্ধ গুণ। যে মেয়ে বাপ-মায়ের কথা শোনে না,—তার ভবিষ্যৎ শুভ নয়।

বিনয়। আমাদের দেশেও কি এ রকম বাপের অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে হয় নি?

সদানন্দ। কে?

বিনয়। সতীশিরোমণি সাবিত্রী।—আজও ঘরে ঘরে হিন্দু সতী যার ব্রত করেন।

সদানন্দ। সাবিত্রীর অবাধ্যতার ফলভোগ তিনি করেছিলেন। তিনি বর্ষান্তেই বিধবা হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর চরিত্রবলে সে বিপদ্ পায়ে দ'লে চ'লে গিয়েছিলেন। এঁরা সাবিত্রীর অবাধ্যতাটুকু নিয়েছেন,—চরিত্রবলটুকু পান নাই।

বিনয়। তার কিছু প্রমাণ আছে কি?

সদানন্দ। তুমি কি বিবেচনা কর?

বিনয়। আমি বিবেচনা করি যে, সুশীলার স চরিত্রবল আছে।

সদানন্দ হাসিলেন, পরে কহিলেন—দেখা ক। তার মা কোথায় গিয়েছেন কিছু জান?

বিনয়। কেউ জানে না কোথায়।

সদানন্দ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেবেন্দ্র আমার সঙ্গে আর কোন বিষয়ে পরামর্শও করে া; আমায় যেন ভয় করে—দেখ্লে বিরক্ত হয়, বু একবার যাই।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাস্তা। শীতের প্রভাত।

হরি, বিনোদ, শঙ্কর ও নবীন।

গীত।

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন, করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর, মুরগী খাই না, কেন না পাই না,
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জানত আমার স্বভাব উদার,
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন, ঘোষের নিকট, বোসের নিকট,
(হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো!
আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই বল গো!
সে যে, আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
(দেয়)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো।
আহা! এমন কম্র, এমন নম্র,
(আছে) গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ, সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মি গুলি এ।
ল'য়ে, ভিক্ষার ঝুলি, নিভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো!
দেয় হরিনাম শুনে, টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এমনও বহুত গাধা গো!
তবে, মিছে কেন গোল, বল হরিবোল
(আর) রবেনাক ভব-ভাবনা।
দেখ, হরির কৃপায় দশজনে খায়
(তবে) আমরাই কেন খাব না?

হরি। ওহে! আমাদের প্রভুর যে আর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

বিনোদ। তাই ত! ব্যাপারখানাটা কি?

শঙ্কর। প্রভুর অবস্থাটা একটু বেতর ঠেক্‌ছে।

নবীন। প্রভু হে! ভক্তকে ছেড়ে কোথায় গেলে?

হরি। আহা! নবীনের চক্ষে জলের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে!

নবীন। প্রভু আমাকে একটা চাক্‌রী ক'রে দেবেন বলেছিলেন যে।—প্রভু হে।

হরি। আহা! বেচারী।

বিনোদ। একেবারে হতাশ হ'য়ো না নবীন।

নবীন। না, এবার প্রভুকে রাস্তায় একবার পেলে হয়।

শঙ্কর। কেন কি কর্‌বে?

নবীন। দু'ঘা দিয়ে দেব।

হরি। কেন হে।

নবীন। এতটা খোসামোদ, বৃথায় গেল।

বিনোদ। আহা, ব্যস্ত হও কেন? —প্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেনই।

শঙ্কর। হাঁ—প্রভুর লীলা কে বুঝ্‌তে পারে?

(হাস্য করিতে করিতে কেদারের প্রবেশ)

কেদার। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

বিনোদ। কি কেদারবাবু হাস্‌ছেন যে?

কেদার। চোপ্‌রও! আমায় হাস্‌তে দাও। —হাঃ, হাঃ, হাঃ।

শঙ্কর। হয়েছে কি কেদারবাবু!

কেদার। বাবা! বাধা দিও না, ব'লছি!—সরকারি রাস্তা। হাস্‌তে দাও। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

নবীন: কি এ রকম —

কেদার। চোপ্‌ রও টিকটিকির লেজ—ছারপোকার বাচ্ছা, গুব্‌রে পোকার ডিম!—না বাবা, কেন সেধে এসে নিছক গালাগালি খাও? আমি গালাগালি দেব না ঠিক ক'রেছি। কিন্তু তোদের দেখলে, গালাগালি না দিয়ে থাক্‌তে পারি না।

নবীন। কিন্তু কেদারবাবু! আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

কেদার। হয়েছে না কি! তোমাদের—আবার মত, তার আবার পরিবর্ত্তন!—যাও, বিরক্ত ক'রো না বল্‌ছি।—হাঃ, হাঃ, হাঃ! এবার জেলে দিচ্ছি। চাঁদ জেলে চল্লেন। আরে ধিন্‌তা ধিনা, ত্রেকেট তিনা, ওরে ধিনিতা ধিনা, তিরিকিটি তিনা। (নৃত্য)।

বিনোদ। ও কি কেদারবাবু! নাচ্‌চেন যে!

কেদার। ওরে ধিন্‌তা ধিনা—ওরে ত্রেকেট্‌ তিনা। চাঁদ এবার জেলে চলেছেন — ওরে—

শঙ্কর। কে জেলে চলেছেন?

কেদার। কে আবার!—ঐ বেটা আর্সুলোর ঠ্যাং, কাঁটালের ভূতুড়ি, ঐ নরাধম গর্ভস্রাব—ঐ! আবার গালাগালি দিয়ে ফেল্লাম! কেদার! ভদ্র হও। গালাগালি দিও না। ভদ্র ভাষায় কথা কও।—বাপুগণ! জেলে চল্লেন শ্রীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বরাবরেষু—জেলে যাচ্ছেন।

নবীন। জেলে!

কেদার। হাঁ, হাঁ, জেলে, জেলে, গারদে, কারাগারে। তাতে যদি জায়গাটার মাহাত্ম্য বাড়ে। বেটা—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

নবীন। কি! কি! কি!

কেদার। না, এখন ব'ল্‌ব না—কিন্তু জেলে যাবার আগে বেটাকে নিজের হাতে দু'ঘা দিয়ে দিতে পার্‌লাম না, কেবল এই দুঃখ হ'চ্ছে। উঃ! বড় দুঃখ, অত্যন্ত পরিতাপ হচ্ছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু এদিকে বড় মজা!—হাঃ, হাঃ, হাঃ—

নবীন। কি মজা?

কেদার। ওঃ!—বলেই ফেলি,—কিন্তু ব'ল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছে যে!

বিনোদ। কে?

কেদার। এই ব'লেই ফেলি, না ব'ল্‌বো না।—শোন তবে—এবার হাতে হাতে প্রমাণ—এই, আর একটু হ'লেই ব'লে ফেলেছিলাম আর কি!

শঙ্কর। তা বল্লেনই বা।

কেদার। তাও ত বটে, বল্লামই বা। এবার চাঁদ টের পাবেন। শেষে কিনা বেটা যজ্ঞেশ্বর—এই! ব'লে ফেল্লাম বুঝি! না, বলব না।—কখন ব'ল্‌ব না।

শঙ্কর। কেন?

কেদার। কিন্তু চেপে রাখ্‌তেও পার্‌চ্ছি না।

বিনোদ। বলুনই না।

কেদার। ওঃ! সে ভারি মজা! হাঃ, হাঃ, হাঃ যজ্ঞেশ্বর! ওঃ! কি মজাই—আলমারির ভিতর।—ওঃ! হোঃ, হোঃ, হোঃ—ও বাপরে! কি মজাই হবে!

নবীন। হবে না কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি। ওরে বাবা রে! কথাটা ঠেলে উঠ্‌ছে; আর চেপে ধ'রে থাকতে পার্চ্ছি না। ওরে বাবা রে! গেলাম রে! কি মজাই হবে।

সকলে। কি—কি—কি হবে?

কেদার। ও! হুঃ, হুঃ, হুঃ! ক্ষিঃ, ক্ষিঃ, ক্ষিঃ!—এ ত ভারি মুস্কিল হ'লো। কথাটা কি জান? সাক্ষী সব মজুত, আলমারির ভিতর—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হোঃ হোঃ,—ও বাবা! আর পারিনে।

হরি। বলি ব্যাপারখানাটা কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি; কথাটা হচ্ছে,—বারণ ক'রে দিয়েছে যে।

শঙ্কর। তা দিলেই বা।

কেদার। এবার চাঁদ জেলে—এই, ব'লে ফেলেছিলাম আর কি!

হরি। বলেই ফেলুন না!

কেদার। না, পালাই, নইলে নিশ্চয়ই ব'লে ফেল্‌ব!—ফেলি ব'লে—এবার চাঁদ—ও বাবা! [পলায়ন]

নবীন। পাগল নাকি?

হরি। না হে, লোক ভাল।

বিনোদ। জেল খেটেছে কি না।

শঙ্কর। হবে না? চাঁদ!

নবীন। কিন্তু প্রভু—

হরি। দুত্তর প্রভু—আর ভাল লাগে না, স'রে পড়—

বিনোদ। দু'ঘা না দিয়ে?

শঙ্কর। সেটা ভাল হয় না, দু'ঘা না দিয়ে স'রে পড়াটা ভাল দেখায় না।

হরি। তবে তাই করা যাক। চল, চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—খেয়া-ঘাট। কাল—সন্ধ্যা।

সুশীলা ও বিনোদিনী।

বিনোদ। ঘর ছেড়ে এসেছ! ক'রেছ কি!

সুশীলা। আমার ঘর নাই, আমি নিরাশ্রয়।

বিনোদ। কোথায় যাবে?

সুশীল। জানি না।

বিনোদ। ফিরে এস।

সুশীলা। কোথায়?

বিনোদ। পিতৃগৃহে চল।

সুশীলা। সেখানে আমার স্থান নাই।

বিনোদ। কেন? তিনি পিতা।

সুশীলা। যিনি আমার মাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তার বাড়ী আমি মেয়ে আমি যাব! তাঁর বা দোষ কি? পুরুষজাতির হস্তে নারীজাতির লাঞ্ছনা সেই মান্ধাতার আমল থেকে পুরুষপরম্পরায় চ'লে আসছে। বাবার দোষ কি?

বিনোদ। সে কি বোন্—তারাই ত আমাদের খেতে পরতে দেন।

সুশীলা। অনুগ্রহ, চারটি খেতে দেন,—তাই এত অহঙ্কার! এই জাতির দুয়ারে দু'টি অন্নমুষ্টির ভিখারিণী হ'য়ে—নারীর থাকা—লজ্জাও নাই!

বিনোদ। ও রকম কি করে বোন্? ছি! চল বাড়ী ফিরে চল। তোমায় খুঁজ্‌তে চারিদিকে লোক ছুটেছে। দেখ দেখি, আমি পর্য্যন্ত তোমার পিছু পিছু ছুটে এসেছি।

সুশীলা। এলে কেন?

বিনোদ। তোমায় বোঝাতে। বিনয়ের কাছে খবর পেলাম যে, তুমি এখানে, তাই বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। আমি তোমার বড় বোন্, আমার কথাটা শোন—বাড়ী ফিরে চল. মেয়েমানুষের অত উদ্ধত হওয়া শোভা পায় না, সে দুর্ব্বল, সে অজ্ঞান—

সুশীলা। তাই পুরুষ তাকে পদাঘাত কর্ব্বে!—এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমি দেখাচ্ছি যে, মেয়েমানুষও মানুষ। দু'বেলা দু'টো ভাতের কাঙ্গাল

হয়ে—পুরুষের দুয়ারেতে প'ড়ে থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

বিনোদ। তুমি ছেলেবেলায় ত এ রকম ছিলে না। পিতা গুরুজন। শাস্ত্রে আছে শুনেছি যে, পিতা প্রীত হ'লে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন।

সুশীলা। শাস্ত্রের বচন মানি না—তোমায় একশ'বার ব'লেছি। আমি পিতাকে ভক্তি করি, সে প্রবৃত্তি স্বভাবজ। কিন্তু তিনিও যদি লাথি মেরে কন্যাকে তাড়িয়ে দেন, কন্যার মাকে হত্যা করেন, ত কন্যারও একটা আত্মমর্য্যাদা আছে, মনুষ্যত্ব আছে।

বিনোদ। এ যে সব সাহেবী কারখানা! পিতা যাই করুন, তিনি পিতা—শ্রদ্ধেয়।

সুশীলা। আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করি নাই। তিনি লাথি মেরেছেন, আমি নীরব হয়ে সহ্য ক'রেছি। কিন্তু মায়ের হত্যা ক্ষমা ক'র্ব্ব না। আর তাঁর আপদ, তাঁর অভিশাপ, তাঁর গলগ্রহ হয়ে—তাঁর বাড়ীতে থাকতে চাই না।

বিনোদ। তার দরকার নাই। বিনয়কে বিবাহ কর।

সুশীলা। না।

বিনোদ। কেন?

সুশীলা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্ত্তে চাই না।

বিনোদ। বিবাহ কর্ব্বে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। কি কর্ব্বে?

সুশীলা। ব্রহ্মচর্য্য—

বিনোদ। পার্ব্বে?

সুশীলা। কেন পার্ব্ব না? তুমি পার, আমি পারি না?

বিনোদ। কিন্তু সমাজ—

সুশীলা। সমাজ হিংস্র পশু,—তার বিধান মানি না।

বিনোদ। মান না মান, বিবাহ কর না কর —ঘরে ফিরে চল।

সুশীলা। না। দিদি! আমায় তুমি বেশ জান। আমি নিজের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ধারণা অনুসারে কাজ ক'রে যাই, কাউকে মানি না।

বিনোদ। ঘরে ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না। যে ঘরে আমার মাতার স্থান নাই, সেখানে তাঁর কন্যারও স্থান নাই। তুমি ফিরে যাও—চারটি চারটি খাও আর সুখে জীবন ধারণ কর—আমি পার্ব্ব না।

বিনোদ। তবে আর কি ক'র্ব্বে বোন্, বিনয় বোঝালে হয় ত বুঝতে—

[ সুশীলা ব্যঙ্গহাস্য করিলেন।

বিনোদ। তা বিনয় একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তে অস্বীকৃত।—আমায় এখানে রেখে সে একা নদীর ধারে বেড়াতে গেল। তুমি তোমার রূঢ় ব্যবহারে তাকে এত চটিয়েছ।

সুশীলা। সব অপরাধ আমার! ব'লে যাও।

বিনোদ। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। আপাততঃ কোথায় যাবে?

সুশীলা। চল্লেম—

বিনোদ। তা আমায় ব'লতেও কি তোমার বাধা আছে? [ গদগদ স্বরে ] সুশীলা, বোন্! তুমি উত্তেজিত হয়েছ, নৈলে আমার প্রতি তুমি এত রূঢ় হ'তে পার্ত্তে না। যিনি, হয় ত আত্মহত্যা করেছেন, তিনি আমারও মা ছিলেন, কিন্তু বাবার মাথা খারাপ হয়েছে। আর সহ্য কর্ত্তেই নারীজন্ম। এ ঈশ্বরের বিধান, মাথা পেতে নাও।

সুশীলা। নিতাম, কিন্তু ঈশ্বর যদি নারীকে দুর্ব্বল ক'রে গ'ড়ে থাকেন, তিনিই আবার পুরুষের হৃদয়ে দুর্ব্বলের জন্য ব্যথা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শুধু পশুর মত হাত পা দিয়ে গড়েন নি, তাকে বিবেক দিয়েছেন মনুষ্যত্ব দিয়েছেন। নারীজাতি দুর্ব্বল ব'লে, যে জাতি তাকে কেবল নিজের বিলাসের, সুবিধার, প্রয়োজনের জিনিসমাত্র বিবেচনা করে কিম্বা তাকে জাতির একটা আপদ বিবেচনা করে, সে জাতিকে জগতে চিরদিন মাথা গুঁজে থাকতে হবে।

বিনোদ। কিন্তু—

সুশীলা। যাও দিদি! আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে যাও, আমি আপনাকে আপনি রক্ষা কর্ত্তে পারি। এই দেখ,

[ Revolver দেখাইলেন। বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন ]

সুশীলা। যাও দিদি! বাবাকে ব'লো, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। আমায় যেন তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু যখন আমার ঠাকর্দ্দা ইংরাজী শিক্ষা দিয়েছিলেন, মিল্‌টন্, শেলি পড়িয়েছিলেন, —তখন অন্যরূপ প্রত্যাশা করাই তাঁর ভ্রম।

বিনোদ। তবে আসি, কিন্তু আমার কাছে এ বড় খারাপ—বড় বেখাপ ঠেকছে—কি করি?

[ চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

সুশীলা। বাড়ী ফিরে যাবো না। পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার ক'র্ব্ব না,—তা যাই হোক।

[ প্রস্থান।

( দস্যুদিগের প্রবেশ )

১ দস্যু। আর ব্যবসা চলে না।

২ দস্যু। ছেড়ে দিতে হয়।

৩ দস্যু। আগে নির্ব্বিঘ্নে, নির্ভয়ে, আগে খবর পাঠিয়ে দিয়ে ডাকাতি করা যেত, এখন

৪ দস্যু। এখন বাঁয়ে পুলিশ, ডাইনে পুলিশ, ব্যবসা চলে?

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

২ দস্যু। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, আর পেছনে ফাঁস তৈরি—গলার উপর চেপে পড়্‌লেই হ'ল। এতে কি ডাকাতি চলে?

৩ দস্যু। জাত গেল—পেট ভর্‌লো না।

১ দস্যু। এই একমাস ধ'রে সহরে ঘুর্চ্ছি ফির্চ্ছি। কিছু ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না, ব্যবসা মাটী।

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। ছেড়ে দিয়ে ক'র্ব্বই বা কি?

সর্দ্দার। চাষ।

৩ দস্যু। শেষে চাষ! বল কি সর্দ্দার?

২ দস্যু। ডাকাতের জমকাল ব্যবসা ছেড়ে —গুণ্ডাগিরি ধরেছি—অপমানের চড়োন্ত, তার উপরে চাষ?

সর্দ্দার। নৈলে পুলিশ শীঘ্রই তোমাদের চ'ষে ফেল্‌বে, কোন ভাবনা নেই।

১ দস্যু। ঐ একটা মেয়েমানুষ না?

২ দস্যু। হাঁ ভদ্রঘরের বোধ হচ্ছে।

৩ দস্যু। কিন্তু একা।

৪ দস্যু। গায়ে গহনা।

সকলে। সর্দ্দার—লুট।

সর্দ্দার! আমি পালাই।

১ দস্যু। পালাবে কি! মেয়েমানুষ দেখে!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই, ঐ মুখখানি দেখ্‌লে, আমার হাত থেকে ছোরা খুলে পড়ে। আমি পালাই।

২ দস্যু। তুমি নৈলে কি চলে?

সর্দ্দার। বেশ চলে।

৩ দস্যু। এস সর্দ্দার! শিকার পেয়ে—তার-পরে—চল সর্দ্দার।

সর্দ্দার। না, মেয়েমানুষ লুঠ্‌তে যাব না।

৪ দস্যু। চ'লে এস।

[ সর্দ্দারের হাত ধরিল।

সর্দ্দার। তবে কিন্তু আমি চোখ বুজে থাকব, দেখ্‌ব না, কান এঁটে থাকব, তার কথা শুন্‌ব না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে পার্ব্ব না, সে কাজ তোদের কর্ত্তে হবে।

৪ দস্যু। আচ্ছা বেশ। তুমি মেয়েমানুষের অধম!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই! বিশ পঁচিশ জোয়ানের গলায় ছুরি বসিয়েছি, নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে দিয়েছি, ঠায় চেয়ে তার যন্ত্রণা দেখেছি, কান পেতে তার কান্না শুনেছি। কিন্তু মেয়েমানুষ— ভগবান্ লোহার চেয়ে শক্ত জিনিস দিয়ে তাদের নরম শরীরখানি গড়েছেন ছুরি বসে না, হাত থেকে লাঠি প'ড়ে যায়।

৩ দস্যু। কি! থেমে গেলে যে? চেঁচিয়ে কাঁদ।

সর্দ্দার। ইচ্ছে করে কাঁদি, পারি নে। তারে লাথি মেরেছিলাম, তাই সে ম'রে যায়। তার পর আর কথা কৈল না, চেঁচালো না, আমার পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌ল—পরে চোখ বুজলো—ম'রে গেল।

২ দস্যু। ওর বৌ মরা থেকে ও ঐ রকম হয়েছে, নৈলে আগে খুব তেজ ছিল।

১ দস্যু। চল্, চল্, শিকার ফস্কায় বুঝি—আর দেরী করিস্ নে।

[ নিষ্ক্রান্ত।

[ সুশীলা নেপথ্যে ]। রক্ষা কর, রক্ষা কর— [ কোলাহল। পরে সুশীলাকে ধরিয়া দস্যু-দিগের প্রবেশ ]

সুশীলা। কে তোমরা ?

সর্দ্দার। তা জেনে লাভ কি মা !

সুশীলা। তোমরা ডাকাত ?

সর্দ্দার। ঠিক ধরেছ।

সুশীলা। এই নাও—আমার যা আছে, আমায় ছেড়ে দাও।

[ বলয় খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন ]

সর্দ্দার। না, খুল না, খুল না, অঙ্গের আভরণ খুল না। [ বলয় কুড়াইয়া দিলেন ] সঙ্গে টাকা থাকে ত দাও।

সুশীলা। এই নাও। [ নোট দিলেন ]

সর্দ্দার। তবে ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। সে কি ! আরও আছে।

সুশীলা। আর নাই।

২ দস্যু। মাইরি ! সোনার চাঁদ !— দেখি — [ অঞ্চল ধরিয়া টানিল ]

সর্দ্দার। ওকি ! ছেড়ে দাও—যেতে দাও।

৩ দস্যু। খুঁজে দেখ—আর কিছু আছে কি না।

সুশীলা। আর কিছুই নাই। ভগবান্ সাক্ষী। [ সর্দ্দার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ]

সুশীলা। ছেড়ে দাও, রক্ষা কর—

৪ দস্যু। দিচ্ছি। [ ধরিল ]

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর [ সর্দ্দারের পদতলে পড়িল ]

সর্দ্দার। [ ফিরিয়া ] ছেড়ে দাও। নৈলে এই ছুরি—[ ছুরি তুলিল ]

দস্যুগণ। খবর্দ্দার।

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

( বিনয়ের প্রবেশ )

বিনয়। হুঁসিয়ার—

সর্দ্দার। কে ? মরদ ? ব্যস্। তবে ফের আমি তোদের দিকে—

[ ছোরা উঠাইল ]

বিনয়। সাবধান। [রিভল্‌ভার লক্ষ্য করিলেন]

সর্দ্দার। ওঃ। [ বিনয়ের স্কন্ধে ছোরা বসাইল

[ বিনয় রিভলভার ছাড়িলেন। সর্দ্দার ভূপতিত হইল। অন্যান্য দস্যু পলায়ন করিল। ]

সর্দ্দার। মাপ কর মাইজি ! লড়েছি—পড়েছি। দুঃখ নাই। ঐ যন্তরটা যদি আমার থাক্‌তো।—তা যাক, মরদের সঙ্গে লড়েছি, পড়েছি।—ব্যস্।

[ মৃত্যু। ]

বিনয়। ওঃ [ বসিয়া পড়িয়া নিজের ক্ষত চাপিয়া ধরিলেন ] বাড়ী যাও সুশীলা। চল আমি নিয়ে রেখে আসি —[ উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পড়িয়া গেলেন ] বাড়ী যাও।

সুশীলা। কোন্ জায়গায় মেরেছে ?— [ পরীক্ষা করিয়া ] এই যে —বিনয় !

বিনয়। বাড়ী যাও।

সুশীলা। তোমাকে এখানে একা রেখে ?—বিনয় ! আমি মেয়েমানুষ হলেও মানুষ। দেখি, —কোথায় লেগেছে ? [ পরীক্ষানন্তর নিজের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিলেন ]

বিনয়। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

সুশীলা। তোমায় ছেড়ে আমি যাব না।

বিনয়। যাও বল্‌ছি। এই যে কেদারবাবু !

( কেদারের প্রবেশ )

কেদার। এ সব কি ?

বিনয়। সুশীলাকে নিয়ে যান।

কেদার। কেন ? একি !- এ কে ? তুমি প'ড়ে কেন ? সুশীলা ! তুমি এখানে !

বিনয়। এখানে একটা হত্যা হয়ে গিয়েছে। সুশীলাকে নিয়ে যান। -ঐ পুলিশ আস্‌ছে।

কেদার। এলেই বা।

বিনয়। হত্যা হয়েছে,—পুলিশ সুশীলাকেও এই ব্যাপারে জড়াবে।—ঐ পুলিশ—এসে পড়্‌লো। শীঘ্র যান।

কেদার। কিন্তু হত্যা করেছে কে ?

বিনয়। আমি।

কেদার। তুমি !

বিনয়। হাঁ আমি।

সুশীলা। না কেদারবাবু ! আমি হত্যা করেছি ; এই পিস্তল দিয়ে-

কেদার। অসম্ভব।—কে হত্যা করেছে, তা আমি জানি না, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ—অসম্ভব। আমি সে কথা ভাবতেও চাই না। যা অসম্ভব, তা ভেবে কি হবে।

বিনয়। না কেদারবাবু! হত্যা আমি করেছি সত্য—দস্যুর হাত থেকে সুশীলাকে বাঁচাতে। এর জন্য আমার ফাঁসি হ'তে পারে

কেদার। পারে না কি? তবে ত দেখাই যাচ্ছে যে, এ হত্যা আমি করেছি! ফাঁসি যাওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। তুমি পার্ব্বে না। এ হত্যা আমি করেছি।

বিনয়। কি বল্‌ছেন কেদারবাবু। সুশীলাকে নিয়ে যান।

সুশীলা। আমি যাবো না।

বিনয়। নহিলে পুলিশ তোমাকে এ ব্যাপারে জড়াবে।

সুশীল। জড়াক।

কেদার। সত্য! মা সুশীলা! এস তোমায় রেখে আসি—কিন্তু মনে রেখো বিনয়! যে এ হত্যা আমি করেছি। এস, চল মা!

সুশীলা। আমার রক্ষাকর্ত্তাকে ছেড়ে আমি এক পাও যাব না।

বিনয়। জেলে যাবে?

সুশীলা। জেলে যাব।

বিনয়। যাও বল্‌ছি।

কেদার। এস মা।

সুশীলা। আমি যাব না।

কেদার। এই সদানন্দবাবু!—

( সদানন্দের প্রবেশ )

কেদার। সুশীলা যাচ্ছে না।

সদানন্দ। যাও মা! বিনয়ের জন্য তোমার কোন ভয় নাই—যদি ধর্ম্ম থাকে। আমি দূর থেকে সব দেখেছি।

সুশীলা। আমি যাব না।

সদানন্দ। তুমি এখানে কি কর্ব্বে মা?

সুশীলা। জানি না।

সদানন্দ। মা সুশীলা! বিনয় আমার পুত্র! ওকে রক্ষা কর্ব্বার ভার আমি নিচ্ছি।

কেদার। শুন্‌লে মা? সদানন্দবাবু হলফ ক'রে বল্‌ছেন যে—বিনয় ওঁর পুত্র। আর আমিও হলফ ক'রে বল্‌ছি যে—আমি তোমার পুত্র। নৈলে, তোমার প্রতি আমার এত স্নেহ এলো কোথা থেকে মা?

সদানন্দ। যাও কেদার! সুশীলাকে নিয়ে যাও।

কেদার। এস মা! আমি বল্‌ছি।

[ কেদারের সহিত সুশীলার প্রস্থান।

সদানন্দ। [ অগ্রসর হইয়া ] আঘাত কি গুরুতর বিনয়?

বিনয়। বিশেষ নয়—পুলিশ আস্‌ছে।

( পুলিশের প্রবেশ )

জমাদার। কোথায় লাশ?

সদানন্দ। ঐ যে।

জমাদার। কে খুন করেছে?

বিনয়। আমি।

জমাদার। পাক্‌ড়ো। [ সিপাহীগণ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ]

সদানন্দ। জমাদার সাহেব! আমি থানায় ওর সঙ্গে যাব। আমি ওর জামিন হব।

জমদার। আপনি কে?

সদানন্দ। আমি ওর পিতা।

জমদার। দুঃখের বিষয়, কিন্তু এ খুন!

সদানন্দ। তার জন্য কোন বাধা হবে না। আমি ভাবি জামিন দেব।

জমদার। কত দিতে পার্ব্বেন?

সদানন্দ। এক লক্ষ টাকা। তোমার কাছে থেকে এখনই একে খালাস ক'রে নিয়ে যেতে পার্ত্তাম। বোধ হয় ১০০০্ টাকাও দিতে হ'ত না। তুমি "সন্ধান পাওয়া গেল না" ব'লে লিখে দিতে। কিন্তু তা দেব না। আমার পুত্রের বিচার হোক। ন্যায় বিচারে যদি তার ফাঁসি হয়, আমি তাকে নিজে গিয়ে ফাঁসিকাঠে উঠিয়ে দিয়ে, নিজে তার গলায় ফাঁস দিয়ে আস্‌ব।

জমাদার। কি বল্‌ছেন মহাশয়! আপনি এঁর পিতা।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন—জমাদার সাহেব! আমার এই এক পুত্র। কিন্তু আমার যদি শত পুত্র থাক্‌ত, আর তাদের প্রত্যেকের এই রকম ফাঁসি

হ'ত, ত আমি তাদের অন্য রকম মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তাম না। ওঃ, আজ আমার মত রাস্তা দিয়ে বুক ফলিয়ে যেতে পারে কে? এ হেন পুত্র কার? বিনয়! বাবা! আমার মুখ রেখেছিস্। আমার চোখে জল আস্‌ছে, দুঃখে নয়—গর্ব্বে। ধন্য আমি এ হেন পুত্রের গৌরব ক'রে পারি—ধন্য আমি—যে এই শিক্ষা দিয়েছি। সাবাস্ বেটা! চল জমাদার সাহেব।

[ সকলের প্রস্থান।

---

# পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। পৈতৃক ভিটে বিক্রয় ক'রেছি, এখন পৈতৃক ঘটিবাটি বিক্রয় কর্ব্ব! তার পর এক কৌপীন প'রে রাস্তা দিয়ে বেরুব। বম ভোলানাথ!

সদানন্দ। কি ক'র্চ্ছ দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। কিছু না। এই যে তোমরা এসেছো। এস।

( ক্রেতৃগণের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। আর কৈ? আচ্ছা এতেই হবে। ডাক—আগে এই খাট,—কত দেবে?

সদানন্দ। ক'চ্ছ কি?—পৈতৃক সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। পৈতৃক সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পৈতৃক ঋণ পবিত্র জিনিষ!—কে ডাকবে?

১ম ব্যক্তি। এক টাকা।

২য় ব্যক্তি। দু' টাকা।

৩য় ব্যক্তি। সাড়ে তিন টাকা।

২য় ব্যক্তি। চার টাকা।

দেবেন্দ্র। চার টাকা, চার টাকা, চার টাকা, এক—

১ম ব্যক্তি। পাঁচ টাকা।

দেবেন্দ্র। পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—

সদানন্দ। দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। যাও—বিরক্ত ক'রো না—পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—

সদানন্দ। পঞ্চাশ টাকা, আমি ডাক্‌লাম। মহাশয়গণ! আপনারা বেরিয়ে যান। এখান থেকে একগাছি খড়ও নড়াতে দিচ্ছি না যিনি যতই ডাকুন।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! তুমি বেরিয়ে যাও।

সদানন্দ। কেন যাবো। তুমি নিলাম কর, আমি ডাকব।—এই যে উপেন্দ্রবাবু।

( উপেন্দ্র ও অন্যান্য ক্রেতার প্রবেশ )

সদানন্দ। আপনিও ডাক্‌বেন নাকি?

উপেন্দ্র। তুমি পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রয় ক'চ্ছ?

দেবেন্দ্র। কচ্ছি বৈকি,—ডাকবে দাদা?

উপেন্দ্র। হাঁ, ঐ আলমারিটা—

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ডাক!—না, একলাটে এই সমস্ত নিলাম ক'র্ব্ব। এই খাট, আলমারি, বাসন-কুশন —কে ডাকবে? ডাক।

উপেন্দ্র। একলাটে?

দেবেন্দ্র। হাঁ, একলাটে।—বম ভোলানাথ!

উপেন্দ্র। না শোন—ছোট ভাইটি আমার!

দেবেন্দ্র। না—একলাটে—পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু একেবারে যাক্। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন? এক কোপ। ডাক।

উপেন্দ্র। তবে ভাই—কি কর্ব্ব? পৈতৃক সম্পত্তি, বাইরে যেতেই বা দেই কেমন ক'রে? হরি হে! তুমিই সত্য।

দেবেন্দ্র। ডাক দাদা!

উপেন্দ্র। ডাকি,—কি করি? ১০ টাকা।

১ম ব্যক্তি। ১৫ টাকা।

২য় ব্যক্তি। ২০ টাকা।

উপেন্দ্র। ৩০ টাকা।

৩য় ব্যক্তি। ৫০ টাকা।

উপেন্দ্র। আঃ—৬৫ টাকা।

১ম ব্যক্তি। ৮০ টাকা।

উপেন্দ্র। ৯০৲।

১ম ব্যক্তি। ১০০৲।

২য় ব্যক্তি। ১০৫৲।

উপেন্দ্র। ১১০৲।

সদানন্দ। দু'শো।

উপেন্দ্র। তুমিও ডাকবে সদানন্দ!

সদানন্দ। নিশ্চয়,—দু'শো।

উপেন্দ্র। ২০৫৲।

সদানন্দ। ৫০০৲।

উপেন্দ্র। ৬০০৲।

সদানন্দ। হাজার।

উপেন্দ্র দেড় হাজার।

সদানন্দ। দু'হাজার।

উপেন্দ্র। আড়াই হাজার।

সদানন্দ। পাঁচ হাজার।

উপেন্দ্র। সাড়ে পাঁচ হাজার।

( লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কেদারের প্রবেশ )

কেদার। হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ,।—দশ হাজার।

দেবেন্দ্র। কেদার!—এসো ভাই!

কেদার। [ লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ] ডাক উপেন্দ্রবাবু!—এই সেই আলমারি। চাবি কৈ—হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, দশ হাজার। কি? এঃ!—ডাকতে ডাকতে থেমে গেলে কেন?—এ আলমারি দিচ্ছি নে, দশ হাজার টাকা।

উপেন্দ্র। এ আলমারি নিয়ে আপনি কি ক'র্বেন কেদারবাবু!

কেদার। তোমায় জেল খাটাবো। আমি একবার খেটে এলাম, তুমি একবার খাটো।

সদানন্দ। ব্যাপারখানাটা কি কেদার?

কেদার। ব'ল্‌ছি।—এই যে—যজ্ঞেশ্বর।

( যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ )

কেদার। এই আলমারি ত?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, এই আলমারি—চাবি—দেবেন্দ্রবাবু!

দেবেন্দ্র। চাবি কেন?

কেদার। চাবি বার কর। চাবি—হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ, হুঁ!—আলমারি দেখে নেব।

দেবেন্দ্র। এই নাও—[ কেদারকে চাবি দিলেন। ]

কেদার। খোল যজ্ঞেশ্বরবাবু!

[ চাবি দিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। [ আলমারি খুলিতে লাগিলেন ও কেদার চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ]

যজ্ঞেশ্বর। [ ভিতর হইতে উইল বাহির করিয়া খুলিয়া ] এই সেই উইল।

দেবেন্দ্র। কোন্ উইল?

যজ্ঞেশ্বর। আপনার পিতার প্রকৃত উইল।

দেবেন্দ্র। তবে সে উইল?

যজ্ঞেশ্বর। জাল! ইনি জাল ক'রেছেন—আমার সাক্ষাতে।

কেদার। [ উপেন্দ্রের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ] চন্দ্রবদন!

[ উপেন্দ্র যজ্ঞেশ্বরের হস্ত হইতে উইল ছিনাইয়া লইতে গেলে, কেদার যষ্টি দেখাইয়া মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন ]—'চোপ রও'।

দেবেন্দ্র। দাদা!

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ। উপেন্দ্র!—আশ্চয্য হচ্ছ?—আশ্চয্য হবার কথা বটে। চির-দিনের পাষণ্ড—একদিনে ধার্ম্মিক হবে! তা হয় না। তবে আমি মায়ের প্রসাদ পেয়েছি। ধন্য হয়েছি।

কেদার। দোয়াত কলম কাগজ দাও,—শীঘ্র, শীঘ্র।—

সদানন্দ। কেন?

কেদার। জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল। দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীতে দোয়াত কলম নেই?

দেবেন্দ্র। ঐ যে।

কেদার। তাইত!—এই যে রোস! [ দোয়াত কলম কাগজ লইয়া ] রোস, লিখে রাখি। কি জানি, রাগের মাথায় পাছে আবার কোন সময় ভুলে যাই। লিখে রাখি—[ লিখিতে লিখিতে ] এই দীর্ঘ ঈ, 'শ'য়ে বফলা আর 'র' স্বরের 'আ' ছএ একার 'ছে' আর দন্ত্য ন।—'ঈশ্বর আছেন'। যাক্, লিখে রেখেছি—আর কোন ভয় নেই; এই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিলাম। [ তদ্রূপ করিয়া সহসা জানু পাতিয়া করযোড়ে ] ভগবান্! যদি রাগের মাথায় কখন ব'লে থাকি যে তুমি নাই, মাফ করো।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য মানুষ!

কেদার। আমি নাচ্‌বো।

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি!

কেদার। তা'ও ত বটে, নাচবে কি কেদার? কেদার! সভ্য হও—নেচ না।

সদানন্দ। না কেদার! সভ্য হ'য়ো না! বড় খাঁটি জিনিস আছে। আগে এই রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচায্যি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সঙ্ঘাতে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারই দুই এক টুকরো এখানে ওখানে প'ড়ে আছে। এই পুরানো ভট্টাচায্যি চাল বজায় রেখ। এ জিনিস ভারতের নিজস্ব! পায়ে চটি জুতো, পরণে সাদা ধুতি, শরীরে বল—মনে ফুর্ত্তি মুখে সাবলোর জোতিঃ—এ আর কোনও দেশে নাই।

কেদার। তবে নাচি। আলমারি, তুমিই বল। বাসা আলমারি! দেখি, ও বাবা! খোপ এর ভিতরে আর একটা খোপর! দেখি, এ আবার কি! [নোটের তাড়া বাহির করিলেন] এ কি!—হাঁ যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর। তা ত জানি না।

দেবেন্দ্র। দেখি—[লইয়া খুলিলেন] এ কি! চুরি যায় নি ত! [নোটের তাড়া হস্ত হইতে ভূপতিত হইল]

সদানন্দ। ও কি দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! সদানন্দ! [দেওয়ালে হাতের উপর মাথা রাখিলেন]

সদানন্দ। কি হয়েছে? দেবেন্দ্র।

দেবেন্দ্র। সেই পাঁচ হাজার টাকা! আমায় ভিতরে নিয়ে চল সদানন্দ! চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

[ সদানন্দ দেবেন্দ্রকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ]

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ উপেন্দ্র! আশ্চয্য হচ্ছ? আশ্চয্য হবার কথা বটে। চিরদিনের পাষণ্ড আমি একদিনে উদ্ধার হ'য়ে যাব! তা কি হয়?—কিন্তু কি আশ্চয্য উপেন্দ্র! মায়ের প্রসাদ পেয়েছি! সে দিন মনে পড়ে উপেন্দ্র! সেই দিন! যে দিন মায়ের দীন, মলিন, বারিদ্রসার্থক মাতৃমূর্ত্তি এসে, হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে স্বর্গের কবাট খুলে দিল! মনে হ'ল, যেন বিশ্বজননী স্বয়ং নেমে এসে আমার সম্মুখে নতজানু হয়ে, করযোড়ে, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, পীড়িত সতীত্বের রক্ষার জন্য আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি চিরকালের পাষণ্ড উদ্ধার হয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কোনও আশা নাই জেন।

কেদার। কিছু না—

যজ্ঞেশ্বর। আমি পাষণ্ড, তুমি তার উপর ভণ্ড। তুমি তোমার পাপরাশি ঢাকবার জন্য, ঈশ্বরের পবিত্র নাম—যে নাম ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি, পীড়ার ঔষধ, প্রবাসে বন্ধু, মরণে সঙ্গী—সেই নাম পথে পথে বিক্রয় ক'রেছ। তার উপর, নিজের ভাইঝিকে—যাকে সেই দিনই তুমি, মা ব'লে ডেকেছিলে নিজের মেয়ে, আমার ব্যভি-চারের কামাগ্নিতে আহুতি দিয়েছ।

কেদার। কে? কাকে?

যজ্ঞেশ্বর। নীচ স্বার্থের জন্য—তুচ্ছ পাঁচ হাজার টাকার জন্য তুমি নিজের ভাইঝি যে ভাইঝি বিশ্বাস ক'রে বাপের ভাইকে বিশ্বাস কর্ব্বে না ত কাকে কর্ব্বে? বিশ্বাস ক'রে তোমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে তুমি টাকার জন্য আমার কামাগ্নিতে ছেড়ে দিয়ে এসেছ।

কেদার। উপেন্দ্রের গলদেশ ধারণ! পাষণ্ড! তবে তোমার আর নিষ্কৃতি নাই। শুধু উইল জাল হ'লেও তোমায় ছেড়ে দেওয়া যেত, কিন্তু তোমার মত বদমায়েস যদি বিনা সাজায় নিষ্কৃতি পায়, তা হ'লে সংসার একদিনে উল্টে যাবে। আমি যজ্ঞেশ্বরকে মেরে জেলখানা ক'রে এসেছি, এবার তোমার পালা, চল!

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সায়াহ্ন।

বিনয় ও সুশীলা।

বিনয়। তবে নাকি ব'লেছিলে বিবাহ কর্ব্বে না!

সুশীলা। ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম এ স্বর্গ। তা দেখছি এ স্বর্গ নয়। জান না, যে পুরুষজাতির শিকারদের দয়াময় নারীজাতিকে তৈরী করেছিলেন।

বিনয়। কি রকম?

সুশীলা। এ সংসার অরণ্যে নারীজাতি মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর মত বিচরণ কর্চ্ছে।—হা রে নারী! দাসত্ব কর্ত্তেই তোমার জন্ম—প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর, পরে পুত্রের, কোন শক্তি নাই।

বিনয়। কোন শক্তি নাই! পুরুষের অন্ধশক্তি —চালাচ্ছে এই নারী। নারীর অপমানে—কৌরবের সর্ব্বনাশ, নারীর অভিশাপে—লঙ্কার ধ্বংস, নারীর কটাক্ষে দৈত্যের পরাজয়।

সুশীলা। পুরুষের অনুগ্রহ। দুঃখের সেরা দুঃখ এই যে এই পুরুষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে নারীর জীবন ধারণ ক'র্ত্তে হয়।

বিনয়। কিন্তু তাতে পুরুষের অপরাধ কি?

সুশীলা। না, তার অপরাধ কি? ঈশ্বর নারীকে পুরুষের খাদ্য ক'রে তৈরী করেছিলেন, পুরুষ ক'র্ব্বে কি? ঈশ্বরের এই অবিচারের সে যথাসাধ্য প্রতিকার ক'র্চ্ছে। সে তাকে মান দিয়েছে, গৃহলক্ষ্মী ক'রে রেখেছে, পুরুষের অসীম অনুগ্রহ।

বিনয়। অনুগ্রহ!

সুশীলা। তা বৈ কি। এই যে বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি যা এতদিন নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার বলে ভাবতাম দেখ্‌ছি যে তা পুরুষ নারীকে হিংস্র লোলুপ পুরুষের কাছ থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ক'রেছিল। এখন দেখছি যে এগুলো একেবারে কুসংস্কার নয়। পুরুষ যতদিন নীচ, লম্পট, ব্যভিচারী, সমাজ যতদিন অধঃপতিত, ততদিন নারীর রক্ষার জন্য এ সব চাই। কারণ, নারী শক্তিহীন।

বিনয়। পুরুষ যদি এতই অধম, তবে বিবাহ কর্লে কেন?

সুশীলা। এ কি বিবাহ?—এক পুরুষের ঘরে নারীর আশ্রয় গ্রহণ। সেই পুরুষের হুকুম শুন্‌বে, তার দাসীপনা কর্ব্বে, বিনিময়ে পুরুষ তাকে খেতে পর্ত্তে দেবে।—এ বিবাহ? বা জঘন্য দাসত্ব।

বিনয়। তবে প্রকৃত বিবাহ কাকে বলে?

সুশীলা। পুরুষ আর নারী যদি সমকক্ষ হ'ত, যদি বিবাহ পুরুষের বিলাস আর নারীর প্রয়োজন না হ'ত, যদি কাম সে রাজ্যের রাজা না হয়ে প্রেম রাজা হ'ত, যদি—

বিনয়। সে কি রকম?

সুশীলা। আমি চাই—বিশুদ্ধ ভালবাসা—নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নির্ম্মুক্ত প্রেম। সে প্রেমে উদ্বেগ নাই, অসূয়া নাই, সন্দেহ নাই, উচ্ছ্বাস নাই—বিরহ নাই। আকাশের মত স্বচ্ছ, মৃত্যুর মত স্থির। তুমি থাক্‌তে মঙ্গল গ্রহে, আমি থাকতাম বৃহস্পতি গ্রহে, আর দুইয়ের মাঝখানে চিরকাল থাকতো এক অশ্রান্ত ঝঙ্কার।

(বিনোদিনীর প্রবেশ)

বিনোদ। এখন আমাদের কঠিন মর্ত্ত্যভূমে নেমে এস। যা হবার নয়, তা ভেবে কি হবে? সংসার সুখে দুঃখে গড়া বলেই এত মধুর। আলোকে-অন্ধকারে, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে, সুখে-দুঃখে পৃথিবী তৈরী বলেই তাকে এত ভালবাসি, তাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। এখন এস, খাবে এস।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

(শশব্যস্তে কেদারের প্রবেশ)

কেদার। কৈ মা!—এখানেও ত কেউ নেই! আমি গান শোনাবো ব'লে সদানন্দের দল পাকড়াও ক'রে আন্‌লাম। না, তা হচ্ছে না। সে গানটা শোনাবোই। কি গানই বেঁধেছে সদানন্দ! 'চির জীবসুখিনী' কি, তার পর?—'বঙ্গ রমণী' তার পর একটা 'প্রবরা' আছে। দুত্তর্! —স্মরণশক্তি কিচ্ছু নেই। বুদ্ধিও যে বেশী আছে ব'লে বোধ হয় না।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদানন্দ। দরকার নাই।—তোমার মহৎ হৃদয়ের গুণে পৃথিবী জয় ক'রেছ কেদার! পুরাণে অনেক চরিত্র প'ড়েছি, ইতিহাসও অনেক ঘেঁটেছি, কিন্তু এ রকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখি নি।

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। কৈ সদানন্দ!—তোমার দল কৈ?

সদানন্দ। নীচে।

দেবেন্দ্র। তবে তাদের ডাক। আমি সেই গানটা আজ মেয়েদের শোনাব।

( সদানন্দের প্রস্থান ও বালকগণের সহিত প্রবেশ )

গীত

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুল-প্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুর কোকিলমৃদুস্বরা রে।
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত ভুবনবিজয়ীনয়ন,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।
শিশির-স্নিগ্ধমেদুরা, কিশলয়-পেলব বামা,
অপরাজিতা-নম্রা, নবনীল-নীরদ-শ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে,
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী সতীসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নির্ভবভাসে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী, সহিষ্ণু সম এ ধরা রে,
দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রী সীতাসুধ্যায়িনী বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্মর দৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।
কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছে
ঘননীলাম্বররাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মৃত মণ্ডিতে বসন্ত হাসি?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ-শোভা
প্রখরা রে।
জীব-প্রেম-ভরিত-হৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্র চরিতে,—বঙ্গে জ্যোৎস্না,
বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালো রূপে
অমরা রে।
হা, এ বঙ্গ দাস হৃদয়ে—পঙ্কপতিত চন্দ্রহাসি—
পকষভীকরমণী দস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী—,
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপবাবে॥

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জেলখানা। কাল—সায়াহ্ন।

উপেন্দ্র একাকী।

উপেন্দ্র। আমি ত সব ছেড়ে এসেছি, তবু সে আমার পিছনে পিছনে ফেরে কেন? আমি জেলে এসেছি—তবু যে ছাড়ে না! আমি ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর যেন সে চাবুকে আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! আমার হৃদয়ের সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় ব'য়ে যায়, তখন তার বিরাট উচ্ছ্বাস হৃদয়ে ওঠে—হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে! আর কেউ নেই যে, তাকে বুকে ক'রে নেয়। আমার অন্তর মধ্যে নিজেই কেঁপে উঠি। মনঃপীড়া, মনের মধ্যেই গুমরে গুমরে উঠে নেমে যায়। কতদিনে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে ভগবান!—কতদিন, কতদিন?

( জেলারের প্রবেশ )

জেলার। দুই বৎসর!

উপেন্দ্র। হাঃ হাঃ, হাঃ জেলারবাবু! আমার পাপ যদি জান্তে—দু'বৎসর কি? দু'শো বৎসরেও তা সব পুড়ে যায় না। আমি কি ক'রেছি জান?

জেলার। তা আর জানিনে? জানি।

উপেন্দ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ! কেবল ঐটুক জান বুঝি জেলারবাবু! হাঃ, হাঃ, হাঃ, সরলা বালাকে মজিয়েছি, সবল ভাইকে ঠকিয়েছি, রক্তের সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছি, তাকে না খাইয়ে মেরেছি। সে শীতে মরেনি জেলারবাবু! শীতে মরেনি। না খেয়ে মরেছে।

জেলার। কে?

উপেন্দ্র। আমার স্ত্রী। সে উইলের কথা জান্ত, তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি।—রাত্রিকালে কি দেখি, জান জেলারবাবু—

জেলার। কি?

উপেন্দ্র। দেখি, তারা সব আমার মাথার শিওরে দাঁড়িয়ে, হেঁট হয়ে, আমার দিকে চেয়ে আছে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে! তার উপরে, পাপের সেরা পাপ যে, ঈশ্বরের পবিত্র নাম দিয়ে, আমার এই পাপরাশি ঢেকেছি। ওঃ! আমার কি হবে জেলারবাবু?

[ জেলার অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন। ]

উপেন্দ্র। আমি একা। একটা কুলী মজুরের সঙ্গে কথা কৈতে পেলেও বাঁচি, তাও পাই না। আমি নিজে থেকে—নিজে পালাতে চাই—ছুটেছি, হাউয়ের মত, রেলগাড়ির মত, ঝড়ের মত ছুটেছি; কোথায়?—জানি না। পালাতে চাই পালাতে চাই।—ইচ্ছা করে, চব্বিশ ঘণ্টা ঘানি ঘোরাই। শরীর পারে না। ওঃ আর কতদিন? প্রভু!—কতদিন?—এই যে দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র!

( দেবেন্দ্রের প্রবেশ । )

দেবেন্দ্র। দাদা ! দাদা !—[ পদতলে পড়িলেন ]

উপেন্দ্র। আমায় ক্ষমা কর দেবেন্দ্র ! আমি যা ক'রেছি—বাহিরের আলোকে এতদিন যা বুঝিনি, কারাগারে- একদিন অন্ধকারে—তা বুঝেছি। পাপীর এই তীর্থস্থান-

( সদানন্দ ও কেদারের প্রবেশ )

কেদার। ঈশ্বর আছেন, সমস্যা।

সদানন্দ। ঈশ্বর আছেন—এই নিয়ে যে তোমার সমস্ত জীবনটা কেটে গেল।

কেদার। না, আর কোন সন্দেহ নাই। যদি কখনও মনের ক্ষোভে ব'লে থাকি যে, তুমি নেই—ক্ষমা ক'রো দেব ! তুমি আছ, প্রমাণ - [ উপেন্দ্রকে দেখাইলেন ]

সদানন্দ। কেদার ! পীড়িতের দুঃখ দেখে আনন্দ হয় কি ?

কেদার। হাঁ, যদি সে পাষণ্ড হয়।

সদানন্দ। আমার ত দুঃখ হয়—সে যত বড় পাষণ্ডই হোক্ না কেন,—দুঃখ হয়।

কেদার। আমার ত হয় না। দস্তুরমত আনন্দ হয় ; নাচ্‌তে ইচ্ছা করে। আমি নাচ্‌বো।

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি !—

কেদার। তাও ত বটে। নাচ্‌বো কি ? কেদার ! সভ্য হও। নেচ না, সভ্য হও।

উপেন্দ্র। কেদারবাবু ! ঋষি সংসারে যদি কেউ থাকে ত আপনি। নিজের জন্য কখন ভাবেন নি, পরের জন্যই ভেবেছেন। আমি আপনাকে এতদিন চিন্‌তে পারি নি !—আমার শত অপরাধ। আমায় ক্ষমা করুন।

কেদার। সে কি উপেন্দ্র ?

দেবেন্দ্র। দাদাকে ক্ষমা কর কেদার !

কেদার। সে কি ! আমি ক্ষমা কর্ব্ব কি ? আমি কে ?

উপেন্দ্র। আমার এই মূর্ত্তি দেখ। আমার মনের ভিতর- এরও চেয়ে ভয়ানক। এ অন্ধকারের চেয়ে সে অন্ধকার ঘন। এ শাস্তির চেয়ে সে শাস্তি কঠোর। আমি রাত্রিকালে ঘুমোতে ঘুমোতে শিউরে উঠি, কি ক'রেছি, কি ক'রেছি ! ক্ষমা কর—ভাই ! [ কেদারের পদতলে পড়িলেন। ]

দেবেন্দ্র। [ রোদন সংবরণ করিয়া ] কেদার !—

কেদার। উপেন্দ্র !—তোমার ভাই তোমার জন্য কাঁদ্‌ছে, তাই আজ আমারও চক্ষে জল। নৈলে—তোমার মত পাষণ্ডের জন্য—না কেদার ! কি বল্‌ছো ? আজ সুখের দিনে ক্রোধ, বিদ্বেষ, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও। উপেন ! ভাই ! তোমার এই ম্লানমুখ দেখ্‌ছি—আর ইচ্ছা কর্চ্ছে যে, তোমার জন্য আমি জেল খাটি—তুমি বেরিয়ে যাও। তা হয় না ?

সদানন্দ। কেদার ! পুরাণে মহর্ষিদের কথা পড়েছ, তাঁরা কি তোমার চেয়েও বড় ছিলেন ?

উপেন্দ্র। কেদার ! আর আমার দুঃখ কি ? তোমরা আমায় ক্ষমা ক'রেছ। হাস্যমুখে জেল খাটব। দেবেন্দ্র, ভাই ! আমার সমস্ত বিষয় তোমার তার চেয়ে অধিক, আমার হৃদয়, তোমার—যাও, বাড়ী ফিরে যাও—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

দেবেন্দ্র [ হাসিয়া ] সুখী ! আমি ! ঈশ্বর এত অবিচার কর্ব্বেন !

সদানন্দ। জানি ভাই ! তোমার এ সম্বন্ধেও অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু সব সুখের সঙ্গেই দুঃখ জড়িত ! অমিশ্রে ত্রুটিহীন বিশুদ্ধ শুভ সুখ-পরিণাম নাটকের বাহিরে দেখা যায় না। সংসার রঙ্গমঞ্চ নয়।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ ! কেদার ! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে ভুল্‌ব না। কিন্তু আমার জীবনও আর বেশী দিন নাই। আর আমি বাঁচতে চাইও না, আমি আমার গৃহিণীর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যগ্র হয়ে—সেই দিকে চেয়ে আছি। জীবনে সে কেবল দারিদ্য সহ্য ক'রে গেল আর আমি সম্পদ ভোগ কর্ব্ব ! এ কখন হয় ?

কেদার। কেন ? বৌদিদিও তোমার সঙ্গে সম্পদ ভোগ ক'র্বেন।

দেবেন্দ্র। বৌদিদি ! তিনি কি আর এ পৃথিবীতে আছেন ? আমিই তাঁকে মেরেছি।

কেদার। তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন - আর আমারই বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। সে কি! সত্য—সত্য কথা কেদার!

কেদার। আমি কি মিথ্যা কথা বল্লাম? এ কি তামাসার কথা? তিনি আত্মহত্যা কর্‌তে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁকে বাঁচিয়ে পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর, সেখান থেকে এসে তিনি এখন আমার বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! তুমি আমার কে?

কেদার। আমি তোমার ভাই।

উপেন্দ্র। ভাই! না, ভাই কি এত বড় হ'তে পারে?

কেদার। আমি এর কেবল দাস। তবে তুমি ভাইয়ের জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পার নাই বটে।

( জেলারের প্রবেশ। )

জেলার। মহাশয়গণ! সময় অতীত হয়েছে, বাহিরে আসুন।

দেবেন্দ্র। দাদা! পায়ের ধূলি দাও! [ প্রণাম ]

উপেন্দ্র। সুখী হও।

[ উপেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান ]

---

## যবনিকা

## সমাজবিভ্রাট

ও

# কল্কি-অবতার

[ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ]

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## পাত্র ও পাত্রীগণ

রাজা বিমলেন্দু

বিধুভূষণ ( বৈজ্ঞানিক )
নিধিরাম ( ডাক্তার )
নীলমণি ( উকীল )
হারাধন ( মুন্সেফ )
} নব্যহিন্দু ও রাজার বয়স্য।

ভূতনাথ ( সম্পাদক )
চতুরানন ( বক্তা )
} গোঁড়াহিন্দু।

শিরোমণি
চূড়ামণি
ন্যায়রত্ন
স্মৃতিরত্ন
বিদ্যানিধি
} পণ্ডিত।

গঙ্গারাম ( ব্রাহ্ম )
মিষ্টর দাস ( বিলেতফেরত )
গোবর্দ্ধন ( মিষ্টর দাসের পিতা )
অন্যান্য নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতগণ।
ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। বসুমতী।
শীতলা, মনসা, ওলা ও অন্যান্য দেবদেবীগণ
নক্ষকন্যাগণ ও কনষ্টেবল।
বানর ও বানরীগণ।
ব্রহ্মা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মা।
ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।
কল্কি, বৃহস্পতি, ধর্ম্ম ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

---

# পদ্যগুলি পড়িবার নিয়ম

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন 'সমাজ' কথাটি স—মা—জ এরূপ না পড়িয়া সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।

## গল্পের আভাস ( PLOT )

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাজ-বিভ্রাট দেখিয়া পণ্ডিতগণ গোঁড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন. অপর দিকে বিলেতফেরত ও নব্যহিন্দুগণ এক ম্লেচ্ছাচারী রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক-জন সুরসিক সর্ব্বভুক্ পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যানিধি। পণ্ডিতগণ ও গোঁড়াগণ যে দিন রাজাকে ম্লেচ্ছাচার হইতে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্যা-নিধি ও রাজা, বিলেতফেরত ও নব্যহিন্দুগণের সহিত খানায় বসিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিত-গণ খানিক রাজা ও বিলেতফেরতের সহিত বচসা করিয়া, শেষে সেই সমিতিতে যখন বিদ্যা-নিধিকেও দেখিলেন, তখন পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। গোঁড়াহিন্দুগণ তাহাতেও হতাশ্বাস না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। পণ্ডিতরা খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত, এমন সময়ে শুনিলেন যে, রাজা বিলেত যাইতেছেন। এইখানে সমাজবিভ্রাট শেষ! এদিকে ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইয়া, মনসাদি দেবদেবীগণ হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার সত্ত্বেও উপযুক্ত পূজা না পাইয়া, যক্ষগণ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, বানর-বানরীগণ রম্ভাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ও বসুমতী পাপের ও অনাচারের ভারে ব্যথিত হইয়া, ব্রহ্মাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা কল্কি-অবতার হইবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষ্ণু কল্কি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও তাঁহার কাছে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরতের বিচার হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। কারণ, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য্য-রূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর লেখনীপ্রসূত দেব-দেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন "ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না" এরূপ রহস্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা'। অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষাণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথা কাহারও মুখে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শুদ্ধ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা বলা হইতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে।

## স্থান ও পোষাক

প্রহসনের স্থান কলিকাতা। দৃশ্য ও পোষাক সমস্ত আধুনিক।

# প্রস্তাবনা

পাঠিকা ও পাঠক ! আমার এই নাটক—
প্রহসনই বলুন, পাছে 'না মিষ্টি না টক'
কোন এক রূপসী এ কথা বোলে, করেন রসিকতা
প্রহসনই বলুন—তা'তে দিবনাক আটক ।
কথা নিয়ে মিছে তর্ক, আপনাদের কাছে
এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে !

প্রথমতঃ, গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র ।
হ'য়েছে অঙ্কিত তা'তে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্য নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ,
লক্ষ্য ক'রে তারে করা ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ ।
নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা, হোয়ে' পড়ে সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালভাবে, তা'লেই চুকে যাবে,
কেন নেবেন উল্টোতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে,
বিবাদ বিসংবাদ যতই করেন ততই বাড়ে ।

বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফের্ত্ত, ও ব্রাহ্মকে,
বেরোয় কত পদ্য গদ্য,—নানা কথাও রটে,
তা'তে তারা মারা যায় ?—না তা'তে তারা চটে ?
এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, না মদ
খেয়ে পাওয়া দুষ্কর (প্রবাদ), যদি তা না খাওয়া যায়,
(যেহেতু সে স্বাস্থ্যনাশক), আমোদটাও তার
পাওয়া যায়,

মন্দই কি ? না হয় একটুক কাহায়
চড়ই দিলাম, কিংবা দুটো গালই দিলাম, যা হয়,
ভাল, বন্ধুভাবে—সে কি মোরে' যাবে ?
বন্ধুভাবে চড় কি গালে কাহারই বা অরুচি ?
বেশ আমোদ হোল একটা বিনা বেশী খরচে ।

দ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন,
পড়ুন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অন্ত,
দশ জন ডেকে নিয়েও আসুন, উপরন্তু,
—বইয়ের কোণা, ধার, মলাট করুন সব তদন্ত,
দেখতে পান কি না কোন স্থানে একটা শব্দ,
অন্যায়, কি দ্বেষবান্ মত অভিব্যক্ত ।

আমার মত (সে যা'ই হোক) এ নাটকেতে দেখান,
উদ্দেশ্যই নয় । "তবে এ জায়গায় এ কেন ?"
"অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা ?"
—হ্যাঁ—এ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা ।

হ'তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্নেরও বহুতরো,
তার একটি এই—যে হাস্তে গেলে ভাই,
( এ নাটকের উদ্দেশ্যটা অনেকটা তাই )
'এটা বাচালতা', 'ওটা মিছে কথা',
এ রকম 'বাছবিচার' কল্লে কিছু নাই,
দরকার হয়ত একটু রং দেওয়াও চাই ।

মানুষের কি রকম একটা গাম্ভীর্য্যের যে অভাব,
ঘুমোচ্ছে কেউ, গিয়ে (তার) নাকে কাঠি দিয়ে
অর্থাৎ একটু কষ্ট দিয়েও হাসা তার স্বভাব ।
কিন্তু তাই বোলে কারুর কাণ মোলে
দেওয়া উচিৎ ? স্বীয় বোনরা তাহাই ছাড়েন কৈ ?
যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই ।

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন
নিহিত দুষ্টুমি এ,—যে কেউ যদি ঘুমিয়ে
নাক ডাকায়, কিংবা যদি কেউ বর্ষার কাদায়
পিছলে পড়ে বেশ একটু গোলযোগ বাধায়,
( আর ) দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কেউ থাকে
উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফাঁকে ।

কিংবা কোন ছেলে সারাদিন খেলে,
গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে,
গুরু ম'শায় বলেন যখন "বল্ত হতভাগা—
বল্ত দেখি,— না বল্তে পারিস্ ত আগা
থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পিটোব— বল্ত রে
'শিবের বাহন' কি ?" কিছু মনস্থ না কোরে,
সে যদি শুধু একটা দেবির ওকোর স্বর
কর্ণে গিয়ে, গোঙ্গরে গোঙ্গর বলে—
"আ—আজ্ঞে গুরু—
গুরু—ম—শায়—" অমনি যা'রা একটু দুষ্ট ছাত্র,
আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিয়পাত্র,

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, সে হাসির চোটে
গুরুত্ব নেই অথচ তাঁর দোষ নেই মোটে।

এই সব নিয়ে যদি কেউ গিয়ে
গল্প বানায়, তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোষবান্,—
যে সে এই মতাবলম্বী, ও মতে আক্রোশবান্।
শুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙ্গ মত্তে)
মত প্রকাশ কর্ত্তে গেলে কর্ব্ব কি আর পত্তে?

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটক খানি
সনাতন প্রথাত্যাগী প্রায় পদ্যের মতন:
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নতুন'।
আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নূতনতরো,
অক্ষরের বিপর্য্যয় গরমিল হোল এ—
এ ছত্রটা তেরোয়, ওটা বিশে, সেটা ষোলয়,
পূর্ব্বতন প্রথা হ'য়েছে অন্যথা
এরূপে, হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।

"গদ্য কি পদ্যয় আগে বেশ চৌদ্দয়
চেনা যেত, কি প্রকার হোল আবার অদ্য এ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বে-আক্কেলি সদ্যঃ এ,
এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কাণের উপর বিশ্বাস।"
হয়ত বল্‌তে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো',
থাক্‌লই বা একটু খানি বেল্লিকামির গন্ধ।"

এর উত্তর এও - "যেটা অভিনেয়
সেটা কতক গদ্যের মত তৈরি করাই শ্রেয়ঃ,
নির্দ্দোষ ও কড়া ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়,
আবশ্যক নেই কথায়, থিয়েটরে যাত্রায়।

তবে গদ্য থেকে দেখ্‌বেন প'ড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক—অর্থাৎ শুন্‌তে একটু মিষ্ট,
যেখানে তা হয় নি তা সে আমার দুরদৃষ্ট।"

আরও একটি কথা "নাটকের প্রথা
নয় যে কর্ব্বেন গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত
ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা,—এও একটা মস্ত
বেয়াদবি" হোতে পারে কেউ এরূপ ক'তে পারে—
কিন্তু বোধ হয় তাঁরা একটা জানেন নাক যে 'আদবেই'
আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক 'বেয়াদবি।'

এই যেমন, একা ভাবা, স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই,
(হয় ত কারো কারো' কারণ নেই এরূপ হ'বারই;
কারো কারো আছেও ত, আর মরা বাঁচাও ত
অনেক সময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে)—
কেউ আবার এরূপ স্বপ্ন দেখে দিনে দু'পরে।
এখন তার চেঁচিয়ে ভাবতেই হবে, কি'বা সেই
স্বপ্ন ব্যক্ত কর্ত্তেই হবে, এরূপ কড়ার নেই।
(আর) দীনের মতে তারে লেখা যেতেও পারে,
বিশেষ যখন প্রাসঙ্গিক করে কিছু ব্যাখ্যা,—
না দেন ত নাই দিলেন এবে নাটক আখ্যা।

পাঠক ও পাঠিকা, কল্লাম এ যা টীকা,
দিবেন আমার 'মেকে', হাসি রাখেন চেপে,
ভালই, না রাখেন যদি আরো ভালো, কারণ
আমারও সেই উদ্দেশ্যে তায় করি না নিবারণ।
শুধু এক কথা শেষে বোলে হই বিদায়
(লাখ কথার এক কথা), হবেন নাক নিদয়
এ দীনের প্রতি, তাঁবেদার অতি
বেচারী, আর আপনারা গরীবের মা বাপ,
এ বালক নাটকখানি কর্ব্বেন নাক 'কাবাব'।

# কল্কি-অবতার

## প্রথম অভিনয়



### প্রথম দৃশ্য

[ স্থান—শিরোমণির বহির্ব্বাটী। কাল প্রভাত।

দক্ষিণ জানু উঁচু করিয়া তদুপরি দক্ষিণ বাহু
প্রসারিত রাখিয়া শিরোমণি, ও সম্মুখে
উপুড় হইয়া চূড়ামণি আসীন। ]

শিরো। [ হতাশভাবে চূড়ামণির মুখের দিকে তাকাইয়া ] সমাজ আর টেঁকে না যেরূপ গতিক দেখি।

চূড়া। [ মাথা নাড়িয়া ] নাঃ কোনমতেই না—
কেমন ক'রেই টেঁকে ?
একে, বহিছে ইংরাজি শিক্ষার খরতর স্রোত,
তদুপরি প্রবল বাত্যা—থাকে না আর পোত।

শিরো। বিষম সঙ্কট। [ নস্য গ্রহণ ]

চূড়া। শুধু সঙ্কট ? বাত্যাবিঘর্ণিত
জীমূত-পটলযোগে প্রলয় উপস্থিত।

শিরো। উপায় ?

চূড়া। [ নস্য লইয়া ] উপায় আর কি ?—মত্ত কলির অবিভাব,
ইষ্টদেবের নাম জপ, যত দিন এ পাপ
না ঘুচান অবতীর্ণ হ'য়ে দেব কল্কি,
ঘুচাতে এ মনুষ্যের সাধ্য কি,—বল কি—

( বিদ্যানিধির প্রবেশ )

বিদ্যা। [ উচ্চৈঃস্বরে ] কৈ শিরোমণি মশায় কৈ ?
বাঃ এই যে। [ চূড়ামণিকে ঠেলিয়া ]
কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে
হে ? কথা নেই যে।

শিরো। [ মাথা হেঁট করিয়া ]
আর কি ভাই মাথা মুণ্ডু—সমাজ টেঁকে না।
তাই ভাব্‌ছি ভাই, আর সমাজ টেঁকে না।

[ দীর্ঘ নিশ্বাস ]

বিদ্যা। তা বটে তা বটে। তবে কর্‌বেন নাক রোষ,
এত—ওর নাম কি সব আপনাদেরই দোষ।

উভয়ে। [ সাগ্রহে ] কিসে কিসে ?

বিদ্যা। কিসে ? এত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ
গড়াচ্ছে, দেখুন দেখি, এমন সুখাদ্য
কুক্কুট—তা ছেড়ে কি না
শুক্‌নো পাটা আহার !
কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি এ দোষটি কাহার ?

শিরো। ও যে মেচ্ছে খায়, তাই কুক্কুট ও পেঁয়াজ
খেলে যদি হিন্দু তবে পড়ুক না নেওয়াজ,

চূড়া। মুসলমান হ'তে তবে বাকি রইল কি আর ?

বিদ্যা। [ হাত নাড়িয়া ] কি আর ? তোমার
মাথামুণ্ডু ! শোন বলি এবার,
মুরগী মানুষের খাদ্য করেছেন যে ব্রহ্মা,
প্রমাণ তার দিব পর চওড়া ও লম্বা।

চূড়া। ও বিষ্ণু ! বিদ্যানিধি তুমি নিশ্চয় যবন,
অথবা খেয়েছ তুমি তাহাদের লবণ,

শিরো। আচ্ছা শুনুনই দেখি কি দেয় ও প্রমাণ

বিদ্যা। [ মাদুর চাপড়াইয়া ]
প্রমাণ ! প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান,
প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি
সব পাখীর। দেন নি কি ?
[ চূড়ামণিকে ধাক্কা দিলেন ]

চূড়া। হাঁ হাঁ বিদ্যানিধি,
বটে বটে।

বিদ্যা। [ মুখ নাড়িয়া ] কেন ?
[ মাদুরে ঠোকা দিতে লাগিলেন ]

চূড়া। [ মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া ]
বোধ হয় উড়িবার জন্য।

বিদ্যা। [ উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
চূড়ামণিকে প্রণাম করিয়া ]
চূড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।
আচ্ছা—পাখা দিয়াছেন মুরগীরও,—নয়?
দেন নি কি?—বলুন্ ত দাদা মহাশয়!
[ শিরোমণিকে ]

শিরো। [ একটু বিমনা হইয়া ] অবশ্য অবশ্য।

বিদ্যা। তবে পারে না কেন উড়তে?
বলুন দেখি·কেন?
[ কঠিন সমস্যাসূচক ঘাড় নাড়িলেন ]

উভয়ে। কেন?

বিদ্যা। [ মাথা ঘুরাইয়া ] হঃ হঃ পাল্লেন নাক ফড়তে
এই প্রশ্ন দাদা মশয়—হঃ হঃ চূড়ামণি,
সোজা কথা—এর উত্তর—ওর নাম কি—ননী?
খাওয়ায় মত সোজা।—তবে বলি, বলি এ-
এ এ—এটি বিধাতার সঙ্কেত, বাঃ তলিয়ে
বুঝছেন না? তিনি দিলেন মুরগীরে এ লক্ষণ,
অর্থ -[ সভঙ্গী ] মানুষ তারে কাট এবং কর ভক্ষণ।
[ উভয়ের হাস্য ]

বিদ্যা। নইলে সব পাখী ওড়ে
মুরগী পাখা থেকেও
উড়তে পারে না বা কেন?
বোঝাতে হয় একেও?

চূড়া। [ নস্য লইয়া ] কিঞ্চিৎ কষ্ট বটে।

বিদ্যা। দেখুন আরো, দ্বিতীয়তঃ,
কুক্কুটের মাংস কেন বিধি কল্লেন অত
রসাল ও মধুর?

শিরো। [ আশ্চর্য্য ] হাঁ!! সে কি তুমি তবে
খাও বুঝি!—

বিদ্যা। [ ঘাড় চুলকাইয়া ] তা কি বল্‌ছি
জানি অনুভবে।

( বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি
পণ্ডিতের প্রবেশ )

বিদ্যা। [ হাত বাড়াইয়া ]
আসতে আজ্ঞা হোক্ হেঁ হেঁ।

স্মৃতি। বসতে আজ্ঞা হোক,

বাচ। কি হচ্ছে সব?—বিদ্যানিধি
লাল কেন চোখ?
এই যে শিরোমণি ম'শয়—একবারে কোণে?
কচ্ছেন কি? [ উত্তর না পাইয়া ]
এতই যে চিন্তাকুলমনে?

বিদ্যা। কর্বেন আর কি?
কেন দেক করেন এঁকে?
ইনি ভাবছেন সমাজটা টেঁকে কি না টেঁকে।

স্মৃতি। কেন? সমাজ হয়েছে কি?

বিদ্যা। ( ঘাড় চুলকাইয়া ) নাঃ তবে আর কি,
তবে কি না, যায়।—তা সে গেলেই বা
কার কি?

ন্যায়। যাবে কি হে? কত ধর্ম্ম এল গেল আবার,
এ ধর্ম্ম কি যায় বাপু—এ ধর্ম্ম কি যাবার?

[ অন্যান্য পণ্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও
সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন ]

বিদ্যা। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মিছামিছি আর
[ বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া ]
নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেঁকেন না এবার,
জানেন? রাজা—ওর নাম কি—বিমলেন্দ্র রায়,
আসছে দুর্গোৎসবে হঃ হঃ সপ্তমী পূজায়,
দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ঙ্কর খানা,
খাদ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা,
আসছে শ্যাম্পেন
( দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলাইয়া )
সোমরস কোথায় বা লাগে?
এমন সুধা দেখেনি কেউ আর্য্যাবর্ত্তে আগে।

সকলে। ( সাগ্রহে ) বটে বটে
তা'লেই ত সঙ্কট এবারে,

বাচ। চল সাওনা যাক গিয়ে বোঝাইগে তাঁরে—

[ হরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকিসমন্বিত, গলদেশে
মালাসুশোভিত গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত, নামাবলী
উত্তরীয় পরিধেয় গোবর্দ্ধনের প্রবেশ ]

[ শিরোমণিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ]

শিরো। এই যে শিষ্য যে। কি হে গোবর্দ্ধন দাস!
দীর্ঘজীবী হও।

গোবর্দ্ধন। [ দন্তহীন কম্পিতস্বরে ]
গুরো, আজ সর্ব্বনাশ,
অভয় দেন, অভয় দেন।
শিরো। কেন ? হ'য়েছে কি ?
গোব। আর হ'য়েছে কি ?
গুরো ! আঁধার জগৎ দেখি,
আমার বৃদ্ধের এক পুত্র হরিহর দাস
নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল। পরে কত মাস
কোন খোঁজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাস।
পরে এক দিন চিঠি এল হঠাৎ—কি না—লম্পট
বুড় বাপের টাকা ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট ! ! !
এত দিন তা ভাঙ্গিনি ; ওঃ দয়াময় হরি !—
কাল যে সে বাড়ী ফিরেছে, এখন কি করি ?
[ কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন ]
সকলে। এঁ্যা এঁ্যা বল কি গো !
[ আশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখাবলোকন ]
গোব। আর মাথামুণ্ডু গুরো !
কি বল্‌বো ! বৃদ্ধ বয়েস—যজ্ঞেশ্বর খুড়ো
ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে,
—দীনবন্ধু—গুরো আপনি শাস্ত্রফাস্ত্র খুলে,
কোরে দি'ন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে
প্রায়শ্চিত্ত কোরে টোরে উঠ্‌তে পারে জাতে।
—হরি হে দীনবন্ধু দুর্গা শিব শিব।
[ মালা জপন ]
শিরো। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দিব।
যেত যদি রেঙ্গুন মেঙ্গুন, খেত ঘরে বসে'
যা খুসী তাই, দেখা যেত। কিন্তু শিষ্য দোষ এ
একটু বিশেষ গুরুতর ;—বিলেত যাওয়া, আর
বিশেষতঃ, সাত সমুদ্র তের নদী পার,—
এর প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না দেখ্‌ব সেটা,—
আচ্ছা কুলাঙ্গার !—এমন ভালো মানুষের বেটা
এমনও হয়।
গোব। [ উঠিয়া ] দেখ্‌বেন গুরো এর ব্যবস্থাটা
দিতে পাল্লে, যথাসাধ্য, একশটি পাঁটা,
বিশটা মো'ষ গুণে মায়ের পায়ে নিবেদিব ;
আর আপনাদের জানেন সবই,—
দুর্গা—শিব—
দেব প্রতি জনে, জানেন আমার কথা খাঁটি,
এক এক শ টাকা আর রূপোর থালা বাটি।
সকলে। [ হেসে, পরস্পরের মুখে সহর্ষে চাহিয়া ]
নারায়ণ !
[ মুখ অবনতকরণ ]
শিরো। আচ্ছা যাও, দেখ্‌ব ভালো কোরে,
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা—এখন যাও ঘরে,
[ গোবর্দ্ধনের প্রস্থান ]
বিদ্যা। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বী এই—
কত যে এঁর পেটে—
সকলে। যাক যাক ঘাঁটাব কি আর
ও সব কথা ঘেঁটে ;
স্মৃতি। শিরোমণি ভায়া,
একটা শীকার পেলে ভালো,
কিছু গাঁটে আস্‌বে।
শিরো। হাঁ হাঁ শীকারটা জাঁকালো
বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে,
প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে নাই বা যদি বলে' ফেলে।
বাচ। তা'লে কর্ব্ব একঘরে।
বিদ্যা। করে' ভারি লাভ হে।
ফিরে এসে রোষ্ট চপ্ বেশী করে' খাবে।
শিরো। তা বটে। এখন ও সব একঘরে করে'
লাভ নাই। ইংরেজমুলুক, খাটে না ত
জোর হে ;—
বল্‌তে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে,—
হিন্দুয়ানির অবস্থাটা, বল্‌বে সব বৈদ্যে,
দাঁড়িয়েছে খারাপ। দেখ, আসল পাপ সব
বাদ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে,—
আরও সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর ক্রোধে;
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।
মুরগী, পেঁয়াজ, দাড়ি রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ
মুসলমানী বোলেইত—যারা কৃতবিদ্য
তারা এ সব মান্‌বে কেন ! [ চিন্তা ]
চূড়া। [ হতাশভাবে নস্য লইয়া ] কূটপ্রশ্ন, কূট !
শিরো। আমার বোধ হয় হিন্দুয়ানির
একটু ছাট ছুট
দরকার হচ্ছে। এই দেখুন বিলেতযাত্রা এ ত
লক্ষণটা ভাল নয়, দু এক জন যেত
না হয় যেত,—সবাই গেলে কাকে নিয়ে থাকি ;
তা'লেই একঘরে হ'ল যারা রৈল বাকি।

চূড়া। হা হতোস্মি [ নস্যগ্রহণ ]
তবু আর্য্য ঋষিগণের কথা—
আর সত্যযুগের সব সনাতন প্রথা–
[ নস্যগ্রহণ ]

বাচ। আচ্ছা, আপাততঃ এক পরামর্শ আছে, ভূতনাথ খুব গোঁড়া হিন্দু, বক্তা, তার কাছে যাওয়া যাক্। সে যদিও নব্যহিন্দুদলে আমাদের হয়ে দু'কথা বুঝিয়ে বলে।

[ পণ্ডিতদিগের গীত ]

ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই,—
ঐ ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য হ'ক, শূদ্র হ'ক—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে,
যবে গণ্ডূষে সাগরজল করিলাম পান,
সবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান,
যবে দ্বিজপদাঘাতচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
[ একত্রে ক্রন্দন ] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া। *
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই,—
ঐ গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদ গান;
ঐ রচেছিনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ,
ঐ লিখেছিনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা,
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গোব্রাহ্মণে কত্তে চায় জবাই।—
[ একত্রে ক্রন্দন ] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই
ঐ উঠে গেল যাগযজ্ঞ কলিকালের ফেরে,
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে,
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সুবিধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরে জেলে দিতেও করে নাক দ্বিধা,
আর আমরাই তাদের করি
নতশিরে 'সেলাম',—
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—
এবার আমরা গেলাম
[ একত্রে ক্রন্দন ] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
[ ক্রন্দন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ স্থান—অমরাবতী। কাল—রাত্রি। ইন্দ্র বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। চারিদিকে দেবদেবী গণ যথাস্থানে আসীন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। পার্শ্বে চিত্ররথ দণ্ডায়মান ]

[ অপ্সরাগণের গীত ]

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
নিয়ে আয় তোর নূতন হাসি, গানের পাতা,
গানের ফুলে।
বলে, পড়ি' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে
কাঁদে রে
মোরা শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে
মধুবিষে রে,
মোরা শুধু বেড়িয়ে বেড়াই নেচে গেয়ে
প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি, তারার কিরণ,
চাঁদের হাসি রে,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় উড়িয়ে দে
এই এলোচুলে।

ইন্দ্র। বাহবা বেড়ে! [ সুধাপান ] বেড়ে!
[ সুধাপান ]

রম্ভা। [ হাসিয়া ] প্রভু! 'বেড়ে' ঐ গানটা না সুধাটা?

ইন্দ্র। এই সুধাটা অবশ্য বেশী 'বেড়ে'! আহা, আজকাল কি সোমরসই আর্য্য ঋষিগণ তৈর কচ্ছেন।

চিত্ররথ। প্রভু! এটি সোমরসও নয়, আর্য্য ঋষিদিগের তৈরও নয়।

ইন্দ্র। তবে এ কি?

---

* ক্রন্দনটি 'ই' নিশ্বাস ফেলিয়া ও 'য়া' নিশ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

চিত্র। এ বিলাতি মদ, নাম—Rum.

ইন্দ্র। উর্ব্বশী! এ কি ইংরাজী সুরা?—তা'তেই পারে না।

উর্ব্বশী। না, তাও কি হয় প্রভু!—রময়তি ইতি রম্ (Rum), ইংরাজেরা শুধু আর্য্য ঋষিগণের মদগুলোর নাম ইংরাজী করে' নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন Champagne, কি না সোম-পানীয় অর্থাৎ সোমমগ্নম্। Beer বীরার অপ-ভ্রংশ বৈ আর কি? Madeira আর মদিরা একই, আর Sherryও দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

সকলে। বাঃ বাঃ কি গবেষণা! বাঃ

[ চিত্ররথের প্রতি হৃৎশোষী দৃষ্টিনিক্ষেপ। যাহাতে চিত্ররথ একেবারে মুষ্ড়ে গেলেন ]

ইন্দ্র। আমি ত তাই বলি। ঋষিরা নইলে কি কেউ এমন মদ্য তৈর কর্ত্তে পারে। অতএব যখন ঋষিদিগের মান্য অক্ষুণ্ণ রৈল, তখন নর্ত্তকীকুল, পুনরায় গাও—

[ অপ্সরাদিগের নৃত্য ও গীত ]

প্রেম যে লো মাখা বিষে জানিতাম কি তায়
তা হ'লে কি পান করে' মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়,
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

ইন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা। আহা! আর্য্য ঋষিগণ কি স্বগটাই করেছিলেন! মরে' আছি, বুঝ্লে উর্ব্বশী—মরে' আছি।

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, তা বটেই ত।

[ বেগে বসুমতীর প্রবেশ ]

বসু। দেব! ধরাতলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা। একটা উপায় বিধান করুন, উপায় বিধান করুন।

ইন্দ্র। [ চমকিয়া ] কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বসু। প্রভো, প্রথমতঃ পণ্ডিতেরা আমাকে যাহোক্ বাসুকির স্কন্ধের উপর থাক্‌বার একটা ব্যবস্থা করে' দিইছিলেন। বাসুকি কিন্তু আজ মোটে সে কথা আমলই দেয় না। বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে তাহার স্কন্ধে আমার কোন প্রকার মৌরসী দাবী নাই। সে ত পালিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে আমি এখন শূন্যে ঝুল্‌ছি।

ইন্দ্র। [ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ] ঝুল্‌ছ কি রকম!

বসু। আজ্ঞা হাঁ ঝুল্‌ছি—এক অলক্ষিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে শূন্যে ঝুল্‌ছি এখনকার বিজ্ঞান এই বল্‌ছে। শুধু তাই নয়, আবার সূর্য্যদেবের চারিদিকে ঘুরছি শুন্তে পাই।

ইন্দ্র। সেটা একটু অসুবিধাকর বটে। [ মস্তক কণ্ডূয়ন ]

গ্রহগণ। [ উঠিয়া ] প্রভু, আমরা গ্রহগণ, আমা-দেরও সেই দুর্দ্দশা! বিজ্ঞান বল্‌ছে, আমরাও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছি। হয় এর কিছু প্রতিবিধান করুন—নয় আপনার চাকরিতে ইস্তফা [ হাত দিয়া ইস্তফা দিলেন ]। আমরা ঘুরব, আবার এখানে হাজিরিও দেব, এ ত পেরে উঠিনে।

চন্দ্র। [ উঠিয়া ] আর আমি হলেম চন্দ্র, আমাকে কিনা ঐ অপদার্থ বসুমতীটাকে পরিক্রমণ কর্ত্তে বলে। আমি ইন্দ্রের সুধা-ভাণ্ড বহন করি—আমাকে কি না একটা মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরন্তু বলে, আমি একটা মরা উপগ্রহ মাত্র, এ অপমান অসহ্য;—অসহ্য।

দেবদেবীগণ। [ উঠিয়া কোলাহল করিয়া ] আর আমাদের 'মিথ' (myth) বলে' উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এই আপনার স্বর্গ ছেড়ে চল্লাম [ উত্থান ] এই রইল আপনার অমরাবতী, করুন আপনি রাজত্ব।

ইন্দ্র। আরে রোস রোস, ব্যস্ত হও কেন? কি বল্‌ছ, মোটেই আমার মাথার মধ্যে সেঁধোচ্ছে না।—কে উড়িয়ে দিতে চায়?

সকলে। এই বৈজ্ঞানিকগণ, আবার কে?

ইন্দ্র। বৈজ্ঞানিকদল কারা?

বসু। তারা একদল নতন দ্বিহস্তপদবিশিষ্ট অদ্ভুত জাতি। আর বল্‌তে ভয় হয় প্রভু, তারা আপ-নাকে রাজ্যচ্যুত কর্ব্বার প্রস্তাব কচ্ছে। বল্‌ছে,

আপনি এ স্বর্গশাসনে অযোগ্য। তারা এ কথাও বল্‌ছে যে, আপনি একটি সুন্দর খাদ্য।

ইন্দ্র। [ সভয়ে ]—এঁ্যা আমি—খাদ্য ?—কার খাদ্য ?

বরুণ। 'আপনি' অর্থ, আপনার রাজা। অতএব আপনি যখন খাদ্যই, তখন অপরের খাদ্য না হ'য়ে বৈজ্ঞানিকগণের খাদ্য হ'লে আপনার নাম অনেকটা বজায় থাকবে। তাই, আপনার হিতৈষিতাপ্রণোদিত হ'য়ে—

ইন্দ্র। [ উঠিয়া সক্রোধে ] বজ্র কোথায় ? বজ্র !—

( বজ্রের প্রবেশ )

বজ্র। আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্ব্বেন। আমি আর নেই।

ইন্দ্র। [ সাশ্চর্য্যে ] সে কিরূপ ! নেই !

বজ্র। কৈ আর আছি। বৈজ্ঞানিকেরা বল্‌ছে যে, আমিও যে, বিদ্যুৎও সে। আমি চল্লুম।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

ইন্দ্র। শোন শোন ! না হয় তুমি বিদ্যুৎই –

বজ্র। না, আমি কিছুই না। বুঝ্‌লেন না, বিদ্যুৎই আছে, আমি নেই।

ইন্দ্র। সে কি ! আচ্ছা বিদ্যুৎ কোথায় ?

বজ্র। Franklin সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে তাকে ধরে' নিয়ে গিয়েছে। সে এখন Eden Gardensএ আলো দিচ্ছে।

[ প্রস্থান।

ইন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে, দেখি- এর প্রতিবিধান আছে কি না। বজ্রও আমাকে ত্যাগ কল্লে।

বায়ু। ( সব্যঙ্গস্বরে ) আর এক বজ্র নিয়ে কর্ব্বে কি ? বৈজ্ঞানিকেরা যে Maxim gun করেছে—মিনিটে ৫০০ বার আওয়াজ হয়।

ইন্দ্র। [ সবিস্ময়ে ] এঁ্যা

অগ্নি। "এঁ্যা" কি ? -ঘুমোও, তুমি নাকে সষের তেল দিয়ে ঘুমোও—কেবল দিবারাত্র রম্ভা আর উর্ব্বশী—উর্ব্বশী আর রম্ভা—ঘুমোও—

ইন্দ্র। আচ্ছা দেখ্‌ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে গিয়ে—

বায়ু। তাঁর কাছে যাবে কি, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকেই বড় মান্‌ছে !

ইন্দ্র। [ একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া ] এঁ্যা—

যম। বেটা সম্পদে শুধু সম্ভোগ আর বিপত্তৌ মধুসূদন। বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ আক্রমণ কল্লেই মার দৌড়, বজ্রও গ্যাছে এখন কর্ব্বে কি। বেটাকে ডুঘা দিয়ে দেব নাকি।

অগ্নি। হাঁ মার বেটাকে। বেটা কাপুরুষের চরম।

ইন্দ্র। ও মা বলে কি সব, বজ্র কোথা !

[ পলায়নোদ্যত ]

সকলে। মার বেটাকে—

ইন্দ্র। ওরে বাবা রে [ পলায়ন ]

সকলে। মার্ মার্ মার্ [ পশ্চাদ্ধাবন ও নিষ্ক্রান্ত ]

[ নর্ত্তকীদিগের গীত ]

ঐ যায় যায় যায়,
পড়ে এ, কলির ফেরে সবই যে রে—
ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ,
ঐ যায়, দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায় রে মিথ
( myth ),
ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র, দিবারাত্র টানাটানি
তারেও শেষে।
ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে মিশি,
ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন,ব্যাস,নারদ ঋষি ;-
ঐ যায় গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা,
সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি ;—
রৈল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা,
রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদমন্ত্র, শাস্ত্রশাস্ত্র পুড়ে,
ঐ যায় গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে,
রৈল শুধু ডাকইন, মিল, আর গেটে শিলার—
ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া',
রৈল শুধু ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ,
জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

[ নিষ্ক্রান্ত।

## তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—ভূতনাথের বহির্বাটী। কাল—বৈকাল।

ভূতনাথ, চতুরানন ও রাধা, শ্যাম, হরি ইত্যাদি গোঁড়া হিন্দুগণ একটি ফরাসে নানারূপে উপবিষ্ট। সম্মুখে হুঁকা, গুড়গুড়ি ইত্যাদি।]

চতু। [হাই তুলিয়া] কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, কাঁহাতক কাটে বসে' আর হাই তুলে? — সময়টা হাঁটে ঠিক যেন শুঁয়োপোকা।
বসে' কি-ই বা করি

[তা না না না' করিয়া গানের সুর করণ]

ভূত। 'কবা' তাইত। তামাক দে রে। তাকিয়াটা হরি সরিয়ে দাও ত। [তাকিয়া গ্রহণ] তামাক দে রে

হরি। [সস্মিতমুখে, বোধ হয়, তিনি গত বাজি জিতিয়াছিলেন] আর একবার হবে?

চতু। [বিরক্তভাবে] কি? পাশা? — কত খেলবো?

হরি। কি আর করে তবে।

[বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন]

চতু। [গান করিয়া] এস এস বঁধু এস,
আর ফরাসে বোসো,
বিছিয়ে রেখেছি কলসি দড়ি,
(তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি।
তুমি চিঁড়ে নও বঁধু, তুমি, চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে,
যদি তোমার লেজ একটা দিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

শ্যাম। এস বাপধন এস ভাবছিলাম বাবা,
সময় কি রকম কাটে

বিদ্যা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা?
পরনিন্দা কর না হে আধ্যাত্মিক ভাবে
সময়টা সন্ধ্যাহ্নিক বেশ কেটে যাবে।

[ধূমপান]

ভূত। [নিশ্বাস ছাড়িয়া]
এলে গিইছি পরনিন্দা করে' করে' নিয়ত;
গুড়গুড়িটা বিদ্যানিধি একবার সরিয়ে
দিও ত।—

[বিদ্যানিধি তদ্রূপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়া
ভূতনাথের ধূমপান]

বাকি আছে কে আর এই দুনিয়ার পারে,
অন্ততঃ তিন শ বার পাঠালুম যারে
জাহান্নমে

হরি। তা একটা কথা গিয়েছিলাম ভুলে।

সকলে। [ব্যগ্রভাবে] কি? কি?

হরি। [হাসি চাপিয়া] ভারি মজা! বলব?

চতু। বল না হে বলে।

হরি। [গম্ভীরভাবে] ফিরেছে বিলেত থেকে
গোবর্দ্ধনের ছেলে।

[বিদ্যানিধি ভিন্ন সকলে]
বটে বটে! বাস, তবে দেও জাতে ঠেলে।

ভূত। গোবর্দ্ধনকে শুদ্ধ।

হরি। [করুণা প্রকাশক স্বরে] কেন,
বেচারির কি দোষ?

ভূত। দোষ? সমস্ত দোষ, উঠ —

[উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন]

বিদ্যা। [চাদর ধরিয়া টানিয়া]
আরে বোস বোস, ব্যস্ত কেন?

ভূত। [রুক্ষ স্বরে] কর তারে একঘরে—

[উপবেশন]

চতু। [উত্তেজিত স্বরে] সুদ্ধোক্ কোর্ট পেণ্টেলুন [হর্ষে তাঁহার প্রায় চক্ষে জল আসিল]

শ্যাম। গোবর খাক [অগ্রসর হইলেন]

রাধা। [অগ্রসর হইয়া সে শারীরিক ক্রিয়ায় একটি হুঙ্কার পতন] মাথা মুড়োক

ভূত। ঘোল ঢালুক [তাহার গায়ে আগুন পড়িয়াছিল, ঝাড়িলেন]

চতু। আর তোক সব ব্রাহ্মণদের ডাকা
দেক রূপোর থালা আর এক এক শ টাকা।

ভূত। তা ত দেবেই। — নৈলে কি হে
না করে' জখম—

শ্যাম। কর দলাদলি [ফরাস চাপড়াইলেন]

রাধা। [ তাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া ]
একটু পাকাপাকি রকম—
ভূত। হেঁঃ সময় কাটা ? —ফুঃ—এও নিয়ে ভাবে ?
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।
হরি। দু দশ দিন ?—একটি মাস
কেটে যাবে বেশ।
চতু। এক মাস কি ? একটি বছর।—এর শেষ
না দেখে ছাড়া হবে না—
[ ফরাস চাপড়াইয়া ] বিদ্যানিধি তুমি
দুনিয়ার খবর রাখ জুড়ে ভারতভূমি,
রাখনি ক বাড়ীর পাশে জবর খবর হেন ?
বিদ্যা। [ তিনি এতক্ষণ প্রতি বক্তার পানে তাকাইয়া মুচকি হাসিতেছিলেন ] রাখিনি কি
তবে এটা ভূয়ো খবর।
[ ফরাসে টোকা দিতে লাগিলেন ]

সকলে। [বিদ্যানিধির দিকে মুখ বাড়াইয়া] কেন ?
বিদ্যা। [ বিজ্ঞভাবে ] কেন আব ? তোমাদের
এ মিছে গণ্ডগোল.
সে ছেলে কি তেমন ?
ঢালবে তার মাথায় ঘোল !
অবিলম্বে—ওর নাম কি—তোমাদেরই মাথায়
ঘোল ঢাল্‌বে—ঘোল খাওয়াবে—
পেলে পরে হাতায়।
সকলে। [ ভীতস্বরে ] সে কি গো !
বিদ্যা। [ আত্মবিশেষত্ব বুঝাইতে আগাইয়া
বসিলেন ]
একেবারে সে তেরিয়া মেজাজ,
তার পূর্ব্বকার 'ইস্কুল ফেরেণ্ডরা' আজ
সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্ত্তে যেই ;
সে বল্লে 'বাবু লোক কো বোলো, ফুরসৎ নেই';
ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্থূল,
লাগিয়ে দিয়েছে—বুড়ো বাপ্‌কে বলে 'ফুল',
কারণ, সে বল্‌ছিল "বাবা প্রায়শ্চিত্ত করে'
আমার সোনার ঘরের ছেলে ফিরে এস ঘরে।"
— শিরোমণি গিইছিলেন—বোল্লেন কত
বোঝায়ে—
কোরে দিল 'হুট', ছেলে বুঝি বড় সোজা এ ?
প্রায়শ্চিত্ত—ওর নাম কি—বল্লে—"আমি আগে
ছিলাম যে এ সমাজে ঘুম হয় না সে রাগে।"

ভূত। এঃ ছেলেটা গোল্লায় গেছে .
চতু। [ তাকিয়া হেলান দিয়া ] একবারে অজ্ঞ।
বিদ্যা। অজ্ঞ না হে—ম্যাজিষ্টর—কবে হবে জজ।
সামলাও আগে—ওর নাম কি—
নিজের নিজের শির,
কবে চেয়ে দেখ্‌বে নেই, তখন চক্ষুঃস্থির
আর কি—হেঃ—প্‌ [ চুমকুড়ি ]
সকলে। [ ভীতস্বরে ] কেন ?
বিদ্যা। কেন আবার ? তুলিয়ে
কোন্ দিন দেবে কাবে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে ;
[ সকলে স্ব স্ব মস্তকে হাত দিয়া তাহার অস্তিত্ব
বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন ]
বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে—ওর নাম কি—নিয়ে লাঠি
বাগান বাড়ীর জিনিস পত্তর—
সিন্দুক, তক্তা, পাটী,
তোষক, বালিশ, বাসন-কুসন
ফেলে দিচ্ছে টেনে,
বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিষ এনে
ঘর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে।
প্রায়শ্চিত্ত !—ভাল যে সে করে নি মেম বিয়ে।
শ্যাম। [ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ]—
তবেই ত, ফস্কে গেল সব মতলব সবার,
রাধা। ফস্কে গেল শুধু !—
আর কথাটি নেই ক'বার,
ভূত। [ হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িয়া ]—
নেও কি কর্ব্বে কর। ফুরিয়ে গেল হুজুগ—
এখন সবাই নিজে নিজে নিজের কর্ম্ম বুঝুক্ ;
[ গুড়গুড়ির এতক্ষণ অনাদৃত নল মুখে দিয়া
টানিলেন ও নির্ব্বাণ কলিকা হেতু ধূম না
পাইয়া ফেলিয়া দিলেন ]
হরি। কেন ? গোবর্দ্ধনকে তবে কর না একঘরে।
বিদ্যা। বাপের পৃথক্ সাবেক বাড়ী
আছে যে সে, হরি ;
হরি। একটা কিছু করা চাই ত —নইলে কি করি।
ভূত। [ পুনর্ব্বার তুলিয়া নল মুখে
করিয়া ও রাখিয়া ]—
না না ওটা রেখে দেও, ওটা গেছে ফেঁসে,
আর কেউ কিছু জানো !—না সে
ছেলে সর্ব্বনেশে,

বোঝা গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী
পার হ'য়ে,
চায় না প্রায়শ্চিত্ত কত্তে। সহানুভূতি
কার হয় এ
বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে ?– গেছে
একবারে ব'য়ে –
চতু। আসে এরা সব এক এক জানোয়ার হ'য়ে।
ভূত। রোস না হে দিচ্ছি একটা
'আর্টিকেল' ঝেড়ে।
গোঁড়া হিন্দুগণ। হাঁ হাঁ দেও ত একটা—বেশ
বলেছ হে, বেড়ে।

( শিরোমণি আদি পণ্ডিতগণের প্রবেশ )

শিরো। ওহে ভূতনাথ বাড়ী আছ ?
ভূত। এই যে আসুন।
[ সকলের যথারীতি প্রণাম ]
শিরো। [ সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া ]
বিদ্যানিধি কোথ্‌ থেকে ?
বিদ্যা। [ মাথা চুলকাইয়া ] এই আমার
অন্নপ্রাশন—
এঁদের নিমন্ত্রণ কত্তে এইছিলাম আমি।
স্মৃতি। নিজেই যে—
শিরো। না না এখন রাখো ফাজ্‌লামি—
আমরা এলাম জান্তে যে কি কোন
উপায় আছে
যা'তে এই দুর্বিপাকে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচে !
বাচ। তোমরা ত সব ইংরাজীতে এক একটি জজ,
বিদ্যা। আর হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানে এক একটি অজ ;
শিরো। চুপ কর বিদ্যানিধি বোধ হয় কি কারো,
হিন্দুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারো ?
ভূত ও চতুরানন। [ একত্রে সাগ্রহে ] এখনই,
এখনই, শুধু এই–
চূড়া। সাধু সাধু। [ নস্যগ্রহণ ]
বিদ্যা। বেঁচে থাক বাপধন বেঁচে থাক যাদু।
এমনি একটা ব্যাখ্যা দেবে যা'তে অমনি সটাং
নব্য হিন্দু ওর নাম কি—হয় চিৎপটাং।
ভূত। আমি প্রচার কর্ব্ব চকমকি, সাজি মাটি,
বল্‌ব গর্হিত সাবান আর দেশলাই-কাটি।
যত সব, বিলেত-ফের্ত্তাদের গাল' দেব ঝেড়ে,
বিদ্যা। অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিস' না আসে তেড়ে।

চতু। আমি বল্‌ব এ জগতে আমরাই ধন্য,
আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অন্য সব বন্য।
বিদ্যা। [ ঘাড় নাড়িয়া ] ই'তে যদি হিন্দুধর্ম্ম
না বাঁচে, নিঃসন্দ,'
হিন্দুধর্ম্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ।
চতু। এ বিষয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর থেকেই—

[ আল্‌মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া
খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন ]

স্মৃতি। ওঃ আসল শিক্ষা যা সে বলে একেই
বিদ্যা। [ মাথা কাৎ করিয়া ] বইখান ধরেছ
বাবা বেশী কাৎ করে',
দেখ আধ্যাত্মিকতাটা গড়িয়ে না পড়ে।
শিরো। আচ্ছা তবে এখন আসি [ উত্থান ]
বাচ। দেখ সবাই দেখ,
হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ।
[ পণ্ডিতদের প্রস্থান।
চতু। এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।
ভূত। আমারও কাগজে অনেক লিখ্‌বার
জিনিষ হ'ল,
হরি। কাগজও বেশ কাট্‌তি হবে। ওঠা যাক্
চল।
[ নিষ্ক্রান্ত।

[ বিদ্যানিধির গীত ]

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয়
প্রায় ক্ষেপে ;
[ হাস্য ]
পাহারা-তাড়াহত থতমত অশ্বলস্ত ক্লীব,
ও, ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে,
দেশোদ্ধারে ধায়,
তখনও হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে
ওঠে দায়। [ হাস্য ]
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে—
একটু ইং-রাজি পড়ে', কেহ চড়ে
বিজ্ঞানের ঘাড়ে—

কোর্ত্তে এক-ঘরের মত বন্দোবস্ত ব্যস্ত
কোন ভায়া .
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে' ছেড়ে
প্রাণের মায়া। [ হাস্য ]
নিয়ে কেউ বৈদ্যুতিকী পক্ক টিকি ভাগবত পড়ে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাবণ্ড পরে হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে
রাখ্‌তে পারে কোন্‌-
( হাস্য ও দৌড় )

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কলিঙ্গা ষ্ট্রীট। কাল প্রভাত।

মনসা, শীতলা ও ওলা আসীনা।

শীতলা। এবার ভোজ!
ওলা। দস্তুর মত ফলার!
মনসা। কৈ? আমি ত কিছুই দেখিনে।
শীতলা। আমি ত নিশ্বাস ফেল্‌বার
অবসর পাই নে।
ওলা। নিশ্বাস!—আমি মর্ব্বার
অবসরটুকু পাই নে।
মনসা। সেটা দুঃখের বিষয়। তা এ আর বেশী
দিনের জন্যে নয়।
কল্‌কাতায় যে ডাক্তারের ধুম।
শীতলা ও ওলা। [একত্রে] তারা কর্ব্বে কি?
মনসা। কর্ব্বে আর কি!—তবে কল্‌কাতা সহরে এত রকম 'প্যাথি'র অধিষ্ঠান হ'য়েছে—কল্‌কাতায় যে মানুষ বেঁচে আছে, এইটেই বিস্ময়ের কথা।
শীতলা ও ওলা। হুঁঃ তারা কর্ব্বে কি!
মনসা। নব্যহিন্দু যে ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কলেরা হ'লে ওলাবিবিকে পূজো দিয়ে মরা অপেক্ষা, তর ডাক্তার ডেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করাটা লোকের এক রকম রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।
ওলা। এ্যাঁ—সে কি গো!
মনসা। আর ডাক্তাররা 'ভ্যাক্‌সিনেশন্' নামক এক প্রকার ঔষধ বের করে' বসন্ত লোপ কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্‌ছে।
শীতলা। সে কি বল!
মনসা। আমাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ দেখ্‌তে হচ্ছে।
শীতলা ও ওলা। সে কি?—তবে উপায়!
মনসা। উপায় হিন্দুধর্ম্মপ্রচার। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মটা সাবেক আকারে পুনর্ব্বার খাড়া করা শ্রেয় নয়! ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেরূপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইরূপই ঘুমোন্। তাদের জাগিয়ে কাজ কি?
শীতলা ও ওলা। [বিজ্ঞভাবে] ঠিক।
মনসা। আর আজ তাঁদের খোঁজ খবরই বা রাখে কে। তাঁরা যদিও হলেন আমাদের ওপরে, কিন্তু তাদের চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই বেশী ডরায়।
শীতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে যেমন পুলিশকে ডরায়।
মনসা। হ্যাঁ ঐ রকম।
ওলা। কিংবা যেমন বাদের চেয়ে লোকে তার বালিকে ডরায়।
মনসা। হ্যাঁ ঠিক ঠিক।—সেই রকম। তাই বল্‌ছি তাঁদের ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি তাঁদের পূজো করেই, ত করুক, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দক্ষিণাটি পেলেই হোল।
উভয়ে। চল তবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করা যাক।
মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও ডেকে নিয়ে সব আসি।
[ প্রস্থান
শীতলা। বেশ বলেছে মনসা।
ওলা। বেশ বলেছে ভাই।

( ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বড়ি ইত্যাদি বাজনা সহ নানা মহাদেবদেবী লইয়া মনসার পুনঃ প্রবেশ।)

মনসা। এই বার চল আমরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে বেরুই।

[ সবাকার গীত, গাইতে গাইতে গমন ]

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো কার্ত্তিক গণপ
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী গণেশে,

আর শচী, ঊষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম,—
ঐ সবই আছে,—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম?—
[কোরাস্] ছেড়ো নাক এমন ধর্ম্ম
ছেড়ো নাক ভাই
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই।
[বাদ্য] তড়ালাক তড়ালাক তড়ালাক
তড়ালাক ডুম।
ঐ কৃষ্ণবাবা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর
হন নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার,
দাদা বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যার।
ছেড়ো নাক। ইত্যাদি।
আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী,
মকর, পেঁচা, গাই,
আর তুলসী, অশথ, বেল, বট, মাধব—
কি এ ধর্ম্মে নাই?
দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম ইত্যাদি রোবাক,
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে
কিছু যায় নি ফাঁক।—
ছেড়ো নাক। ইত্যাদি।
হয় ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে গাণ্ডীবের শব্দ,
আর হনুমানের বগলেতে গন্ধমাদন জব্দ,
আর গোপীসহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই
দাদা অদ্ভুত আদি,- বীররস তোমার
বল না কি চাই?
ছেড়ো নাক। ইত্যাদি]
যদি চোর হও, ডাকাত হও— গঙ্গায় দেও ডুব,
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও পুণ্যি হবে খুব,
আর মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব,
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও,—এর
গুণ কত কইব।
ছেড়ো নাক। ইত্যাদি।
[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

[ স্থান— রাজার বহির্ব্বাটী। কাল রাত্রি।
চেয়ারে বিধুভূষণ, শিবরাম, নীলমণি ও হারাধন
ও অন্যান্য নব্যহিন্দু আসীন। সম্মুখে
টেবিলে ডিনারের আয়োজন।
নেপথ্যে মধ্যে মধ্যে পিয়ানোর
বাজনার শব্দ পাওয়া
যাইতেছে।

[ নব্যহিন্দুগণের গীত ]

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে নাক যে
Surely he is an awful goose.
কেন না আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food;
কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা 'ও'টা 'সে'টা
যখন we choose—
কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose
আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারি নি ঠিক,
আর ছেড়েছি টিকি, নহলে সাহেবেরা বলে সব
superstitious ও obtuse—
কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use
কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
আমরা নবাবী করি বেশ,
আর among friends সব মুরুব্বিদিগে করি
খুব hate ও abuse—
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার,
করি hoot alike the Hindoos,
the Buddhists,
the Mohamedans, Christians & Jews--
কিন্তু বিয়েয় পৈতেয় হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.
About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage আর
widow-remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
You are not far worng if you think
যে আমরা করি একটু বেশী drink,
কিন্তু considering our evolutionএর state
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals we care a hang,
if you think,
তা'হলে you are an awful goose.
From the above দেখ্‌তে পাচ্চেন বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh,
আমরা curious commodities,
human oddities,
denominated 'the Baboos',
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁ ঢুঁ-s
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

( বিদ্যানিধির প্রবেশ )

বিধু। কি হে বিদ্যানিধি তুমি এত দেরী করে' !
নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয়
আফিঙের ঘোরে,
হারা। ও সব ছাড় বিদ্যানিধি—গাঁজা-গুলি চরস্
এ সব চেয়ে হুইস্কি সোডা শতগুণে সরস ;
বিদ্যা। তা আর বল্‌তে।—তবে কি না
নানান্ দলে মেশা,
তাই কাজেই কর্ত্তে হয় নানান্ রকম নেশা ;
[ গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান ]

( রাজার প্রবেশ )

রাজা। এই যে সব। কতক্ষণ ?--বিদ্যানিধি গুরু
কটি গ্লাস পার কল্লে ?
নিধি। এই সবে সুরু-
হারা। এখনও নতুন কি না ক্রমে বোতল স'বে।
বিধু। ক্রমে ও এক জন পাকা হুইস্কিখোর হবে।
রাজা। দাস কোথায় ? তাঁকে কাল ত
invite করে' এইচি।
নীল। তা—ই ত--[ মস্তক-কণ্ডুয়ন ]
বিধু। তা তার সঙ্গে দু' একবার ত খেইচি।
নিধি। তা কেইবা টের পাবে ?—
বেশ খাওয়া যাবে বৈকি।
হারা। বিদ্যানিধি সহায় যখন,
তখন আর ভয় কি ?
বিদ্যা। হুঁঃ আজকাল তাদের সঙ্গে
কে'ই বা খায় না—
বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খানা
খেলে 'জাত' যায় না।
রাজা। তার স্ত্রীটি, বিদ্যানিধি,
দেখ্‌তে বড় খাসা।
বিধু। তাই তাঁর বাড়ী তোমার এত
ঘন যাওয়া আসা—
রাজা। কিন্তু মিসেস্ দাস একটু বেশী
bashful যেন।
হারা। আমাদের introduce করে'
দেয় না কেন ?

( দাসের প্রবেশ )

রাজা। এই যে দাস—[ অভিবাদন ]
বোস, না না,—এস, আমার এই
দু' এক বন্ধুর সঙ্গে introduce করে' দেই—
[ দাসের সকলের সঙ্গে অভিবাদন ]
রাজা। [ নেপথ্যে চাহিয়া ] এই জল্‌দি খান
লে আও—
[ নেপথ্যে ] বহুত আচ্ছা—হুজুর।

[ ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খানা খাইতে
আরম্ভ ; নেপথ্যে পূজার বাজনা ]

দাস। [ কাণে হাত দিয়া ]
ওঃ কি barbarous এই বাজনা এ সব পূজোর !
বিলেতেতে হ'লে এরে Public nuisance
বলে' নালিশ চল্‌ত—Well Rajah
do you dance ?

রাজা। ভাল partner পেলেই আমি
খুব ভাল নাচি,

বিধু। ভাল partner পেলে আমরাও
নাচ্‌তে রাজি আছি।

দাস। [ বিধু বাবুকে ] Well আপনারা
শুনি তালগাছ সমান
Reformed, কিন্তু তার দেন কৈ প্রমাণ ?

বিধু। কেন ?—টিকি নেই, এত মুরগীর প্রভাব,
কোট পেণ্টেলুন—তবু সংস্কারের অভাব !
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এ সব নিয়ে অনিবার,
Speech দেই এমন কি প্রায়ই প্রতি শনিবার—

বিদ্যা। অমন অমন 'লেক্‌চর'—হুঁঃ,
শুনি আমি ঢের,—
নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে' পরের স্ত্রীকে বে'র।

নিধি। সে আর বেশী দিন নয় ; স্ত্রীরা এখন খুঁজে
নিজের নিজের পোটলাপুঁটলি
নিচ্চে বেশ বুঝে।

হারা। দুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে' ভাই—
স্বামীদের তাড়িয়ে না দিলে বেঁচে যাই—

রাজা। এতদূর না কি ?—
বিদ্যানিধি,—খাচ্ছ কৈ ?

বিদ্যা। এই যে খাচ্ছি বৈকি—এই খানসামা—ঐ
—ওর নাম কি—শ্যাম্পেন আর এক গেলাস
ঢালো,

বিধু। যাই বল, বিদ্যানিধি লোক অতি ভালো।

নীল। ভাল বোলে' !—বল্‌তে গেলে
এ ত ওঁরই জোরে
খাচ্ছি আমরা এই সব এত সাহস করে'।

নিধি। তাইতেই ত ওঁয়াকে এ দলে
মিশিয়ে নেওয়া।

বিদ্যা। [ সগর্ব্বে ] খাও দেখি, কে কি বলে ;
নেই 'কুছ পরওয়া।'

নীল। শুনছি চতুরানন না কি আজকাল ভারি
হিঁদুয়ানী প্রচার কচ্ছে, কাল মহা জারি
করে' বলেছে যে সব যা'রা মুর্গী খোর
তাদের হুঁকোয় তামাক খাবে না।

দাস। [ ব্যঙ্গস্বরে ] উঃ কি কঠোর।

নীল। আর বিলেত ফের্ত্তা আর ব্রাহ্মদের নাম ধরে'
ভণ্ড অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে।

বিদ্যা। আরে দূৎ—ওর নাম কি—এ মুর্গী বিপাকে
আর কি ও পচা তাদের হিঁদুয়ানী থাকে !
কেন ভয় কর, যত পার খাও ছাই,
তার পর আমি আছি—কুছ পরওয়া নাই।
[ নেপথ্যে সিঁড়ি হইতে ]
হরিশ বাবু বাড়ী আছেন ?

বিদ্যা। [ চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ]
মরেছে রে—ঐ
ভায়াই আবার [ ক্রন্দনস্বরে ]
ও সাহেব কোথায় লুকোই।

[ বিদ্যানিধি টেবিলের নীচে লুকাইতে গেলেন, তাঁহার লম্বা শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না, তিনি মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন ]

নীল। লুকোবে কি তুমি ?
তুমিই আমাদের ভরসা।

বিদ্যা। [ দৌড়াদৌড়ি ] বল বুদ্ধি ভরসা,
সব কাবে পড়্‌লেই ফরসা।
[ নেপথ্যে ] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন ?
[ দরোয়ানের সহিত তর্ক ]

বিদ্যা। [ বিকৃত স্বরে ] না গো বাড়ী নাই—

হারা। [ চেঁচাইয়া ] হ্যাঁ আছেন।
[ হারাধনের কন্ঠ ছিল না ]

[ নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ ]

বিদ্যা। [ হারাধনকে ] লুকোই কোথা
বলে' দে না ভাই।

হারা। কেন ? তুমি ওই কোণে কেষ্ঠ ঠাকুর হয়ে'
দাঁড়াও না,—বাঁশি নেও
[ একটি কালো ছড়ি দিয়া ] সময় যায় বয়ে,
শীগ্‌গির যাও—এসে পড়্‌ল পণ্ডিতের দল ও

বিদ্যা। [ সন্দিগ্ধ স্বরে ] এত বড় কেষ্ট ঠাকুর হয় ?

হারা। নাই বা হ'ল।

আমরা সবাই বলব এই কেষ্ট ঠাকুরখানি
সম্প্রতি Indent করা- বিলাতি আমদানি।

[ বিদ্যানিধি অগত্যা লাঠিটি লইয়া সুদূর কতক অন্ধকার কোণে কৃষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় ত্রিভঙ্গে দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, নীলমণি, বিধু ও নিধিরাম বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন না, তথাপি নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলেন। ]

নীল। এটা একটু বেশ uncomfortable
নয় কি ?

নিধি। তা যখন বিদ্যানিধি আছে, তখন ভয় কি ?

রাজা। এ আবার এক গেরো-
এরা কেন আবার ?—কি দায়!-
[ দাসকে ] ওহে এদের ডুঘা দিয়ে
করে দিও বিদায়!--
দরোয়ানটাই এদের— কেন ডুঘা দিলে নাক।

দাস। আসুক না, তুমি চুপ করে' বসে' থাক।

[ পণ্ডিতগণসহ শিরোমণি ও স্বীয় গুণগ্রাহিগণের সহিত ভূতনাথ ও চতুরাননের প্রবেশ ]

শিরো। [আসিয়াই আক্রমণ সুরু করিলেন, তিনি রাজার পানে চাহিয়া কঠিনস্বরে কহিলেন]
দেখ বাপু তুমি একটু বেশী বাড়াবাড়ি
সুরু করেছ এ দেখ- সে দিন সাহেব বাড়ী
প্রকাশ্যতঃ খেলে, আবার আজ পজোর দিন
দিচ্ছ খানা—-

দাস। [ খাইতে খাইতে ] এসব খাওয়া অন্যায়,
বুঝিয়ে দি'ন।

চতু। আমি দিচ্ছি— শুনুন, ওসব নরক
সাত্ত্বিক খাদ্য।

দাস। [ মুখ খিঁচাইয়া ]
আরে দুৎ সাত্ত্বিক খাদ্য, না সব তোমার শ্রাদ্ধ।
সাত্ত্বিক আহার করে' করে' সবই
এক এক জন --
হাউয়ার্ড, সক্রেটিস, হার্বার্ট স্পেন্সার, নিউটন,
ধর্ম্ম, বিজ্ঞান জগতে যা -এঁদেরই একচেটে,—
তাই দু' তিন হাজার বছর খেটে খেটে খেটে
শেষে কল্লেন কি না ঠিক যা সব অতি bosh—
যে হাঁস খেলে দোষ নেই, মুর্গী খেলে দোষ,
প্যাজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয়,
চীন গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে যায়;—

ভূত। [ উঠিয়া গম্ভীরস্বরে ]
ইংরাজি পড়ার দোষ!—মহাশয় আপনি আজ
বোলে ফেল্লেন 'হিন্দু মূর্খ'- কিন্তু জগৎ শুদ্ধ
মানে, ভক্তি করে, পূজে -চৈতন্য ও বুদ্ধ
[ পুনরুপবেশন ]

শিরো। ওসব তর্ক ছেড়ে দেও [ মোলায়েমভাবে ]
সমাজে যা করে,
ভুল হ'ক সেটা বাপু থাকা উচিত ধরে'।

স্মৃতি। [ রাজাকে ] দেখ তোমার বাপ ছিলেন
সমাজের মাথা,
তোমার কি উচিত তাবে করা কাঁতামাতা ?

ভূত। আর আমাদের এই সমাজটাকে কাঁদান ?

চতু। আর সমাজেতে শুধু জোড়াপট্টকে বাধান ?

ন্যায়। আর কভু চল্‌বে না ও সমাজেতে এ ত

দাস। চল্‌বে নাই বা কেন ? --
মড়াকাটাও চলেছে ত
স্ত্রীদের বেলভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষাও চলে' গেছে,—
পাঁওরুটি—, বিলাতি নুন, পেঁয়াজ চলেছে।
সীলোন, রেঙ্গুন গেলে এখন
জাত যায় না কারো,
বিলেত যাওয়া, মুর্গী কেন চল্‌বে না

রাজা। [ জড়িত স্বরে ] হ্যা আরো
কত কি--নিজেই চল্‌বে,
তোমরা নাই বা চালাও,
এখন পোটলাপুঁটলি বাঁধ
আর কেন পালাও -

চূড়া। [ বিধুকে ] ওহে বাপু ঐ কোণে
ঐ জিনিষটা কি ?

বিধু। ওটি কেষ্ট ঠাকুর। [নিধিকে চোখ টিপিলেন]

চূড়া। [ সাগ্রহে ] সত্যি ?—বটে ?—
সত্যি না কি—

হারা। হ্যা, এ কেষ্টঠাকুরখানি বিলাতি আমদানী-
ও আবার বাঁশী বাজায়, বল্‌তে কি হানি--
কল টিপে দিলে আবার নাচেও -

চূড়া। [ সকৌতূহলে ] সত্যি ? --নাঃ –
আচ্ছা টিপে দেও দেখি -

[ হারাধন গিয়া সজোরে বিদ্যানিধির পশ্চাদ্ভাগে চিমটি দেওয়ায় বিদ্যানিধি- নিরুপায় হইয়া মস্তক এদিক ওদিক ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে লাগিলেন ]

চূড়া। [সস্মিত, ও প্রীতস্বরে] সত্যিই ত- বাঃ
কই বংশী বাজাল না -

[হারাধন পুনর্ব্বার গিয়া বিদ্যানিধির কানে কানে কি কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি তাহাতে গলায় বাঁশীর স্বর করিতে লাগিলেন, ও সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন]

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] বাঁশী নয় খুব সম্ভব।
[নস্যগ্রহণ]
-- কিন্তু বাঁশীটা যে বাপু উল্টো দিকে বাজা

হারা। কলিকালে সব, মশায় উল্টো হয়ে গেছে

চূড়া। [এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া]
বটে বটে। সত্যই ত। ঠিক বটে তবে
[নস্যগ্রহণ]

হারা। আবার পেটে খোঁচা মারলে বাবা
কথা কবে।

[বলিয়া গিয়া বিদ্যানিধির পেটে সজোরে খোঁচা মারিলেন ও বিদ্যানিধি অগত্যা কোঁৎ করিলেন]

আবার নাক ধরে টানলে "বাবা, বাবা" বলে।

[বলিয়া বিদ্যানিধির নাক ধরিয়া সজোরে টানিলেন, বিদ্যানিধি নাকী স্বরে "বাবা, বাবা" ডাকিয়া উঠিলেন]

চূড়া। [অতি বিস্মিত হইয়া] এটা ভারি মজার
কেষ্টঠাকুর বটে --
অতি সুন্দর [নস্যগ্রহণ] দেখি গিয়া
একটু নিকটে।

[চূড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহার কলকৌশল পরীক্ষার মানসে তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। তাহাতে বিদ্যানিধি হঠাৎ মুখ সুচলো করিয়া চূড়ামণির দিকে অগ্রসারিত করিলেন, চূড়ামণি বিদ্যানিধির এই আকস্মিক অভাবিতপূর্ব্ব শারীরিক প্রক্রিয়ায় ভীত-চকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন, এবং চূড়ামণি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চূড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানিধির মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন ও তাহাতে বিদ্যানিধির পূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি হইল। চূড়ামণি পুনর্ব্বার হটিলেন।]

হারা। দেখছেন না এর মুখে
চুম্বক পাথর আছে।

চূড়া। সত্যি? পাশ দিয়েই তবে
যাই ওর কাছে --

[তিনি এবার বিদ্যানিধির দক্ষিণ দিক দিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার স্কন্ধের নিকট পঁহুছিবামাত্র বিদ্যানিধির মুখ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুচলো হইয়া ফিরিল। চূড়ামণি পিছাইয়া বামদিক দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহাতে বিদ্যানিধির মুখ পূর্ব্ববৎ ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে সবেগে বামে ফিরিল। চূড়ামণি মহা বিপদগ্রস্ত। একটু ভাবিলেন, পরে বিদ্যানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে ফিরাইলেন, কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে উদ্দাম নাসিকা পুনরায় তাঁহার দিকে পূর্ব্ববৎ ফিরিল। চূড়ামণি ত অবাক। হারাধনের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাইলেন।]

হারা। চূড়ামণিকে আপনার নাকে লোহা
আছে নাকি?

চূড়া। কেন?

হারা। চুম্বক পাথরটাকে টানছে
বেশী জোরে যেন।

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা সবার নাকেই
লোহা আছে তবে?

মিত্র। লম্বা নাকে বেশী আছে

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা হবে।

[চূড়ামণি এখন সম্মুখে আসিয়া নিজের নাক নীচু করিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরের দক্ষিণ পা দেখিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা তাঁহার দিকে প্রসারিত হইল, চূড়ামণি ভয়ে পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। পরে গিয়া ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে রাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম পদ যথাস্থানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। বিদ্যানিধি চট্ করিয়া দক্ষিণ হস্তে চূড়ামণির চূড়া পাকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ঘাড়ে চড়িলেন। চূড়ামণি ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচাইয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছোপক্রান্ত হইলেন। বিদ্যানিধি তখন উঠিয়া নিজমূর্ত্তিতে পণ্ডিতদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

চূড়া। [আশ্বস্ত হইয়া] বিদ্যানিধি বটে। সেটা
আগে বলতে হয়।

শিরো। [ কঠিন স্বরে ] তুমি নদেয় যাও নি—

বিদ্যা। [ ঘাড় চুলকাইয়া ] আমি মুর্গীখোর নয়। অর্থাৎ খেলেও- ওর নাম কি—হজম করি নাক

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার ফাজলামি রাখ।

বিদ্যা। [ নিরুপায়ভাবে ] তবে বলব এক কথা? আর্য্যঋষিগণ নাকি,

মুর্গী গরু খেতে কিছু রেখেছিলেন বাকি?

[ শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ বৃথা; তাই তাঁহারা চম্পট দিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন ]

স্মৃতি। [ হতাশভাবে রাজাকে ] না হয় খেলেনই, কিন্তু মুসলমান, হাড়ি, এই এ সব রাঁধুনি কেন?

রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই, কিন্তু ব্রাহ্মণেতে মুর্গীটুর্গী রাঁধে না যে ( মদ্যপান )

ন্যায়। আর হাড়ি? [ এটি নেপোলিয়ানের শেষ উদ্যমের "যা থাকে কপালে" ভাবে ]

রাজা। মুসলমানে শূয়র রাঁধে না যে—

স্মৃতি। এ সবই খান বুঝি—বিলেত-ফেরত দলে মিশে এখন বুঝি ও সব গুলোই চলে?

শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানেতে আসাই ভালো দেখায় নাক।

রাজা। [ জড়িত স্বরে ] বাবা, ফিরে যাও বাসায় কেন গোলযোগ কর?- এ সব মিছে সাধা, ক্ষণিক আমাকে এসে কেন দেও বাধা?

শিরো। চল চল, এ সব ম্লেচ্ছ, যবন, চল চল

চূড়া। হা হতোস্মি [ নস্য গ্রহণ ]

অন্য পণ্ডিতরা। চল তবে, দুর্গা দুর্গা বল-

[ পণ্ডিতদের ও গৌড়াহিন্দুগণের প্রস্থান।

রাজা। বাঁচা গেল!—আঃ—তোমরা তাড়িয়েছ খাসা।

কেন এদের মিছামিছি দেক্ কর্ত্তে আসা।

দাস। I say রাজা তুমি এদের শিক্ষা দেবার জন্যে বিলেত যেতে পার?

বিধু। না না সেটা বড় অন্যায়।

দাস। কিসে?—ব্রুটস্ শুধু এক principleএর জন্যে ছেলের বধের হুকুম দিল—আর এইটে অন্যায়!

নিধি। আমাদের দেশেও দশরথ মরতে মরতে রামকে পাঠাল বনে সত্য রক্ষা কর্ত্তে।

বিধু। দশরথের কাযটি বড় ভালো হয় নি।

নিধি। কেন?

বিধু। কেন?—মূর্খ দশরথ—রামচন্দ্র হেন সুপুত্রকে—গোবেচারী,—কোন দোষ নাই—দিলেন বনবাস,—হ'ল সত্যরক্ষা ছাই।

[ রাজাকে ]

রাজা। হাঁ হাঁ সেটা ভালো হয় নি—

একি নীলু ঢুলো না—

বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ব্রুটসের তুলনা? ব্রুটস্ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার করে,' দিলে ছেলের দণ্ড—এর সঙ্গে কি ছার—

রাজা। এ কি নীলমণি—ও নীলু—রাত কত—নাক ডাকে যে।

নীল। [ চমকিয়া ] কৈ? [ সকলের হাস্য ]

[ এখন নাকডাকা এত গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যটুকুও কেহ স্বীকার করিতে চাহে না ]

রাজা। চোক যে জবাফুলের মত।

হাবা। তবে যাবার আগে সব এক এক গ্লাস ঢালো।

[ সকলে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান করিয়া উঠিলেন ]

দাস। হাঁ হাঁ I say রাজা—well!

কি বলছিলাম ভালো—

বিলেত চল না হে—একটা সব সহরময় হুলস্থূলস্ হয়ে' যায়—এরাও জব্দ হয়।

রাজা। বটে! বটে! কি বল হে বিদ্যানিধি।

বিদ্যা। [ মাথা চুলকাইয়া ] হাঁ তা ওর নাম কি—তবে যদি পণ্ডিতরা—না তা—বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী।

রাজা। মন্দই কি একবার না হয় বিলেত ঘুরে আসি।

আরও এই পণ্ডিতগুলোও জ্বালিয়েছে ভারি, তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কর্ত্তে পারি।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ স্থান—যক্ষদেশ। হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন।

কাল— জ্যোৎস্না রাত্রি।

[ যক্ষকন্যারা বিহার করিতেছেন। ]

[ সবাদ্য যক্ষকন্যাদিগের গীত ]

নীল গগন, চন্দ্র কিরণ, তারক'গণ রে
হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে,
সুন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন,---প্লাবিত বন রে,
নন্দন বন, তুল্য গহন —মোহিত মন রে।

( একজন কনষ্টেবিলের প্রবেশ )।

কনষ্টেবিল। [ স্বগত ] এ সব ত আচ্ছা নাচ-আওলি হয়, মগর সাহাব ত বহুৎ খাপা হোত হয়। ( প্রকাশ্যে ) এই মাইয়া লোক সব, এ দুপর্ রাতমে কাহে হল্লা করতা হয়--হমারা সাহাবকা ডেরাকা এত্তা নগীজমে। সাহাবকো নিদ্ যানে দেগা নেই ?

১ম যক্ষকন্যা। কে এ উল্লুক— আবার এ সময় এসে বিড়ির বিড়ির বকতে আরম্ভ করলে।

২য় য-ক। এ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কবিত্বহীন।

৩য় য-ক। দেখেছ, বেটার পাগড়ী থেকে জুতো পর্যান্ত সব গদ্য।

৪র্থ য-ক। বোধ হচ্ছে, এ পাম্বাজ রাগিণী মোটে বোঝে না।

কনষ্টেবিল। এই, চুপ কর্‌কে খাড়া রহিলি কাহে রে ? তোমারা হুঁস নেহি হয়। এ জায়গাকা নস্‌দীক্ সাহাবকা তাম্বু হয়।

১ম য-ক। কে তোর সাহেব ?

সিপাহী। [ সগর্ব্বে ] কমিশনর সা'ব, জান্তা নেই।

২য় য-ক। রেখে দে তোর কমিশনর সাব।

সিপাহী। [ সাশ্চর্য্যে ] আরে ! -ডর্‌তা নেই ? তোমলোক জাহান্নম যানে মাঙ্গ্‌তা ?—আর হিঁয়া সা'বকা ডেরা হয় - সমজ্‌তা নেই ?

৩য় য-ক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কল্লে কেন ? সে কি মর্ব্বার আর জায়গা পেলে না ?

সিপাহী। [ অতি বিস্ময়ে ] কেয়া ? জান্তা নেই সা'ব হিঁয়াকা রাজাকো সাথ্ লড়নে আয়া ?

৪র্থ য-ক। কেন আমাদের রাজা তোদের কি করেছে ?

সিপাহী। কি করেছে !- কি আবার কর্ব্বে !— সা'ব এ মুল্লুক লেনে মাঙ্গ্‌তা। তোমারা রাজা কুছ কাম্‌কা নেই, ইস্কো ওয়াস্তে, আওর কেয়া ? লড়াইকা খবর নেহি রাখ্‌তা ?

৫ম য-ক। হাঁ হাঁ জানি, জানি ! আচ্ছা তুই যা, আমরা বাড়ী যাচ্ছি, রাতও হয়েছে, [ অন্য যক্ষকন্যাদিগকে ] চল- [ গমনোদ্যত ]

সিপাহী। আরে গোসা কাহে -থোড়া দারু পিও -চিল্লানেসে ফয়দা কেয়া ? -দারু পিও —হামকো সাথ থোড়া পিয়ার করো— হম কুছ নেই কহে গা। [ অগ্রসর হইল ]

১ম য-ক। মর্ উল্লুক !

২য় য-ক। আবার দাঁত বের করে' হাস্‌চে।

৩য় য-ক। এ যে যায় না, ওরা দিয়ে দেও না।

৪র্থ য-ক। নেও বেটার তলওয়ার কেড়ে—

৫ম য-ক। মার বেটাকে—

[ সকলে অগ্রসর হইয়া তাহার তরোয়াল কাড়িয়া লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল ]

সিপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব !—এ কেইসে তামাসা !—আরে ছোড় -ছোড় -দাড়ি ছোড়—তরোয়াল দেও। [ ক্রমে যক্ষ-কন্যাগণ সিপাহীকে গুরুতর প্রহার আরম্ভ করায় 'উরে বাবারে এত সব মাইয়া লোক নেহি, মাইয়া লোককা বাবা' ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া, সিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। ]

১ম য-ক। বেটা বীর ত ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্ত্তে এসেছে। - চল--[ সকলে গৃহাভিমুখিনী ]

২য় য-ক। কিন্তু এ দেশ কি সত্যিই সাহেবেরা নিতে এসেছে ?

৩য় য-ক। হাঁ। নিতে এসেছে, আর নেবেও যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা ভারি পরাক্রান্ত জাতি। শুন্‌ছি তারা অমরাবতী একরকম দখল করে' বসে' আছে। আর ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার বাড়ী চম্পট দিয়েছেন।

৪র্থ য-ক। দৌড় ত তাঁর চিরাভ্যস্ত! হায়! এমন সুন্দর অমদা আজ অনাথা।

৫ম য-ক। আমাদের অবস্থাও শীঘ্রই সমান শোচনীয় হবে। তার জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না। [ নিষ্ক্রান্ত।

---

## সপ্তম দৃশ্য

[ স্থান—রাজার বাগানবাটী। কাল—রাত্রি।

বিধু, নিধিরাম, হারাধন, নীলমণি, বিদ্যানিধি দণ্ডায়মান ও রাজা উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরার বোতল ও গ্লাস ইত্যাদি। ]

[ নবাঙ্কিন্দুগণ ও বিদ্যানিধির গীত ]

আমরা পাঁচটি এয়ার
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস
আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,
আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি,
আমরা, রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে কাউকে কেয়ার,
এ ভবমাঝে সবাই ফক্কা—জেনেছি
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন;
কেন, তুমি হ'লে নাক কবি হ'লো সেক্ষপীয়ার?
আর সে সব কথা কাজ কি বলে',—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে
বল দেখি দাদা?—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর
দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ভেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি,
মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে'
দুগ্ধ, ননী, ছানা,
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার;
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

[ পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য ]

( গঙ্গারামের প্রবেশ )

হারা। কে গো এবার কোথা থেকে—
বল দেখি নাম।

গঙ্গা। আমার নাম গঙ্গারাম।

বিধু। নিবাস কোন্ গ্রাম?

গঙ্গা। সাবেক নিবাস 'উলো'

বিধু। হ্যা!—উলো—[ নিধিকে ] নিধি, সে কি!

নিধি। [ গঙ্গাকে ] আচ্ছা বাপু, তোমার গ্রামের জেলা বল দেখি!

গঙ্গা। জেলা?

হারা। নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেঁয়ে।

নীল। একটা উজবুক এল আবার কোথা থেকে, কে এ?

রাজা। যা হ'ক শুনি এখানেতে মশয়ের
কি কাজ আছে?

গঙ্গা। [ বসিয়া ] এলাম আমি হেঁ, হেঁ
রাজা বিমলেন্দুর কাছে।

রাজা। কেন মশয়, আমি কোন দোষ ত করিনি—

বিদ্যা। [ স্বগত ] এ দেখ্ছি সেই ব্রাহ্মণ্‌ভ্রাতা—
এরে বেশ চিনি

[ গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া বসিয়া মদ্যপান ]

রাজা। কি চা'ন শীঘ্‌গির বলে' ফেলুন।
কান পেতে আছি-—

নীল। হ্যা হ্যা শীঘ্‌গির সেরে ফেলুন—
তা'লে আমরাও বাঁচি।

গঙ্গা। মহারাজার সঙ্গে হেঁ হেঁ-
আলাপ কর্ত্তে এলাম—

হারা। না হয় সেটা পরে হবে—
এখন তবে—সেলাম
[ দ্বার দর্শাওন ]

গঙ্গা। [না দেখিয়া, রাজাকে] হেঁ হেঁ করে
আসা হোল ?—
রাজা। —হেঁ হেঁ দিন চারিক [উন্মনা]
গঙ্গা। হেঁ হেঁ কুশল শারীরিক এবং পারিবারিক ?
রাজা। হেঁ হেঁ - আজ্ঞে সব ভাল—হেঁ হেঁ -
তবে কি না
শরীরের ব্যারাম এমন কি বাঁচি কি বাঁচি না—
এইরকম। [অধিকতর উন্মনা]
গঙ্গা। পরিবার ?—হেঁ হেঁ—
রাজা। [অধীর] হেঁ হেঁ তিনি ভালো, তবে-
তাঁর কাল হয়েছে এই দুই বছর হবে।
[সকলের হাস্য]
গঙ্গা। ছেলেপিলে -
রাজা। [আরও অধীর] তারাও ভালো
কি বলছিলাম ছাই—
অ অর্থাৎ আমার কোন
ছেলেপিলে নাই—
বিধু। 'অর্থাৎ' কি রকমে বুঝ্‌বেন
বুঝিয়ে না দিলে ?
হারা। তবে "অর্থাৎ"এর গানটা
গাও সবাই মিলে—

[নব্যহিন্দুদিগের গীত]

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ভাই,
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন
তাঁহার সভায়,
অ —অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান
বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান
জন্মাননিক মোটে।
[কোরাস্] তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
ধিনতাকি, মেও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চড়ে'
রেলের গাড়ী;
আর হুগলি ব্রিজ পার হ'য়ে
উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী,
অ — অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়,
কিন্তু রেল পুল তখন হয় নি,
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—
উজ্জয়িনী।

তা ধিনতাক ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,
মেও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান রাজার কাছে
দেখাতে ওস্তাদি,
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—
পিয়ানো ইত্যাদি,—
অ - অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হলো হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয় নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি !
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,
মেও এঁও এঁও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার'
রাজা গেলেন ভিজে,
আর গাইলেন এমন দীপক,
তানসান জলে' উঠলেন নিজে,—
অ - অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে,
তানসান উঠতেন জলে',
কিন্তু রাজা গেলেন দিগ্বিজয়ে
আর তানসান এলেন চলে'।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এঁও এঁও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের
গীত বাদ্য,
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ
করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ,
অ অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—
তাঁর ত হয়ে গ্যাছে কবে ?
আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ
কেমন করে' হবে ?
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এঁও এঁও।

[নিষ্ক্রান্ত]

গঙ্গা। [তথাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়া]
হাঁ হাঁ — তা — তা
মহারাজ আপনি যে সুন্দর লোক
পাওয়া দুষ্কর এমন একটি বোধ হয় খুঁজে
নরলোক
আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না।

রাজা। ভাল লোকটা কিসে
দেখ্‌লেন আমায় সেটা শুনি
গঙ্গা। তা দেখ্‌ছি,
অতি উদার লোক, নেইক অহঙ্কার লেশ,
আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ,
'কারু রাখেন নাক তক্কা—সমাজের ধার
ধারেন নাক একরকম,—অতি পরিষ্কার।
ব্রাহ্ম হন না, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে।
রাজা। কিন্তু সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ে নি যে—
নিধি। আচ্ছা বল দেখি ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি রকম?
গঙ্গা। ধর্ম্মটা? ধর্ম্মটা অতি উচ্চ এবং নয় কম
নীতি অঙ্গে—"একমেবাদ্বিতীয়ম"—
তা সেওয়া—
নিধি। সে ত তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম থেকেই
নেওয়া—
গঙ্গা। এ ত—হেঁ হেঁ—হিন্দুধর্ম্মের
সারটুকুই নিয়ে—
নীল। তা যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম টাম দিয়ে
কাণ্ড মাণ্ড দরকার কি? হিঁদুই বল না হে—
গঙ্গা। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ তাহে,—
বিধু। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক নয়?
গঙ্গা। দেখ্‌লেন কিসে?
বিধু। কিসে? সবতাতেই।
তফাৎ উনিশ আর বিশে।
হিঁদু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়া মাটি;
তোমরা না হয় পূজ, দিয়ে ভাষা পরিপাটি।
তোমরা পিতার 'চরণ' ধোরে
কাঁদ নাক ছড়ায়?
তারা না হয় মাটিতে সে চরণটা গড়ায়।
তারা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে,
তোমরা না হয় ভজ সেটা মনে গ'ড়ে নিয়ে।
ভজ—কেউ চোখ বুঁজে, কেউ চোখ মেলি—
তারা না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি।
তফাৎটা কোথায়? [ মদ্যপান ]
গঙ্গা। মশায় তফাৎ আছে—
নিধি। আছে
আর একটু—তোমার পিতা
ঢালা বিলাতি ছাঁচে।
আর হিঁদুর পিতামাতা অন্যান্যরূপে দেশী।
নীল। তোমাদের খরচ কম,
আর তাঁদের খরচ বেশী।
[ মদ্যপান ]
হারা। আরও একটু তফাৎ আছে,
বোল্লেন্ না ক সেটা।
গঙ্গা। কি প্রকার? [ স্বগত ] এ ত দেখ্‌ছি
বাধে ভারি লেঠা।
হারা। বোল্লেন না যে ব্রাহ্মগণ
ভজেন চোখ বুঁজে।
আর হিঁদু চোখ খুলে দেবতারে পূজে।
অর্থাৎ—যখন হিঁদু পূজেন
ঢাক ঢোলে ডাকিয়ে;
আমার ব্রাহ্মভ্রাতা পূজা দিচ্ছেন নাক ডাকিয়ে।
[ সকলের হাস্য ]
গঙ্গা। না তা আপনারা যদি করেন তামাসা,—
নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলাও খাসা,
সোজা ধর্ম্ম—কারো মনে দিও না ক কষ্ট,
কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্পষ্ট—
ঈশ্বর ভালো কিংবা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ,
এ সব ভেবে কেন মিছে ক্ষিধে বাড়াও দ্বিগুণ?
গরম গরম ফুল্‌কো লুচি খাও গ্যাসের আলোয়,
যদি সঙ্গে থাকে মুরগীর কারি, আরো ভালই।
মজাফরপুরি লিচু, পাকা আঁব বোম্বাই,
ভাল খাজা কাঁটাল, আর মর্ত্তমান বম্বায়।
রাতে মিলে দশ জনে খাও টপাটপ্—
রোষ্ট আর কাট্‌লেট, ষ্টু, আর চপ।
মেজাজ হবে ঠাণ্ডা, দেহে হবে শক্তি,
আর ঈশ্বরে বাড়বে বৈ কম্‌বে না ক ভক্তি,
আর বেড়ে যাবে তোমার পরমায়ু ছোট।
কেন মাথা ঘামাও ভায়া—খাও এখন ওঠ।
হরি। কেন তর্ক কর বাবা, খাবে এক গেলাস?
খাবেত খাও নইলে উঠে যাও 'থার্ড কেলাস্'—
নীল। আমাদের আমোদের উপর কোরো না ক
Trespass, বাবা যদি আইনের ভয় রাখ,
করে' দেব ৪৪৮ ধারায় নালিশ——
তখন শোবার জন্য পাবে একটু শক্ত বালিশ।
হারা। [ এক গেলাস মদ্য দিয়া ] নেও খাও।
গঙ্গা। কি ও?
হারা। বাবা বুদ্ধি কর পালিশ।

কেন তর্ক কর, বাবা, ঢক্ করে' গিলে ফেল,
আর আমাদের সঙ্গে ফক্ করে' মিলে ফেল।
এ সংসারে সার হচ্ছে পরের উপকার,
তাই করে' দিচ্ছি তোমায় ভবসিন্ধু পার।
নেও—এস—[ মদ্য প্রদান ]

গঙ্গা। [ ধার্ম্মিকভাবে ] আচ্ছা কিইবা হবে একটু
খেলে, দেখাই যাক্ না যে কি রকম। [ গেলাস
লইয়া পান ]

হারা। এই নক্ষি ছেলে।
এখন একটা গান ধর—গাও—কর্ত্তাভজা হয়'—
তরজা হয়, কবি, টপ্‌কা—যা হয়'—
যাতে মজা হয়—
বাবা থিয়েটারের গান জানো?
[ গঙ্গারাম উক্ত গান অনভিজ্ঞতা প্রকাশক
ঘাড় নাড়িলেন ]
—ভালো, না জানো
নাই জানো—পাচালি?—যাত্রা?—
বাবা বেয়ালা বাজান
শোন যদি মতির দলের, বল্‌বে
"বাঃ বাঃ আ মরি। মরিরে!"

[ কণ্ঠে বেহালার স্বর অনুকরণ করিতে করিতে
রিক্তহস্তে বেহালা বাজান অনুকরণ ]

বিদ্যা। [ মদালস স্বরে ] বেঁচে থাক—
শুনে যেন না মরি,

হারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি আঃ—
কিবে যাত্রা মতির?
—আহা সেই গানটা জানো?—
[ সুর করিয়া ] 'হে গতি অগতির'—
একটা তুমি গাওনা হে, গঙ্গারাম ভাই—

গঙ্গা। কি গাইব? [ চিন্তা ]
ভাল, একটা আত্মা বিষয় গাই
[ সুর করণ ]

বিধু। ও কি হচ্ছে গঙ্গারাম?—ও যে—
না গঙ্গা না রাম—

নিধি। গা'না একটা ভাই, আমরা করি
একটু আরাম।

হারা। পড় বাবা গঙ্গারাম—গঙ্গারাম পড
[ চুমকুড়ি ]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।—
গঙ্গারাম—পড [ চুমকুড়ি ]

বিদ্যা। [ উঠিয়া ] গঙ্গারাম—আমার
প্রাণের গঙ্গারাম—এস,
এস ভায়া উঁড়ি, [ উচ্চতর স্বরে ] উঁড়ি
[ উঁড়িতে উদ্যত ] প্রাণকান্ত মেসো
বলেছিলে "খেয়ো না ক মদ, যদি টলো"—
গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্‌ছ—যাই বলো,
টল্‌ছ, —নয়?—দেখি আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল,
আমার কাছে মিছে কথা? ভায়া তুমি মাতাল
হোয়েছে,—আর খেয়ো না! দেখ
শোন বলি,
[ টলিতে টলিতে ] আমি খাই বটে,
কিন্তু কদাপি না টলি।
আমি মাতাল হই নি,—দেখ দাঁড়াই
এক পা তুলে;

[ এক পা তুলিয়া দণ্ডায়মান ]

দুপা তুলেও পারি, [ তৎচেষ্টা ও পতন ]
এঁ্যা পড়ে' গিইছি ভুলে,
হেসনা ক, ফের দাঁড়াই
[ পুনঃ তৎ চেষ্টা ও পতন ]
এঁ্যা এ কি রকম—
[ উঠিয়া ] পশ্চাদ্ভাগটা দেখ্‌ছি
এবার হয়েছে বেশ জখম?
তা পা যা হক্—মাথা ঠিক—
দেখ বাপধন—নয়?
আন ভট্টিকাব্য সব করে' দেব অন্বয়।
তুমি পার?—বোধ হয় না;—
কর দেখি ভাই—
—"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু"
[ গঙ্গারাম অক্ষমতাপ্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন ]
তা না পার নাই-ই—
তাই ত বাপু!—পানিনি পড়া বিদ্যে—
একি যে সে—
গঙ্গারাম ভায়া—তোমার নাকটি ত বেশ হে।
একটু টেনে দেই
[ গঙ্গারামের নাসিকা আকর্ষণ ]

গঙ্গা। বাপ্‌রে মলাম [ চীৎকার ]

বিদ্যা। [ তন্দ্রাজড়িত স্বরে ] মরে কে যায়—
কি চীৎকার—গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায়
খেয়েছ. আর খেয়ো না—
যাও, শোও গে যাও-

হাবা। কিংবা যদি ভাল চাও একটা গান গাও।

গঙ্গা। [ নিরুপায় ভাবে ] আপনারা গা'ন
আমি যোগ দেব' খনি।

হাবা। আচ্ছা তাই-ই সই [ অন্য সকলকে ]
গাও—ধর নীলমণি।

[ সুর করিয়া শেষে গীত ধরিলেন ]

- এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
রাম তুই হবি বনবাস--একি হেরি সর্ব্বনাশ।
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার
ধ্রুব এ বিশ্বাস। এ কি [ ইত্যাদি ]
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ ( ওরে )
ভালো দুজোড় তাস ; এ কি [ ইত্যাদি ]
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম,
পোর্টমান্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক ( ওরে )
ভালো উপন্যাস। এ কি [ ইত্যাদি ]

হাবা। গাও না সঙ্গে ওঠ না সব [গঙ্গারামকে]
ওঠ না হে ভাই।

সকলে। [ উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে ]
রাম তুই হবি বনবাস, এ কি [ ইত্যাদি ]

হাবা। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে
চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হলে ( ওরে )
তুই এক ডোজ খাস্।

সকলে---- এ কি [ ইত্যাদি ]

[ পটক্ষেপ ]

---

## অষ্টম দৃশ্য

[ স্থান—ময়দান। কাল—বিকাল। গোঁড়া হিন্দু-
গণ ও পণ্ডিতগণ কেন্দ্রে স্থিত। চারি দিকে
মহতী জনতা ভূতনাথের লিখিত
বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। ]

ভূতনাথ। আর্য্যঋষিগণ ছিলেন
আর্য্য ঋষি যাঁরা।
বল প্রাণের ভাতৃগণ কি না জান্তেন তাঁরা ?
ধরণী যে মহী, তড়াগ নদী, আকাশ ব্যোম ;
নক্ষত্র যে তারা, সূর্য্য রবি, চন্দ্র সোম
সবই জান্তেন---সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে।
— এই অনাদৃত - তোমার নিজের
শাস্ত্রেই পাবে।

শ্যাম। সাবাস্—সাবাস্।

রাধা। বেশ—বাঃ।

চূড়া। [ সহর্ষে বারংবার নস্য লইয়া ] সাধু ! সাধু !

বিদ্যা। [ উচ্চস্বরে ] বলিহারি ! [ জনান্তিকে ]
আর এক ছিলম টেনে নাও যাদু।

ভূত। ভূ-বিদ্যাবিৎ কি জানে যে ছিল না এ দেশ ?
টেলিগ্রাফ ? রেল ? ষ্টীমার ?
জলের কল ? গ্যাস ?
স্প্রিংএর গাড়ি ? ঘড়ি ? ফনোগ্রাফ ?
টেলিস্কোপ ?
সবই ছিল কালে কালে হয়েছে সব লোপ।

১ম শ্রোতা। ঐ গুলোই লোপ কল্লে ! -
আর দিলে রাখি
গরুর গাড়ি, চড়কা, ঘানি, কপিকল,
আর ঢেঁকি।

ভূত। [ বিরক্ত হইয়া ] আঃ ধর নাই ছিল।
হিন্দুধর্ম্মের কাছে কি
এরা লাগে ?—এ গুলোয়
আধ্যাত্মিকতার আছে কি ?
এগুলি বিজ্ঞানের কৌশল, বিজ্ঞানেরি
ফিকির,
শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যা টিকির।

চতু। ও যে আমি বল্‌ব হে [ ভূতনাথকে
টানিতে লাগিলেন ]---বস না হে ছাই
আমাকেও একটুখানি বল্‌তে দিও ভাই।

ভূত। আরো বলি, দেশী ময়লা
অন্ধকারও ভালো—
এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো।
[ অনিচ্ছায় উপবেশন ]

শ্যাম। ওঃ কি ভাষা।
[ সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন
রাধা। কি তেজ।
[ সবেগে হস্তাতে মস্তক কণ্ডুয়ন ]
২য় শ্রোতা। [ ১ম শ্রোতাকে জনান্তিকে ]
না, কথাগুলো ঠিক।
চূড়া। [ সোল্লাসে গভীর গভীর ] নস্য গ্রহণ ]
স্মৃতি। চমৎকার ! নস্য গ্রহণ ]
বাচস্পতি। অলৌকিক।
চতু। [ উঠিয়া হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিক এ
অন্য ধর্ম্ম নহে,
চুরি করা দোষ কি আর কোন শাস্ত্রে কহে?
দ্বেষ, হিংসা ছেড়ে উচিত দয়া, ধর্ম্ম শেখা,
এ সব আমা ঋষিগণই বুঝেছিলেন একা,
সতীত্ব যে ধর্ম্ম শুধু—হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা।
[ করতালি ও জলপান ]
আমিষাশী যেই জাতি, অনার্য্যদের কাম,
তাদের আধ্যাত্মিকতা কি বুঝিবে সে আজ?
ভাইগণ তোমরা যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, খনা, জানকী,
মনু, ব্যাস, লীলাবতী এঁদের কথা জান কি?
না ভাই তোমরা ইংরাজীজ্ঞ
তোমরা সবাই জান বেকনও
মিল, মিল্টন, আমাদিগের
পুরাণ কথা মানিবে কেন!
৩য় শ্রোতা। ভারি বলছে।
চতু। ত্রুটির ঐ নব্যহিন্দু দুরাচার আজ
ভাঙ্গিতে উদ্যত এই পবিত্র সমাজ।
ভাই— ছাড় স্বেচ্ছাচার ও মুর্গী পেঁয়াজ বাটা-
ধর কচু, কলা, শাক হদ্দ না হয় পাটা।
৫ম শ্রোতা। আর মাঝে মাঝে মিষ্টি
বারাঙ্গনার ঝাঁটা।
শিরো। [ কুপিত হইয়া ] কে তুই?
৪র্থ শ্রোতা। আমি যে হই সে হই
এঃ যেন মহারাজ,
--মুর্গীই যদি ছাড়ব ত জীবনে কি কাষ।

শিরো। মুর্গী এতই মধুর?
৪র্থ শ্রোতা। [ মুখ খিঁচাইয়া ]
তোমার কচুর চেয়ে ভালো।
অন্য শ্রোতারা। শত গুণে ভালো,
হাজার, লক্ষ গুণে ভালো।
১ম শ্রোতা। হিন্দুয়ানির প্রশংসাতে
খুব রাজি আছি,
কিন্তু মুর্গী - আঃ--মুর্গী ছাড়লে কি বাঁচি।
চতু। ওহে শোন সেটা নয় যে
আধ্যাত্মিক আহার।
৫ম শ্রোতা। হুং [ চলিয়া গেল ]
চতু। আধ্যাত্মিকতাই যে হিন্দুধর্ম্মের বাহার।
২য় শ্রোতা। বাহার নিয়ে ধুয়ে খাওগে —
চল সব চল---
অন্য সকলে। বোঝা গেছে বৃদ্ধ বেশ্যার
তপস্বীর দল ও।
[ শ্রোতাদিগের প্রস্থান ]

শিরো। [ হতাশ ভাবে ]
না এ মিছামিছি- ওহে মুর্গী চালিয়ে নেও হে।
চূড়া। [ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ]
হা হতোস্মি! স্মৃতিরত্ন নস্যদানটা দেও হে।
শিরো। তবে শাস্ত্র এই রকম খাড়া করা যাক্
যে মুর্গীকে হাঁস বলে' যার খুসী খাক্।
সকলে। [ স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে ]
ঠিক ঠিক।
শিরো। আর মুর্গীর ডিম-- কেউ তাকে
হাঁসের ডিম বলে' খেতে চায়—খেতে পারে।
বিদ্যা। সহর্ষে ! বাঃ বাঃ। আর বাকিগুলো?
শিরো। [ একটু চিন্তা করিয়া ] গো আর শূয়র
বোধ হয় খাওয়া যেতে পারে -
দিয়ে যবের ডয়োর,
কিম্বা হোটেলেতে বসে' মার্কণ্ড পুরাণেও
এইরূপই লেখে, মনুসংহিতার এক স্থানেও
• বিধান আছে.
বিদ্যা। [ স্বীয় গুম্ফ লেহন করিতে করিতে ]
কেয়াবাৎ! কি শাস্ত্রজ্ঞান। অঃ -
শ্যাম। কি ধীশক্তি।
চূড়া। কি গভীর গবেষণা। [ নস্যগ্রহণ ]
অন্য সকলে। বাঃ!

শিরো। আপাতত: বিলেতফের্ত্তা ব্রাহ্ম ক্রাহ্ম হ'ল একঘরে। বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল।

স্মৃতি। কিন্তু সে গুড়েও বালি!

এদিকেও দুর্য্যোগ.,

শুনি, রাজা কচ্ছেন, এবার বিলেত যাবার উদ্যোগ।

পণ্ডিতেরা সকলে। সে কি? সত্যি না কি?—

[ বিদ্যানিধিকে ।

বিদ্যা। না না [ স্মৃতিরত্নকে ] তামাসা বোঝ না?

হরি। না সে তামাসা নয় বড়—

আমারও তাই শোনা।

ভূত। সত্য না কি? হঁ্যা!!! ওঃ!

শেষে কিনা বিলেত!

শ্যাম। চীন নয়, ব্রহ্ম নয়, কাবুল নয়—

বিলে—এ—ত্!!

রাধা। তাও রেলেও নয়,—জাহাজে চড়ে'—

বি—লে—এত্!!

চতু। হা ব্যাস—হা মনু—ওঃ—দয়াময় হরি।

[ উন্মত্তের ন্যায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন ]

ভূত। হে বসুধে দ্বিধা হও—আমি প্রবেশ করি

[ পতন ও মূর্চ্ছা ]

হরি, শ্যাম ও রাধা। হা হা ভূতনাথ মূর্চ্ছায়—

ধরুন ওঁকে ধরুন।

[ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন ]

বিদ্যা। [ পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে যেন ভূতনাথের মাথা ধরিতেছেন এইরূপে ] আহা হা হা—দেখি—দেখি—(পণ্ডিতদিগকে) সরুন মশায় সরুন।

[ নিষ্ক্রান্ত ]

---

## নবম দৃশ্য

স্থান—ব্রহ্মালয়। উচ্চে দূরে নির্ঝর-প্রপাত।

কাল—প্রভাত।

[ ব্রহ্মা চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন। ]

সরস্বতীর দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়া গীত। ]

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে?
নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।
এই ছিলে হাসি হাসি ঢালি কর সুধারাশি
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

ব্রহ্মা। সরস্বতি, তুমি এখন বীণা ছেড়ে আবার বেহালা ধল্লে কেন?

সর। এখনকার 'ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা। মেয়েদের বেহালা বাজান লোকে ভারি পছন্দ কচ্ছে।

ব্রহ্মা। কিন্তু, আমার কাছে মেয়েদের বেহালা বাজানোর দৃশ্যটা মনোরম বোধ হয় না। কি একটা অদ্ভুত পদার্থকে নাকের নীচে বাঁ হাত দিয়ে ধরে' ডান হাত দিয়ে এক গাছ ছড়ি নাড়ার চেয়ে, বীণায় হেলে স্বর্ণবলয়নিক্কণসহ বামহাতের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর ঈষৎ বক্রভাবে সঞ্চালন দেখতে বেশী ভাল বোধ হয়। তাহাতে শরীরের ও হাতের মাধুর্য্য যেন বেশী পরিস্ফুট করে' তোলে।

সর। কিন্তু 'ফ্যাসন' মাফিক চল্‌তে হবে ত।

ব্রহ্মা। তাও বটে।—তা সে যা হো'ক তুমি এখন একটা ছাঁকা ভৈরবী গাও দেখি।

সর। তা পারবো না। এখন শুধু রাগ-রাগিণী গাওয়া 'ফ্যাসন' নয়। মিশ্র ভৈরবী বলেন ত একটা গাই।

ব্রহ্মা। [ চটিয়া ] তবে এখন কি খিচুড়ি ফ্যাসন হয়েছে? আচ্ছা না হয় মিশ্রই গাও।

সব। [বেহালার কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন]

ব্রহ্মা। একটা চা'র বিষয় গান জানো?

সব। তা আর জানি নে!

ব্রহ্মা। তবে তাই গাও।

[বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান]

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না,
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।
তার সঙ্গে দুখান সরভাজা থাকে
আপত্তির নয় ত
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
প্রাতে এক প্যালা চা।
[তান, যাহাতে ব্রহ্মা যোগ দিলেন] চা চা চা
প্রাতে এক প্যালা চা
শ্যাম্পেন, ক্লারেট পোর্ট শেরি আর খাও
যার খুসী যা,
শুধু কেড়ে নড়ে নিও না আমার প্রাতে
এক প্যালা চা।
অসার সংসার কেবা বল কার
দারা সুত বাপ মা,
অসার জগতে যাহা কিছু সার
প্রাতে এক প্যালা চা।
[পুনরায় তান চা চা চা
প্রাতে এক প্যালা চা।

ব্রহ্মা। [মুগ্ধ হইয়া] বাঃ চমৎকার! এটি বড় চমৎকার গান।
[তান করিয়া] চা চা চা—আহা।

(শশব্যস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হে ইন্দ্র, কি মনে করে? এত ব্যস্ত কেন?

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে] প্রভো! আজ মহা বিপদ। আমাকে স্বর্গচ্যুত কত্তে চায়।

ব্রহ্মা। আবার দৈত্যরা এসেছে বুঝি। কেন তোমার বজ্র সহায় আছে ত।

ইন্দ্র। এ সব দৈত্য বজ্রে নিরস্ত হবার নয় শুনে পাই।

ব্রহ্মা। দৈত্যেরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে বুঝি।

ইন্দ্র। না, কর্ব্বে বলেছে।

ব্রহ্মা। তাতেই তুমি পালিয়েছ? তুমি তা হ'লে ত দেখ্ছি ভারি বীর। [হাস্য]

ইন্দ্র। আজ্ঞে না। আমার দেবতারাও বিদ্রোহ করেছে এবং আমাকে ধরে' বেশ দু ঘা দিয়ে দিয়েছে, আর বজ্রও চম্পট।

ব্রহ্মা। [সাশ্চর্য্যে] বল কি! সরস্বতি আর এক 'কপ্' চা ঢাল ত। [সরস্বতী তাহাই করিলেন]

ইন্দ্র। আর এই দৈত্যরা আমাকে মানা দূরে থাকুক, আপনাকেও মান্‌ছে না। বলছে যে আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ ঋষিদিগের মস্তিষ্কে।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা পান]

(শীতলা মনসা আদি মর্ত্ত্য-দেব-দেবীগণের প্রবেশ)

শীতলা। [দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ব্রহ্মন্ ধরাতলে আমাদের পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমাদের সেখানে আর কেউ মানছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি। [ক্রন্দন]

ব্রহ্মা। সে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি।

মনসা। দেশে এত রকম 'ব্যাধি' সৃষ্টি হয়েছে যে, সব মানুষগুলো তারাই সেরে ফেলে, আমাদের পূজা দিবার জন্য আর কেউ রৈল না। [ক্রন্দন] এক রকম পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলেই লোকে আমাদের দূর কোরে দিচ্ছে।

ব্রহ্মা। [বিস্ময়াভিভূত] বল কি!

(যক্ষ ও যক্ষবালাদের প্রবেশ)

১ম যক্ষ। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রজাপতে! আমরা অসুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে পতাড়িত।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান] যক্ষরাজ কোথায়?

২য় যক্ষ। তিনি অসুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অসুরেরা তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান করবার অসুবিধাকর প্রস্তাব করেছে

ব্রহ্মা। বল কি?

(বানর ও বানরীগণের প্রবেশ)

১ম বানর। (যথারীতি প্রণাম করিয়া) প্রভো! ধরাতলে চিরপূজ্য বানরজাতি আজ তাহাদের বংশোদ্ভূত সন্তানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত, পরাভূত

ও গুলীকৃত। একটা যা হোক্ ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম।

( বসুমতীর প্রবেশ )

বসু। [ যথারীতি প্রণাম করিয়া ] চতুর্ম্মুখ, আমি আর পাপের ভার সইতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা তার উপর বাকিও পালিয়েছে। আমি একা আর কত সইব।

ব্রহ্মা। সে কি বসুমতি!

বসু। হ্যা প্রভো, আমি ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়াছিলাম ত তিনি নিজেই রাজ্য হ'তে প্রতাড়িত। [ ইন্দ্রকে দেখিল ] এই যে তিনিও এখানে।

ব্রহ্মা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্বকর্ম্মাকে।

[ এক জনের বহির্গমন ]

ব্রহ্মা। এঁ্যা হোল কি! [ চা-পান ] সরস্বতি এবার চা'টা একটু তেত হ'য়ে গিয়েছে।

সর। দেখি [ ব্রহ্মার কাপ হইতে একটু পান করিয়া ] হ্যা tannic acid হ'য়ে গিয়েছে, আর খাবেন না।

[ কল্কিপুরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ ]

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মা ধরাতলে এখন কলিকালের কোন্ ভাগ?

বিশ্ব। [ গম্ভীর স্বরে, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া ] এখন কলিকালের শেষ ভাগ।

ব্রহ্মা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পুরাণ থেকে পড় দেখি।

বিশ্ব। [ পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে ] কলিকালের শেষভাগে নব্যহিন্দু নামক এক প্রকার মনুষ্যজীব জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা বাক্যে অপরিমিত বলশালী ও কার্য্যে অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শক হইবে। তাহারা ইংরাজী পড়িবে, তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক পরিবে, কদাচিৎ গোপনে ইংরাজী খাদ্য খাইবে, অর্দ্ধ ইংরাজী কহিবে, মসীযুদ্ধে কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইবে না, ও বাক্যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া 'ব্রাহ্ম' নামধারী কতিপয় যুবক 'হিন্দু' নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং তাহাদিগের মনে মনে এরূপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিলেতফেত্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে, তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে সাহেবদিগের ষোল আনা মাত্রায় অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট কোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বূল চর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতি-নীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে এবং কেবল 'কুলি' সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গালা বা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী 'স্ল্যাং' ( slang ) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে, ইংরাজী সুরে শিষ দিবে, ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দিয়া প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এবং নীতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খাদ্যে ও ভ্রমণে অধিক মনোযোগ দিবে অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি, নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আহার ও ম্লেচ্ছ-দেশ-ভ্রমণ অধিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত শূদ্র তাহাদিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না ও তাহারাও তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও অপরাপর ধর্ম্মের হীনতা, জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে ও নব্য সম্প্রদায়কে সভ্য ও অসভ্য দুই প্রকার গালিই অকাপণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম

হইবে 'গোঁড়া'। ইহারা টিকি রাখিবে ও কুক্কুটভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

স্বর্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মর্ত্ত্য-দেব-দেবী উদ্ভূত হইয়া নিরক্ষর অপগণ্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় স্বরূপ হইবে। ক্রমে সর্ব্ব দেব-দেবীতে অবিশ্বাস জন্মিবে এবং জগতে 'স্বার্থ'-পূজা প্রধান পূজা বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমে সমাজে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য চলিবে, ও রাজা মহারাজারা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিবে; তখন বিলাতযাত্রা আর দস্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বিধবা-বিবাহ সমাজে চলিবে, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে। হিন্দুসমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের শেষ হইবে।

ব্রহ্মা। মর্ত্ত্যলোকে সমাজ এখন এই রকম হয়েছে নাকি?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

ব্রহ্মা। বোঝা গেছে, কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। আমি যাচ্ছি বিষ্ণুকে কল্কি-অবতার হ'তে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ী যাও। [ ব্রহ্মার প্রস্থান ]

[ ক্রমে সরস্বতী ভিন্ন অন্য সকলের সোল্লাসে প্রস্থান ]

[ সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত ]

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস তোদের সিঁধ কাটি?
ছিন্ন তরুর মূল হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি?
বিষে জর জর প্রাণে কেন হানিস্ বিষ বাণে?
পাপের বন্যাভরা দেশে আনিস্ নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে?—
দু'দিন গেলে দিস্‌রে ফেলে—পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি!

[ যবনিকা পতন ]

# দ্বিতীয় অভিনয়

---:*:---

## প্রথম দৃশ্য

[ স্থান—নবরচিত কল্কিদেবের বিচিত্র আদালত। কাল—দ্বিপ্রহর বেলা। বিরাট জনতা। সম্মুখে ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী। ]

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—
কল্কিদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে,
সকলের তার কাছে আজ বিচার হবে,
ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তুত হও তবে,—
চুপ ক'রে ব'সে থাক, ক'রো না ক গোল,
সকলেরই দফা হবে [ ঢেঁড়াদারকে ]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[ দামামাধ্বনি ]

যত আছেন লাট, ছোটছোটের লাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দুসমাজ বিলাট,
দেবেন তাঁদের সাজা দেব কল্কি সম্রাট্,
—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর লাট।
নয়ক' এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,
এবার শাস্তি শুল বাবা—[ ঢেঁড়াদারকে ]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[ দামামাধ্বনি ]

বিলেতফেরতা চল, দেখবে কি হয়,
বড় পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে চুরোট্ খাওয়া নয়
চোখ বুঁজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্যহিন্দু—লুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয়।
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল
নেও এবার ঠেলা সব—[ ঢেঁড়াদারকে ]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[ দামামাধ্বনি ]

গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্‌ছ কি ছাই!
ছেলে বেলার খাড়া বুঝি মনে নাই ভাই?
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাই,
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই—
হাজার নাড় টিকি, হাজার বল হরিবোল,
রক্ষা নাই কোন দিকে—[ ঢেঁড়াদারকে ]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[ দামামাধ্বনি ]

এই বঙ্গদেশ আজ হবে শেষ,
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলযোগ বেশ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ,
তাই এসেছেন কল্কি—ব্রহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কল্কিদেবের আগমনের রোল,
নিজের নিজের পথ দেখ—[ ঢেঁড়াদারকে ]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[ দামামাধ্বনি, ও উভয়ের প্রস্থান ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ স্থান—ময়দানে বিরাট তাম্বুর অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত। সিংহাসনারূঢ় কল্কিদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অনুচরবর্গ। 'মন্ত্রী' বৃহস্পতি, কল্কিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে আসীন। সম্মুখে অভিযোগী ধর্ম্ম দণ্ডায়মান ]

কল্কি। ( গম্ভীর স্বরে )—
হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্য প্রধান দোষী কে কে?
তাদের দেখা যাক্ নিয়ে এস একে একে।

ধর্ম্ম। [ করযোড়ে ] সমাজ ভাঙ্গার জন্য,
প্রভো দেব, দয়াসিন্ধু!
বিলাত ফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু—
এই পঞ্চ সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি।

কল্কি। আচ্ছা, নব্যহিন্দুদলে বোলাও প্রহরী।

[ প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি, হারাধন, ও পশ্চাতে বিদ্যানিধিকে হেঁছড়াইতে হেঁছড়াইতে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ। ]

বিদ্যা। আমায় কেন টান—আমি
নব্যহিন্দু নই, বাবা

হারা। তুমি নব্যহিন্দুর বাবা,
আমরা যাই হই, বাবা
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলার্দ্ধও নও কম;
ফাউল খাবার রাক্ষস, আর মদ খাবার যম।

বিদ্যা। আহা যদি রাজার সঙ্গে
বিলেত যেতাম চলে'
পড়তে হ'ত না—ওর নাম কি—
এ বিষম গোলে।

[ নব্যহিন্দুরা কল্কিদেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ]

ধর্ম্ম। এঁরাই নব্যহিন্দু—ওরুফে
Reformed Hindoos;
এঁরা বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভুজ,
বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্ধে ভীষ্ম,
প্রতিজ্ঞায় ভীমস্পর্দ্ধী, ও কার্য্যে অদৃশ্য।
কাগজ এঁদের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এঁদের অসি,
রণবাদ্য হুঙ্কারব, বজ্রপাত মসী।
এঁদের পরাজয় শুধু গৃহিণীর গালি,
এঁদের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি।
এঁদের ধর্ম্ম জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি;—
—যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি।
এঁরা মেয়ের বিয়েয় হিঁদু, ব্রাহ্ম চোখ বোঁজায়,
নাস্তিক ফাউল খাবার সময়—ই'তে যা'ই
বোঝায়;
এঁরা খান,—গৃহে ভাত, পূজা-গৃহে পাটা,
বন্ধুগৃহে 'ফাউল', এবং বেশ্যাগৃহে ঝাঁটা,
নব্য হিন্দুদলে প্রভু করিলাম পেষ—
দাড়ি গর্ব্ব, মুখ সর্ব্ব, খর্ব্ব—

বন্দিগণ। [ সমস্বরে ] আহা বেশ।

বৃহ। বা এঁরা ত অপরূপ! কারো এক ছুট,
কারো ধুতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ 'বুট',
কারো ধুতির উপর ঝোলে
একটি পিরাণ মোটে,
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায়না 'কোটে',
বিলাতী পিরাণ 'কোট' কারো চারু অঙ্গে,
দেখি আবার 'নেকটাই', কাপড়ের সঙ্গে;

কল্কি। বা এরা ত বেশ!—এরা শাস্ত্র টাস্ত্র জানে?
[ বৃহস্পতিকে ]—জিজ্ঞাসা কর ত এরা
'কোন ধর্ম্ম মানে?'

বৃহ। ভো—ভো—নব্য-হিন্দু—তোমরা
কোন্ শাস্ত্র জানো?
কোন্ ভাষায় কথা কও, কোন্ ধর্ম্ম মানো?

বিধু। ধর্ম্ম?—হোঃ! ধর্ম্ম! pooh! ধর্ম্ম কর্ম্ম কার?
আজ কাল ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে কর্ম্মকার;
রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর এবং চর্ম্মকার।
ধর্ম্ম?—হোঃ!—তাই যদি মান্‌ব তবে Ganot
হুম্‌বোল্ড, লাপ্‌লাস্ আর ডারুইন পড়া কেন?
জলে ফেলে দিলেই হয়।

বৃহ। ধিক—অহো ধিক
শতধিক—কে তুমি হে ?
বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক—
Physical Scienceএর আমি Lecturer—
নাম বিধুভূষণ—ধর্ম্মের ধারি নাক ধার।
বৃহ। ধর্ম্ম নেই ত সমাজ থাকে কেমন কোরে
পালন।
বিধু। The iron law of necessity, the beautiful struggle
For existence এই ধর্ম্ম—the survival of the fittest
কল্কি। [ হতাশভাবে বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকাইয়া ] এ কি বলে ?
বৃহ। [ বিধুকে ] বাপু হে তবে
তুমি সমাজতঃ কি হে ?
বিধু। সমাজতঃ—হিন্দু।
সমাজতঃ আবার কি ?
বৃহ। বেশ। যদি হও হিন্দু।
তবে হিন্দু ধর্ম্ম ও মান না
বিধু। মোটেই না।—আমার
বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যার যা ইচ্ছা।
শালগ্রাম,
দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর ইন্দ্রের অস্তিত্বে কি বরুণ,
অগ্নি, বট, পাথর,—যা ক খুসী বিশ্বাস করুন
শীতলা কি মনসা কি বা তেলাপোকা ইন্দুর,
আরশোলা, যত আছে দেব দেবী হিন্দুর
একেশ্বর মানুন ভূত মানুন, নাই মানুন,
কিংবা নেন থিয়সফিষ্টদের আইন কানুন
কি বা নাই নেন তাদের বদমায়েসী বাড়ান
বাটপাড়ি, চুরি করুন, স্ত্রীকে মারুন, তাড়ান,
বিয়ে কোরে দশ বিশ গণ্ডা বারা বেশ্যা রাখুন,
তবু বেশ চলে যাবেন।—অর্থাৎ যদি না খান
গো, মুরগী, শূয়র, পেঁয়াজ—বিশেষ কচ্‌ড়ো সিদ্ধ
বুধবারে রাতে খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ,
টিকি রাখেন আরো ভালো, না রাখেন, নাই—
কিন্তু একটু বয়স হোলে সেটা শুদ্ধ চাই।
কল্কি। সে কি। একরূপ হিন্দুধর্ম্ম পেলে কোথা
থেকে ?
বিধু। পণ্ডিতেরা শিক্ষা দেন তাদের পুঁথি দেখে।

কল্কি। [ ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া ] সত্যি।
বিধু। না হয় জিজ্ঞাসুন পণ্ডিতদের ডেকে—
কল্কি। লোকাচার মানো ?
বিধু। মানি বটে প্রকাশ্যতঃ
এক ঘরে না হবার জন্যে দরকার যত।
মুরগী যদি খাই I would tell a lie,
As soon, ও as easily as I would
eat a pie,
তার উদ্দেশ্য নয়ক কাউকে ফাঁকি দেওয়া বিশেষ ;
উদ্দেশ্য—not to hurt society's prejudices
এটা একটা white lie কারণ society সব
জানে,
জিজ্ঞাসুন বিভাবত্নে—আছেন ঐখানে।
বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাকাঢাকি কেন ?
বিধু। কি জানেন। societyটা অবিকল যেন
Old father বলে ডেকে নব্যহিন্দু দলের
Headদের, বাবা জুতো মারো। মেরোনা
সকলের
সম্মুখে। মারবে ত জানিই। এখন হইছি বৃদ্ধ,
না তাড়িয়ে দিও দুটো আলোচাল সিদ্ধ,
আর মাঝে মাঝে—মেরো Dawson
বাড়ীর জুতো,
আস্তে, পীটে—ঘরে বোসে।" Society বস্তুতঃ
এক রকম reasonable, আমরাও তাই
তাকে চাচ্ছিলাম না কোরে ঘরে বসে' খাই।
কল্কি। তোমার ওসব যাজ্‌ঞামি এখন দেও রেখে,
বোঝা গেছে—[ প্রহরীকে ] আচ্ছা
এখন গিয়া বসাও একে
নিয়ে এস দেখি, ওই লোকটা বলে কি।
বৃহ। কে হে তুমি ?
নিধি। আমি ডাক্তার।
বৃহ। আচ্ছা এস দেখি
তুমি ধর্ম্মটর্ম্ম মানো ?
নিধি। আমি ধর্ম্ম মানি।
বৃহ। সে কিরূপ বল, যদি বলতে নাহি হানি।
নিধি। আমার ধর্ম্ম—Humanitarianism,
কল্কি। উঃ—বাপ—
অর্থটা কি কুমীর, না বাঘ, না কি সাপ ?
নিধি। ওর অর্থ এই কি না বিশ্ব প্রীতি—
কল্কি। বা—রে !

এত বড় কথাটা কি ঐটুকু ভারি ?—
সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে।
নিধি। The greatest good of the greatest number—মানে
বেশী লোকের যেইটেতে বেশী উপকার
তাই ধর্ম্ম।—
কল্কি। (স্বগত) মন্দ নয় অর্থ কথাটার।
যা হোক্ হিন্দু ধর্ম্ম বিষয় তোমার কি মন্তব্য ?
নিধি। হিন্দুধর্ম্ম অতি Foolish, অতীব অসভ্য।
কল্কি। (সাতিবিস্ময়ে) কেন ?
নিধি। দেখুন medically, vegetable চেয়ে
Meat ঢের digestable। না,—রোজ একঘেয়ে
কুমড়োঘণ্ট, শাগচচ্চড়ি। থোড়বড়ি খাড়া,
আর খাড়া বড়িথোড়।—হায়! এ জাতটা মড়া
হোল—মশায়, বল্‌ব কি, কেবল না খেয়ে:—
ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার!!! তার চেয়ে
খেতো যদি ছাতু কিংবা পশ্চিমে চাপাটি
যেত তর্ পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাঁটি।
না, কি ?—শুধু ঘি আর ভাত, সন্দেশ আর মুড়ি,
Starch আর fat খেয়ে বাড়াচ্চেন ভুঁড়ি।
আরো দেখন sea breezeটা সব চেয়ে খাঁটি,
না, সমুদ্র একবারে পার হলেই—মাটি।
তাই বুঝি নদীতেই টান্‌ক গিয়ে দাঁড়।
না আঁধারে বসে' সবাই যত ধর্ম্মের ষাঁড়
দাবার বড়ে টেপা—আর হাতে হুঁকো ধরা—
আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা,
তাই না হক বাড়ীটাই হোক একটু ভালো।
তা সে এমন—যেন বাঘ বাতাস আর আলো,
জানালাটা বড় করা যেন একটা পাপ,
গিন্নীদের দেখা যাবে—কি ভীষণ বাপ্‌!
আরে!—Ventillation Indiaর hot climateএ
Essential—এ বুদ্ধিটাও নাই তাদের পেটে।
অর্থাৎ brainএ (ভুলিছিলাম)—দেখুন দিথি ছাই
এই কি ভুল notion—পেটে বুদ্ধি!!! আরে ভাই,
Anatomy জাননাক; Physiologyর ধার
ধার নাক, Microscopeটা ভাব বিধির খেল্ কি!
Chemistry, Physicsএর ব্যাপার দেখ্‌লে ভাব ভেল্কি;
Hygiene বোঝ নাক, আছ চিরকাল ধোরে
পাঁচন আর হরিতকী, অগ্নি ফক্ কোরে
খাবার ব্যবস্থা দিলে, কল্লে ধর্ম্ম সেটা,
হয় নাক হিঁদুয়ানি না মানিলে যেটা।
এই মশায় হিঁদুয়ানি, পণ্ডিতের রচা—
শুঁটকোঃ চিম্‌সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ—
মানুষে বলুন কেবা তাঁদের এই হিঁদুয়ানি
Nineteenth Centuryর বিদ্বান্ ও জ্ঞানী।
বৃহ। তবে—হিঁদু নও—
নিধি। না, সে সমাজতঃ মানি,
কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ,
তখন যায় আসে নাক what I profess;
সব তারি থাকা ভাল ভেতর আর সদর,
এই যে দেখ্‌ছেন আমার এই, সুগোল ও নধর
চেহারাটি—তারো যদি উল্‌টে দেখেন ভিতর,
দেখ্‌বেন সেটা কিরূপ বীভৎস, ও কি ইতর!
কল্কি। আচ্ছা ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও গিয়ে।
মাথা ঘামিয়েছ কভু স্বর্গ নরক নিয়ে ?
নিধি। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধোঁয়াটে।
তবে—কটলেট, চপ্ ও ক্যারি—ভবসিন্ধুর ঘাটে
অনেকটা এনে দেয় স্বর্গের আভাষ;
আর ঝাঁঝাঁ খিদেতে,—নিরম্বু উপবাস
যারে বলে, সেই নরক—এই সোজাসুজি,
স্বর্গ—ও নরক—আমি যত দূর বুঝি।
কল্কি। না হে না, তুমি ত দেখি অতীব বেল্লিক!
মানুষ মর্‌লে কি হয়—সেটা জানো কিছু ঠিক্ ?
নিধি। তা ঠিক্ জানি।
কল্কি। বল দেখি মানুষ মর্‌লে কি হয়।
নিধি। আড়ষ্ট হয়।
বৃহ। না না তার পরকালে কি হয় ?
নিধি। পরকালে ? হয় উপোষ না হয় ভাল খানা।
কল্কি। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক—গ্যাছে জানা।

আচ্ছা ওকে ডাক, যে ঐ কি ভেবে মনে
লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাস্‌ছে এক কোণে
[ হারাধন আজি ঘটনাক্রমে মদিরায় 'চুর'
হইয়া আসিয়াছিলেন ]

বৃহ। তোমার নাম কি ?
হারা। [ হাসিয়া ] হিঃ হিঃ —হারাধন —গোঁসাই
বৃহ। হাস কেন ?
হারা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হাসি কেন ?—মশয়—
নীল। হারাধন আদালতে
জবাব দিও না হেসে,
আদালতে হাস্‌তে আছে ? fine হবে শেষে।
বৃহ। তুমি কেহে আবার ?
নীল। [ সগর্ব্বে ] হাইকোর্টের উকিল আমি।
বৃহ। এখন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজলামি—
[ হারাধনের প্রতি ] নাম কি তোমার ?
হারা। হারাধন।
বৃহ। বয়স ?
হারা। দেড় কুড়ি।
বৃহ। পেশা ?—
হারা। [ হাই তুলিয়া ] বাবা হাই তুলি—
আর দেই তুড়ি—
করি মুনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই,
রাত্রে এসে কখনও বা দু এক dose খাই,
তুমি বাবা কি কর ? হিঃ—হিঃ- হিঃ—
কল্কি। —ফের হাসি ?
অমন যদি কর তবে তোমায় দেব ফাঁসি।
বৃহ। উত্তর দেও। God মানো ?
তোমার হাসি রাখ।
হারা। [গম্ভীরভাবে] না বাবা goddess মানি—
God মানিনাক।
বৃহ। কিরূপ তোমার দেবী ? কিরূপ আকৃতি।
হারা। নিরাকার, সচ্চিদানন্দ,বোতলেতে স্থিতি—
কল্কি। নিরাকার তিনি ?
হারা। [ পূর্ব্ববৎ ] তিনি নিরাকারই, তবে—
ধরেন আকার যাতে ঢাল তাঁরে যবে।
কল্কি। [ সবিস্ময়ে ] সে কি রকম ?
হারা। [ বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া ]
—এই ঢাল বোতলেতে যখন,
নধর বোতলাকৃতি মা আমার তখন
[ বোতল দেখাইয়া ]
গেলাসেতে ঢাল যখন গেলাস-আকৃতি
দেখাইলেন ]
পেটে ঢাল [খাইলেন ] ব্যস বাবা।
[ বাঙলা বিস্কৃতি।
কল্কি। [ সবিস্ময়ে বৃহস্পতির পানে চাহিয়া ]
বলে কি এ ?—বৃহস্পতি 'হুইস্কি' একটা নাম ?
হারা। একটু খেয়ে দেখ বাবা, না হয় তার দাম
নেবনাক, খাও বাবা, রাগ কেন ?—
আমাদের mission
প্রত্যেকে অন্ততঃ ১০ জন convert
করা ফি সন।
খৃষ্টান পারে, ব্রাহ্ম পারে ( মোটে
লাইসেন্স না নিয়ে )
যত ভালমানুষের ছেলে দিতে বানর বানিয়ে,
আমরা পারিনাক ? নেও, খাও বাপধন এস ;
গিলে ফেল নাম কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ।
[ গ্লাস ও বোতল কল্কিদেবের সম্মুখে
রাখিলেন ]
জনৈক প্রহরী। বল্‌ছিস্‌ কিরে গণ্ডমূর্খ
অর্ব্বাচীন—আ মর
স্বয়ং বোসে কল্কিদেব এ যে জানিস্‌, পামর ?
[ হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।
হারা। হলেই বা। কথাটা কি বলেছি অমন্দ ?
ইঃ রাগ দেখ—ছাড়্‌—তোর মুখে গন্ধঃ—
প্রহরী। আমার না তোর মুখে ?
মাতালের ডিম।
হারা। মাতাল কিসে ? তুই মাতাল [ সজোরে ]
মাতালের ডিম।
[ ফিরিয়া যাইতে উদ্যত ]
কল্কি। ছেড়ে দেও ওকে এখন, ক্রমে শাস্তি ওর
বিধান কচ্ছি, বেটা মাতাল বদমায়েস ঘোর।
হারা। আমি বদমায়েস ?
offer কল্লাম গেলাস মদ্যর ;
গা'ল দেও ? কল্কি তুমি বেজায় অভদ্দর।—
চিরকাল ধেনো খেয়ে মরেছ ত খালি,
দিলাম যদি খাঁটি মদ—তা'তে দেও গালি—
কখন ত হয়নি তোমার ভদ্দরদলে মেশা,
কখন করনি একটু উঁচু রকম নেশা,

তুমি খাও ধেনো, তোমাব শ্বশুর খান ভাঙ্,
ই'তে আর কত হবে? তাই সব বিদ্যেয় চতুরাং,
—বৃহস্পতি। তোমার কাছা খুলে গ্যাছে,
ভাই—[ হাস্য ]

বৃহ। [শশব্যস্তে] কৈ? [ কচ্ছ ঠিক কবিতে ব্যস্ত ]

হারা। ঐ যে নীচে পড়ে।—কাছাব ঠিক নাই
মোকর্দ্দমা কর্ত্তে এলে বাবা. যাও, যাও—
—ধেনো খেয়ে কত হবে? —নেও,বাবা খাও —
[ গেলাস প্রদান ]

বৃহ। আবার?

কল্কি। [ প্রহরীকে ] দেওত ওব সজোবে কান্‌টি,
[ প্রহবীব তদ্রূপ কবণ ও ইত্যবসবে কল্কিদেবের
লুকাইয়া দু এক ঢোক পান। ]
কান ধোবে দশ বাব কবাও ছুটছুটি।

হারা। [ দৌড়াইতে দৌড়াইতে ]
কেন বাবা? —এমনই কি!
তোব ধেনো খাগে যেয়ে
হুইস্কি খাবিনে ত' খাস্‌নে,– [ উচ্চৈঃস্বরে ]
ছেড়ে দেনা লাগে যে —
[ সকলেব হাস্য ]

বিদ্যা। লাগ্‌ছে নাকি? আমি ভাবছিলাম বুঝি
আবাম হচ্ছে. তুমি কল্কিব বোনাই কি না—
তাই তামাসা কচ্ছে—
[ হাবাধন নিষ্কৃতি পাইয়া চাবিদিকে
তাকাইয়া উকিলকে ]

হারা। দেখ ভাই বেইজ্জৎটা কল্লে—শুধু বাগে

নীল। হ্যাঁ, ইতে ৩৫২ ধাবা বেশ লাগে—

কল্কি। [ সক্রোধে ] নিয়ে এস উকিলটাকে।
দেখি কিরূপ সেটা

বৃহ। এস দেখি উকিল ভায়া দেখি তুমি কাব বেটা
নামটা কি?

নীল। লোকে ডাকে নীলমণি ঘোষ

বৃহ। বাপের নাম?

নীল। [ ভাবিয়া ] মশয়, যদি, না থাকে দোষ
তবে বলি, বাপের বিষয় চাক্ষুষ evidence
পাবিনাক দিতে। তবে শোনা কথা ( hence
আদালতে অগ্রাহ্য ) যে নীলাম্বব ঘোষ
আমাব পিতা। এ বিষয়ে—কবিবেন না বোষ
আমাব পিতাব জবানবন্দি নেওয়া হয় যেন—

বৃহ। ব্যস্, নীলাম্বর ঘোষ। জাতি? ভাব কেন?

নীল। জাতি? জাতি? তা—যদি না ভাবেন দূষ্য,
ও বিশ্বাস কবেন —ত আমি জাতিতে মনুষ্য।

কল্কি। [ হাস্য ] অবিশ্বাসেব কাবণ?

নীল। সত্যি কথাটা কি—
আমরা সর্পজাতি। তবে দিয়ে ফাঁকি টাকি—
আব বিধাতাব চখে ধুলো টুলো দিয়ে,
হয়েছি, মনুষ্য জাতি

কল্কি। [ বৃহস্পতিকে ] হ্যাহে—বলে কি এ?
[ আব এক ঢোক পান ]

বৃহ। আচ্ছা পেশা?

নীল। [ ভাবিয়া ] পেষা? পেষা?
বলেই বা কি ক্ষতি
মক্কেলেব ঘাড়ভঙ্গ—নাম ওকালতি।

বৃহ। পেষা উকিল। বল এখন তোমাবে শুধাই,
ঈশ্বরে বিশ্বাস কব? কি কব না?—তাই।

নীল। ঈশ্বরে বিশ্বাস কবি

বৃহ। তাঁব কিরূপ আকাব?

নীল। শুভ্রবর্ণ, গোলাকাব, অবিকল টাকাব
মত

বৃহ। সে কি প্রকাব?

নীল। —অর্থাৎ কি না টাকাই ঈশ্বব।

কল্কি। টাকাই ঈশ্বব!!!

নীল। প্রভু! টাকাই ঈশ্বব।
স্বর্ণে নীচ হয় উচ্চ, বোকা বুদ্ধিমান্,
পাপী, সাধু ঘৃণ্য, প্রিয়, গোমূর্খ বিদ্বান
বৃদ্ধ যুবা,- আমবা একটি দেখিছি চাক্ষুষ,
আদালতে আমলাদেব মাঝে মাঝে ঘুষ
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য কবে। যাহা অসম্ভব,
মিছে কথা কওয়াব মত হয় সাধ্য সব।
কোন কোন্ জজেরও—এমন কি প্রকাশ্যে
গোল গোঁফ বিস্ফারিত হ'য়ে যায় হাস্যে,—
মোকর্দ্দমাব যে pointটা যাচ্ছে নাক বোঝা,
হ'য়ে যায় হাস্যকব রূপে সোজা।
প্রকাশ্যে অভোজ্য-ভোজীর বোঝা যায়না দোষ
বেত্রাঘাতেও পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য সন্তোষ,—

কল্কি। আচ্ছা ওসব বেখে দেও,
তুমিত হে হি?

নীল। কি জানেন, অবিকল যে রকম বিধু,
জানিওনে, পোষাবওনা ধর্ম্ম নিয়ে খোঁজা,
সুবিধাই ধর্ম্ম, আমার এত মত সোজা।

আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা।
—বিলেতেও যাইনি, ভূতেটুতেও পাইনি,
আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কট্‌লেট্‌ও খাইনি,
আমি বিধুবাবুর মত তক্ক ফক্কও করিনে,
Herbert Spencer কি ভাগবতও পড়িনে,
এঁ্যা এঁ্যা বাড়ীও যাই—
এঁ্যা এঁ্যা গুলোও খাই—
তবে গণ্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই?
সমাজ চোখ বুঁজে, আছে নাক গুঁজে,
কেন তাকে খোঁচাখুঁচি সব জানে, বুঝে।
তবে রাখিনাক টিকি—সভারা সব চটে,
আর একটুখানি চক্ষুলজ্জা,—সেটাও বটে।
বুঝলেন কি না। যতদূর দরকার তা চেয়ে
কেন বেশী ভণ্ডামী। গুটিকতক মেয়ে
পার করা নিয়ে বিষয়, হয়ে গেলে সেটা,
চুকে গেল সব, আর ফুরিয়ে গেল লেঠা,
তার পর —বুঝলেন কি না—আর কোন্ বেটা
হিঁদুয়ানির ধার ধারে, খায়েস বা তঙ্কা,
হিঁদুয়ানিও অচিরাৎ পাইবেন অক্কা—

কল্কি। বোঝা গেছে—প্রকাশ কল্কি ক্রমে অভি-
প্রায় [ পান ] [ প্রহরীকে ] এখন নিয়ে এস
দেখি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে

[ প্রহরীর প্রস্থান।

( অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ )

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্‌চেন ঐ সব ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।—
বেশ ভূষার পারিপাট্য, চাকচিক্য নাই,
নির্ব্বিরোধী, নির্ব্বিলাসী, নিষ্কাম, নিরেট,
প্রমাণ—বোতামহীন কাফ, বোতামহীন প্লেট।
এঁরা অতি অনুতপ্ত—অতি শুদ্ধ রুচি,
প্রমাণ—খান কাচা গোল্লা, সরপুরি ও লুচি;—
সুবিধা থাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস;
আর, সেবন করেন কভু সিমলার বাতাস;
এঁরা পরেন গরদ, মাখেন চন্দন
এবং আতর;—
কিন্তু মনে এঁরা অতি দীন, অতি কাতর।
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম পেষ—
চসমাদাড়িবান্, লুচিপ্রাণ,

বন্দিগণ। [ সমস্বরে ] আহা বেশ।

কল্কি। আচ্ছা তোমাদের মধ্যে প্রধান কে বল

ব্রাহ্মগণ। সবাই স্ব স্ব প্রধান।

কল্কি। [ সাশ্চর্য্যে ] সে কি রকম হ'ল?
[ গঙ্গারামকে ] তুমি নিশ্চয় সর্ব্বপ্রধান—
প্রশ্ন করি বল।
কি প্রকার তোমাদের ধর্ম্ম?

গঙ্গা। [ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ] পারিষ্কার—
আমাদের একব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার,
সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী;

কল্কি। শুধু এই?
তোমাদের ধর্ম্মেতে কি আর কিছু নেই।

গঙ্গা। আবার কি?—পর ব্রহ্ম ওঁকার মহান্,
নিত্য, সত্য, পূর্ণ, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞানবান্—

কল্কি। এ ত হিঁদু ধর্ম্ম। কেন তোমরা সকলে
হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বোলে!

গঙ্গা। নামে কি যায় আসে?

বৃদ্ধ। নামে?—মতেতে না যত
চটায়, নামে তত চটায়—এই যদি ধরি
তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীলা সুন্দরী,
রাখ দেখি তার নাম 'গদাগণ্ড বেওয়া'
হাজারই অপ্সরা হোক—তার বিয়ে দেওয়া
সৌখীন সমাজে হবে ভয়ঙ্কর লেঠা,
প্রথমতঃ নাম শুনেই পালাবে সব বেটা।
আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা রায়
অমনি বরের হুড়াহুড়ি যায়গা পাওয়া দায়;
হোক্ না সে কদাকারা—টেরা এবং বোঁচা,
অর্দ্ধেক বাঙ্গালী—প্রেমে মূর্চ্ছা যাবে চোঁচা
না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে হেসে
হয়ত এক কবিই তারে ফেল্‌বে ভালবেসে।

বিদ্যা। আরো—যেমন,—থিয়েটরে actress
হলো রাণী
অমনি stall এ ঘেঁষা-ঘেঁষি, কেমনই না জানি।
—অভিনেত্রী দেখে আসা যাক—এই রকম
অথচ হয় ত act কল্লেন [ দেখাইয়া ]
যেন বক বকম!

বৃদ্ধ। ওকি হলো?

কল্কি। [ স্বগত ] এটা একটা হতভাগা কে রে?

বিদ্যা। ওটা—ওর নাম কি—প্রভু মিলোতে
না পেরে—

কল্কি। এ কে? [ ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন ]

ধর্ম্ম। ইনি বিদ্যানিধি—একজন পাকা রসিক লোক;

সর্ব্বনেশা-পক্ষপাতী এবং সর্ব্বভুক্
ভোজই হোক্—খানাই হোক্—
খাবার পেলেই নাচেন ;
শাকেও আছেন, মাছেও আছেন,
ভূতুড়িতেও আছেন।

কল্কি। ইনি পণ্ডিত না ?—

ধর্ম্ম। হ্যা ইনি নামে বটে পণ্ডিত
কিন্তু সব দলেই আছেন—সর্ব্বগুণে মণ্ডিত

বৃহ। [ গঙ্গারামকে ] না হয় 'ব্রাহ্ম হিন্দু'
ধর্ম্মই নাম দেও ছাই !
হিন্দুধর্ম্মের শাক্ত শাখা বৈষ্ণব শাখা নাই ?
না হয় আর একটা তাতে ব্রাহ্মশাখা হ'ল।
না হয় ধর্ম্মটাকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্ম্ম' বল।

গঙ্গা। [ চিন্তা করিয়া ] 'হিন্দু' বল্লেই যেন
সে জাতীয় ধর্ম্ম হয়,
ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতিবদ্ধ নয়,
ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার,
সব জাতির এ ধর্ম্মেতে সমান অধিকার।

কল্কি। [ স্বগত ] এরা সবাই এক একজন
মন্দ তার্কিক নয়
আমার বুঝি এদের কাছে ঘোল খেতে হয়—
[ গঙ্গারামকে ] আচ্ছা বোস।
বিলেতফের্ত্তা নিয়ে এস এখন।

[ এক জন প্রহরীর প্রস্থান ]

বিদ্যা। [ সহসে ] হ্যা সে জীবটা একবার
কি রকম দেখুন।

[ প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্য বিলেতফের্ত্তাসহ
মিষ্টার দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ ]

ধর্ম্ম। হায় হায় আসচেন সব বিলেতফের্ত্তা ভাই—
সমাজ ভাঙ্গার জন্য এঁরা প্রধানতঃ দায়ী।
খেয়েছেন অনামিক অখাদ্য প্রচুর,
রেঙ্গুন, ব্রহ্ম পার হয়েও গেছেন বেশী দূর ;
হ্যাট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী,
টেবিলে ভক্ষক—এঁরাই প্রধানতঃ দায়ী।
অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুখোর সেরা,
পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে' এঁরা।
এঁদের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেতা,
'একঘরে' হয়েও এঁরা বহুঘরের নেতা।
এঁদেরই বক্তৃতায় প্রায় 'টাউন হল্' ফাটে,
এঁরাই নির্ব্বাচিত হন 'লেজিস্লেটিভ' হাটে।
বিলেতফের্ত্তার দলে প্রভু করিলাম পেষ,
বুদ্ধিহীন, অর্ব্বাচীন, দীন—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো বিলেতফের্ত্তার দল ধর্ম্মটর্ম্ম মানো।
কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো ?

দাস। Waltz নাচ্তে জানি, Billiards জানি,
Tennis জানি।
ইংরাজি গান জানি ও হাভানা চুরোট টানি।

বৃহ। বাঙ্গলা গান ?

দাস। বাঙ্গলা tunes-- oh by gad !
So horrid, monotonous nasal and sad.

বৃহ। বাঙ্গালা তামাক ছাড় কেন সেটা কিসে মন্দ।

দাস। সস্তাঃ, ঠাণ্ডাঃ, দেশীঃ, গন্ধঃ।

কল্কি। যাক্ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়—তোমার মতটা কি ?

দাস। [ নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি
রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া ]
This much.

কল্কি। [ সবিস্ময়ে ] ও কি !

দাস। ধর্ম্ম টর্ম্মর খোঁজ নাহি রাখি,
তবে old কৃষ্ণের বিষয় কিছু কিছু জানি,
পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখানি।

বৃহ। মনে আছে বইখানার দু একটা শ্লোক ?

দাস। না, তবে যা বুঝি—কৃষ্ণ অতি পাকা লোক
ছিলেন। Political economy পড়া ছিল।
আর যদিও তাঁর amours একটু অশ্লীল
( বোধ হয় পড়ে' যেরূপ জয়দেবের diction ),
But I have read worse things in
Reynolds' fiction
And, I trust যে জয়দেব ছিলেন,
Reynolds ভায়ার
সমান great or even a much greater liar
আমার কৃষ্ণের উপর আছে respect
immense, আর
In philosophy, he would lick
Herbert Spencer
আর politics চাই—আমার বিশ্বাস যে,
He would beat, Bismark or Gladstone
any day.

কল্কি। [ বৃহস্পতিকে ] কি বলে এ ?—
অধিকাংশই গেল না ক বোঝা,
ফেঁদে ফেল্লে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজা
বিষয়।
বৃহ। হচ্ছে না সে কথা.এখন রাখ সব ব্যাখান ও,
শ্রীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে মানো ?
চতু। তা মানি না, মানি তাঁর বুদ্ধি বড়
ছিল সাফ, আর
He was a great politician ও ফিলসফর।
And a wee bit spooney on the fair
sex—হাঁ মানি এ
বিদ্যা। [ না বুঝিয়া ]—
কেন গোলযোগ কর যা মানো না তা নিয়ে—
বৃহ। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে' 'হুট'
কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট ?
দাস। সমাজ 'হুট' করিনি ক,
বিলেত গিইছি বটে।
And I care a hang যদি সমাজ তা'তে চটে।
সে যা বলে শুন্তে হবে ?—সমাজ যদি তবে
উঁচু দিকে চাইতে মানা করে, শুন্তে হবে।
আমরা reasonable men,
আমরা sheep নই,
যে না বুঝে দশ জনে যা বলে, তাইই সই।
কি কারণ আছে.সমাজ কি কেউ বুঝিয়ে দি'ন,
যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর sin.
যখন কোনই কারণ নেই, এ rule সমুদয়
চাষায় মান্‌তে পারে বটে, ভদ্রলোকে নয়।
হ। আগে কারণ ছিল—
দাস। ব্যস্ এখন ত নেই, তবে,
Time এর সঙ্গে সমাজকে মিলে চল্‌তে হবে।
কোন্ জিনিষ unchangeable আছে পৃথিবীর
Circumstances change কচ্ছে,
সমাজ রবে স্থির ?
বৃহ। রোস রোস অত বেশী হও না অধীর;
সমাজও চিরদিন এক থাকি নি ত বঙ্গে;
ক্রমেই পরিবর্ত্তন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে।
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাজে কি স'বে ?
সমাজকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে হবে।
দাস। Excuse me বৃহস্পতি; বল্‌ছেন, কি তবে
যে এক সঙ্গে ত্রিশ কোটি বিলেত যেতে হবে ?
বৃহ। না না ক্রমে যাও—
দাস। Aden প্রথম বছরে ?
পরের বছর Suez পরে Gibralter, পরে—
বৃহ। না না যাও সমাজের নিয়ে অনুমতি—.
দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি ?
ভাটপাড়া মত দিতে পারেন,
নবদ্বীপ দেবেন না;
পিসে ঘরে নিতে পারেন,
মেসো ঘরে নেবেন না।
পঞ্চাশ জন কর্ত্তা আজ হয়েছে যে দেশে।
বৃহ। [ ভাবিয়া ] প্রায়শ্চিত্ত কল্লে না ক
কেন ফিরে এসে ?
দাস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?
theft, murderও করি নি।
কারুর wife seduce করে' নিয়েও আসি নি—
তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই
আসল এ Sin গুলোর জন্যে। প্রায়শ্চিত্ত চাই
মুরগী আর শকর খেলে, বিলেত গেলে চলে',
কিংবা বাপ Cholera কি বাজ পড়ে' মলে'।
এ প্রায়শ্চিত্তের অর্থ যে কি পাইনেক খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তের value বা কি উঠিনিও বুঝে—
এ Society মান্‌বে কে ? Priestsরা সব চোর,
আর এ Societyও আজ rotten to the core
কল্কি। [ হতাশভাবে ] আচ্ছা, এখন আন দেখি
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকে।
বৃহ। [ প্রহরীকে ] ডেকে আন আস্‌তে
চায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে কে ?

[ প্রহরীর প্রস্থান—চতুরানন ও ভূতনাথ অন্য
গোঁড়া হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ ]

ধর্ম্ম। এঁরাই সব আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক,
এঁরা বাল্যে পাঁটাহারী, যৌবনে গোভক্ষক,
বার্দ্ধক্যে তপস্বী, এবং পরি' হরি মালা,
সুরু করেন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের পালা।
যতই ঘরেতে কন্যা বাড়ে এঁদের ক্রমে,
ততই হিঁদুয়ানিটা আসে এঁদের জমে'।
এঁদের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে,
ভিন্ন সময় প্রকাশ এঁরা হন নানাবেশে;—
এঁদের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা,
শেষে চৈতন,—করেন তখন ধর্ম্ম আলোচনা।

এঁরা শাস্ত্রজ্ঞানে ঢুঁঢুঁ বটে, কিন্তু তার
গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে এক এক ঢিটিকার।
এঁরা ঘটান্—'গীতা' এবং 'স্পেন্সর'
কোরে পাঠ
বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল বিভ্রাট।
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকগণে করিলাম পেষ
ধর্ম্মষন্ত, অশ্ব-অন্ত, ভণ্ড—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো ধর্ম্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন ধর্ম্ম?

[সকলে] সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

বৃহ। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেতে তোমরা কি জানো?

[সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখতাকাতাকি করিতে লাগিলেন]

চতু। সত্যি কথা—শাস্ত্র ফাস্ত্র বড় এক খানও
পড়িনিক; সংস্কৃতের জ্ঞানও অস্পষ্ট, —
তবে, ফরাসেতে বসে', বিনে বেশী কষ্ট,
পাছড়িয়ে গোঁফ মোড়া দিয়ে, হুঁকো টেনে,
গীতার দু এক পাত উল্টে, পুরাণ একটু জেনে,
যত দূর হয়—দেশের হিঁদুয়ানি রাখি,
অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য সময় দেওয়া ফাঁকি,
আর আমরা বার করেছি 'আধ্যাত্মিক',
এক শব্দ,
যার কাছে মুরগীভক্ষী হিঁদুরা খুব জব্দ

বৃহ। তুমি তা খাও না?

চতু। [মাথা চুল্‌কাইয়া] এ্যা যখন দাঁত ছিল শক্ত,
মেয়েও হয়নি এতগুলো, গরম ছিল রক্ত,—
খেতাম নাক বল্লে মিছে কথা বলা হয়,
এখন খাইনে—বল্‌তে পারি এ কথা নিশ্চয়।

বৃহ। প্রচার কর হিঁদুয়ানী কি রকম সূক্ষ্ম

চতু। বলি 'হিন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ',

বিদ্যা। কেউ সেটা বুঝ্‌ল নাক এইটেই যা দুঃখ;

বৃহ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে?

চতু। একবারে চটে' যাই তার নাম গন্ধে—

বৃহ। কেন?

চতু। এও কি একটা কথা—
তাদের আপনাদের পাপে,
তাদের স্বামী যদি মরে—সেই মনস্তাপে
তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাঁদা;
তাদের উচিত নিষ্কাম হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধা;
তাদের উচিত যে যা দে.
তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের
পুণ্যাত্মাদের বাতাস করা, তাঁ(টাউন হল্)' ফাটে;
ঝাঁট দেওয়া, বাসন কুসন মাজা, (লেজিসলেটিভ)' হাটে।

বৃহ। পুরুষরা বিয়ে করে দশবার যে—নাম পেষ,

চতু। তা জানি,
তা'তে তা'দের ধর্ম্মের কিন্তু হয় নাক হানি।
পুরুষ বিয়ে করে বোলে—এও কি একটা প্রমাণ
হোল মশয়? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি সমান?
পুরুষের গোঁফ আছে; স্ত্রীলোকের আছে?
স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে?

বিদ্যা। বটে, এমন—ওর নাম কি—ক্ষমা সহ্যকারে না।
মনিবের পদাঘাত হজম কর্ত্তে পারে?
বেশ্যার বিরস বাক্যগুলি ফিরে রাত দুপরে
বয়ে' এনে ঝাড়তে পারে সতী স্ত্রীর উপরে?
এমন সুন্দর ঘোঁট কত্তে পারে জোট হ'য়ে?
বোতল পার কত্তে পারে? কি কোন সময়ে
পুরুষের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে?
দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসোয়ার গৌড়ে
প্রবেশ কল্লে তখন লক্ষ্মণ সেন যেমন ছাড়্‌তোকে
—চম্পট দিলেন কচুবনে,
স্ত্রীলোক হলে' পার্ত্ত কি?
বোধ হয় না, দাঁত কপাটিই যেত তার লেগে,
অন্ততঃ পলা'তে পাত্ত না সে অত বেগে।

কল্কি। [সহাস্যে] তুমি চুপ কর
সবতা'তেই ফাজ্‌লামি

বিদ্যা। [কুঁকড়িয়া] না না সেটা সত্যি কথা
তাই বল্‌ছি আমি

কল্কি। আচ্ছা, দেখি [ভূতনাথকে] তুমি কেহে?

ভূত। [গম্ভীররবে] স্বদেশহিতৈষী।

বৃহ। বয়স?

ভূত। ঐ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী।

বৃহ। কি কাজ কর?

ভূত। প্রতি হপ্তা দিবারাত্র ধরি'
খেটে খেটে ধর্ম্ম রাখি—দেশ উদ্ধার করি—

বৃহ। শুনি— তুমি দেশ উদ্ধার কর কেমন করে'

ভূত। (গম্ভীর স্বরে) কলমের জোরে
প্রভু কলমের জোরে—
একখানি সাপ্তাহিক ভালো কাগজ চালাই—

বিদ্যা। সময় বুঝে লড়ি এবং সময় বুঝে পালাই—

কল্কি। [ বৃহস্পতিকে ] ভয়ঙ্কর বীর মসীযুদ্ধের—
লমের জোরে
ফেঁদে ফেল্লে কভু দেশ হয় উদ্ধার!
বিষয়। এ কি মসীযুদ্ধে হ'ল বলীয়ান্?
বৃহ। হচ্ছে লোক দেশের জন্যে দিয়ে গেল প্রাণ--
শ্রী— তা সে শীতের দেশে বোধ হয় পরে'
চতু। জুতোমোজা
দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া অনেকটা সোজা।
এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা
সোজা বুঝি—প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা—
কল্কি। বোঝা গেছে—হিন্দুধর্ম্ম মানো?
ভূত। মানি বৈ কি।
দেখুন আমি দেখ্তে ঠিক হিন্দুর মত নই কি?
সেই রকম চেহারা—সেই রঙের বাহার,
সেই রকম ভুঁড়ি করে' আধ্যাত্মিক আহার,
সেই রকম গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব,
গলায় মালা, মাথায় টিকী, বলুন কিসের অভাব?
কল্কি। হিন্দুধর্ম্মটা যে রাখ, কি রকম শুনি!
বিদ্যা। [ সকৌতূহলে ] হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ,
শুনুন কি বলেন উনি!
ভূত। গালি দেই সভ্য ও বিলেতফের্ত্তাকে।
বিদ্যা। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে
ম'রে থাকে—
[ বৃহস্পতিকে ] শুন্‌লেন উনি এই রকমে
হিঁদুয়ানী রাখেন—
জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি খেয়ে থাকেন
কিনা?
বৃহ। [ ভূতনাথকে ] গুলি খাও?
ভূত। নাঃ।
বিদ্যা। গাঁজা, চরস?
ভূত। না না—
বিদ্যা। মিছে কথা কইলে ভাই?—
আমার কি নেই জানা?
একসঙ্গে—ওর নাম কি—আমরা সব খেইছি—
আমার সামনে মিছে কথা?—ছিঃ ভূতু—
এইঃ—ছিঃ।
কল্কি। বোঝা গেছে—[ স্বগত ] তা দোষ কি,
আমার শ্বশুর খানও।
[ প্রকাশ্যে ] আচ্ছা—এখন দেখি
সব পণ্ডিতদের আনো।

[ প্রহরীর প্রস্থান ও পণ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ ]

ধর্ম্ম। এঁরা সেই আর্য্যঋষির বংশধরগণ।
রচেছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন।
এঁরা দীর্ঘ টিকীশালী, নামাবলিধারী;
ধূম্রপায়ী, ফোঁটাবান্; ও দুগ্ধ ফলাহারী।
এঁদের অমায়িক ভুঁড়ি সগৌরবে দোলে,
নন্দের নন্দন যথা যশোদার কোলে।
জীবনের সারকর্ম্ম—এঁয়াদের জ্ঞান—
নস্য নেওয়া; কড়িবাঁধা হুঁকোয় ধূমপান;
কভু পৈতা কানে দেওয়া;—এবং তা ছাড়া—
ফোঁটা কাটা;—আর মাঝে মাঝে টিকী নাড়া।
পৃথিবী যে সভ্যতর হয় রোজ রোজ,
এঁয়াদের কার্য্য নহে রাখা তার খোঁজ।
এঁদের কার্য্য অতি সোজা—দু একটা শ্লোক।
পাণিনি মুখস্থ কোরে—এঁরা জ্ঞানী লোক।
এঁদেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান;
বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম গড়াগড়ি যান;
হোল বেদ নীতি স্মৃতি—ফোঁটা আর টিকী;
মুরগী আর প্যাঁয়াজ, তুড়ি, হাঁচি ও টিকটিকী।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে এই করিলাম পেষ—
গোলাকার টিকী মালা সার—
বন্দিগণ। [ সমস্বরে ] আহা বেশ
বৃহ। এঁরাই পণ্ডিত?—[ স্বগত ] ইঃ কি
জবর ফোঁটা--
বুকে, নাকে, হাতে, কানে—সরু এবং মোটা;
গায়ে জবর নামাবলি—গলায় আবার মালা;
আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্—
শাস্ত্র জানে? বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা,
দেখে হচ্ছে বোধ—এরা ভয়ঙ্কর চাষা।
( প্রকাশ্যে ) ভোঃ পণ্ডিতপুঞ্জ—তোমরা
শাস্ত্র ফাস্ত্র জানো?
সকলে। জানি। হাঁঃ তা আর জানিনে?—হঁঃ
বেদ পুরাণ—ও—সব মুখস্থ।
কল্কি। দুটো শ্লোক বলত বেদ থেকে।
চূড়া। ন্যায়রত্ন বল ত হে একটা ভাল দেখে।
ন্যায়। শ্লোক?—তাই ত—আঁইঃ—বল নাহে
শিরোমণি!
শিরো। শ্লোক?—বেদ থেকে—আঃ হচ্ছে না
যে মনে—
শ্লোক? ( মস্তক কণ্ডূয়ন )

কল্কি। দেখ যদি বেদ গিয়া থাক ভুলে
একে একে তোমাদের চড়াব সব শূলে।
বিদ্যা। [ লম্ফ দিয়া ] ওরে বাবা—ও শিরোমণি
—বলে কি-গো? বাবা,
এবার দেখ ছি সবই তোমরা জাহান্নবে যাবা।
এত দিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেলা,
নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেলা।
( তর্করত্নকে ) বলি ও তর্কচঞ্চু
আয় না চলে কাছে;
বল্না একটা শ্লোক;

তর্ক। আবে মনে কি ছাই আছে?
বিদ্যা। বলি ও স্মৃতিরত্ন ও চূড়ামণি চাচা,
একটা শ্লোক বোলে ভাই এইবারটি বাঁচা।
কল্কি। তোমাদের মধ্যেতে কে পণ্ডিত প্রধান?
বৃহ। —অর্থাৎ চাল কলা টলা সব কে বেশী খান?
সকলে। ঐ শালা। ( পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন, পরে চড়ামণিকে দেখাইয়া ) না না
মশায়—ঐ কালো বুড়ো
যার মাথায় সবার চেয়ে দেখ্‌চেন লম্বা চুড়ো।
কল্কি। ( হাসিয়া ) বটে চূড়ামণি! তুমিই
প্রধান সবার?
চূড়া। কোন্ শালা প্রধান, প্রভু, ধর্ম্ম-অবতার।
কল্কি। হাঁ তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লোক বল্‌তে হবে,
চূড়া। শ্লোক?—আচ্ছা শ্লোক বলি তু একটা তবে।
"খনা বলে চাচি
বাড়ী থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁচি।
বেরিও না বাবা;
বেরও যদি, একবারে জাহান্নবে যাবা।"
সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ।
কল্কি। বা শাস্ত্র। ( ন্যায়রত্নকে ) তুমি একটা
শ্লোক বল দেখি,
ন্যায়। ( নাক চুলকাইতে চুলকাইতে )
শ্লোক?—তাই ত—বলি একটা
উদ্ভট্টি শাস্ত্র থেকে

"জীবনের সার বস্তু টিকী,
খনা বলে রাখ আর নস্য নেও দেখি,
পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ,
দেখ্‌বে বুদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাফ"।
বিদ্যা। সাবাস্ সাবাস্ বেঁচে থাক মোর বাপ্।

কল্কি। ( সহাস্যে ) দেখ তোমাদের ধর্ম্মের
নূতন ব্যাখ্যান
শুনে, একেবারে আমার ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।
ভেবেছিলাম শাস্তি দিব—কাউরে শূন্যে তুলে
আছাড় দিব, কাউরে বা চড়াইব শূলে,
গদাঘাতে কারো কর্ব্ব মস্তক বিচূর্ণ,
—কিন্তু দেখ্‌ছি সব ঘোর হাস্যরসপূর্ণ,
তাই ভেবে চিন্তে সবায় করিলাম মাফ
অতএব তোমরা একটা দিতে পার লাফ।

[ সকলের সোল্লাসে লম্ফপ্রদান ও নৃত্য ]

ধর্ম্ম হক্, সত্য হক—যেটুক তার মধ্যে
হাস্যকব আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে
হাসা কিছু মন্দ নয়—ধর্ম্ম তাব কি ক্ষয়ে যায়?
তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই বয়ে যায়
হাসি মানেই গাল নয়—এরূপ হাস্য মন্দ কি!
সকলে। বটেই ত বটেই ত, তাতে আবার
মন্দ কি?
কল্কি। সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটু খানি হাস্যকর বেশী
—তার বিষয় বল্‌তে গেলে প্রহসনই হয়ে যায়।
সকলে। হলেই বা প্রহসন তাতেই বা কার
বয়ে যায়।
কল্কি। বিলেতফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত
ইঁহা,—
যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা।
বানর যেন লঙ্করস্তা—দিয়া লম্ফ যোজন
পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে' করিছেন ভোজন।
মর্কটটি লম্ফ দিতে অসমর্থভাবে—
কচ্চেন কিচিমিচি—অর্থ—"আচ্ছা দেখা যাবে—
লম্ফ দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ওসব আমরাও কতক পারি—
আমরাও জানি।"
কুকুর নীচে বৃথা কর্চ্চেন 'ভেউ ভেক্ ভেক্—
ওঁরা দাঁত খিচোন, অর্থ—"কেন কর দেক্"।
বিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে কর্চ্চেন 'মেউ মেউ'
আর অর্থ "মাছ ত কৈ দিলে না ক কেউ"।
গর্দ্দভ ঘাস খেতে খেতে, কাণ তুলে চাচ্চেন,
অর্থ ব্যাপারখানাটা কি?—আবার
ঘাস খাচ্ছেন।

সমাজটা ত এই রকম দাড়িয়েছে ভাই ;
কারুর সঙ্গে কারুর বড মতের তফাৎ নাই,
সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন
আর ভালো আহারটি কি,—
তাও বেশ বোঝেন।
তথাপি এ দিন রাত সদাই খিচিব খিচির,
ঘুস্ ঘুস্, ফিস্‌ফিস্ এবং কিচিব মিচিব ,
আমার 'বায়' তোমরা এখন ওসব গিয়ে ভুলে,
একবার কোলাকলি কর প্রাণ খুলে।
[ সকলে কোলাকলি করিলেন।
কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টিঁকে থাকে ,
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।
খাওয়া শোওয়া, পরা নিয়ে কেন ঘুষোঘুষি
সেটা কর বাড়ী গিয়ে যার যেমন খুসী—
জাতি রাখ্‌তে চাও—থেকো এই সত্য ধরি'—
ভুলো নাক মনুষ্যত্ব স্বদেশ ও হরি।
—এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে
যাতে বুঝ্‌ব দলাদলি করা ছেড়ে দিলে।

সকলের গীত।

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ
শুধ্ একটা ঈঃ আর একটা উঃ আর একটা আঃ
এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ।
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ,
এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক
ভাগা ছড়িয়ে দিয়ে পাঃ
আর বল 'জীবনটা কিছু নাঃ'।

কেন চটাচটি আর রোষারোষি,
আর গালাগালি আর দোষাদোষী ?
কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি
আর বসে' গোঁফে দাও তাঃ,—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

ছেড়ে দাতাদাতি আর হাতাহাতি,
আর চুলোচুলি আর লাথালাথি,
আর গুঁতোগুঁতি, আর জুতোজুতি,—
কর চুমোচুমি—সাব যাঃ,
হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,
হ'য়ে খোলাখুলি, কর কোলাকলি .
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিরালের ছাঃ ;—
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ-রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'
আর সদাই 'বাপ্‌রে মাঃ' ;—
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুর্মুহু 'হায়!—উহু—উহু'
প্রাণের সার যাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ,
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

---

## যবনিকা পতন

# বিরহ

## ( নাটিকা )

[ চতুর্থ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ]

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



---

# উৎসর্গ

**কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

মহোদয় করকমলেষু।

বন্ধুবর !

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়েরই দুটি দিক্ আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে! আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" হইয়া বিরহের রহস্যের দিক্‌টা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র! আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্য-রসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতি-গত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিকমাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত - অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণরসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর! হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানর নাম ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গানমাত্রই ন্যাকামি নহে! স্থান-বিশেষে উভয়েই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থে উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো! তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

**শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।**

# পাত্র

### পুরুষ

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগরের কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পন্ন পণ্ডিত। বয়স একোনপঞ্চাশৎ, বর্ণ 'হাফ আখড়াই' গোছ—'হাফ্' গৌর। শিরোদেশে টাক ও টিকি; গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত। চেহারা সুন্দর;—দীর্ঘ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটি বড় না হইলেও আয়ত ও তীক্ষ্ণ, হাস্যময় ওষ্ঠ, বিভক্ত চিবুক। একহারা; বিয়ের পর একটু 'গায়ে পুরন্ত' হইয়াছিলেন।

ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোবিন্দের ভায়রা-ভাই। হুগলি কলেজের উত্তীর্ণ 'গ্রাডুয়েট (বি.এ.) ও নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়স পঞ্চবিংশতি। বর্ণ সুগৌর। সুপুরুষ।

রামকান্ত ওর্ফে বেচারাম ঘোষ—গোবিন্দের ভৃত্য। বেঁটে, কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

গদাধর, পীতাম্বর, বংশীবদন, ছবিওয়ালা, অর্জ্জুন ও নিতাই ইত্যাদি।

---

### স্ত্রী

নির্ম্মলা। গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়স ঊনবিংশতি। বর্ণ শ্যাম। দীর্ঘ অতি স্থূল ও প্রশস্ত দেহ। ক্ষুদ্র ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রশস্তস্থূলাধরা, দীর্ঘকেশী। পায়ে মল পরিতেন ও গায়ে প্রচুর-পরিমাণে গহনা পরিতেন।

চপলা। নির্ম্মলার ভগিনী ও ইন্দুভূষণের নবোঢ়া স্ত্রী। অণ্ডার গ্রাডুয়েট। সুরূপা, কৃশাঙ্গী, গৌরী, দীর্ঘপক্ষ্মনেত্রা, হাস্যময়ক্ষুদ্রোষ্ঠা। কামিজাদি ও জুতা মোজা পরিতেন।

গোলাপী। একটি চাষার কন্যা।

চাঁপা, জুঁই, বেলা, মল্লিকা, দামিনী, যামিনী, প্রমদা ও সারদা ইত্যাদি।

# বিরহ

## প্রথম অঙ্ক

—:*:—

### প্রথম দৃশ্য

[ স্থান—গোবিন্দের বহির্বাটী।

কাল—দেড়প্রহর দিবা।

ফরাসে বসিয়া গোবিন্দ ও তাঁহার বন্ধুত্রয় বংশী, গদাধর ও পীতাম্বর আসীন। গোবিন্দের কোলে বাঁয়া, পার্শ্বে ডাহিনে, পীতাম্বরের হস্তে বঙ্গবাসী, গদাধরের হস্তে হুঁকা ও বংশীর মুখে চুরোট। ]

গদাধর। তুমি কিন্তু বেশ গোবিন্দ বাবু! তোমার একবারে দেখাই পাবার যো নেই।

বংশী। আমাদেরও ঘরে স্ত্রী আছে। আমরাও একদিন নতুন বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ বাবু! তুমি যে রকম বিয়ে করে' চলালে, এ রকম চলানটা কখন চলাই নি। [ পিতাম্বরের দিকে চাহিয়া ] কি বল ভায়া?

গোবিন্দ। [ সস্মিত মুখে, তবলায় চাঁটি দিতে দিতে ] কি রকম?

গদাধর। কি রকম আর! যেমন দেখ্‌ছি। প্রথমতঃ বিয়ে কল্লে তা আমাদের একবার বল্লে না! আমরা কি তোমার স্ত্রীটিকে কেড়ে নিতাম?

বংশী। না, রসগোল্লার মত টপ্‌ করে' গালে পূরে দিতাম? (পীতাম্বরকে) কি বল?

গদাধর। তার পর, না হয় না বলে' কয়ে বিয়েই কল্লে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে' যে বন্ধুবর্জ্জন কর্ত্তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি? সন্ধ্যের পরে ত দেখা পাবার যো নেই, কিন্তু সকালেও কি বেরোতে নেই?

বংশী। না কেউ ছোট একটা মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, বেরিও না? কি বল পিতু? তুমি যে কথাই কও না হে?

পীতাম্বর। তৃতীয় পক্ষ যে! সেটা যে তোমরা ভুলে যাচ্ছ। ( এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাসী পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া ) তার ওপরে আবার শুনেছি, গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষটি ভারি সুন্দরী।

গোবিন্দ। [ তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে ] সেটা ঠিক শুনেছ,

( যেন ) চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

গদাধর। কি বকন!

গোবিন্দ। [ তবলা রাখিয়া ] এই তোমরা কেউ অপ্সরা দেখেছ? নিশ্চয়ই দেখনি। সংস্কৃতও বোঝ না। [ চিন্তিত ভাবে ] তবে কি রকম করে' আমার নবোঢ়ার রূপ বর্ণনা করি? [ সহসা ] সরভাজা খেয়েছ অবিশ্যি?

সকলে। হাঁ হাঁ।

গোবিন্দ। আমার স্ত্রীটিও ঠিক তাই! [ আবার নিশ্চিন্ত ভাবে তবলা নিলেন ]

পীতাম্বর। বাঃ! সব জলের মত সাফ হয়ে গেল! [ বংশী ও গদাধরকে ] এখন ওঠ। সরভাজার সঙ্গে রমণীর রূপের তুলনা আজ পর্য্যন্ত কোন কবি করেন নি।

গোবিন্দ। বুঝ্‌লে না? সরভাজা যেমন খেতে, আমার স্ত্রীটি সেই রকম দেখ্‌তে।

গদাধর। তা হোক, আমরা তাতে লোভ কচ্চিনে। এখন আজ রাত্রে কি তোমার দর্শন পাওয়া যাবে?

বংশী। না রূপসী, বিদুষী, ষোড়শীর অনুমতি চাই। বল না হয় তোমার হয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়ে আমরাই সেটা নিয়ে আসি। [ সস্মিত মুখে পীতাম্বরের প্রতি চাহিলেন। ]

পীতাম্বর। তুমি, যাবে কি যাবে না? একটা ঠিক করে' বলো।

গোবিন্দ। আমার পৃষ্ঠচর্ম্মের প্রতি কিছু মায়া রাখি।. যদি আজ রাতে যাই, ত কাল পীঠের চামড়াখান মেরামত কর্ব্বার জন্য একটা জুতো-সেলাইওয়ালা ডাক্‌তে হবে।

পীতাম্বর। তবে যাবে না?

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে, মাথা নাড়িয়া] উঁহুঃ, হুকুম নেই। হুকুম পাই ত যাব। আর তোমরা কেন দেরী কর? স্নানাদি কর গে যাও। আর সন্ধ্যাকালে যেখানে যেতে চাও যেও, যা খুসী কোরো। আমাকে এখন অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে তোমাদের দল থেকে বাদ দাও। তৃতীয় পক্ষ ত কেউ কর নি,—জান্‌বে কেমন করে' তার মজাটা?

পীতাম্বর। তা এতক্ষণ বল্লেই হ'ত; আমি গদাকে বলেছিলাম যে, তুমি আস্‌তে পার্ব্বে না, উচ্ছন্ন গিয়েছে. তা এরা তবু ধরে' বেঁধে নিয়ে এলো। চল।

[তিন জনের প্রস্থান]

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, এরা সব কোত্থেকে শুন্‌লে যে আমার স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী? ভাগ্‌গিস কেউ দেখেনি। আমার স্ত্রীটিকেও এসে পর্য্যন্ত কারো বাড়ী পাঠাইনি সেই ভয়ে। গুমর ভাঙ্গা হবে না। স্ত্রীটিকে বিয়ের আগে পাউডার ফাউডার মাখিয়ে, গহনা ফহনা পরিয়ে জাঁকালো বোম্বাই সাড়ি ফাড়ি জড়িয়ে, একরকম যা হোক দেখিয়েছিল। তার পরে দেখি, ওমা!—যাক, গতানুশোচনায় ফল নেই। এ বৃদ্ধ বয়সে এক রকম হলেই হ'ল। কেবল ভাবি, পৃথিবীতে বিয়েতে পর্য্যন্তও কি ফাঁকি চলে? বাপ! অমন অন্ধকারের মত রংকেও ঘসে' মেজে আল্‌তা দিয়ে পাউডার মাখিয়ে এক রকম চলনসই করে' তুলেছিল! বাবা! কালো বলে' কালো! যা হোক্, আমার কালোই ভালো।

[তবলা বাঁয়ার বাদ্যসহকারে গুণ গুণ স্বরে]

কালোরূপে মজেছে এ মন!
ওগো সে যে মিশমিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো অতি নিরুপম।
কাক কালো ভোমরা কালো,
আমরা কালো তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো,
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ্।
ওগো সেই কালো রঙ।
অমাবস্যার নিশি কালো,
কালী কালো, মিশি কালো;
গদাধরের পিসী কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো এ কালো বরণ। ওগো—

[নির্ম্মলার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। [তাঁহাকে দেখিয়া, সভয়ে পূর্ব্ববৎ সুর সংযোগে]

ওগো সে শ্যাম বরণ।

নির্ম্মলা। বেশ! বেশ! এতক্ষণ এয়ারদের সঙ্গে বসে' বসে' মাথামুণ্ড ছাইভস্ম বকে' এখন তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, উঁচু দিকে মুখ করে' ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে।

গোবিন্দ। [সকাতরে] গান গাচ্ছি—

নির্ম্মলা। ও! তা বল্‌তে হয়। তা বেশ! বসে' বসে' সমস্ত দিনটা গান গাও না। আর এ দিকে আমি সারাটা দিন খেটে খেটে—

গোবিন্দ। কাটিটি!—একেবারে জ্যোৎস্নাময়ীর মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা! তবে ও অঙ্গলতিকা 'ক্রব্যদ্বিবিলুপ্তা' হ'লে পৃথিবীর বড় ক্ষতি ছিল না।

নির্ম্মলা। তা তুমিই কেবল দেখ মোটা! সে দিন হরের মা বলে' গেল 'ওমা এমন কাহিলও হয়েছ মা।'

গোবিন্দ। আর বলে' বোধ হয়, মণখানেক চাউলও আদায় করে' নিয়ে গেল।—তা' হবে, কি রকম করে' বুঝ্‌ব বল? তোমার মোটা কি কাহিল হওয়া সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা। ও শরীরে সের দশেক মাংস হলেই বা কি, আর গেলেই বা কি।

নির্ম্মলা। বটে! তা তুমি ত আমায় মোটা দেখবেই। আমি কুৎসিত, আমি মোটা, কালো, তা ত দেখবেই দেখবেই!

গোবিন্দ। না না, রাম! তাও কি হয়? এরূপ অশাস্ত্রীয় রকম আমি তোমায় দেখতে যাব কেন? তুমি হলে' আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—

বিশেষতঃ আমার এই বৃদ্ধ (জিব কাটিয়া) প্রৌঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়াল-ঘরও প্রাসাদ। এস প্রিয়ে। তুমি একবার আমার বামপার্শ্বে বস। আমি একবার তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তাকে না নিরীক্ষণ করে' আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

[ গীত ]

[ কীর্ত্তন - "এস এস বঁধু এস" সুর। ]

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি তোমার জন্যে হে।
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়ে পিঠে চাড়।
তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিঁড়ে নও।
যে খাই দধি গুড় মেখে। (বঁধুহে।)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

নির্ম্মলা। [সরোষে] দেখ, হ'তে পারে যে আমি মুকখ্যু সুকখ্যু মানুষ। কিন্তু যেমন কোরেই বল, আর সুরেই বল বা বেসুরেই বল, গা'ল দিলে সেটা বুঝ্‌তে পারি। আর তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমার গালগুলো সব সংস্কৃত না হলেও খুব লাগসই—

গোবিন্দ। তা আর ব'লে। একবারে মর্ম্মস্পর্শী। কালিদাসের উপমা কোথায় লাগে। শ্রীহর্ষের পদলালিত্য তার কাছে লজ্জা পায়। ভারবির রচনাও তার সঙ্গে তুলনায় অর্থহীন ঠেকে। [সহাস্যানুনয়ে নির্ম্মলার করধারণ করিয়া] প্রিয়ে! আমায় একটা গাল দাও না, আমি শুনে ধন্য হই! নীরব রৈলে কেন! প্রাণেশ্বরি!

নির্ম্মলা। অকর্ম্মার ঢিবি, হাবাতে, হতচ্ছাড়া মিন্সে!

গোবিন্দ। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, শ্লথ হস্তপদ সহকারে] বাঃ বাঃ কি মধুর? কি গভীর অর্থপূর্ণ। কি প্রেমময় সম্ভাষণ? বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! [শ্লথভাবে অবস্থিত]

নির্ম্মলা। [তাঁহাকে ক্ষণেক দেখিয়া] সং। [মুখ বক্র করিলেন] নাও, এখন রঙ্গ রাখো। ও পোড়ার মুখে দুটো ভাত গুঁজতে হবে? না, হবে না? কি কথা নেই যে? বলি ও ডেকরা অলপ্পেয়ে!

গোবিন্দ। [জিহ্বা দ্বারা কথার রসাস্বাদন করিয়া] আহা! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! যার ঘরে একরূপ স্ত্রী, তার আর কিসের অভাব?

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ

কি মিঠে আওয়াজ! যেন কর্ণে শত বেণু-বীণামুরজমন্দিরা বাজিয়ে দিয়ে গেল গা! যার কথা এত মিঠে, সে নিজে না জানি কি মিষ্টি! যেন সরপুরিয়া! প্রিয়ে শোন—এ—একবার আমার এ—এই কানটা মলে দাও ত, সর্ব্ব শরীর শীতল হোক!

[ গীত ]

( রামপ্রসাদী সুর। )

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশমিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি,- প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি,
মিষ্টি চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে;
যদিও সে,— গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে
স্বামীর ভিটে।

নির্ম্মলা। গয়না দিয়ে ত আর রাখলে না, তাই হাতে কগাছি সোনার চুড়ি বৈ আর কিছু নেই। ও পাড়ার বিধুর বৌর কত গয়না। তা তার স্বামী ভালবাসে দেবে না কেন?

গোবিন্দ। [ গীত ]

প্রিয়ার – হাতের কণো থেকে মিষ্টি তার
কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে।
আর সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ
চিনির ছিটে;

নির্ম্মলা। যত বুড়ো হচ্চেন তত রঙ্গ বাড়ছে! [পৃষ্ঠে ছোট একটি কীল প্রদান।]

গোবিন্দ। [ গীত ]

আহা—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন
গিঁটে গিঁটে।

নির্ম্মলা। [গোবিন্দের পৃষ্ঠে চড়] মরণ আর কি?

গোবিন্দ। [ গীত ]

আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আহা যেন
পুলিপিটে।

নির্ম্মলা। বটে! তবে দেখি এইটে কি রকম

[ ঝাঁটা প্রদান ]

গোবিন্দ। [ গীত ]

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
প্রিয়ার হস্তের ঝাঁটাটিটে,
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—
আহা যখন পড়ে পীঠে।

নির্ম্মলা। তবে হবে না কি একবার? বড় পীঠ সুড়সুড় কচ্ছে। তবে ঝাড়ুনটা আস্তে হ'ল।

[ প্রস্থান।

গোবিন্দ। না না, কর কি? এঃ—আজ রসিকতাটা একটু বেশী দূর গড়ায় দেখ্‌ছি।—এই যে! সত্যি সত্যি একগাছ ঝাড়ুন নিয়ে আসে দেখ্‌ছি।

( ঝাড়ুন হস্তে নির্ম্মলার পুনঃপ্রবেশ )

গোবিন্দ। না না, তামাসা রাখো! ছিঃ! ও কি। [ ঝাড়ুন ধরিতে উদ্যত ]

নির্ম্মলা। কেন?—"মিষ্টি সব চেয়ে তার এইটে" না?

গোবিন্দ। কথাতে কথাতে চল্‌ছিল বেশ। কথাটা সব সময় কাজে পরিণত করা কি ভালো? এই ধর তুমি যখন বল,—আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোমাকে খুব মজবুত এক গাছ দড়ি এনে দেব?

নির্ম্মলা। তা বলা তোমার বড় আশ্চর্য্য নয়। তোমার মনের কথাও তাই। আমি মলেই ত তুমি বাঁচ।

গোবিন্দ। আহা! তাও কি হয়? প্রাণেশ্বরি তা'লে আমায় ভাত রেঁধে দেবে কে?

নির্ম্মলা। বটে! আমি তোমার রাঁধুনি বামনী কি না? কাল থেকে কোন্ শালী আর রান্নাঘরে ঢোকে

গোবিন্দ। আহা। চট কেন? বলি, রন্ধন কার্য্যটা ত মন্দ নয়। দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী, তিনি স্বয়ং রাঁধ্‌তেন। নল রাজা ইচ্ছে কল্লে এক জন প্রসিদ্ধ বাবুর্চি হ'তে পার্ত্তেন। সীতা রাঁধ্‌তে জান্তেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি কর্ব্বেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে, তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা ভালোবাসি। এমন রসনা-তৃপ্তিকর, উদরস্নিগ্ধকারী, চিত্তরঞ্জক কার্য্য আর আছে?

নির্ম্মলা। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানা শুন্তে চাইনে। কাল থেকে তুমি নিজে রেঁধে খেও। "ভাত রেঁধে দেবে কে!" বটে! এক নিষ্কর্ম্মার সেরা, কুঁড়ের সর্দ্দার, ষাট্ বছরের বুড়ো—

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম! আমার বয়স এখনও ৫০ পেরোই নি।

নির্ম্মলা। এক চুল-পাকা, গাল-তোবড়ান, কলপ-দেওয়া, পচা আমসির মত চিমসে, মান্ধাতার পুরোণো—

গোবিন্দ। এত পুরোণো তবু ত হজম কত্তে পাচ্ছ না। নতুন হ'লে, বোধ হয় উদরাময় হতো! আর এই বুড়ো পুরোণো নইলে তোমাকেই বা আর কোন্ এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিয়ে কত্তে আস্‌বে বল? অমন নধর, নিটোল, বালিশ করা—

নির্ম্মলা। ফের! তোমার কপালে আজ এটা নিতান্তই আছে দেখ্‌ছি। [ ঝাড়ুন কুড়াইয়া প্রহার ]
তবে এই—এই এই—এই। [ পুনঃ পুনঃ প্রহার ]

গোবিন্দ। ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে গো!

[ চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার। ]

[ গোবিন্দের ভগিনী চিন্তা ও ভৃত্য রাম-কান্তের প্রবেশ ]

উভয়ে। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গোবিন্দ। [ চিন্তাকে সকাতরে ] আমাকে মাচ্ছে। [ উঠিয়া বসিলেন ]

রাম। তাই ত, মা ঠাকরুণ যে বাবুর পীঠে আর কিছু রাখেনি ক। মেরে পোস্তা উড়িয়ে দিয়েছে।

চিন্তা। হ্যাঁ লা বউ! এই দুপুর বেলা দাদাকে মাচ্ছিস্ কেন?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর ত এই অসময়ে—

নির্ম্মলা। বেশ করেছি মেরেছি। তোমার তাতে কি? আমার স্বামীকে আমি মেরেছি, তোমার ত স্বামী নয়।

গোবিন্দ। অ্যাঁ—তা বেশ করেছে, ওর স্বামীকে ও মেরেছে।

রাম। আহা পীঠের হাড়গোড় চরমার ক'রে দিয়েছে গা!

চিন্তা। [ নির্ম্মলাকে ] দুপুর বেলা শুধু শুধু মার্ব্বি?

গোবিন্দ। হ্যা, এই দ্বিপ্রহরে কোথায় স্নানাদি করে,' একটু বিশ্রামাদি কর্ব্ব না—

নির্ম্মলা। ও যদি আমার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

গোবিন্দ। বটেই ত। আমি যদি আমার স্ত্রীর হাতে মার খেতে ভালবাসি চিন্তাকে। তোমার তাতে কি?

রাম। আহা হা পীঠটা [ চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ ]

চিন্তা। [ সহাস্যে ] তুমি মার খেতে ভাল-বাস! তবে এখনই চেঁচাচ্ছিলে কেন? তুমি সারাটা দিন পড়ে' পড়ে' মার খাও না, আমার কি? এই নাও বে' বাকারিটা নাও, খুব সাধ মিটিয়ে মারো। [ একগাছ বাকারি ভূমি হইতে তুলিয়া প্রদান ]

নির্ম্মলা। আমি মার্ব্ব না। তোমার কথায় আমার স্বামীকে আমি মার্ব্ব না কি?

গোবিন্দ। হ্যা, তোমার কথায় মার্ব্বে না কি? কখন মার্ব্বে না।

চিন্তা। এখনি যে মাচ্ছিল?

নির্ম্মলা। আমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারি। তোমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারিনে। ও ত তোমার স্বামী নয়, আমার স্বামী।

গোবিন্দ। হ্যা, ওরই ত স্বামী।

চিন্তা। [ সহাস্যে ] বাবা! সম্পত্তি-জ্ঞানটা দেখ্‌ছি খুব টন্‌-টনে! তোর স্বামী নিয়ে তোর যা খুসী কর্ ভাই! খাও দাদা, পড়ে' পড়ে' সমস্ত দিনটা মার খাও।

[ প্রস্থান ]

রাম। বাবু! আগে ডাক্তার ডাকব না আগে পুলিস ডাক্‌ব?

গোবিন্দ। তোর কিছু ডাকতে হবে না, তুই যা ফাজিলের সর্দ্দার!

[ রামকান্তের প্রস্থান ]

নির্ম্মলা। [ সাভিমানে ] স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ব্বে, তাও লোকে সইতে পারে না, চোখ টাটায়। আমারও যেমন কপাল! নিজের স্বামীকে যখন খুসী মাত্তে পাব না! [ ক্রন্দনোপক্রম ]

গোবিন্দ। [ স্বগত ] এ এ—মুস্কিল বাধালে দেখ্‌ছি। [ প্রকাশ্যে ] খুব মার্ব্বে, রুপে, মার্ব্বে, সকালে একবার মার্ব্বে, আবার বিকেলে একবার মার্ব্বে। আর যদি দরকার হয় ত রাত্রে শুতে যাবার আগে আর একবার মেরো। লোকের ভারি অন্যায়! কেঁদনা, মারো, পীঠ পেতে দিচ্ছি! কেন মারো। ওগো! নীরব রৈলে কেন? একটা কথাই কও না। [ সুর করিয়া ] প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।

নির্ম্মলা। যাও, বিরক্ত করো না। আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা কর্ব্ব, বিষ খেয়ে মর্ব্ব, গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্ব, ছাদ থেকে পড়ে' মর্ব্ব।

গোবিন্দ। এমন কাজটি করো না। আমার অপরাধটা কি? উপুড় হয়ে পড়ে, মার খেয়েছি; এই অপরাধ।

নির্ম্মলা। আর চেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ হাজির করলে!

গোবিন্দ। কেমন মজা হ'ল!

নির্ম্মলা। মজা ত বটে! ষাঁড়ও ত চেঁচায়; মজা হয় কোথায়?

গোবিন্দ। ওই যে পাড়ার চেঁচায়, সেই পাড়ায়।

নির্ম্মলা। সকলের সম্মুখে বলে "আমাকে মাচ্ছে।"

গোবিন্দ। তাতে তোমার গৌরব কত বাড়িয়ে দিলাম যে, আমি হেন স্বামী তোমার কাছে নিরাপত্তিতে মার খাই!

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি নতুন এয়েছেন। তিনিই বা কি মনে কর্‌লেন? যেন আমি এই রকম তোমাকে মেরেই থাকি।

গোবিন্দ। না, না! মার্ব্বে কেন! পীঠের ধুলো ঝেড়ে দাও!

নির্ম্মলা। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে' যাব। তোমার বোনকে নিয়ে তুমি থাক। আমার এত সহ্য হয় না। আমার হাড় জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছে! [ বসিয়া চ'খে কাপড় দিয়া ] আমার যেমন কপাল! নইলে এ-এত পাত্র থাকতে

কি না শেষে এই ঘ-ঘরে বিয়ে হয়। [ ক্রন্দন ]। ক-কত ভালো পাত্র মিলেছিল [ ক্রন্দন ] চা-চাতরার জমীদারের লোকেরা এসে বা-বাবাকে সা-সাধাসাধি। তা আ-আমার মা নাই বলে' আমার ভা-ভালোটা কেউ দেখ্‌লে না গো। [ ক্রন্দন ] বাবা মূ-মুখ্য কুলীন শুনে গ-গলে' গেলেন! এ-এক বুড়ো, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, ছুটোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে এসেছে,—এমন এক কুড়ে সর্ব্বনেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে কি না শেষে!—আবার তাকেও আমি ইচ্ছেমত মার্ত্তে পাব না। তার উপরে তাঁর বোধ কত। আমি তাঁর রাঁধুনী বামনী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ করা জতো। [ ক্রন্দন ] এ-এক বছর না যেতেই এই, পরে আরো কত কি এ পোড়া কপালে আছে গো। ওগো মাগো, কি হ'ল গো!

[ প্রবল বেগে ক্রন্দন। ]

গোবিন্দ। না না, ওটা—শোন—ওগো—[ স্বগত ] আঃ কি বলি—[ ব্যস্তভাব ]

নির্ম্মলা। [ সরোদনস্বরে আমি রাঁধুনী বামনী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ-করা জতো।

গোবিন্দ। ওটা—হে হে। এতক্ষণ প-পরিহাস কচ্ছিলেম। পরিহাস বোঝ না? আহা! নিতান্ত ছেলেমানুষ! কি করে' বুঝ্‌বে বল? এখনও গাল টিপ্‌লে মায়ের দুধ বেরোয়। আমারই অন্যায়। এমন সরলা, বালিকার সহিত এরূপ রূঢ় পরিহাস করাটা ভালো হয়নি। ওগো—

নির্ম্মলা। যাও, তোমার রঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। [ সবিনয়ে ] আহা শোনই না।

নির্ম্মলা। যাও, বিরক্ত করো না।

গোবিন্দ। [ হাস্যচেষ্টাসহ ] প-পরিহাস বোঝ না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে আমি রূঢ় বাক্য বল্‌তে পারি? ওগো একটা কথা কও—[ জানু পাতিয়া সুর সংযোগে ] 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমির মতিঘোরং।'

নির্ম্মলা। যাও বল্‌ছি! ভালো লাগে না।

গোবিন্দ। [ সুর সংযোগে ] 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।' [ কর ধারণ ]

নির্ম্মলা। যাও! [ গোবিন্দের হাত দূরে নিক্ষেপ ]

গোবিন্দ। [ সুর করিয়া ] 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।' [চরণ ধারণ]

নির্ম্মলা। স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্ত্তে পাবে না—এমন কপাল ক'রেও এসেছিলাম!

গোবিন্দ। খুব মার্ব্বে। এই নাও মারো [ ঝাড়ুন প্রদান ] পীঠ পেতে দিচ্ছি। আর তুই এক ঘা দাও, আমি তা খেয়ে মানব-জন্ম সফল করে' নিই।

নির্ম্মলা। যাও তোমার সব সময়ে তামাসা ভালো লাগে না।

গোবিন্দ। সত্যি বলছি প্রিয়ে, তোমার হস্তের সম্মার্জ্জনীস-ঘর্ষণে যেরূপ শীঘ্র আমার পৃষ্ঠদেশ ও মেধা পরিষ্কার হয়, গত দুই পক্ষের কারো হাতের সমার্জ্জনীতে সেরূপটি হয় নি। না, আমি পরিহাস কচ্ছিনে। তোমার হাতের কি একটা গূঢ় গুণ আছে।

নির্ম্মলা। যাও, তোমার আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না। কালই আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব!

[ অভিমানে প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ ত ভারি বিপদ! আমি যতই স্নিগ্ধ হই, প্রিয়া আমার ততই উষ্ণ হন। আমি যদি গরম হই, তা'তে বোধ হয় উনি বোমার মত ফেটে চৌচির হয়ে যান। এই চিন্তা আসা থেকে যেন ওঁর মেজাজটা আরও রুক্ষ হয়েছে! এমন আবদারও দেখিনি। মার্ব্বে আমি তাতে কাঁদ্‌তেও পাব না।

[ চিন্তা ও রামকান্তের পুনঃপ্রবেশ। ]

চিন্তা। বসে' বসে' কি ভাব্‌ছ দাদা? খাওয়া দাওয়া কর্ত্তে হবে না? বৌ ত ঘরে গিয়ে দুয়োর দিলে।

রাম। মুই কবিরাজের কাছে যাইগে গন্ধমাদন ত্যাল নিয়ে আইছি। পীঠে মাখিয়ে পীটটা ডলে' দেব?

গোবিন্দ। তুই এখন যা। দেখ দেখি চিন্তা, আমি যে কি করি, ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। দেখ্‌লি ত।

চিন্তা। তুমি দাদা কখনও স্ত্রী বশ কত্তে পারবে না। অত ভালো মানুষটি হলে' কি হয়?

গোবিন্দ। কি কর্ব্ব? তাকে ঠেঙাব?

চিন্তা। ঠেঙাতে হবে কেন? একটু কড়া হও দেখি। মেয়েমানুষের জাত একটু রাশ আল্‌গা দিয়েছ কি অমনি পেয়ে বসেছে। একটু রাশ কড়া করে' ধর, অমনি মাটির মানুষটি। আমি নিজে মেয়েমানুষ জানি ত সব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এবার তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি। কি কর্ব্ব বল দেখি? ও ত বাপের বাড়ী চলে' যাবে বলে' ভয় দেখিয়ে গেল।

চিন্তা। তুমি চুপ করে' বসে' থাক। যাক না দেখি একবার।

গোবিন্দ। যদি সত্যি সত্যিই যায়?

চিন্তা। যায় যদি, তিন মাসের মধ্যেই আপনিই ফিরে আস্‌বে। আর একেবারে শুধরে যাবে। আর যেতেই কি পারে। এখন নাও খাও দেখি। ওঠ। [ প্রস্থান ]

রাম। মুই গন্ধমাদন ত্যাল আনিছি—

গোবিন্দ। যা বেটা কাজিল, গণ্ডামার্ক পাজি!

[ রামকান্তের প্রস্থান।

গোবিন্দ। যাকই না দিন কতক। মন্দই কি! বন্ধুদের সঙ্গে আবার দুদিন বেড়িয়ে চেড়িয়ে বেড়াই। তার পর ফিরে আসবে'খনি। ওর মেজাজটা নরম হওয়া অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে আবার আস্‌ছেন—

[ নির্ম্মলার প্রবেশ ]

নির্ম্মলা। বোনের সঙ্গে যুক্তি করা হচ্ছিল।

গোবিন্দ। [ স্বগত ] এবার কড়া হতে' হবে। নরম হওয়া হবে না। দেখি তাতেই কি হয়। [ প্রকাশ্যে ] আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি? শুনলাম, তুমি গিয়ে ঘরে দুয়োর দিলে, যেন আমি তোমার পিছু পিছু তোমাকে ধত্তে গিইছি। তা যাও না তুমি বাপের বাড়ী একবার দেখি [ স্বগত ] এবার খুব কড়া হইছি।

নির্ম্মলা। যাব না ত কি! তোমার বোন বুঝি বুঝিয়েছে যে, আমি যেতে পার্ব্ব না। আর গেলেও ফিরে আস্‌ব? তা এই দেখ যাই কি না। আমার সঙ্গে রামাকে দাও, আমি কালই চলে' যাব। তুমি আনতে লোক পাঠিও না বল্‌ছি। আর নিজে যদি ফিরে আসি ত আমি নীলরতন চাটুয্যের মেয়েই নই। [ পশ্চাৎ ফিরিলেন। ]

গোবিন্দ। আর আমি যদি আনতে লোক পাঠাই ত আমি রামকমল মুখুয্যের নাতিই নই।

[ পশ্চাৎ ফিরিলেন। ]

নির্ম্মলা। আঃ! দিন কতক হাড় জড়োয়—

গোবিন্দ। আঃ! দিন কতক হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—

নির্ম্মলা। বেশ।

গোবিন্দ। উত্তম! [ নির্ম্মলার প্রস্থান। ] যাক।— এবার খুব রাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়। দেখা যাক কি গড়ায়। যাই, স্নানাদি করিগে, কিন্তু কাজটা ভাল হলো না বোধ হচ্ছে। মোট এক বছর বিয়ে—যা হোক, এক-বার 'বজ্রাদপি কঠোর' হ'তে হচ্ছে। তার পর না হয় আবার 'মৃদূনি কুসুমাদপি' হওয়া যাবে।

[ নিষ্ক্রান্ত। ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণীনদীর একটি নিভৃত ঘাট। কাল—প্রত্যুষ, হাঁসখালির রূপসী-বৃন্দ ঘাটে সমবেত,—কেহ জলে, কেহ স্থলে। তাঁহাদের আরও বিশেষ পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক। ]

জুঁই। সে ভাই তোদের মিছে কথা।

মল্লিকা। সত্যি, ভাই, মাথার দিব্যি!

চাঁপা। তা হবে না কেন? আজকালকার মেয়েদের ত দশাই ওই।

চামেলি। তা সে বেশ করেছে। ওর সোয়ামী ফেরার! ওকি বইসে' বইসে' বিচিলি কাটবে নাকি? এই আটটি বছর সে পোড়ারমুখোর দেখা নেই। ও হ'ল ষোল বছরের সোমত্ত মেয়ে, ওরই বা দোষ দেই কেমন করে' বল্। [ বেলাকে ] হাঁ ভাই! তুই বল্‌না।

বেলা। [ বিজ্ঞভাবে ] তা ভাই, তাই বলে' ও রকম পাড়া শুদ্ধ লোকের সঙ্গে এ কীর্ত্তি করে'

বেড়ানটা মোদের কাছে ভালো ঠেকে না। গেরোস্থ ঘরের ত মেয়ে!

চাঁপা। ঢের ঢের দেখ্‌লাম এই বয়েসে। কিন্তু এমন বেহায়া মেয়ে মানুষ ত্রিজগতে কোথাও দেখ্‌লাম না। ওর বাপ ত ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা এখানে এসেও কি—সেই কাণ্ড!

জুঁই। হ্যাঁ ভাই! ওর বাপ ওরে বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন?

চাঁপা। সে এক কেলেঙ্কারি!—ওর বাপ দেখ্‌লে যে ওকে বাড়ী রাখলে কি আর জাত থাকে? তাই ওকে তার বুড়ী মাসীর বাড়ী রেখে দিয়েছে।

বেলা। মাসীই কি স্বীকার হয়! তবে গোলাপীর বাপ বড় মানুষ, তাকে টাকা দিয়ে স্বীকার করায়।

মল্লিকা। সেই অবধি মেয়েটা কেমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

বেলা। তা হবে না-ই বা কেন? মেয়ে মানুষ ত পাহাড়ের ওপরেব ভেটা। বইল ত রইল! কিন্তু যদি একবার গড়ালো ত একেবারে নীচে পর্য্যন্ত না গড়িয়ে আর থামে না।

[ নেপথ্যে গান ]

চামেলি। ঐ যে গোলাপী আস্‌ছে। আবার গান হচ্ছে।

চাঁপা। ঈঃ আস্‌ছে দেখ না! মরণ আর কি! যমেও নেয় না।

জুঁই। তোরা যা বলিস্ ভাই কিন্তু একবার দেখ দিখি, রূপে একবার দশ দিক আলো করে' আস্‌ছে। মুখখানি যেন গোলাপ ফুল।

মল্লিকা। ও গোলাপের মত খ্যাখ্‌তি বলে' ওর বাপ নাম রেখেছেল গোলাপী।

চামেলি। গোলাপী ঠিক আমার নাকটা পেয়েছে। ওর মা আমার কি রকম মাসী হয় কি না।

চাঁপা। যখন এখেনে এইছেল, তখন আমার সঙ্গে খুব ভাব ছেল। আমরা এক সঙ্গে নইলে বেড়াতাম না। আমরা যখন পথ দিয়ে যেতাম, লোকে বল্‌ত যেন দুইটি পরী [ মল্লিকাকে ] মর্ হাস্‌ছিস্ যে

[ গাইতে গাইতে গোলাপীর প্রবেশ ]

( ভৈরোঁ—রূপক )

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি' মধুর সম্ভাষি'
যমুনায় বাঁশী বাজে;
ঐ কানন উছলি' রাধে রাধে, বলি—
গায় চলি বন মাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি,
ঐ যমুনায় এসে, নায় এলোকেশে
নিভৃতে জ্যোছনারাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে,
উছলে যমুনাবারি,
সখি ত্বরা করে' আয় যাই যমুনায়
হেরিতে নবলীধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে,
জাগিল পূরবে ভাতি,
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে, কুঞ্জে ফুল ফুটে—
সখিরে পোহাল রাতি।

গোলাপী। কি! ফুলের কুঁড়ি সব! ঘাটে যে বাগান বসিইছিস্ লা। কিলো চাঁপা, মুখ-খান ভার করে' রইছিস্ কেন?

চাঁপা। নে তোর আর রঙ্গ কত্তে হবে না।

গোলাপী। কেন কি হয়েছে? এ বয়সে রঙ্গ কর্ব্ব না ত কি তোর মত যৌবন পেরিয়ে গেলে রঙ্গ কর্ব্ব না কি? [ পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ হয় যে, চাপা গোলাপীর উপর কেন এত অসন্তুষ্ট। ]

চাঁপা। মরণ আর কি।

গোলাপী। সে মত এক দিন সকলের আছেই। আরো তার জন্যেই ত আজ যত পারো হেসে নেও। ঐ কে বলিছিল—

( গীত )

( মিশ্র ঝিঝিট—আড়খেমটা )

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয়,
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে' যাবে হায়,
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
—এলে মলয় পবন ক' দিন রয়।

আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে নাক আর
পিয়ে নেও যত মধু তায়।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু দণ্ডেই সুখ
হারায়ো না হেলায় সেটুক—
—ভাল বাস ভুলে ভাবনা ভয়।

মল্লিকা। হ্যালা গোলাপী! তোর এখেনে বড় কত্তি আসা না জল নিতি আসা? তোর যে বেলা আর হয় না। নাইবি / না, গান গেয়ে নেচে কুঁদে চলে' যাবি?

চাঁপা। ও কি রূপের গরবে কিছু দেখতে পাচ্ছে?

গোলাপী। বিধাতা রূপ ত আর সকলকে দেন না। যা'কে দিয়েছেন, সে একটু গরব করবে বৈ কি।

বেলা। রূপ ত পিদ্দীপের আগো, নিজে পোড়ে, দশ জনকে পোড়ায়। আবার তেল ফুরোলে কি বাতাস এলেই দপ করে' নিভে যায়।

গোলাপী। চাঁপার একটা সুবিধে আছে—নিভ্‌বার ভয় নেই।

চাঁপা। [ বিরক্তি সহকারে ] মোর নাওয়া হয়েছে—মুই উঠি।

চামেলি। ব'স না, এক সাথেই উঠছি। হ্যালা গোলাপী! তোর সোয়ামীর খবর টবর কিছু পেলি?

চাঁপা। হ্যাঁ, তার আবার খবর! সে পোড়ার-মুখো নিঃযুশ মরেছে।

গোলাপী। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তা'লে আমি একটা বিয়ে করি।

মল্লিকা। সে সাধ আবার কবে থেকে হ'ল?

গোলাপী। হবে না কেন? তোরা সব কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠিছিস্, আর আমি এই ভরা ভত্তি ভাদ্দর মাসে শুকিয়ে থাকব না কি? আমার সাধ যায় না?

মল্লিকা। মোদের চেয়ে তোর দুঃখটা কিসের? মোরা সব নদীর মত এক এক খালের মধ্যেই চলিছি, আর তুই বিষ্টির জলের মত সবজায়গাই সমান ছড়িয়ে পড়িছিস। অমন্দটা কি?

গোলাপী। মন্দ কি কিছু? তবে কি না নদী থেকে উঠে মধ্যে মধ্যে ছাপিয়ে পড়া—আরও ভাল না? দশ জনের দশটা কথা শুন্তে হয় না। বিপদে আপদে একটা সোয়ামী আছে, ভয় নেই।

বেলা। গোলাপীর সঙ্গে কথায় কারু পার-বার যো নেই।

গোলাপী। আর সত্যি ভাই, আমার একটা লোকের কান ধরে' খাটাতে বড় সাধ যায়। তা'লে তোরা একবার দেখ্‌তিস যে, সে কি রকম দিন রাত আমার পায়ের তলায় পড়ে' থাকত।

মল্লিকা। একটা সোয়ামী ছিল, তা'কেই ধ'রে রাখতি পাল্লি নে। আবার তোর পায়ের তলায় পড়ে থাকবে!

গোলাপী। তখন আমার বয়স কি? আট নয় বছর বৈ ত নয়। তখন আমার হাসিতে কি মুক্তো গড়াত? না' লাথি মাল্লে অশোক ফুল ফুটত? সে এখন একবার আসুক না, দেখি সেই কত বড় আর আমিই কত বড়।

চাঁপা। তোরা ত ভাই উঠবিনে। মুই উঠি। বেলা হ'ল।

অন্য রূপসীরা। চল্ ভাই মোরাও যাই।

[ সকলের উত্থান ]

গোলাপী! যা' না। আমি কি বসে' থাকতে বল্‌ছি? আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে, দাঁতে মিশি দেব। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে' সাবান মাখাব। আমার ত বাড়ীতে জজুর ভয় নেই।

চাঁপা। মুখে আগুন! এমন হতচ্ছেড়ীকেও ওর মামী ঘরে রেখেছে গা।

[ গোলাপী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

গোলাপী। আহা! কি হাওয়াটাই বচ্ছে! পোড়ারমুখীরা আমায় ত দিন রাতই গাল পাড়ছে। অথচ যে আমার এ হেন যৌবন আর রূপ বৃথাই যাচ্ছে, তা ত ওরা চখে দেখে না। কেবল দিন রাত আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন? না, আমি একটু হাসি বেশী।—তা হাসিটা আমার স্বভাব। আর সেটা ত মন্দ কাজ নয়! আর গান গাই—গাইতে জানি, তাই গাই।

তার বাড়া আর ত কিছু করিনে। তা যদি দেখ্‌তিস, না হয় বল্‌তিস্‌। তোদের মধ্যে যে কেউ কেউ স্বামী থাক্‌তেই—না, সে সব বলে' আর কাজ কি? তবে আমার সঙ্গে তোরা লাগিস কেন পোড়ারমুখীরা? আমি কি তোদের কারো নামে কিছু রটাতে গিইছি, না কারু পাকা ধানে মৈ দিইছি? যাক, সে সব ভেবে কি হবে? এখন ওঠা যাক্‌। ঐ কে আবার এদিকে আস্‌ছে দেখছি। উঃ! আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ, যেন পেলেই এক্ষণই টপ করে' গালে পুরে ফেলে। আঃ কি হাওয়াটাই আজ বচ্ছে। সাধে বলে বসন্তকাল ঋতুরাজ!

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান। ]

[ কালাংড়া। খেমটা ]

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয় বায়
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছোটে,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়,
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের
নূপুর পায়,
বলে—আজি আমি রাজা, পথ ছেড়ে দাও
আজ আমায়,
না মানিলে ফুলশরে প্রাণে বিঁধে চ'লে যায়।

[ রামকান্তের প্রবেশ ]

রাম। গিইছিলাম মুই মা ঠাকরুণকে রাখ্‌তি; ফিরে আস্‌তি পথে কি নতুনই দেখ্‌লামরে। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দ্যাখিছি কিন্তু এ একেবারে মেয়ে মানুষের ট্যাক্কা। এর সাথ মোর যদি বিয়ে হত ত মুই এর একবারে গোলাম হ'য়ে থাক্‌তাম। মেয়েটা গেল কোথা? স্যাঁ করে তাকিয়ে সোঁ করে', চলে' গেল। আর কি গানই গাইলে গা? যেন কুইনিনে জ্বর ছাড়লো! মেয়েটার খোঁজ নিতি হ'চ্ছে।

[ প্রস্থান ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

[ স্থান গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত।
গোবিন্দ এক কোণে হুঁকা বাম হস্তে ধরিয়া
দক্ষিণহস্তস্থ কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন।
চিন্তা দণ্ডায়মানা। ]

চিন্তা। দিন কতক চোক নাক কান বুজে থাক না। দেখো, দু মাসের মধ্যেই সে ফিরে আস্‌বে।

গোবিন্দ। যখন তোর বুদ্ধিতে সুরু করেছি তখন তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি।

চিন্তা। একটা কথা—কোন রকমে—আকারে ইঙ্গিতেও তাকে জানতে দিও না যে, তুমি তার বিরহে মনকষ্টে আছ। বরং তাকে দেখাতে হবে যে, তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। নেও, এখন খেতে এস। কত বেলা হ'ল।

গোবিন্দ। যাচ্ছি যাচ্ছি, তুই বাড়ীর ভিতর যা এখন [ চিন্তার প্রস্থান ] খাচ্ছি ত দিন রাত্তিই। বোন নইলে কেউ খাওয়াতে জানে না। দিন রাত ঘি, আর দুধ, তাই শরীরটিও দিন দিন গোলাকৃতি হচ্ছে।—এ আবার আসে কে? [ ইন্দুভূষণের প্রবেশ ]—এ যে ইন্দু যে! বলি কোথেকে? সব ভালো ত? আমার সম্বন্ধী—অর্থাৎ ভগিনীপতি বিধুর শরীর ভালো? তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে ও—হ্যা হ্যা ভালো কথা—তোমার সঙ্গে যে আমার ডবল সম্বন্ধ হয়েছে হে। ওদিকে তুমি আমার ভগিনীপতির ভাই, আবার এ দিকে তুমি আমার শালী চপলাকে বিয়ে করেছ। এঃ! তোমাকে যে আমার মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে হে—এস এস— [ ব্যস্তভাব ]।

ইন্দু। এই আমি শ্বশুরালয় অভিমুখে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে' যাই।

গোবিন্দ। বেশ! বেশ! ভালোই করেছ। বোস বোস, তামাক।—হ্যা! তামাক খাওনা? বল কি?

ইন্দু। আপনার বাড়ীর সব মঙ্গল?

[ উপবেশন

গোবিন্দ। হ্যা মঙ্গল। আমার গৃহিণী এখন তাঁর বাপের বাড়ীতে, তা জানো বোধ হয়?

ইন্দু। কেন হঠাৎ বাপের বাড়ীতে?

গোবিন্দ। [স্বগত] কি বলি? [প্রকাশ্যে] কন মেয়েকে কি [illegible] বাপের বাড়ীতে [illegible] নেই? আর সাতা কথাটা কি জানো, বোলো না যেন কাকে [illegible]—[illegible] চকক। স্ত্রীদের মধ্যে মধ্যে তাদের বাপের বাড়ীতে না পাঠালে পেরে ওঠা যায় না। রাম যে সীতাকে [illegible] বনবাস দিয়েছিলেন, তা আমি এখন [illegible] পাচ্ছি।

ইন্দু। তবে আপনি তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ [illegible] কেন?

গোবিন্দ। [illegible] কলিকাতার [illegible] দিয়ে [illegible]! এই বামা!—[illegible] একজন করে উচ্ছন্ন [illegible] বিয়ে করে উচ্ছন্ন গিয়েছি। [illegible] মহিষমর্দ্দিনী ষোড়শী নিয়ে এলাম! আবার [illegible] বিয়ে করিছি—কিন্তু এমন [illegible] স্ত্রী আর পক্ষে কখন দেখি নি।—[illegible] যেন তাকে বোলো না। বাবা! কি [illegible] আর কি [illegible] পড়িছিলাম। [illegible] রকম সং [illegible], আর সকল রকম সং [illegible] জীবন থেকে জমা খরচ কাটতে হয়েছিল।

ইন্দু। [illegible]?

গোবিন্দ। [illegible] কেঁদে [illegible] আছে। নবোঢ়া ষোড়শীর অশ্রুবিন্দু মোচন করবার জন্য কোন রসিক যুবা পুরুষ—এঁ্যা—তা সে [illegible] হোক আর প্রৌঢ়ই হোক শুধু রসিকতার [illegible] তার [illegible] কেটে ফেলতে [illegible] পারে? কিন্তু সহিষ্ণুতার যে একটা সীমা আছে, তা আমি এত দিন কোন নবোঢ়াকে [illegible] কত্তে দেখিনি। [ধূমপান।]

ইন্দু। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতে আমার [illegible] মেলে।

গোবিন্দ। তাও ত বটে! তুমিও নতুন বিয়ে [illegible] কি না। কেমন ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ! —হ্যাঁ তোমার স্ত্রী চপলাকে আমি কখন যে দেখিছি, তা মনে হয় না।

ইন্দু। [স্বগত] ছোটটিকে দেখলে কি বড়-[illegible] বিয়ে কর্ত্তেন? [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, সে এত দিন কলকাতায় ইস্কুলে পড়ত কি না।



গোবিন্দ। [illegible] পাশ-টাশও করেছে শুনিছি।

ইন্দু। হ্যাঁ, [illegible] আটিস পাশ করেছে! [illegible] তাঁর আর [illegible] না হোক, [illegible] নিয়েছে [illegible]।

গোবিন্দ। [illegible] পাশ করা মেয়ে-[illegible] ঐ রকমই হয়। হাঁ, আমার স্ত্রীর [illegible] চিঠি পেলাম যে, চপলা আমার একখানা [illegible] হয়েছে। আমি এখানকার ছবিওয়ালা [illegible] চিঠি। তার [illegible] কথা আছে। কিছু জলখাবার [illegible] বড় খিদে পেয়েছে। কি [illegible] বোধ হয়। আমার স্ত্রী বোধ [illegible] যে, তাঁর বিরহে আমি একেবারে [illegible] শুকিয়ে যাব। তা যে [illegible] দেখতে পাবেন। [illegible] বোলো না যেন।—তুমি [illegible] আমার স্নান হয়েছে। [illegible] বামা, বামা!—বেটা [illegible]! [illegible] তোমার এখন [illegible] হচ্ছে না। দিন ১০।১৫ থেকে যেতে [illegible] বামা! [illegible] বেটা কাদের সদ্দার [illegible]।

[চক্ষু মুছিতে মুছিতে বামাচরণের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। বেটাকে গাল না দিলে উত্তর দেয় না। ঘুমোচ্ছিলি বুঝি?

বামা। আজ্ঞে।

গোবিন্দ। আজ্ঞে!—বেটার বল্‌তে লজ্জা করে না?—বেটা আকাশ্মিক বেহায়া পাজি।

বামা। [নতমোবদন]

গোবিন্দ। বেটা বাস যে! বাঁচিস কোথা?

বামা। আপনি তেকক্ষণ গাল দাও, মুই আর একটু ঘুমিয়ে নেই। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি, ভারি মশা।

গোবিন্দ। বেটার [illegible] দেখ!—ঘুম হয়নি! বেটা নবাব। নিশ্চয় বেটা গুলি খায়। গুলি খাস্, না?

বামা। আজ্ঞে।

গোবিন্দ। আবার বলে আজ্ঞে! বেটা যদিই

বা খাস্, তা আমার সম্মুখে স্বীকার কত্তে লজ্জা করে না? সটাং বল্লি এজ্ঞে!

রাম। তা মনিবের সামনে কি মিথ্যে কইতি পারি?

গোবিন্দ। উঃ! বেটা ত ভারি সত্যবাদী। শোন্, একটা কাজ কর্। পার্ব্বি?—হাই তুলছিস যে!—পার্ব্বি?

রাম। এজ্ঞে, না।

গোবিন্দ। আবার বলে 'না!' কাজ পার্ব্বিনে ত আছিস্ কি জন্যে? বেটা গুলিখোর! দেখাচ্ছি মজা। লাঠিগাছটা গেল কোথায়?

রাম। এজ্ঞে কি কর্ত্তি হবে বলেন না।

গোবিন্দ। বেটাকে লাঠির ভয় না দেখালে বেটা কি কোনমতেই কাজ কর্ত্তে চাইবে? শোন্, শীগ্‌গির যা, আট পয়সার খুব ভালো কচুরি, আট পয়সার সিঙাড়া, দশ পয়সার সন্দেশ, আট পয়সার বঁদে, আর পাস্ যদি এক পোওয়া সরভাজা নিয়ে আয়। আগে এঁর স্নান কর্ব্বার সব উদ্যোগ করে' দে। ভালো কুন্তল তেল দে। কাপড় দে। দেখ্‌ছিস নে, আমার ভায়রা-ভাই এসেছে? আবার বেটা হাঁ করে' দেখিস কি। শীগ্‌গির যা। কাপড় তেল দিয়েই দৌড়ে এই পাশের দোকানে যা, আর দৌড়ে আস্‌বি—যেন এখেনেই ছিলি। যা—

রাম। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] যদি পাশের দোকানে ভাল সন্দেশ না পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। তা'লে খুব দূরের একটা দোকান থেকে, খারাপ সন্দেশ নিয়ে আস্‌বি। যা রোজই করে' থাকিস্।

রাম। পচা নার্কলে আন্‌ব?

গোবিন্দ। পচা নার্কলে আন্‌বি কি রে? যা ভালো পাস। যা দৌড়ে, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।

রাম। ভালো খারাপ সন্দেশ মুই কম্‌নে পাব?

গোবিন্দ। ভারি বদমায়েস চাকর। তোকে ভালো খারাপ সন্দেশ আন্তে কে বল্লে! যা ভালো পাস নিয়ে আস্‌বি।

রাম। আপনি এই বল্লে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আয়, আবার এই বলো যে, যা ভাল পাস নিয়ে আয়।

গোবিন্দ। আরে মোলো! এ আবার জেরা আরম্ভ কল্লে! যা বল্‌ছি—যা শীঘ্যির, নইলে ভালো হবে না। লাঠিগাছটা গেল কোথা?

[লাঠি লইয়া পশ্চাদ্ধাবন ও রামকান্তের পলায়ন]

গোবিন্দ। [পুনরুপবেশন করিয়া সকাতরে] চাকর-বাকর মানে না।

ইন্দু। তাই দেখছি। আপনি যে 'নাই' দেন।

গোবিন্দ। ওদের নিয়ে কি করি, ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। গৃহিণী গিয়ে অবধি—ঐ যে কি সব বাক্স-ফাক্স নিয়ে বোধ হয় ছবিওয়ালা আসছে। এঃ এত বেলায়! তা যাও তুমি স্নান করে' নেও, আমি ততক্ষণ ছবি তুলে নেই। বেলা হয়েছে, একে ক্ষুধাতিশয্য, তাতে আবার খানিক ভোগান, "গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ।" যাও শীঘ্যির, স্নান করে' নেও।

[ইন্দুভূষণের প্রস্থান ও ছবিওয়ালার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। এই যে আসুন আসুন, বসুন।

ছবিওয়ালা। আপনি কাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই এলাম।

গোবিন্দ। বেশ করেছেন। এই রামা—না, সে ত বাজারে গিয়েছে। কে আছিস, তামাক নিয়ে আয়—ও ঝি, ঝি।

ছবিওয়ালা। না না ম'শায়! আমি দেরি কত্তে পার্ব্বো না। এক্ষণই রাজবাড়ী যেতে হবে। বেলা কর্ত্তে পার্ব্বো না।

গোবিন্দ। একটু বসুনই না।

ছবি। না না, আপনি শীঘ্যির ঠিক ঠাক্ করে' নেন।—[যন্ত্র ঠিক করিতে করিতে] আপনার এখানে ভালো চেয়ার আছে—নেই? তা দাঁড়িয়েই বেশ হবে'খুনি।

গোবিন্দ। কেন, ফরাসে বোসে?

ছবি। ফরাসে বোসে কি ফটো তোলা যায়? আপনারা ত এ বিষয়ে কিছুই জানেন না! যা বলি শুনুন! বসুন—আমি পেছনের কাপড়খানা টাঙিয়ে দেই [কথাবৎ কার্য্য] আপনি এই জায়গায় দাঁড়ান! আপনি কি এই রকম খালি গায়ে চেহারা নেবেন? তা বেশ, আপনার ইচ্ছা।

[রামকান্তের জলখাবার লইয়া প্রবেশ।]

গোবিন্দ। এই যে! এতক্ষণ দেরী!

[রামকান্তের প্রস্থান।

মহাশয়! একটু অপেক্ষা কল্লে হয় না? চা-খাবারটা এসেছে, খেয়ে নিই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ছবি। না না, রৌদ্র চড়ে গেলে ভাল চেহারা উঠবে না।

গোবিন্দ। তবে নাচার। [জলখাবারের প্রতি বিষণ্ণভাবে দৃষ্টি]

ছবি। ভয় কি? আপনার জলখাবার ---কেউ এখন থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না! [গোবিন্দকে ধরিয়া দাড় করাইয়া] রসুন, আমি একবার দেখে নিই। [যন্ত্র ঠিক করিতে ব্যস্ত] অত পা ফাঁক করে' নয়। না না, কাছাকাছিও নয়। হাঁ, এই বাঁ হাতটা কোমরে কেন? আপনি ত নাচতে যাচ্ছেন না?

গোবিন্দ। নাচতে হবে না বুঝি?

ছবি। না! বাঁ হাতটা ওরকম করলে চলবে না। না না, পিছন দিকে নয়। ও কি! বাঁ হাতটা ভুঁড়ির উপর রাখলেন যে! লোকে ভাববে, আপনার উদরাময় হয়েছে, তাই পেটটা চেপে ধরেছেন।

গোবিন্দ। পেটে উদরাময় না হোক, বিরহানল হয়েছে।

ছবি। [সবিস্ময়ে] বটে! বিরহানল!

গোবিন্দ। আমার বিরহানল পেটেই জ্বলে থাকে।

ছবি। বটে! [ফোকস্ করিতে ব্যস্ত] ও কি? বাঁ হাতটা ফের পেছনে কেন? আবার সম্মুখ দিকে ঝুলিয়ে রাখলেন? না না, ঝুললে চলবে না। হাঃ হাঃ হাঃ! বাঁ হাতটা শেষে বুঝি মাথায় দিলেন? হাঃ হাঃ হাঃ!

গোবিন্দ। তবে কি হাতটাকে কেটে ফেলতে বলেন? হাতটা রাখি কোথায়? এক জায়গায় ত রাখতে হবে।

ছবি। তাও ত বটে! আচ্ছা বসুন। এই থামটা ধ'রে দাঁড়ান দেখি। এ---এ---এইবার বেশ হয়েছে। আর ডান হাতটা কোথায় রাখবেন?

গোবিন্দ। আমিও তাই ভাবছি। এদিকে ত কাছে থাম নেই। আপনাকে ধরে দাঁড়াব নাকি?

ছবি। না না। তা কি হয়। আমি যে ছবি তুলব। আপনার ডান হাতে একগাছ ছড়ি নিতে পারেন ত।

গোবিন্দ। যদি কিছু নিতেই হয়, তবে ঐ সন্দেশের রেকাবিটা নেই না কেন? কিংবা রেকাবিটা নেই বাঁ হাতে। আর ডান হাতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেতে সুরু করি।

ছবি। সে কি রকম!

গোবিন্দ। এই---আমি সন্দেশ খাই, আর আপনি ছবি তুলুন। দুই কাজই একসঙ্গে হয়ে যাক। আর হাত দুটোরও যা হয় এক রকম সদ্গতি হয়।

ছবি। [সন্দিগ্ধভাবে] সে ভালো দেখাবে না।

গোবিন্দ। বেশ দেখাবে। আর আমার ইচ্ছে যে, ঐ রকম করে' চেহারা তুলি। আপনার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই।

ছবি। আপনি ত অদ্ভুত লোক দেখছি। তা নিন আপনার যেমন মর্জ্জি, রেকাবিটা বাঁ হাতে এমনি করে' ধরুন। ডান হাতে সন্দেশটা তুলুন দেখি।

গোবিন্দ। "কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন হি অয়ং গৃহীতো জনঃ" [সন্দেশভক্ষণ।]

ছবি। [যন্ত্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে] তাই বলে' আপনি সত্যি সত্যিই সন্দেশ খেতে সুরু করেন না! সন্দেশটা মুখে তুলছেন, এই ভাব করে পারেন। মুখ নড়লে চেহারা উঠবে না। আপনারা এ সব জানেন না, যা বলি, তা করুন। রসুন, আপনার মাথাটা ঠিক করে' নেই। মাথাটা তুলুন দেখি---অত উঁচু নয়, অত নীচু কেন? একেবারে যে হেঁট হয়ে পড়লেন! না না, অত সোজা না। মাথাটা ডান দিকে বেঁকাচ্ছেন কেন?---না না, বাঁ দিকেও নয়। এঃ! আপনার মাথাটা নিয়ে কি করি ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে।

গোবিন্দ। কেন? মাথাটা কেটে ফেল্লে হয় না?

ছবি। আরে মশায়, বলেন কি! মাথা কেটে চেহারা নেব কিসের?

গোবিন্দ। কেন? ভুঁড়ির। ঐ ভুঁড়ির জন্যেই ত চেহারা তোলা; মাথা কেটে ফেল্লে চেহারা তোলার কোন বিঘ্ন হবে না।

ছবি। না না, তাও কি হয়। মাথা কেটে ফেলে কারুর চেহারা আমি এত দিন নিই নি। আর তা পার্ব্বোও না! ও কি! পেছন ফির্লেন কেন?

গোবিন্দ। [বিরক্তিসহকারে] তবে মাথাটা নিয়ে আমি কি কর্ব্ব বলুন না? উঁচু নয়, নীচু নয়, সোজা নয়, বেঁকা নয়, পেছনও ফির্ব্বো না, তাই ত বলছিলাম যে, মাথাটা কেটে ফেল্লে সব আপদ চুকে যায়।

ছবি। ব্যস্ত হবেন না! ঠিক করে' দিচ্ছি [মাথাটা ধরিয়া ঠিক করিয়া] এ—এই বাঃ। বেশ হয়েছে। একটু হাস্থন দেখি। অত হাস্লে চল্বে কেন? দাঁত বের কর্ব্বেন না। অত গম্ভীর হলেন যে?

গোবিন্দ। তবে কি করব? হাস্ব অথচ দাঁত বের কর্ব্ব না? আজ আমি ভাবি জ্বালায় পড়েছি দেখ্ছি।

ছবি। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, একটা কোন বেশ আনন্দের কথা মনে করুন দিখি। হাঁ, এই-বার বেশ হয়েছে। কি মনে করেছেন বলুন দিখি।

গোবিন্দ। আমার গৃহিণীর হস্তের সম্মার্জ্জনীর কথাটা ভাবছি।

ছবি। [ফোকস্ করিতে করিতে] সেটা আপনার পক্ষে খুব আনন্দেব কথা হ'ল! আমাদেব পক্ষে ত সেটা তত আমোদের বোধ হয় না।

গোবিন্দ। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। আমার স্ত্রীর মত আপনার যদি সম্মার্জ্জনীসঞ্চালনসুদক্ষা, লম্বা চৌড়া, স্থূলমধ্যাঙ্গ, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকতো ত আপনারও তাঁর হস্তে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত ও অতি উপাদেয় বোধ হ'ত মশায়, কথাগুলো ফটোতে উঠ্বে না ত? তাঁর কাছেই ছবি যাবে।

ছবি। না না, ভয় পান কেন? নেন, একটা সন্দেশ ডান হাতে তুলুন। নড়বেন না। ঐ রকমই রাখুন। মুখটা সন্দেশের দিকে একটু সস্নেহভাবে—হ্যাঁ, বাঁ হাতে বেকাবিটা এই রকম। আব একটু হাসি হাসি মুখ করুন দিখি। হাঁ, হাতটা আর একটু -এই। ডান পাটা এই রকম। নড়্বেন না। বেশ হয়েছে। স্থির থাকুন। নড়্বেন না। [যন্ত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া বন্ধ করিলেন] ব্যস্, হয়ে গিয়েছে! এখন আপনি সন্দেশ খেতে পারেন। দিন দশেকের ভেতরে আপনার চেহারা পাবেন। [যন্ত্র গুছাইতে গুছাইতে] যদি ভালো না উঠে থাকে ত আর এক দিন এসে নিয়ে যাব। তবে আমি এখন যাই।

[যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাপ্! যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। [উপবেশন] প্রিয়া আমার চেহারা পেয়ে কি খুসীই হবেন! আঃ খাওয়া যাক্। এই রামা! এক গেলাস জল নিয়ে আয় শীঘ্গির।

(ইন্দুভূষণের প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি ইন্দু! স্নান হলো? এস, একটু জলযোগ করা যাক্। দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে পা ধ'রে গিয়েছে। আঃ [উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত] বাপ্ রে পেটে কি বিরহই জ্বলেছে। খাও না।

(ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমারই বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর)
ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বল্ব আর—পরিত্যাগ (এখন)
একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু (আর)
পাঁঠার ঝোল আব লুচি বৈ।
এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে
সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপুরি—আর দুঃখের কথা
কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই
পাইনে থৈ—
--আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা
জেগে ওঠে ঐ!
(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্ব্বৎ
খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর
বাঁচে কৈ?
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে
দিচ্ছে মৈ—

(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে (এ
দারুণ) বিরহের বোঝা বই।
(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে
ঘুম আসে না নয়ানে,
রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই
জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই
আর কারো নই।

[ পটক্ষেপণ। ]

---

## চতুর্থ দৃশ্য

[ স্থান—হুগলির একটি ঘাটের সমীপবর্ত্তী পানেব দোকান। কাল—গোধূলি। গোলাপী একাকিনী বসিয়া পান সাজিতে সাজিতে গান গাহিতেছিল। ]

( সুর মিশ্র- খেমটা। )

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠ্‌কে হিঁয়া নিরিবিলি,
রহা এতো দিন জীয়া —তুম্ বেকুফ নেহাইৎ—
ঈসি খিলি নেহী খায়া, ক্যা সবমকা ঘাৎ।
দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্‌ কিয়া কোন কাম?
অ্যারে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ!
আরে রাম! রাম! রাম!
ইস্‌নে থোড়াসে গুয়া আওর চুণা খুস বো,
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান যো ঈসি খিলি নেই খায়,
আরে ৎ! ৎ! ৎ! আরে হায়! হায়!

গোলাপী। এঃ! ভারি মেঘ করে' এল যে। আজ.আর আমার পান কিন্তে কেউ আস্‌ছে না। খিলি বিক্রি করে' কি আমার চলে? মামীটা দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। বলে—এমন স্বভাব-চরিত্তিরের মেয়ে সে বাড়ীতে রাখতে পারে না। নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখী চাঁপার এই কাজ। সে মামীর কাছে আমার নামে দিবারাত্তিরই লাগাচ্ছিল কি না! যদি বিদেশে এলাম চাকরি কর্ত্তে, তা ছাই চাকরিই কি জুটলো! একটা বাড়ীতে যদিই বা কত চেষ্টা-চরিত্তির করে' ঢুকলাম ত তারাও দিলে তাড়িয়ে। কেন না, গিন্নি এক দিন শুন্‌লেন যে, আমি গান গাচ্ছি, আর কার সঙ্গে কবে একটু হেসে কথা কইছি,—সত্যি কথাটা— তাঁর কর্ত্তাটিই এক দিন আমার সঙ্গে একটু বেশী রসিকতা কর্ত্তে গিইছিলেন, গিন্নি তা টের পেইছিলেন। থাক্—অদৃষ্টে যা আছে, তা হবে। এঃ! আবার বৃষ্টি নাম্‌ল দেখছি, কি করি? —এখন পানের দোকান খুলিছি, পরে আরো কি কর্ত্তে হবে কে জানে! ঈশ্বর জীবনটা দিইছিলেন, সেটা সৎ কি অসৎ যে উপায়েই হোক, রাখতে ত হবে। বাঃ! এ আবার কে আসে! মাথায় পাগড়ি, পরণে শাড়ীই যেন বোধ হচ্ছে, আবাব পায়ে জুতো। মেয়েমানুষ কি পুরুষ-মানুষ বোঝা যাচ্ছে না।

( চপলার প্রবেশ। )

চপলা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বৃষ্টি। এই 'জায়গায় একটুখানি অপেক্ষা করে' নেই—বৃষ্টিটা থামুক। একটা স্ত্রীলোক দেখছি এক কোণে বসে' রয়েছে। এর সঙ্গে ভাব করে' নেওয়া যাক। [প্রকাশ্যে] দেখ মেয়েমানুষটি! তোমার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।

গোলাপী। তা ত হবেই! দরকার পড়লে সকলেই ভাব কর্ত্তে আসে। আবার দরকার শেষ হয়ে গেলে একেবারে ভুলেও যায়। বাইরে বৃষ্টি কি না, তা এখন আমার সঙ্গে ভাব বৈ কি!

চপলা। [স্বগত] স্ত্রীলোকটি মুখরা [প্রকাশ্যে] কেন, আমার সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমার আপত্তি আছে?

গোলাপী। সে তুমি মেয়েমানুষ কি পুরুষ-মানুষ না জানলে বলি কেমন করে'?

চপলা। কেন, সেটা কি এপনো ঠিক করে' উঠতে পার নি?

গোলাপী। কৈ আর পেরেছি? শাড়ী-পরা পুরুষমানুষ আমি এত দিন পর্য্যন্ত দেখিনি। আবার জুতো পায়ে দেওয়া আর মাথায় পাগড়ি পরা মেয়েমানুষ দেখাও আমার ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটে' ওঠে নি।

চপলা। [ স্বগত ] আবার রসিকা [ প্রকাশ্যে ]

এ রকম পোষাক দেখনি? এ নব্যাদের পোষাক। আমি এক জন নব্যা।

গোলাপী। নব্যা পুরুষ না নব্যা স্ত্রীলোক?

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! নব্যা পুরুষ! আকারান্ত শব্দ কখন পুরুষ হয়?

গোলাপী। হবে না কেন? বাবা মামা দাদা কাকা সবই ত আকারান্ত, আর তাঁরা পুরুষ বলেই ত আমার এত দিন জ্ঞান আছে।

চপলা। [স্বগত] আবার কতক শিক্ষিতা! [প্রকাশ্যে] তা বটে, কিন্তু ওগুলো ত সংস্কৃত শব্দ নয়! তা যা হোক, তোমার বাবা মামা দাদা কি কাকা কেউ নেই?

গোলাপী। আছে শুধু পাই।

চপলা। কেন? তারা তোমার খোঁজ নেয় না?

গোলাপী। নেয় কি না নেয়, তোমার তা জেনে কিছু দরকার আছে বল্‌তে পার?

চপলা। আহা, চট কেন?

গোলাপী। [কতক মোলায়েম] সমস্ত দিনটা চাকরির ধান্দায় ঘুরে কিছু হলো না, ইতে মেজাজটা কি খেজুর গুড়ের কলসী হয়ে থাক্‌বে?

চপলা। তুমি চাকরি কর্ব্বে না কি?

গোলাপী। পেলেই করি।—পাই কই?

চপলা। তুমি কি কাজ জানো?

গোলাপী। এই নাচতে জানি, গাইতে জানি। কিছু কিছু লেখাপড়াও জানি, পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিলাম, তার পর বাড়ী ব'সেও পড়িছি। অন্য কাজের মধ্যে ছোট খাট সব কাজ কর্ত্তে পারি,—যেমন চিঠিখান ডাকে দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা,—এই রকম ছোট-খাট কাজ।

চপলা। তবে বেশ হয়েছে। আমি ঠিক ঐ রকম লোক একটা খুঁজছিলাম। আমি সম্প্রতি স্বামীর বাড়ী যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে?

গোলাপী। তা—তা রাখ্‌লেই থাকি।

চপলা। আমার কাছে তোমার কাজ বড় কর্ত্তে হবে না। আসল কাজের মধ্যে আমাকে বেশ ভালো মেজাজে রাখা।

গোলাপী। [লজ্জিতভাবে] তা থাকব। তবে মাইনেটা।

চপলা। সে ঠিক করে' দেব। দেখ, কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। আমার নাম চপলা। আমি এখানে এখন আমার বাপের বাড়ীতে আছি, সে বাড়ী কোথায় জানো? বড়বাজারে চাটুর্য্যেদের বাড়ী বল্লে সকলেই চিনিয়ে দেবে। আমার বাপ নীলরতন চাটুর্য্যে, এখানকার জমীদার। বৃষ্টি থেমেছে। আমি যাই। [গমনোদ্যত] বড়বাজারে বাবু নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী, মনে থাক্‌বে?

গোলাপী। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) হাঁ, থাক্‌বে।

চপলা। আচ্ছা। কাল সকালে দেখতে পাবে যে, আমি নিজের দরকার শেষ হ'লেই ভুলে যাইনে।

[প্রস্থান।

গোলাপী। এরেই বলে কপাল। পড়তে না পড়তে উঠিছি। এখন প্রদীপ জালা যাক্।

[প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হুগলিতে নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহান্তঃপুরের ছাদ। কাল—সন্ধ্যা।

[চপলা, নির্ম্মলা ও ভট্টপল্লী হইতে আগতা তাঁহার বন্ধুদ্বয় দামিনী ও যামিনী আসীনা।]

দামিনী। আহা, এই সৌধচূড়ার কি শোভা।

যামিনী। আহা!

দামিনী। উপরে নির্ম্মুক্ত সান্ধ্য নীলাকাশ।

যামিনী। পদতলে মুঞ্জরিতকিশলয়দলশ্যামলা ধরিত্রী।

দামিনী। আহা কি মধুরই বা মলয়-পবন।

[গীত।]

(আলেয়া—ঝাঁপতাল)

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে,<br>
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—<br>
না জানি কেন এত সুধা মলয়-বাতাসে,<br>
কি সুখে ধরা ফলভরা এত হাসি হাসে,<br>
প্রেমের কথা পবন সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,<br>
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে' কারে ভালোবাসে।

যামিনী। আর কোকিলকূজনই বা কি মধুর।

[ গীত ]

( গৌড়-সারং—ঝাঁপতাল। )

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে।
ও কুহু কহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে।
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি ওগো এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
সঙ্গে রয়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মরুৎ তব সান্নিধানে।"
মধুরতর মিলন গাথা গেয়েছে কবি শত,
গায়নি কেহ বিরহগান পাপী রে তোরই মত।
কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহীজন-প্রাণে।

দামিনী। অহহ! [গদ্গদভাবে অবস্থিতি।]

যামিনী। সখি রে! [তদ্বৎ।]

দামিনী। [চপলাকে] তুমি একটা গাও না সহচরী!

যামিনী। হাঁ হাঁ—একটা বসন্তবিষয়ক।

নির্ম্মলা। ওর গলা আছে বেশ, তবে গান বড় শিখিনি।

দামিনী। একটি গাও স্বজনি।

যামিনী। হাঁ একটি বসন্তবর্ণনা জানো?

চপলা। জানি বৈ কি। তবে বর্ণনাটি আপনাদের মনোমত হবে কি না বল্‌তে পারি নে।

দামিনী। তা হবে, তা হবে। তুমি গাও।

যামিনী। [ভাবী গানের রসাস্বাদন করিতে করিতে] আহা!

চপলা। আচ্ছা গাই। বর্ণনাটি কিন্তু একটু মারাত্মক।

( গীত। )

( বসন্ত—একতালা। )

দেখ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—
সখি রে এল বসন্ত।

দামিনী। বাঃ বেশ। আরম্ভটি খাসা। বসন্ত রাগ দেখছি।

যামিনী। সুন্দর! তবে 'টেঁকা' কথাটা

চপলা। শুনে যান, আরও আছে।

[ গীত ]

বহিছে মলয় আকুলি, বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় তাই বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।

দামিনী। বসন্তে বিরহ শাস্ত্রসিদ্ধ। তবে রাস্তার ধূলো ওড়ার উল্লেখ না কল্লেও চল্‌ত।

যামিনী। অন্ততঃ কোন কবি আজ পর্য্যন্ত সেটা করেন নি।

চপলা। কিন্তু কথাটা সত্য কি না?

[ গীত ]

ঝর ঝর্ ঝর্ ঝর্ কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে—
ভন্ ভনে মাছি দিনের বেলায় শন্ শনে মশা রাত্রে—

দামিনী। বসন্তে ঘাম বহার কথা কালিদাসের ঋতুসংহারে ত নেই।

যামিনী। আর কোকিল ভ্রমর এ সব থাক্‌তে মশা আর মাছির কথা আনাটা ভালো হয়েছে সখি?

চপলা। ভ্রমর ও কোকিল আস্‌ছে। ব্যস্ত হবেন না।

[ গীত ]

ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু,
গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু হি হি
হু হু হা হা হুহু।

দামিনী। এটুকু মন্দ নয়।

যামিনী। হ্যাঁ, তবে ভাষাটা একটু উচ্ছৃঙ্খল।

চপলা। শুনে যান না, শোনার পর সমালোচনা কর্ব্বেন।

[ গীত ]

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে
আছে নারীর সম্বল,

দামিনী ও যামিনী। বাঃ বেশ বেশ!

কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি
গুড় দিয়ে বাঁধ্ অম্বল।

[দামিনী ও যামিনীর সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত।]

শ্রবণে যে ধারা বহে—রসনায়, কি করি কি করি,
বাঁচা হল দায়,
ভাঁড়ার-ঘরটা আর তবে সখি
করে' আসি লো তদন্ত।

দামিনী। বসন্তবর্ণনাটি উত্তম নয়।

যামিনী। নাঃ—এ সব সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

চপলা। কিন্তু স্বভাবসঙ্গত।

[ গীত ]

দেখ সখি দেখ বাজাবেতে বুঝি ঘি দুধ হইল সস্তা,
কিনে আন্ খেয়ে লঘু কবে' নেই
বিবহেব ভাবি বস্তা।

দামিনী। সখি সখি!

যামিনী। এ কি? এ যে অলঙ্কাব শাস্ত্রকে বধ কবা।

চপলা। [ কর্ণপাত না কবিয়া গাহিয়া চলিলেন। ]

হেবি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে, খেয়ে নিয়ে
শুই বিবহশয়নে,
পড়ি গে অর্দ্ধ-মুদিত-নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

দামিনী। সখি থাক্, আব গাইতে হবে না।

যামিনী। হাঁ আব কাজ নাই। ক্ষান্ত হও।

চপলা। আব এক কলি মাত্র আছে।

[ গীত ]

নিয়ে আয় সখি ববফ—নহিলে মরি
এ মলয়-বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল নাক পতি—
আজ যে মাসেব ২১ এ—
নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই—
বিরহেব এত জ্বালা—মবে' যাই
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই
বাহির করিয়ে দন্ত।

দামিনী। এ গান বসন্তের অবমাননা।

যামিনী। বিবহেব অপবাদ।

চপলা। [ সহসা ] উহু, উহু। [ বক্ষে হাত দিয়া উর্দ্ধমুখে ] মবি যে!—

দামিনী ও যামিনী। কি হয়েছে সখি?

চপলা। [ চীৎ হইয়া পড়িয়া ] ভয়ঙ্কব বিরহ সখি, ভয়ঙ্কর বিরহ। শাস্ত্রে বিবহের কি কি অবস্থা আছে বল, শীগ্ গির শীগ্ গিব সেরে নেই। আমার প্রাণকান্ত যে কখন্ এসে পড়েন ঠিক নেই।

দামিনী ও যামিনী। সমাশ্বসিহি। সমাশ্বসিহি।

চপলা। [ উঠিয়া ] আঃ—বাঁচলেম। কই কান্ত কই? পতি কই? বল সখি কি কর্ত্তে হবে বল—এখন আমি মূর্চ্ছা যাব? না হাস্‌ব? না কাঁদব? না সন্দেশ খাব?

[ গোলাপীব প্রবেশ। ]

গোলাপী। ছোট দিদিমণি! আপনি একবাব বাহিবে আসুন ত।

চপলা। কে—ডাকলে? —উঃ—গোলাপী? ববফ এনেছ?—চল—যাই—ওঃ—

[ উভয়েব প্রস্থান।

দামিনী। তোমাব ভগ্নীটি সত্যই চপলা।

যামিনী। একটু অধিক মাত্রায়।

নির্ম্মলা। ওব হাসি তামাসা ঠাট্টা কবাটাই স্বভাব।

দামিনী। বসন্তেব এরূপ বর্ণনা! যাকে জয়দেব বর্ণনা কবেছেন—ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমলমলয়সমীবে।

যামিনী। মধুকরনিকবকবম্বিতকোকিল-
কূজিতকুঞ্জকুটীবে।

দামিনী। আহা! এই ত বসন্ত।

যামিনী। আহা! এই বকম বসন্তেই ত হয় বিরহ।

দামিনী। এই সময়ে তুমি তোমাব প্রাণপতিকে ছেড়ে আছ কেমন কবে' সখি?

যামিনী। সত্য, সহচবি!

[ হাসিতে হাসিতে চপলাব প্রবেশ। ]

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

নির্ম্মলা। [ চমকিয়া ] কি লা?

চপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—

নির্ম্মলা। হাসিস্ কেন চপলা?

চপলা। হোঃ হোঃ হোঃ—

নির্ম্মলা। হেসে যে গড়িয়ে পড়লি। হয়েছে কি?

চপলা। ফিবিছে।

নির্ম্মলা। কে?

চপলা। মিন্সে।

নির্ম্মলা। কোন্ মিন্সে?

চপলা। স্ত্রীলোকের আবাব ক'টা করে' মিন্সে থাকে! সেই মিন্সে—সাধু ভাষায় মনুষ্য, যে আমাকে বিয়ে কবে'—সাধু ভাষায় পণিগ্রহণ করে'

কৃতার্থ করেছে। এক কথায় আমার স্বামী—হোঃ হোঃ হোঃ।

[হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া প্রস্থান।]

দামিনী। [গম্ভীরভাবে] সখি! আমরা উঠি।

যামিনী। হাঁ উঠি।

নির্ম্মলা। কেন? কেন?

দামিনী। সখি, মনে বড় ব্যথা পেইছি। [উত্থান।]

যামিনী। হৃদয়ে বড় আঘাত পেইছি। [উত্থান।]

নির্ম্মলা। কেন? কেন ভাই?

দামিনী। যখন আমরা প্রেমের চিন্তায় মগ্ন, তখন এইরূপ তোমার ভগ্নীর হৃদয়হীন উচ্চহাস্য।

যামিনী। এই প্রেমের অবমাননা!

নির্ম্মলা। না না, বোস ভাই, চপলের ঐ রকম স্বভাব, সব বিষয়েই হাসি তামাসা।

দামিনী। আর তার উপরে স্বামীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিশেষণপ্রয়োগ। মিন্সে। কোথায় বল্‌বে কান্ত, নাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা না মিন্সে।

যামিনী। কোথায় বল্‌বে জীবনবল্লভ, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, প্রেমকাণ্ডারী, হৃৎসরোজসূর্য্য—না মিন্সে! না সখি। আমরা যাই।

নির্ম্মলা। না না, বোস না ভাই- ওর কথা ধর্ত্তে আছে?

দামিনী। কখন না।

যামিনী। [বক্ষে হাত দিয়া] ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান ও গোলাপীর প্রবেশ।]

গোলাপী। [নির্ম্মলাকে] আপনার জন্যে ছোট জামাইবাবু এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন যে, নিজে একটু পরে আসছেন।

নির্ম্মলা। [সাগ্রহে] কৈ কৈ? [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠারম্ভ ও গোলাপীর প্রস্থান।]

নির্ম্মলা। তাই ত। কথা গুলো ত বড় ভাল ঠেকছে না। কি জানি কেন, আর আমার এখানে একদণ্ডও থাক্‌তে মন সর্‌ছে না। দেখি, তার পরে কি লেখে। [পাঠ] "আমার মানসিক অবস্থার নাকি ছবি তোলা যায় না, তাই পাঠাইতে পারিলাম না। আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা তোমার অনুজ্ঞামত প্রেরিত ছবিতে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে।"- কৈ ছবি ত পাঠায়নি।

[চপলার প্রবেশ।]

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ। এমন কালি ঝুলি মেখে এয়েছে যে চেনবার যো ছিল না। মুখ ধর্চ্ছিল, আর আমি এক চিলিম্‌চি জল তার মাথায় ঢেলে দিইছি।

নির্ম্মলা। চপল, চিঠিতে লিখেছে যে ছবি পাঠিয়েছে। তা কৈ—ছবি কৈ? জিজ্ঞেসা করে আয় ত।

চপলা। যেতে হবে কেন? ঐ যে, অশ্বত্থ-বৃক্ষের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতেছে।

[ইন্দুভূষণের প্রবেশ।]

ইন্দু। [চপলাকে] বেশ! সুন্দর অভ্যর্থনা! হুগলী জেলায় বুঝি মাথায় ঘোলা জল ঢেলে আদর করে?

চপলা। মাথা ঠাণ্ডা করে' দিলাম।

ইন্দু। তা বেশ। [নির্ম্মলাকে] কি দিদিমণি! গোবিন্দবাবুর চিঠি পড়ছেন?—এ যে দিস্তে খানিক।

চপলা। গাধার মোট কি না, অল্প হ'লে ত ডাকেই পাঠাতে পাত্তেন।

ইন্দু। কি কৃতজ্ঞতা! আমি চিঠিখান বয়ে' নিয়ে এলাম, তার বিনিময়ে আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা?

চপলা। সে আর বানাতে হবে কেন?

ইন্দু। কি রকম।

চপলা। বলি' সে ত গোড়াগুড়িই আছ!

ইন্দু। বাঃ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা।

নির্ম্মলা। সেখেনে সব কেমন দেখ্‌লে? তারা সব ভালো!

ইন্দু। তা'রা মানে তিনি, আবার তিনি মানে গোবিন্দবাবু। "ভালো আছেন?" তা আর বলে' কাজ কি? আপনি এসে অবধি তাঁর শরীরের পরিধি যেরূপ দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্র-কলার মত পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তাঁর ষোলকলা পূর্ণ হবে। ভয় নেই। তা ভয় নেইই বা কেমন করে' বলি। [মস্তক কণ্ডুয়ন]

চপলা। কেন?

ইন্দু। না, আর কিছু নয়, তবে তাঁর মধ্যদেশ যেরূপ ক্রমাগত বেলুনের মত স্ফীত হচ্ছে, তা'তে, যদি তিনি ফেটে না যান ত শীঘ্রই আকাশমার্গে উড্ডীন হবেন।

নির্ম্মলা। তোমার তামাসা রাখ দিখি।

ইন্দু। তামাসা!— তবে এই দেখুন তাঁর ছবি। [পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি ছোট ফটো নির্ম্মলার হস্তে দিলেন।]

নির্ম্মলা। [ছবি সাগ্রহে লইয়া ক্ষণেক দেখিলেন ও পরে তাহা স্বতঃই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল।]

চপলা। কৈ দেখি! [ছবি কুড়াইয়া লইয়া এই গোবিন্দবাবুর চেহারা নাকি? এ কি অসভ্য রকম চেহারা! খালি গায়ে!—হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসি হচ্ছে! আবার এক হাতে একটা রেকাবি, আর এক হাতে একটা বুঝি সন্দেশ মুখে দেওয়া হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ ভারি মজার লোক ত। আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে।

ইন্দু। [নির্ম্মলাকে] কি দেখ্‌লেন! যে আপনার বিরহে তিনি ছিন্নমূল মাধবীলতার মত শুকিয়ে যান নি।

নির্ম্মলা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও কেন?

[সবেগে প্রস্থান]

চপলা। দিদিমণি অত দুঃখিত হ'লেন যে?

ইন্দু। বোধ হয় তাঁর স্বামী তাঁর বিরহে মোটা হয়েছেন দেখে। স্ত্রীরা ভাবেন যে তাঁরা নইলে স্বামীদের চলে না। তা যে চলে, তাই শুধু আমি দেখাচ্ছিলাম।

চপলা। তবে তুমি বিয়ে কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? তোমাকে ত আর বাপ মায়ে ধরে' বিয়ে দেইনি

ইন্দু। পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার ক্ষেপে। সে বিয়ে কর্ব্বার আগেই। একটা ক্ষুদ্রবেণীসমন্বিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোলগাল মোলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে সে একটা কাজ করে' ফেলে, যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হয়।

চপলা। তা বটে, তবে সে ক্ষেপামীটা স্ত্রী থাকলেই যায়, স্ত্রী মলেই আবার হয়। গোবিন্দবাবুই তাঁর দৃষ্টান্ত। বরং স্বামী নইলে স্ত্রীর কতক চলে।

ইন্দু। কিসে?

চপলা। কিসে? স্ত্রী বার বছরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে না করে থাক্‌তে পারে। আর পুরুষ ৬০ বছরেও স্ত্রী মলেই আবার বিয়ে না করে' থাক্‌তে পারে না।

ইন্দু। তবে তোমরা প্রথমবারেই বা বিয়ে কর কেন?

চপলা। টাকা রোজগার কর্ব্বার জন্যে একটা স্বামী দরকার, তাই। [কাছে গিয়া ইন্দুর বক্ষঃস্থলে তর্জ্জনী দিয়া মৃদুস্বরে] মোট বইবার জন্য প্রতি ধোপানীরই একটি করে' গাধা থাকে।

ইন্দু। এই গাধাদেরই বুদ্ধিতে তোমরা দু' মুটো খেতে পাও। আমরা নইলে কি তোমাদের চলে সোনার চাঁদ?

চপলা। বটে। আমাদের বুদ্ধিতেই তোমরা করে' খাও। শ্রীকৃষ্ণ সারথি না থাকলে অর্জ্জুনের সাধ্য কি যে যুদ্ধ কত্তেন। আমরা নৈলে তোমাদের কি চলে দন্তমাণিক?

ইন্দু। তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দবাবু। তাঁর চল্‌ছে কেমন করে' মাণিকজোড়?

চপলা। তাঁর বাড়ীতে কি স্ত্রীলোক একেবারেই নেই!

ইন্দু। তাঁর ভগ্নী আছেন বটে!

চপলা। দেখ্‌লে, ফটিকচাঁদ।

ইন্দু। তিনি নইলে কি আর গোবিন্দবাবুর চল্‌ত না?

চপলা। তবে দেখ্‌বে গোপালধন?

ইন্দু। কি?

চপলা। পনর দিনের মধ্যে দিদিমণিকে নিতে লোক আসবে।

ইন্দু। দেখি।

চপলা। তা'লে স্বীকার কর্ব্বে যে বুদ্ধিতে তোমাদের হার?

ইন্দু। হাঁ। আর দিদিমণিরও একটু উপকার হয়।

চপলা। গোবিন্দবাবুকে কিছু বলে' দিতে পারবে না।

ইন্দু। না, আমি তাঁকে কিছু বল্‌ব না।

চপলা। আর তোমারও একটু কাজ কর্ত্তে হবে। আমি নিজেই কর্ত্তাম, যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ থাকত।

ইন্দু। কি ?

চপলা। বেশী কিছু নয়। সদুদ্দেশ্যে দুই একটা সাদা মিছে কথা।

ইন্দু। তথাস্তু। তবে—

চপলা। এখন চল নীচে। [ যাইতে যাইতে ] যা' বলি কর দেখি। তার পর দেখো যা বলিছি তা হয় কি না। হাঃ পুরুষ মানুষগুলোকে এই কড়ে' আঙ্গুলের ওপরে করে' ঘুরাতে পারি।

ইন্দু। [ যাইতে যাইতে স্বগত ] আমাকে ত পার।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

--:০:--

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্ব্বাটী। কাল সন্ধ্যা।
ডাইনে দাঁয়া সহকারে গোবিন্দ একাকী
ফরাসে উপবিষ্ট। ]

গোবিন্দ। [ তবলাতে চাটি দিতে দিতে ] আজ বাদলার দিনে কেউ যে এ-মুখো হচ্ছে না। লোকগুলোর কি বাড়ী থেকে বেরবার নামটি নেই! ইরির জন্যে ত লোকে বিয়ে করে। এসময়ে প্রিয়ার নথ-আন্দোলন মনে পড়ছে, আর আমার প্রাণটা হা হুতাশ করে' উঠছে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে একটা স্ত্রী বিশেষ দরকার।—এই রামা! বেটা ঘুমোচ্ছে—ওরে হতভাগা গুলি-খোর, যণ্ডামার্ক, মুদ্দোফরাস, হাড়ি ডোম

নেপথ্যে। এজ্ঞে যাই।

গোবিন্দ। [ ভেঙচাইয়া ] এজ্ঞে যাই! এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়—শীঘির। কি যে করি, ভেবে পাইনে—ঐ যে গোকুল ভায়া ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। ওহে গোকুল ভায়া এস এস।

নেপথ্যে। না না ও পাড়ায় বিশেষ দরকার আছে।

গোবিন্দ। আরে দূত্তর দরকার।—একটা গান গেয়ে যাও।

নেপথ্যে। আমি গাইতে জানি না।

গোবিন্দ। তবে একটু নেচে যাও।

নেপথ্যে। না না, বাড়ীতে ব্যারাম। ডাক্তার-খানায় যাচ্ছি—

গোবিন্দ। এঃ চলে' গেল।

[ রামকান্তের প্রবেশ ও হুঁকা দিয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। কি করা যায়! স্ত্রীটা ফটো পেয়েও এলো না। এদিকে আমার বুদ্ধিদাত্রী বোনটিও চলে গেল। বলে' গেল যে বসে' থাক না, স্ত্রী তিন মাসের মধ্যেই চলে' আস্‌বে। তা ত আর আসবার কোন লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে না। একখান চিটিই বা লিখ্‌ল কৈ?—ঐ যে বংশী যাচ্ছে—ওহে বংশী! একবার এস না এদিকে।

নেপথ্যে। না না দরকার আছে—

গোবিন্দ। ঈঃ—একেবারে হন্ হন্ করে' চলে' গেল! এ বাদলার দিনে কোথায় একটু কাজের লোকের মত এসে দু ছিলিম তামাক খাবে, তাস পিট্‌বে, একটু হুইস্কি খাবে, দুটো খোসগল্প কর্ব্বে—না সব কুড়ের মত ছাতা মাথায় দিয়ে এ পাড়া ও-পাড়া করে' বেড়াচ্ছে। নাঃ হুইস্কির বোতলটা আনান যাক্।—এই রামা, এই বেটা কুড়ে গাধা।

রামকান্ত। [ প্রবেশ করিয়া মুখ খিচাইয়া ] কি—

গোবিন্দ। "কিঃ?" বেটা যেন নবাব! ফের যদি ও রকম উত্তর দিবি ত লাঠি দিয়ে তোর হাত ভেঙ্গে দেব। যা শীঘির হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আর- আর একটা গেলাস।

[ রামকান্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ এবং
বোতল ও গেলাস দিয়া পুনঃ প্রস্থান ]

গোবিন্দ। [ বোতল খুলিয়া মদিরা ঢালিতে ঢালিতে ] একটু কোম্পানীর উপকার করা যাক্! [ পান করিয়া ] "সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।" এঃ পীতাম্বর যে, আবার সঙ্গে গদাও যে—এস এস ভায়া, এস বাবাজি।

[ পীতাম্বর ও গদাধরের প্রবেশ । ]

গোবিন্দ। হুইস্কির গন্ধ অত দূর থেকে পেয়েছ? আচ্ছা নাক বাবা! কি, পীতু, সব ভাল ত? বলি শশীর খবর কি? তার ভায়ের স্ত্রীটা না কি মারা গিয়েছে! এই রামা—হরিতারণ শ্বশুরবাড়ী এসেছে শুনলাম। তাকে ধরে' নিয়ে আসতে পাল্লে না? সে এবার ভারি মুটিয়েছে! গদা!—শ্যামচাঁদের মাছ খেতে খেতে কাঁটা গলায় বেঁধেছিল যে তা গিয়েছে? এই রামা! দুটো গেলাশ নিয়ে আয়! গোলাপবাবুর বড় মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আহা! তার বয়স কত? ১৫ ১৬ বছর হবে না?—সিদ্ধেশ্বরের কোন খবর টবর পেলে?

পীতাম্বর। তুমি একাই যে সব কয়ে' ফেল্লে হে।

গোবিন্দ। আরে সমস্ত দিনটা কথা কইতে না পেয়ে পেট ফেঁপে মরি আর কি। তোমরা এলে, একটু কথা কয়ে' বাঁচলাম। এই রামা—বেটা নিশ্চয় ফের ঘুমিয়েছে। এই যে—

[ রামকান্তের প্রবেশ ও দুটি গেলাস রাখিয়া প্রস্থান ]

গোবিন্দ। [ মদিরা ঢালিতে ঢালিতে ] আমার সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে, জল দিয়ে খেতে হবে। এ বাদলার দিনে চারটি চাল ভাজতে বল্ব? [ পূর্ণ পাত্র উভয়কে প্রদান। ]

পীতাম্বর। আমরা বেশীক্ষণ বস্ব না। কাজ আছে। [ পান ]

গোবিন্দ। আচ্ছা যা হোক্—পৃথিবী শুদ্ধ লোকের এক দিনেই সব কাজ! তবলাটা রয়েছে একটা গান ধর না হয়।

গদা। না না দেরি হয়ে যাবে। [ পান ]

গোবিন্দ। আরে বসই না।

পীতাম্বর। না না আর না। এখন উঠি।

গদা। বাড়ীতে উত্তম মধ্যমের ভয় আছে ত। [ উত্থান ]

গোবিন্দ। সকলেরই ঐ দশা?

গদা। আরে হাড় জ্বালাতন করেছে। একটু যেতে দেরি হলেই কেঁদে কেটে একটা হাঙ্গামা বাধায়।

গোবিন্দ। তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পার না।

পীতাম্বর। আরে তা'লে কি আর ঘর-সংসার চলে!

গদা। আর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতেই রাখ্‌ব ত বিয়ে না কল্লেই চল্‌ত।

গোবিন্দ। তা একটু পরে যেও'খনি। একটু বসো না।

পীতাম্বর। না না আমার বাড়ীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী পালিয়েছে। স্ত্রীরও অসুখ—শয্যাগত। দেখি এ পাড়ায় হরের মাকে যদি পাই। [ উত্থান ]

গদা। আমারও ঝি পালিয়েছে। বেহাই এয়েছে।—তাই পাঁঠার মাংস আন্তে যাচ্ছি—[ উত্থান ]

গোবিন্দ। পাটার মাংসের সের কত করে?

গদা। আট আনা করে'! আমরা যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। সব শালাই সমান। দেখি খাবা-রের দেরি কত। এই রামা—ফের ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। জ্বালালে। ওরে ষণ্ডামার্ক, চোর, বজ্জাত, হারামজাদা।

[ রামকান্তের প্রবেশ। ]

গোবিন্দ। ফের ঘুমোচ্ছিলি?

রাম। ঘুমোব কেন। আয়েস কর্চ্ছিলাম।

গোবিন্দ। [ সাশ্চর্য্যে ] আয়েস কচ্ছিলি। মনিবের সম্মুখে বল্‌তে লজ্জা করে না! আর তুই কি দিবারাত্রই আয়েস কর্ব্বি? এদিকে আমি ডেকে ডেকে সারা।

রাম। অমন ডাকৃতি নেই। রক্ত মাংসের ধড় ত। সকাল থেকে খ্যাটে খ্যাটে—

গোবিন্দ। বটে! সকাল থেকে কি খেটে ছিস্ বল্।

রাম। এই তামাক ত সাজছিই—সাজছিই তার পর বাজার করা।

গোবিন্দ। তোর আর কাল থেকে বাজার কর্ত্তে হবে না।

রাম। মুই কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে?

গোবিন্দ। কেন! ঝি কর্ব্বে।

রাম। ঝি বাজার কর্ব্বে। তবে মোরে আর মাইনে দিয়ে রাখা কেন? মুই বৈসে বৈসে মুনিবের মাইনে খাতি পার্ব্ব না। একটা ত ধরম আছে।

গোবিন্দ। বেটা এখনি বল্লে 'খেটে খেটে সারা' আবার বলে বসে বসে' মাইনে খেতে পার্ব্ব না। তোর বসে' বসে' খেতে হবে না। তুই তামাক সাজবি।

রাম। আর বাজার কর্ব্বে ঝি। তা লে ঝিই বাড়ীর গিন্নী হল, আর মুই হলাম চাকর।

গোবিন্দ। তুই চাকর নয় ত কি মুনিব? আর ঝিই বাড়ীর গিন্নী হল কিসে? গিন্নীতে বুঝি বাজার করে?—যা দেখে আয় খাবারের দেরি কত—হাঁ, আর আজ কি যে বাজার কল্লি তার ত হিসেবটাও দিলিনে।

রাম। আপনি যে খাচ্ছিলে।

গোবিন্দ। তোর জন্যে কি আমি খাবও না? আর সারাদিনই কি বসে বসে' খাচ্ছি?

রাম। তা বৈ কি। আর তার পরে যে সব দুপরটা বিকেলটা ঘুম দিলে। আর মুই ঘুমোলেই যাত দোষ।

গোবিন্দ। বেটা তুই আর আমি সমান?—কি কি বাজার কল্লি বল।

রাম। [ ট্যাঁক হইতে হিসাব বাহির করিয়া ] এই আলু দু' সের, ৵৹।

গোবিন্দ। কাল যে দু' সের এনিছিলি। ফুরিয়ে গেল?

রাম। তা ফুরোবে না? আপনি ত কচি খোকাটি নও যে দিন এক সের আলুতে হবে।

গোবিন্দ। কচি খোকায় বুঝি দিন এক সের করে আলু খায় আচ্ছা, তার পর?

রাম। ঘি এক সের—২।৵

কইমাছ এক সের—১।৶৵

বেগুন ৪টে—।৴১০

ময়দা এক সের—।৶১০

গোবিন্দ। পাঁঠার মাংস আনিস্ নি?

রাম। আনব না কেন। পাঁটার মাংস দু সের ২৲।

গোবিন্দ। এক টাকা করে' পাঁঠার সের। কাল যে পনর আনা করে' এনিছিলি—

রাম। বাজারের দর কবে বাড়ে, কবে কমে, তার কিছু ঠিকেনা নিশেনা আছে?

গোবিন্দ। দর যে কখন কমল তা ত দেখলাম না—বাড়ছেই।

রাম। আপনার খাওয়াও যে বাড়ছেই।

গোবিন্দ। খাওয়া বাড়ছে বলে' দর বাড়বে? বেটা আমাকে গাধা বোঝাচ্ছে। এখনি গদা বল্লে' গেল, পাঁঠার মাংসের সের ৷৷৹ করে'। কাল থেকে আমি নিজে বাজারে যাব। বেটা আমাকে কেবল ঠকাচ্ছিস্ বোধ হচ্ছে। যা বেটা, বেরো বাড়ী থেকে [ তাড়া করার রাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল ] বেটা আমায় পেয়ে বসেছে।

[ ধোপানীর প্রবেশ। ]

ধোপানী। কাপড়গুলো গুণে নেবা না? কতক্ষণ বসে' আছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আজ রেখে যা, কাল সকালে আসিস।

[ ধোপানীর প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাড়ীর হাঙ্গামও ত কম নয়। আগে বোন্‌টা ছিল, সব দেখত শুনত। তা সেও চলে' গেল। এখন আগের ডবল খরচ হচ্ছে বোধ হয়। তবু ভাঁড়ার নিজে রাখি।

[ বসুই ব্রাহ্মণের প্রবেশ। ]

বসুই ব্রাহ্মণ। বাবু যে তেল দিয়েছিলেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর একটু তেল বের করে' দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই চাবি নেও [ চাবি প্রদান ]। আবার চাবি এখনি দিও যেও। [ বসুই ব্রাহ্মণের প্রস্থান ] নাঃ এরা জ্বালাতন কল্লে। স্ত্রীকে নৈলে আর কোন মতেই চলে না। বিরহের প্রকৃত মর্ম্ম এখন বুঝ ছি।

[ গীত ]

( বেহাগ—ঝাঁপতাল )

বিরহ জিনিষটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি' রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,

রজক আসিয়ে বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও বন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না,
তু' সের কবিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না
বুঝিবে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবিবে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

না: স্ত্রীকে আনতে লোক পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু তা'লে যে সে এসে পেয়ে বসবে। কি কবি!

[ রামকান্তের প্রবেশ। ]

গোবিন্দ। বেটা কি চাস্?

রাম। একখানা চিঠি [ চিঠি প্রদান ]

গোবিন্দ। ডাকের চিঠি দেখ্ছি। এতক্ষণ দিস নি?

রাম। বেভ্যুল হয়ে গিইছিল।

গোবিন্দ। খেতে ত বেভ্যুল হয় না। বেটাকে দিন কতক কেবল বেত দিতে হয়। [ রামকান্তের প্রস্থান ] এ চিঠিখানার খাম খুব বড় দেখ্ছি। আবার ভারি ভারি ঠেকছে। কে লেখে খুলে' দেখি। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও! ইন্দু। ভায়া কি লেখেন দেখা যাক, এঃ কাগজে মোড়া আবার একখানা ছবি। কার? স্ত্রীর নাকি?—বুঝি এটা আমার ফটোর জবাব। দেখি। ঈঃ! এ যে মেলা লোক।—তুটো স্ত্রীলোক আর তুটো পুরুষ। ইনি ত আমার গৃহিণী। মুটোযনি বর° কাহিলই হয়েছে। যাক, বাঁচা গিয়েছে। এত ইন্দু। আর এ মেয়েটি কে? আর এ ছেলেটেই বা কে? এঃ এর একবারে ইংরিজী পোষাক যে! হাতে ছড়ি, মাথায় বিলিতি টুপি। চিঠি খানা পড়ে' দেখি। [ নীরবে পাঠ ] এ্যাঁ! কথাটা ত ভালো নয়। 'ইনি আমার স্ত্রীর ও আপনার স্ত্রীর পুরাতন বন্ধু নাম শ্রীশরৎকুমার হালদার।" দেখি শরৎকুমার হালদার! [ ছবি লইয়া দেখিয়া ] এ আবার আমার স্ত্রীরই চেয়ারের ঠিক পিছনে—এক হাত আবার তার ঘাড়ের উপর!—কথাটা ত ভালো নয়। না, তাকে আনতে এখনি লোক পাঠাতে হচ্ছে। বন্ধুফন্ধু রেখে দাও। এত বন্ধুত্ব ভাল নয়। একেবারে আমার স্ত্রীর ঘাড়ে হাত! এমন ঘরেও বিয়ে করে? উঁহু!—আনতে হচ্ছে। কিন্তু একটু কৌশল করে' আনতে হবে যাতে আসল কারণ টের না পায়। দেখি রামাটার সঙ্গে পরামর্শ করে'। ওকেই পাঠাতে হবে। বেটা চোর বটে, কিন্তু, ওর পেটে পেটে বুদ্ধি। [ কাশিয়া ] এই রাম, ওহে রামকান্ত, ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্ত ও আমার প্রাণাধিক রামকান্ত প্রসাদ!

[ রামকান্তের প্রবেশ ]

রাম। [ মোলায়েম ভাবে ] এজ্ঞে। [ স্বগত ] বাবুর মেজাজ যে ভারি নরম হয়ে গেল!

গোবিন্দ। দেখ রাম, একটা কাজ কত্তে পার বাবা!

রাম। এজ্ঞে আপনি বল্লে আর পার্ব্ব না?

গোবিন্দ। কাজটি অতি সোজা। এমন কি সন্দেশ খাওয়ার চেয়েও সোজা।

রাম। [ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ] তবে নিচ্চয় ভারি খুব সোজা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তবে কি না একটু বুদ্ধি দরকার। তা তোমার বুদ্ধি ত বেশ আছে দেখতে পাই।

রাম। এজ্ঞে। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি কত্তা!

গোবিন্দ। বুদ্ধির জোরেই করে খাচ্ছ নাকি? তা বেশ। খাবে বৈ কি! আর শোন,—তোমাকে দিয়ে সে কাজটি যেমন হবে, আর কাউকে দিয়ে তেমন হবে না।

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তুমি হলে বাড়ীর পুরোণ চাকর। তোমার ক'বছর চাকরি হোল?

রাম। এজ্ঞে পাচ বছর কি কুড়ি বছর হবে।

গোবিন্দ। দূর্—তোর প্রায়—সাত বছর চাকরি হোল। না?

রাম। এজ্ঞে। কষে' নেও।

গোবিন্দ। কষে' নেবো? তোমার বয়স কত হোল বাবা?

রাম। অত বি বক্সা খেয়ায় থাকে? বোধ করি এক কুড়ি হবে।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ। তোর চল্লিশ বছরের এক কাণাকড়িও কম নয়।

রাম। এজ্ঞে তা ঠিক। আপনি কত বল্লে?

গোবিন্দ। এই ৩৭ কি ৩৫ বছর হবে, না?

রাম। সে ক গণ্ডা?

গোবিন্দ। সে খোঁজে তোর দরকার কি—তুই ত আর বিয়ে কত্তে যাচ্ছিস নে যাচ্ছিস নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ তা বিয়ের সাধ যায় মলে'। তা শোন্, যদি তুই আমার এই কাজটা কর্ত্তে পারিস ত তোর বিয়ের খর্চ্চা দিয়ে দেব। দেখ পার্ব্বি?

রাম। [সজোরে] হাঁ খুব পার্ব্ব—

গোবিন্দ। শোন্ তবে। তোর মাঠাকরুণ অর্থাৎ আমার গিন্নি—বুঝলি?

রাম। এজ্ঞে, এর আর শক্তটা কমনে। কি বল্লে বাবু?

গোবিন্দ। বুঝতে পাল্লিনে। তোর মাঠাকরুণ এখন ত তার বাপের বাড়ীতে?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তাকে তোর গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

রাম। [স্বগত] তা লেহ ত মোর মুস্কিল। [প্রকাশ্যে] তিনি যদি না আসে?

গোবিন্দ। তা হলে ছলে বলে কৌশলে নিয়ে আসবি।

রাম। [ভাবিয়া] রাস্তা দিয়ে হেছড়াতে হেঁছড়াতে নিয়ে আসব নাকি?

গোবিন্দ। আরে না। বেটা বুঝেও বুঝবে না। তাকে কোন রকমে ভজিয়ে নিয়ে আসবি। জাস্তে দিবিনে যে আমি তাকে আস্তে পাঠিইছি। বুঝলি? এমন একটা কিছু বানিয়ে বলবি, যাতে সে না এসে আর থাকতে না পারে।

রাম। [ভাবিয়া] তবে বলব যে বাবু কলেরায় মর মর।

গোবিন্দ। উহু। সে চালাকি বুঝতে পার্ব্বে। 'মর মর' বল্লে হবে না।

রাম। তবে বলব, বাবু মরেছে।

গোবিন্দ। দূর বেটা। যা, তোকে দিয়ে হবে না। যদি এটা করে পারতিস বাবা, তা'লে তোকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতাম।

রাম। এ্যা—তবে বলব যে এই বশেখ মাসে বাবুর বিয়ে—

গোবিন্দ। হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক। তোকে দিয়েই হবে। বেশ। বেটার পেটে পেটে বুদ্ধি।

রাম। এজ্ঞে হ্যা। কেবল সেটা তলায় পড়ে থাকে। একটু ঘাঁটিয়ে নিলেই হয়।

গোবিন্দ। ঘাঁটিয়ে নিলেই হয় বুঝি। তবে তুই সকালে যাস। বেশ গুছিয়ে বলবি। কথা টথা আগে থেকে বানিয়ে নিয়ে যাবি বেশ করে'।

রাম। এজ্ঞে।—বকশিশের কথা মনে থাকে যেন কত্তা।

গোবিন্দ। তা থাকবে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান,—হাঁসখালিতে চুর্ণি নদীর ধারে খেয়া-ঘাটের দোকান। কাল অপরাহ্ণ। রামকান্ত, নিতাই ও অর্জ্জুন নামা দুই জন হাঁস-খালিবাসী উপবিষ্ট ও তামাকু সেবনে ব্যস্ত।]

রাম। বলি নেতাই। তোদের গাঁয়ে যে একটা জবর মেয়েমানুষ আছে, তারে চিনিস্ ভাই?

নিতাই। কে সে?

রাম। আরে মুইও ত তাই জিজ্ঞেসা কর্চ্ছিলাম। সেই যে ঐ ঘোষপুকুরের কিনারায় তার বাড়ী। বয়স বছর ১৫।১৬ হবে। নামটা শুনেছি গোলাপী। যেমন নাম তেমনি জবর দেখ্‌তি।

অর্জ্জুন। বুঝিছি বুঝিছি। ও সেই মাইতির মেয়ে।

রাম। কোন্ মাইতি?

অর্জ্জুন। কে জানে কোন্ মাইতি। তার ত এখানে ঘর নয়। কেন, সে তোর কি করেছে?

নিতাই। তারে দেখলি কেমনে?

রাম। [গীত।]

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায়
কাঁকে কলসী নিয়ে।

সে এমনি করে', চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—
ঠিক এ—এইখানে ॥

রাম। তার রং যে বড্ডই ফর্সা
তারে পাব হয় না ভরসা
নিতাই ও অর্জ্জুন। তার রং যে
বড্ডই ফর্সা তারে পাবি
হয় না ভরসা
[ একত্রে ]

রাম। তার জন্যে কচ্ছে রে
মোর প্রাণ আনচান।
নিতাই ও অর্জ্জুন। তার জন্যে
করুক যতই প্রাণ আনচান ॥
[ একত্রে ]

রাম। ও পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে ;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই,শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর, যেন পটল চেরা,
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—
সকলকার সেরা ॥
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ ইত্যাদি ]
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁকা
পায়ে বাঁকা মল ;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল-ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি,
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
এর আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ ইত্যাদি ]।
তার এলো চুলের কিবে বাহার—
আর বলবো কিরে ;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল--
মিথ্যে বলিনি রে ;
মুই মিথ্যে কবা'র নোক নইরে—করিনিও ভুল,
ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই
হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ ইত্যাদি ]।
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
গোল গাল যে তার ঢং ;
আর কি বলব মুই ওরে নেতাই!
কিবে যে তার রং ;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল করে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ ইতাদি ]

নিতাই। তা তার সাথ আর পীরিত্তি করে' কি হবে!

রাম। কেন ওরা ত কৈবর্ত্ত।

অর্জ্জুন। তোর তারে বিয়া কর্ত্তি সাধ গিয়েছে না কি? তা ত হবার যো নেই।

রাম। কেন ওরা কৈবর্ত্ত না?

অর্জ্জুন। কৈবর্ত্ত না কি আর বেরাহ্মণ? ও কৈবর্ত্ত, ওর বাপ কৈবর্ত্ত, আর ওর ঠাকুর্দ্দা—সেও বুঝি কৈবর্ত্ত।

রাম। তবে ওর সাথ মোর বিয়া হবে না কেন?

অর্জ্জুন। আরে ওর যে একটা সোয়ামী আছে। তুই কি ভাবিস্ যে ওর এতদিন বিয়া হয় নি!

রাম। বটে বটে। সে কথাটা ত এতদিন খেয়াল করি নি। ওর যে সোয়ামী আছে!

নিতাই। কোথায় ওর সোয়ামী? সে কি আর আছে? সে নিঃযুশ মরেছে। আজ আট বছর সে ফেরার। বেঁচে থাক্‌লে সে কি আর এতটা দিন আস্‌ত না?

রাম। [ সাগ্রহে ] বটে! তবে ত বিয়া হয়।

অর্জ্জুন। আরে বিধবার কি আর বিয়া হয়?

নিতাই। তা হবে না কেন? ঐ সে দিন কেষ্টনগরে বৈকুণ্ঠবাবুর—

অর্জ্জুন। তার কি আর জাত আছে? সে নতুন আইনে বিয়ে।

রাম। তা জাত না রৈল ত মোব এইটি। মুই তারে লয়ে হ্যাশত্যাগী হতে পারি।

অর্জ্জুন। বটে! এত দূর?

রাম। আরে তার এক চাহনির দাম হাজার টাকা।

অর্জ্জুন। তুই ত তারে বিয়ে কর্ব্ব বলে' ক্ষ্যাপলি,—তবে সে বিয়ে কল্লে ত।

রাম। তাও ত বটে! সেটা ত মুই এত্‌দিনটা ভাবিনি। [ ভাবিয়া ]—তা তাকে রাজি কর্ব্ব।

অর্জ্জুন। তা কর্ব্বি করিস্। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্তিরটা ভাল নয় বলে' রাখ্‌ছি।

রাম। তা মোর স্বভাব চরিত্তিরটাই বা কি এমন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের মত।

নিতাই। তা সে ত আর এ গাঁয়ে নেই।

রাম। [ হতাশভাবে ] এঁ্যা—তবে সে কোতায় ?

নিতাই। সে কোতায় চলে' গিয়েছে।

রাম। তবে! [ পিছন দিকে দুই হাত দিয়া মাদুর ধরিয়া চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। ]

অর্জ্জুন। সে শুনি হুগলি গিয়েছে চাকরি কর্ত্তি।

রাম। [ সোৎসাহে উঠিয়া ] বলিস্ কি! মুইও ত সেথা যাচ্ছিরে। এরেই ত বলে কপাল। [ পরিভ্রমণ। ]

অর্জ্জুন। তারে কি আর সে সহরের মধ্যে ঢুঁড়ে নিতে পার্ব্বি ?

রাম। তা দেখি কি হয়। ভাগ্যিস আজ তোদের দেখা পাইছিলাম ভাই।

নিতাই। মুই উঠি।

অর্জ্জুন। মুইও যাই। তবে রাম ভাই, তুমি বসি বও, মোরা উঠি।

রাম। মুইও যাই। [ নিষ্ক্রান্ত।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

[ স্থান—ভাগীরথীর একটি বাঁধন ঘাট।

কাল—বিকাল। ]

( গোলাপীর প্রবেশ। )

গোলাপী। এই ঘাটে একটু বসে' নেওয়া যাক্। বাপ্ চন্দননগর কি এখেনে? [ ঘাটে উপবেশন ] উঃ পা ধরে' গিয়েছে। দিদিমণি বল্লে থাক্, এক দিন তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব' খনি। তা আমার যেমন গেরো! বল্লাম নিজেই গিয়ে দেখে আসি। খাসা গাড়ী করে' যাওয়া যেত।—বাঃ! ঘাটে কেউ নেই দেখছি। বেশ হাওয়া হচ্ছে।

[ গীত ]

( বেহাগ—আড়খেমটা। )

সে কেন দেখা দিল রে
না দেখা ছিল রে ভালো,
বিজলির মত এসে সে
কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখতে না দেখতে সে
কোথা যে গেল রে ভেসে,
যেন কোন্ মায়া-সরসী
ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশী রে
সুমধুর জ্যোছনা নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে
জ্যোছনায় গেল রে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে
আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে
মিশালো যেন সে আলো।

[ রামকান্তের প্রবেশ। ]

রাম। [ স্বগত ] হাঁ সেই ত বটে। মোর কি কপালের জোর! বাঃ! কি চেহারা, যেন একেবারে কেষ্টনগরের বাদামে গুল্লি! আর গলাই বা কি—যেন শান্তিপুরের খয়ে মোয়া। কি করে' এর সঙ্গে আলাপ সুরু করি? [ ভাবিয়া ] হাঁ হয়েছে। [ প্রকাশ্যে ] হেঁ গা! তোমাদের এ সহরে গরু আছে ?

গোলাপী। [ তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ] হাঁ আছে। কেন ?

রাম। এঁ্যা—এঁ্যা—তাদের কটা করে' শিং ?

গোলাপী। আরে মলো।—গরুর আবার কটা করে' শিং থাকে!

রাম। [ সরিয়া আসিয়া ] এঁ্যা—তাই জিজ্ঞেসা কচ্ছিলাম। [ নিকটে উপবেশন ]

গোলাপী। তা কচ্ছিলে ত কচ্ছিলে। অত কাছে ঘেঁষে বস কেন ?

রাম। এঁ্যা! [ ভাবিয়া ] আর বল্‌ছিলাম, তোমার গলাটি ত খাসা। [ আরও সরিয়া আসিল। ]

গোলাপী। খাসা ত খাসা। তা তোর তাতে কি বিট্‌কেলে মিন্‌সে ?

রাম। না তাই বল্‌ছিলাম। মুই ওস্তাদ মানুষ কি না। সওদাগরেই রতন চেনে।

গোলাপী। আরে! এও ত বড় মন্দ নয়।—ওস্তাদ মানুষ হস্ না হস্ তাতে আমার কি?—অত ঘেঁসে বস্‌লে ভালো হবে না বল্‌ছি।

রাম। আহা রাগো কেন ভাই? তোমার সঙ্গে ত এই নতুন দেখা নয়।

গোলাপী। তোর সঙ্গে আবার আমার কবে দেখা হোল?—আরে মোলো!

রাম। কেন সেই হাঁসখালিতে ঘোষেদের পুকুরের ধারে।

গোলাপী। [স্বগত] এ আমারে চেনে দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] তা হইছিল ত—হইছিল। তা এখেনে কি?

রাম। এখেনে মুই আজ আইছি—যাব নীলরতন চাটুর্য্যের বাড়ী—পথে তোমায় ছাখ্‌লাম, পুরোণ আলাপী নোক—তাই ভাবলাম দুটো কথা কয়ে যাই।

গোলাপী। [স্বগত] এ যে দিদিমণির বাড়ীই যাচ্ছে। [প্রকাশ্যে] সেখেনে কেন যাচ্ছ?

রাম। মোদের মাঠাকরুণকে আন্তি। বাবু পেঠিয়েছে।

গোলাপী। তোর বাবুই বা কে আর তোর মাঠাকরুণই বা কে?

রাম। বাবু কে? তা জানো না! কেষ্টনগরের গোবিন্দ মুখুয্যে! তাঁরে না জানে এমন মাহুষ ক'টা? মোর মাঠাকরুণ তাঁরই ইস্তিরি—নীলরতন বাবুব বড মেয়ে।

গোলাপী। [স্বগত] তবে ত সত্যিই এ বড দিদিমণির শ্বশুরবাড়ীর চাকর। [ভাবিয়া] না, একে চটান হবে না দেখছি।

রাম। ভাবছ কি ঠাকরুণ—একটা গান শুন্‌বা!

গোলাপী। শুনি।

রাম। [গীত] (পূরবী—আড়া।)

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল—
আর সে নিজে বসে বেড়ে, টাকা কড়ির
চিন্তে ছেড়ে—
গাচ্ছিল [উঁচু দিকে মুখ কোরে]—এই
পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া,
হুয়া ক্যা হুয়া, রে ক্যা ক্যা ক্যা।

গোলাপী। [কাণে হাত দিয়া] বাপ রে মোলাম! তোমার আর গাইতে হবে না।

রাম। দেখলে?

গোলাপী। শুন্‌লাম বটে। বেশ গান।

রাম। তবুও সেটা গাই নি।

গোলাপী। সে আবার কোন্‌টা?

রাম। তবে শোন্‌। [গীত ধরিল]

তোরে না হেরে রে মোর—আন্দাজ,
হয় দিনে গড়ে—
বার পঁচিশ চাঁদপানা ঐ মুখখানি
তোর মনে পড়ে।
যেমন মুই উঠি ভোরে,—
পূবে চাই পচ্চিমে চাই, কোথায়
ছাখিনে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে উঠে, ভেউ ভেউ কোরে,
বল্‌তে কি—তখন রে মোর জানটা আর
থাকে না ধড়ে।
যেখন গো বেলা দুকুর—
বেভ্যুল হয়ে দেখছি যেন তোরে আর
সেই পানা পুকুর।
পরে ছাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর,
তেখন মোর ডুক্‌রে ডুক্‌বে
পরাণ যে কেমন করে।
বিকেলে নেশার ঝোঁকে,—
মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পবাণ
দেখছি তোকে
পরে আর, ছাখতি পাইনে সাদা চোখে-
তেখন মোব গলার কাছটা কি যেন রে
এঁট্যে ধরে।
রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মুই ছাখি তোরে, তার পরে
ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস কোরে,
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি
আশ্বিনের ঝড়ে।
বটে তুই থাকিস দূরে,—
থাক্ না তুই পাবনা জেলায়
আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান্ চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জন্তে মোরি মাথার
টনক নড়ে।

রাম। কেমন!

গোলাপী। বেশ!—তোমার এত পীরিত কার সঙ্গে হোল?

রাম। তবে বল্‌ব সত্যি কথাটা?—তোর সাথ গোলাপী, তোর সাথ। যে দিন মুই তোরে, সেই হাঁসখালির ডোবার ধারে দ্যাখিছিলাম, সে দিন থেকে [ করুণস্বরে ] কি বল্‌ব গোলাপী, মুই মরে' বেঁচে আছি। তোর যে কত তল্লাস করিছি, তার আর কি কইব মুই। [ চক্ষু মুছিল ]

গোলাপী। তা আমার সঙ্গে পীরিত করে' কি হবে? আমার যে সোয়ামী আছে।

রাম। মোর কাছে কেন আর ঢাকিস্‌ গোলাপী? তোর স্বামী ত দশ বছর ফেরার। সে কি আর আছে? সে মরেছে।

গোলাপী। তা,' হ'লেও বিধবার কি বিয়ে হয়?

রাম। তা হয় আজকাল নতুন আইনে মুই শুনিছি। মোদের কেষ্টনগরে তা হয়েছে—কি বলে—বিদ্যাসাগরের মতে।

গোলাপী। তা' হ'লে যে জাতে ঠেলা কর্ব্বে লোকে। নইলে তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে আর কি?

রাম। [ আবার করুণ স্বরে ] তা করুক, তোরে নিয়ে আমি দ্যাশত্যাগী হব গোলাপী।

গোলাপী। [ সস্মিতমুখে ] কেন, তোমার এত দিনে বিয়ে হইনি?

রাম। বিয়ে কোথায়? একবার কোন্‌ ছেলেবেলায় হইছিল—সে ভুলে গিইছি। হুঁঃ সে আবার বিয়ে!

গোলাপী। কেন? সে বৌ কোথা?

রাম। আরে রাম! সে আবার বৌ! সে মরেছে।

গোলাপী। কিসে মলো?

রাম। কিসে আবার। অপঘাত।

গোলাপী। কি? বজ্রঘাত?

রাম। বজ্রাঘাত নয় চপেটাঘাত—[ একটু হাসিল; ভাবিল ভারি রসিকতা করিয়াছে। ]

গোলাপী। সে কি রকম?

রাম। এই—তা তোর কাছে আর মুই মিথ্যে কইব কেন? তুই আর মুই এখন ত এক জান। কেবল ধড় আলাদা। তবে যদি তুই কাউকে না বলিস্‌—

গোলাপী। [ সকৌতুহলে ] না কাউকে বল্‌ব না—

রাম। তবে শোন্‌। আমার বিয়ে হয় সুজামুটা পরগণার হিঞ্চিংড়ে গাঁয়ে—কি?

গোলাপী। না একটা পিঁপড়ে। তার পর?

রাম। তার পরে এক দিন কি কথায় মুই তার রগে এক চড় দেলাম। যে দেওয়া, আর সেই সে ঘুরে পড়ল। আর যে পড়া, সেই মরা। মোর শালা বল্লে যে, মোর শ্বশুর পুলিশ ডাক্‌তে গিয়েছে। এই শুনেই মুই চম্পট! কি- চমকালি যে?

গোলাপী। না না। তোমার শ্বশুরের নাম কি?

রাম। গোকুল মাইতি। শালার নাম নীলমণি।

গোলাপী। তোমার নাম?

রাম। মোর আসল নাম বেচারাম। কিন্তু সেই দিন হ'তে মুই নাম ভাঁড়িয়ে হলাম রামকান্ত।

গোলাপী। এ কথা সত্যি?

রাম। তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি। সে বৌ মরেছে। মুই পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়ে কেষ্ট-নগরে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী নকরি নেলাম। নৈলে মোর বাপ বড়মাইনুষ। নকরি না কল্লেও চলে। কি উঠিস্‌ যে গোলাপী! মোরে পুলিশ ধরিয়ে দিবি না কি? না গোলাপী, মুই তোর পায়ে ধরি, ধরিয়ে দিসনে। [ এই বলিয়া সে গোলাপীর পায়ে ধরিতে গিয়া ভুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। ]

গোলাপী। না না ছাড় ছাড়। ধরিয়ে দেব কেন? [ স্বগত ] তবে ত দেখছি এই ত আমার ফেরার স্বামী। [ প্রকাশ্যে ] তুমি যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে চাচ্চ, তা আমি কার মেয়ে, আমার স্বভাব চরিত্র কেমন, এ সব না জেনে এক অজানা অচেনা মেয়ে মানুষকে বিয়ে কর্ব্বা?

রাম। সত্যি কথাটা কি, মুই শুনেছি যে তোর স্বভাব চরিত্তিরটা ভালো নয়। ' তা মোরই বা সেটা এমন কি ভালো? তোরে মুই এমনি ভালো-বাসি যে ও সব ভাববার সময় নেই। তোরে মুই সাদি না কল্লে মোর জান যাবে।

গোলাপী। তুমি এখেনে মাঠাকৃরুণকে নিতে এসেছ। কবে ফিরে যাবা?

রাম। সত্যি কথাটা কি? মাঠাকরুণ বাড়ী

[ রামকান্তের প্রবেশ। ]

রাম। [ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নির্ম্মলাকে ] মাঠাকরুণ! পেন্নাম হই।

নির্ম্মলা। [ চমকিয়া ] কি রাম কোথ্‌থেকে?

প্রমদা। এ আবার কে?

সারদা। [ নির্ম্মলাকে ] তোর শ্বশুরবাড়ীর লোক বুঝি।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ। [ রামকে ] বাড়ীর সব ভালো ত?

রাম। ভাল ত। তবে কর্ত্তা ত রেগে একটা নতুন বিয়ে কর্ত্তি যাচ্ছে।

প্রমদা। বলিস্‌ কি?

সারদা। [ নির্ম্মলাকে ] এ ক্ষেপা না পাগল?

রাম। [ সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া ] তিনি ত আপনারে খবর দিতে চায় না। মুই আপনা থেকে আলাম। ভাবলাম সেটা কি ভাল হয়?

প্রমদা। বলিস্‌ কি? বাবুর আবার বিয়ে?

সারদা। পুরুষগুলোর কি লজ্জা সরম কাণ্ড-জ্ঞান নেই? কবে বিয়ে?

রাম। এই দোসরা বশেখ। বাড়ীতে ঘটা টটা হবে না। কেবল বিয়ে।

প্রমদা। পাত্রী কোথায় ঠিক হোল?

রাম। মেয়েটা ঐ পাবনা জেলায় কি বলে—ঐ এক—কে যে হাকিম আছে—হ্যাঁ হ্যাঁ মহেশ ভশ্চার্য্যির মেয়ে। মেয়েটা দেখ্‌তে যেন মেম।

প্রমদা। বাবু আবার বিয়ে কর্ত্তে গেল কেন?

রাম। তা মুই কি কর্ব্ব? কত মানা কল্লাম। বাবু শোনে না।

প্রমদা। সম্বন্ধ করে' দিল কে?

রাম। ঐ কে—[ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে ] তার নামটা খেয়াল হচ্ছে না। সে—সে দিন তিন ঘণ্টা ধরে' বাবুকে ভজালো। বল্লে, বাবুর এ তিন পরিবারে ত কোন নাতি পুতি হ'ল না। কুল রাখে কে!—মেয়েটা শুনি খুব ফরসা। বাবু তারে দেখেই পুরুত ডেকে দিন ঠিক কল্ল—এই দোসরা বশেখ।

সারদা। আজ কোন্‌ তারিখ। ২০এ চৈত্তির না?

প্রমদা। গায়ে হলুদ এখনো হয় নি? [ নির্ম্মলাকে ] তুমি দিদি কালই চলে' যাও। কথাটা ত ভালো নয়!

নির্ম্মলা। আমি নিজে থেকে প্রাণ গেলেও সেখেনে যেতে পার্ব্ব না। আমি গলায় দড়ি দেব। আত্মহত্যা কর্ব্ব।

প্রমদা। তা স্বামীর বাড়ী ত নিজের বাড়ী। নিজে থেকে গেলেই বা?

সারদা। তা'ও কি হয়! সেই যে ছবি পাঠানো হইছিল? তাই দেখেই বা বেগে মেগে বিয়ে কর্ব্বার মতলব করেছে—কে জানে?

[ চপলার প্রবেশ। ]

নির্ম্মলা। দেখ্‌দিখি চপল তুই কি কর্ত্তে কি কল্লি! সেই ছবি পেয়ে উনি আর এক বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন। এই চাকর নিজে থেকে খবর দিতে এয়েছে। তুই ত সব গোল পাকালি ভাই। [ ক্রন্দনোপক্রম ]

সারদা। জানি ও সব ইস্কুলে পড়া মেয়েদের সবই বিদ্‌ঘুটে।

প্রমদা। একটু পড়তে শিখে ভাবে যেন সংসারে সব জানে। তুইই ত ভাই এই গোলটা পাকালি।

চপলা। [ সস্মিতমুখে ] তুমি কিছু ভেব না দিদিমণি; কিছু গোলযোগ হইনি। [ রামকে ] তোমার নাম রামকান্ত?

রাম। এজ্ঞে!

চপলা। কে আছে এখানে, পুলিস ডাক। শীঘ্যির পুলিস ডাক।

রাম। [ সভয়ে ] এজ্ঞে বাবু বিয়ে কর্ত্তি যাচ্ছে ত মুই কি কর্ব্ব?

চপলা। আমাদের সঙ্গে চালাকি! তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি। তোমার আদত নাম বেচারাম—নয়?

রাম। [ সভয়ে ] এ—এজ্ঞে। কেমনে জান্‌লে?

চপলা। এত দিন ফেরার হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়েছিলে, বটে! তার ওপর আমাদের কাছে মিছে কথা?—বাবুর বিয়ে না? পুলিশ ডাক বল্‌ছি কেউ। ফেরারী আসামী পাওয়া গিয়েছে, ছাড়া হবে না। রোস, তোমার চপ্‌ করে' খাব।

এই কে আছে একে বাঁধ, আর পুলিস ডাক।—বাবুর বিয়ে?

রাম। [কম্পিত দেহে সরোদন স্বরে] এ—এজ্ঞে—না—না—মুই সত্যি বল্‌ছি। মোরে পুলিসে দিও না।

চপলা। এক্ষণি বল্। বাবুর বিয়ে?

রাম। এজ্ঞে না।

চপলা। তবে এক্ষণি মিথ্যে বল্‌ছিলি কেন?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু বল্‌তি বলে' দিইছিল।

চপলা। তোরে এখানে কে পাঠিয়েছে?

রাম! এ --এজ্ঞে বাবু।

চপলা। কেন?

রাম। মা ঠাককণকে নিতি। বাবু কয়ে দিল যে তোর মা ঠাক্‌রুণকে ছল করে' নিয়ে আস্‌তে পারিস্, যাতে মাঠাকরুণ না জান্তি পারে যে বাবুই তারে আন্তি নোক পেঠিয়েছে? মুই বল্লাম, না বাবু মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না। আর মাঠাকুরুণের সাথ চালাকি কি কর্ত্তে পারি, তা বাবু ছাড়ে না। মুই ভাবলাম, রাম মাল্লেও মরিছি, রাবণ মাল্লেও মরিছি। কি করি? বাবু যা বল্লে, তাই কর্ত্তি রাজি হলাম।

চপলা [নির্ম্মলাকে] নেও দিদিমণি হল'!

নির্ম্মলা। [প্রসন্ন] বটে। আমার সঙ্গে এত দূর চালাকি, তাকে একটু জব্দ কর্ত্তে পারিস্ চপল?

প্রমদা। তা'লে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় বটে।

চপলা। সে ভার আমার। তাঁকে বেশ তুই এক চুবনি দেওয়া যাবে' খনি! [রামকে] দেখ্ তোর মুনিবের সঙ্গে একটু তোর চালাকি খেল্‌তে হবে।

রাম। মুনিবের সাম্‌নে মুই মিথ্যে কইতি পার্ব্ব না।

চপলা। ভারি সত্যবাদী! তোর মাঠাকুরুণ সাক্ষাতে সটাং মিথ্যে বল্লি—আর বাবুর সাক্ষাতে মিথ্যে বল্‌তে পারিস্ নে!—নইলে পুলিশে দেব, মনে থাকে যেন।

রাম। [পুনর্ব্বার কম্পিত] এজ্ঞে তবে যা কর্ত্তি কও তাই কর্ব্ব।

চপলা। আচ্ছা কি বল্‌তে হবে, পরে বল্‌ব' খন। এখন যা!

রাম। [যাইতে যাইতে] গোলাপীর শেষে এই কাজ। এখেনে এসে সব কথা ফাঁস ক'রে দিয়েছে। আগে তার সাথে দেখা হোক্। পরে তার সাথে বুঝোপড়া আছে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। [চপলাকে] কি করে' জব্দ করা যায়?

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখোনা তোমার সামনেই তাঁরে বেশ ঘোল খাওয়াব, আর ভেড়া বানাব।

[পটক্ষেপ।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের শয়ন ঘর।
কাল—প্রথমরাত্রি। গোবিন্দ একটা টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।]

গোবিন্দ। বামা বেটার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না যে! বেটা রাস্তায় নিশ্চয় মরেছে। সত্যি সত্যিই স্ত্রীর জন্যে আমার মনটা কেমন কচ্ছে। ইন্দু আজ আবার চিঠি লিখেছে যে, তার আবার হঠাৎ জ্বর-বিকার হইছিল, তবে বাঁচবার আশা এখনও আছে। সত্যি না কি! যা হোক্ তা হোক্, সে এলে বাঁচি। একবার নিজেই যাব নাকি!

[বালকবেশে চপলার প্রবেশ।]

গোবিন্দ। কে হে ছোকরা, কথাবার্ত্তা নেই, তুমি যে একেবারে হন্ হন্ করে' শোবার ঘরের মধ্যে চলে' আস্‌ছ।

চপলা। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া একেবারে কোণে গিয়া ছাতি রাখিয়া বিছানায় উপবেশন] এঃ জুতোটা ভারি আঁটো হয়েছে। এই কে আছিস্—জুতোটা খুলে দে ত—আপনার নাম গোবিন্দবাবু! ভদ্রলোক এল, পান আস্তে বলুন না। না, আমি তামাক খাই না। উঃ! ক্ষিদেও পেয়েছে। এখেনে কে আছে? ঝি, ও ঝি।

[ ঝির প্রবেশ ]

চপলা। দেখ্, এক সের খুব ভালো সন্দেশ, এক পোয়া বাদামতক্তি—যেন পচা না হয়—বাজারের কচুরি আমি খাই না। ঠাকুরকে বল্ যে, শীগ্‌গির খান কুড়িক লুচি ভেজে এনে দেয়। শীঘ্যির চাই। আর আট পয়সার গোলাপী খিলি। [ গোবিন্দকে—ঘরে বোধ হয় ভালো আঁব নেই ? ] গোটা দুই ভালো নেংড়া পাস্ যদি নিয়ে আসিস্।—নতুন উঠেছে টাকায় চারটে করে'—শীঘ্যির নিয়ে আয়। [ গোবিন্দকে—একটা টাকা দেন ত। ] বাঃ! এই বালিসের নীচে টাকা রয়েছে যে। এই নে [ বলিয়া একটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ]

ঝি। এ আবার কে রে? বাবুর সম্বন্ধি বুঝি।

[ টাকা লইয়া প্রস্থান।

চপলা। আপনার বাড়ীটি ত বেশ। ক'টা ঘর? খাসা বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। [ উঠিয়া পরিভ্রমণ ] বাঃ খাসা খোলা ত। দক্ষিণ দিক এইটে না! এখেনে একটা জানালা বসিয়ে নেবেন।

গোবিন্দ। [ তিনি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বালকবেশী চপলাকে দেখিতেছিলেন, এখন বাক্যযন্ত্র পরিচালনক্ষম হইয়া কহিলেন ] আ—আপনার নাম?

চপলা। পশ্চিমদিকেও ছোট একটু বারান্দা আছে দেখ্‌ছি। ওটা কি? বাজার না? এখেন থেকে কলেজ কত দূর? কি? আমার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। আমার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী

গোবিন্দ। [ স্বগত ] চেহারা দেখেও নামটা হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ বলেই বোধ হচ্ছে। বেশ মোলায়েম চেহারা খানি।

চপলা। আপনি বোধ হয় আমার মাথায় এত বড় পাগড়ি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। এ পাগড়ি স্বয়ং আকবর সা—আকবর সার নাম অবশ্যই শুনেছেন—তিনি নিজের হাতে আমার প্রপ্রপ্রপ্রপ্র পিতামহকে কটা 'প্র' হলো! ৬টা ত? তা'লেই হয়েছে—অর্থাৎ আমার এক পূর্ব্বপুরুষকে দিয়ে যান। তার পর ১৭০৭ সালে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আমার প্রপ্র পিতামহের কাছে থেকে রামনগরের যুদ্ধে তাঁরে হারিয়ে এটা কেড়ে নেয়। পরে আর এক যুদ্ধ হয়—সেটা বুঝি রাবণপুর—সেখেনে তিনি আলিবর্দ্দিকে হারিয়ে এটা ফিরে পান। তার পর থেকে এ পাগড়ি বরাবর আমাদের বাড়ীতে আছে! একবার নবাব খাঞ্জা খাঁর এটির প্রতি লোভ হয়। তা নিতে পারেন নি।—আমার প্রপিতামহ রাজা প্রচিদিন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে প্রতাপগড়ে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি হটে' যান। একটা গুলি তাঁর ডান চোখে লাগে, তাতেই তিনি কাণা হয়ে যান। বোধ হয় জানেন, নবাব খাঞ্জা খাঁব এক চোক কাণা ছিল।

গোবিন্দ। [ অন্যমনস্কভাবে ] না, সেটা আমি অবগত নই।

চপলা। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এক বেগম তিনি আমার পিতামহ ৺রামরতন চৌধুরীকে দিয়ে যান। আর একটি বেগমের বিষয় ইতিহাসে কিছু লেখে না।—বাঃ! পান সাজা রয়েছে যে—তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। না, আপনার উঠতে হবে না—আমিই হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। [ একটি পান লইয়া চর্ব্বণ ] বাঃ! সর্ব্বৎও রয়েছে—পানটা আগে খেয়ে ফেল্লাম! আমাব বাড়ী কোথায়, তা জান্তে বোধ হয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। সে শুন্‌লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আমার জন্ম হয় ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে। ম্যাডাগাস্কার কোথায় জানেন? ইটালি বলে' যে একটা সহর আছে, তারই ঠিক একবারে ধারে। উত্তর দিকে।—না না, উত্তরপশ্চিম কোণায়। সেখেন থেকে দেখা যায়। আমার রং তাই এত ফর্সা। সেখানে আমার মা প্রতি বছর একবার করে' যান। সেখেনে এখনও আমাদের একটা বাড়ী আছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ দীনের বাড়ীতে হঠাৎ—

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে এইছি কেন?' কেন' তাতে আপনার আপত্তি আছে? আপনার কাছে একটু প্রয়োজন আছে। বল্‌ছি—হাঁফ জিরিয়ে নেই আগে। যে ঘুরিছি আজ! কোথায় কৃষ্ণনগর, কোথায় হুগলি।—আপনার শ্বশুরবাড়ী হুগলি না? আমি সেখেন থেকেই আস্‌ছি।

আপনার শ্বশুর আমাদের তালুকদার, তা বোধ হয় জানেন ?

গোবিন্দ। না, সেটা এত দিন জানা ছিল না।

চপলা। বাবা আমায় জমীদারী কাজ শেখাবার জন্য বলেছেন যে, আমায় নিজেই খাজনা আদায় কৰ্ত্তে বেরোতে হবে—তাই আমি বেরিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য দেশ দেখে বেড়ান, আর আপনার মত দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা। বাবা ভারি কড়া লোক। খাজনা কারও বাকি থাক্‌বার যো নেই। বাকি হইলেই ডিক্রি জারি। আপনার শ্বশুরালয়ে খাজনা আদায় কৰ্ত্তে গিইছিলাম। তা কাল সেখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে সব খাজনা বকেয়া রয়ে গেল। বাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা, কি করেই বা খাজনা চাই ? কিন্তু এক হপ্তা পরে আবার যেতে হবে। তখন আপনার শ্বশুর খাজনা দিতে না পাল্লে আমার তাঁর নামে ডিক্রিজারী কৰ্ত্তে হবে। বাবার ভারি কড়াক্কড় হুকুম। কি কৰ্ব্ব বলুন !

গোবিন্দ। [ উৎকণ্ঠিত স্বরে ] তাঁর বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বল্‌তে পারেন ?

চপলা। তা ঠিক জানিনে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে শুন্‌ছি।

গোবিন্দ। এঁ্যা ·কোন্‌টি ?

চপলা। তা জানিনে, বড়টি কি ছোটটি। মেটির বিকার হইছিল।

[ ঝির জলখাবার লইয়া প্রবেশ ]

চপলা। এই যে জলখাবার এয়েছে। ঝি, এক গেলাস জল। [ ঝির প্রস্থান ] এখেনে বরফ পাওয়া যায় না ? তা হোক্ [ আহারান্তে ] কিছু মনে কৰ্ব্বেন না। বাঃ এখেনে খাসা জলখাবার পাওয়া যায় ত। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপূরিয়া ফরমাজ না দিলে ভালো পাওয়া যায় না শুনিছি। সঙ্গে দু' হাড়ি নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়। আজ আমি এখেনে থাকব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—আপনার বাড়ীটা আর একটু রাস্তার ধারে হ'ত ত খেতে খেতে রাস্তার লোকের যাতায়াত দেখা যেত। ওটা দেখ্‌তে আমি বড় ভালো বাসি। [ আহার শেষ করিয়া সর্ব্বৎ পান করিয়া পান খাইয়া বিছানায় শয়ন ] আঃ বাঁচা গেল। আমি এই খাটেই শোব'খুনি। আপনি অন্যত্র শোবেন। আপনি ভারি ভদ্রলোক দেখ্‌ছি। আপনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন ? আপনার শ্বশুরের নামে ডিক্রীজারি করা বাবার হুকুম না হ'লে সেটা রহিত কৰ্ত্তাম। আচ্ছা দেখুন, আপনার খাতিরে না হয় এক মাস কাল অপেক্ষা কৰ্ত্তে পারি। তাঁদের বাড়ীতে দুর্ঘটন—আর আপনার মত ভদ্রলোকের শ্বশুর। না, মেয়েটি বুঝি মরে নি। তবে মরমর বটে।

গোবিন্দ। ( সাগ্রহে ) তবে এখনও বেঁচে আছে !

চপলা। হাঁ -মরার দাখিলই। কলকাতার নয়নচাঁদ সাৰ্ব্বভৌমকে চেনেন ! সে ভারি মস্ত কবিরাজ। সে একবার তিন কিলে পিলে আরাম করে' দিইছিল। আবার এক দিন চুণোগলির এক ফিরিঙ্গি রাগে তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেছিল। পরে রাগ পড়লে নয়নচাঁদ সাৰ্ব্বভৌমকে নিয়ে এল। তিনি মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়ালেন—অমনি আরাম—গোর দিতে হলো না। তিনি নাকি এক সাপে কামড়ানর ওষুধ বার করেছেন যে, সাপে কাউকে কামড়ালে সে ওষুধটা সাপের মাথায় বেই দেওয়া, সেই সব আরাম।

গোবিন্দ। [ সবিস্ময়ে ] বলেন কি !

চপলা। আমার ঠাকুর্দ্দাকে একবার একটা বাঘে কামড়িছিল। সমস্ত ধড়টা খেয়ে ফেলেছিল। নয়নচাঁদ কবিরাজ এল, এসে একটা গরুর ধড় লাগিয়ে বেঁধে কি ওষুধ লাগিয়ে দিল, অমনি জোড়া লেগে গেল। আমার ঠাকুর্দ্দা দিন গেলে বরাবর এক সের দেড় সের করে' দুধ দিয়ে এয়েছেন।

গোবিন্দ। না না, তাও কি হয় !

চপলা। আশ্চর্য্য ! যার কাছে এটা বলেছি, সেই অবিশ্বাস করেছে, কিন্তু হিন্দুভৈষজ্য শাস্ত্রে কি সব আশ্চৰ্য্য ওষুধ আছে, তার ত খোঁজ রাখে না।

গোবিন্দ। বটে ! যে বাঘটা খেইছিল, সে বাঘটা কত বড় ?

চপলা। সে বাঘটা ৩০ ফুট লম্বা আর পৌনে দশ ফুট উঁচু। ঠাকুর্দ্দা—সেটাকে যে গুলি মেরেছিলেন, তাতেই ওছট মেরে পড়ে' গিয়ে ধরা

পড়িছিল। এখন সেটা কলকাতায় চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুক্‌তেই ঠিক ডান দিকে।

গোবিন্দ। তবে সে কবিরাজকে আনালে হয়।

চপলা। তা হ'ত। কিন্তু তাঁকে ত আর পাবার যো নেই। তিনি হাওয়া বদলাতে এরা-কানে গিয়েছেন। [ শিষ দিলেন ] [ বেগে রামকান্তের প্রবেশ ও ভূমিতে লুণ্ঠন। ]

[ চপলার প্রস্থান।

রাম। [ ক্রন্দন স্বরে ] বাবু কি হবে! কি হবে!

গোবিন্দ। [ ব্যগ্রভাবে ] কি। কি।

রাম। মোর গিন্নী ঠাকরুণ -ওঃ—[ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ]

গোবিন্দ। গিন্নী ঠাকরুণ কি ?—জ্বরে মারা গিয়েছে বুঝি ? ওঃ! যা ভেবেছি, তাই। ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো! [ ভূতলে পতন ]

রাম। জ্বর-টর রোগ টোগ কিছু হইনি গো, রোগ ত তার ছোট বোনটির মোদের গিন্নী ঠাকরুণ—বাবা রে –কি হ ল রে।—

গোবিন্দ। কি হল, বল্ না শীঘ্যির খুলে।

রাম। তাঁর শরীর ত বেশ ছিল- কিন্তু—

গোবিন্দ। কিন্তু কি ?

রাম। যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিছে করে' বলি গো, মিছে করে' বলি—সে দিন –ওঃ—

গোবিন্দ। সে দিন কি ?

রাম। তাঁর শোবার ঘরে রাতে দুয়োর দিয়ে, আফিঙ গুলে—

গোবিন্দ। খেলে বুঝি। [ বসিয়া পড়িয়া ] ওগো আমার কি হবে গো! কেন মিছে করে' বল্‌তে বল্লাম—

রাম। এজ্ঞে না। আফিং খায়নি।—তবে—

গোবিন্দ। [ উঠিয়া ] খাইনি। আবার তবে কি ?

রাম। আফিঙ গুলে' খানিক ভেবে চিন্তে' সেটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

গোবিন্দ। তবু ভালো। অমন করে' বলে ? ভয়ে আত্মাপ্রাণী শুকিয়ে গিইছিল। [ উঠিয়া গা ঝাড়িলেন। ]

রাম। কিন্তু—

গোবিন্দ। আবার 'কিন্তু কি ?

রাম। সে ঘরে আড়ায় চারগাছ লম্বা দড়ি ঝুল্‌ত। যা'তে বিছানা তোলা থাক্‌ত গো বিছানা তোলা থাকত -

গোবিন্দ। সে দড়ি কি হয়েছে ?

রাম। সে দড়ি খুলে নিয়ে এক সঙ্গে লম্বা করে' বেঁধে —উঃ হুঃ হুঃ—

গোবিন্দ। গলায় দড়ি দিল বুঝি ? [ বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন। ]

রাম। এজ্ঞে না গলায় দড়ি দেই নি—

গোবিন্দ। এ্যাঁ—দেই' নি ? [ উঠিয়া ] তবে কি হল শীঘ্যির বল্।

রাম। সেই দড়িগুলো এক সঙ্গে বেঁধে, তার সিন্ধুক পেট্রাতে কাপড় গহনা পত্তর পূরে, সেগুলো ত কষে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার পর সেগুলো নৈহাটি ইষ্টিশনে একখানা গরুর গাড়ী করে কখন যে পাঠিয়েছে, কেউ জান্তি পারি নি গো—

গোবিন্দ। অ্যাঁ –[ বসিয়া পড়িলেন। ]

রাম। তার পরে সেই যে এক রকা ছোঁড়া তাদের বাড়ী থাকত—তার চেহারাখানা বড় ভালো গো, চেহারাখানা বড় ভালো। তার সঙ্গে এক রাবে—উঃ হুঃ হুঃ হুঃ বাবা রে—

গোবিন্দ। নিরুদ্দেশ বুঝি ? তোরা পিছু পিছু ইষ্টিশনে যেতে পাল্লিনে ?

রাম। যাইনি কি ? উঃ—ভদ্দর লোকের ঘরে---

গোবিন্দ। গিয়ে দেখ্‌লি যে তারা নেই ? ওঃ! যা ভেবেছিলাম তাই। সে হতভাগা ছোঁড়ার চেহারা দেখেই খারাপ মতলব টের পেইছি। [ ক্রন্দন। ]

রাম। এজ্ঞে না। মোরা ইষ্টিশনে গিয়ে দেখি মা ঠাকুরুণ রেল গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—তোরাও উঠতে পাল্লি নে ?

রাম। এ—এ-এজ্ঞে উঠেই ত মাঠাকরুণকে সঙ্গে করে' নিয়ে আলাম। এই যে মাঠাকুরুণ আপনিই আস্‌ছে।

[ এক দিক দিয়া রামকান্তের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া নির্ম্মলার প্রবেশ। ]

নির্ম্মলা। [ মাটিতে পড়িয়া ] ওগো! আমার

স্ত্রী কোথায় গেল গো! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে গো—[উঠিয়া] একবারে যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে? আনতে লোক না কি পাঠাবে না বলিছিলে?

গোবিন্দ। [স্বগত] এ কি সত্যই গৃহিণী স্বয় উপস্থিত, না স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিম্‌স্বিদমিন্দ্রজালম। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। সব বামা বেটার বজ্জাতি দেখছি। ছোকরাটা গেল কোথায়? রামা বেটাই বা গেল কোথায়? [প্রকাশ্যে] তা এ দীনের বাটীতে যে ভবদীয় ব্যক্তির ন্যায় মহতের পদার্পণ হয়েছে—সে আমার ন্যায় হীনজনের *সৌভাগ্য। তবে এ ষড়যন্ত্র কেন?

নির্ম্মলা। তুমিই বা কম কর্নিছিলে কি? তোমার বিয়ে না? কবে? আমরা বরণ টবণ কর্ত্তে এলাম। বৌ কৈ গো!

গোবিন্দ। পাত্রীটি হঠাৎ মারা গিয়েছে।

নির্ম্মলা। বটে!—তোমায় দেখে আতঙ্কে না কি?

গোবিন্দ। [স্বগত] আর চালাকিতে কাজ কি? কার কত দর দৌড় দেখা গিয়েছে। [প্রকাশ্যে] আমারই হার! তোমার জিত। হলো? এই যে ইন্দু যে, আবার ইটি কে?

(ইন্দুভূষণ ও স্ত্রীবেশে চপলার প্রবেশ।)

ইন্দু। তা গোবিন্দ বাবু ঠিক বলেছেন। প্রেমের পাশাখেলায় রমণীদের চিরকালই জিত। এখন আপনার সঙ্গে—আমার নবোঢ়া বুদ্ধিমতী সুন্দরী পত্নী ও আপনার শ্যালিকা চপলা দেবীর আলাপ করে' দেই। চপলা! ইনিই গোবিন্দ বাবু গোবিন্দ বাবু! ইনিই—চপলা। কেমন গোবিন্দ বাবু, আমার স্ত্রীটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী কি না?

গোবিন্দ। [অন্যমনস্ক ভাবে] হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু ওঁর বুদ্ধিমত্তার এখনও পরিচয় পাইনি।

ইন্দু। পেয়েছেন বৈ কি? এখনই যিনি এই বিছানার উপরে হৃদয়নাথ চৌধুরীরূপে অধিষ্ঠিত হইছিলেন, তিনি ইনি ভিন্ন আর কেউ ন'ন।

গোবিন্দ। [যেন আকাশ হইতে পড়িয়া] এঁ্যা—ইনি কি এঁর সহোদরা একটু মাংসটা বিভাগ করে' নিলে হত না।

ইন্দু। এ দাস তাঁর আজ্ঞাবহ। তাই তাঁর আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে যথাক্রমে দুইখানি অলীক সংবাদপূর্ণ পত্র লিখেছি। মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

চপলা। স্বামী! তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তবে আমার তিনটি প্রার্থনা আমার ভগ্নীপতির সম্মুখে জ্ঞাপন করি।

গোবিন্দ। আজ্ঞা করুন। গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ণদ্বয় উচ্চ করিয়া আছেন।

চপলা। প্রথমতঃ নিবেদন- আপনি আপনার ভার্য্যা অর্থাৎ মদ্ভগ্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করুন। কারণ, আমি শপথ-সহকারে বল্‌ছি যে, তিনি আপনার সতী সাধ্বী ও অনুরক্তা স্ত্রী।

গোবিন্দ। তথাস্তু। তবে—

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া] দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য রামকান্তের সম্প্রতি অভৃত্যোচিত ব্যবহার মার্জ্জনা করুন।

গোবিন্দ। তথাস্তু। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

চপলা। তৃতীয়তঃ, আমাদের বন্ধু শ্রীশরৎ-কুমার হালদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। [উচ্চৈঃস্বরে] রামকান্ত ওর্ফে বেচারাম, আর গোলাপী ওর্ফে শরৎকুমার।

(রামকান্তের ও গোলাপীর প্রবেশ।)

চপলা। ইনিই উক্ত শরৎকুমার হালদার, আসল নাম গোলাপী, এ রামকান্তের বহুদিন পূর্ব্বে পরিণীতা ভার্য্যা।

গোবিন্দ। রামা! সত্যি?

রাম। এজ্ঞে, মুনিবের সামনে কি মিথ্যে কইতি পারি—ইনিই মোর ইষ্টদেবতা।

গোবিন্দ। পারিস্‌নে বটে?—তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? বেটা আমার সঙ্গে চালাকি?—লাঠিগাছটা গেল কোথা!

চপলা। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আর, কাকেও সাজা দিতে হয় ত আমাকে দেন।

গোবিন্দ। শ্যালিকার চিরকালই সাত খুন মাফ! আমি যদিও স্বভাবতই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি',

তথাপি দরকার হলেই তৎক্ষণাৎ আবার 'মৃদূনি কুসুমাদপি' হ'তে পারি।

চপলা। গোবিন্দ বাবু স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজে মোটা হওয়া যদিও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার লক্ষণ বলে' আমার বোধ হয় না, তবে আমাদের বিশ্বাস, আপনার নবোঢা স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে—সেটা প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখিনে। স্ত্রী অভিমান করে, স্বামীর কাছে আদর প্রত্যাশা করে বলে'—স্বামীর কর্ত্তব্য নয় যে, অভিমানকে পায়ে ঠেলা। দুর্ব্বল রমণীজাতির অভিমান আর অশ্রু ছাড়া আর কি প্রহরণ আছে?

গোবিন্দ। কেন? সম্মার্জ্জনী। [ নির্ম্মলাকে ] কি বল?

ইন্দু। সে উনি আপনাকে নেহাইৎ আপনার লোক বলেই মারেন—নইলে আমাকে ত আর মার্ত্তে যাননি—

গোবিন্দ। [ নিম্নস্বরে, মস্তক-কণ্ডুয়নসহকারে ] কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাত্রাটা বেশী হয়ে যায় যে—

নির্ম্মলা। কোন্ শালী আর তোমাকে ঝাঁটার বাড়ি মারে!

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম্ম!—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘা দিও! সেটা যে মৌতাত হয়ে গিয়েছে। অমন সঞ্জীবনৌষধিরস নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দজ জিনিস ছাড়্তে আছে?

চপলা। তবে এখন এই বিরহের পালা শেষ করা যাক—

ইন্দু। রাধিকার বিরহ নিয়ে কত কবিতা নাটক ছড়া হলো, কিন্তু এ বিরহটির বিষয় কেউ লেখে না,—এই দুঃখ। দেখি, যদি কেউ এই বিষয়ে একখান নাটিকা লিখ্তে স্বীকার হয়।

চপলা। তবে এখন মঙ্গলাচরণ করে' আপাততঃ পালাটা শেষ করাই বিধেয়।

[ সকলের গীত ]

( সুর বাউল )

পুরোনো হোক ভাল হাজার
হায় গো এমনি কলির বাজার;
মাঝে মাঝে নতুন নতুন নৈলে কারো চলে না।
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার
বল ভালো লাগে কাহার?
আমার ত তা দু'দিন পরে গলা দিয়ে গলে না।

দু চার বর্ষ হ'লে অতীত চাষায় জমি রাখে পতিত;
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও বেশী দিন আর ফলে না।
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
প্রাণটা করে হাফাই হাফাই;
যদিও ঘুমিয়ে থাক্লেও কেউ কিচ্ছুই বলে না?

ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপ্সরা দেখ্লেও তাতে মন টলে না।
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চারবার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

---

যবনিকা-পতন

# চিন্তা ও কল্পনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

# চিন্তা ও কল্পনা

—(:০:)—

## প্রেম কি উন্মত্ততা

—:*:—

এ জীবন এক উৎসবময় নাট্যশালা নহে। সৌন্দর্য্যের চিন্তা ও কবিত্বের স্বপ্নই জীবনের উচ্চ কার্য্য নহে। এ জীবন বসন্তসমীরণোচ্ছ্বসিত, সুধাংশুকর-প্লাবিত, কোমল কুসুমময় উপবন হইবার জন্য মনুষ্যকে প্রদত্ত হয় নাই। এ কবিত্বের এ শোভার মধ্যে, স্থির, দৃঢ়, রুক্ষ, হাস্যহীন, হৃদয়-হীন কর্ত্তব্যকে আরাধনা করিতে হইবে। কর্ত্তব্য—উচ্চ, মহৎ; তাহার আদেশ অলঙ্ঘ্য।

প্রেম কি কর্ত্তব্যের বাধা? সানুরাগ হৃদয়ে কি কর্ত্তব্যের পূজা হয় না? প্রেমী হইলে কি হৃদয় ক্ষীণ, কার্য্যবিবশ হয়? আমি বলিব, 'না'।

অনুরাগ কর্ত্তব্যের শত্রু নহে। বরং অনুরাগই কর্ত্তব্যের প্রাণ। এই শক্তি দ্বারা কর্ত্তব্য পরিচালিত হয়। অনুরাগহীন হৃদয় কর্ত্তব্যের আদর জানে না। তাহার নিকট কর্ত্তব্য শুষ্ক, কঠিন। প্রেমের মূলমন্ত্র আত্মোৎসর্গ—প্রিয়-জনের নিমিত্ত অচিন্তিত, সানন্দ আত্মোৎসর্গ। ইহা না থাকিলে প্রেম সত্য প্রেম নহে—তাহা মৌখিকতা ও অভিনয়। কাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাহার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ তুচ্ছজ্ঞান করা চাই। এ আত্মোৎসর্গ না থাকিলে বলিব—'যাও তুমি প্রবঞ্চক, তোমার ভালবাসা মুখের।' আর এই আত্মোৎসর্গই কর্ত্তব্যের পরিচালিকা শক্তি।

সত্য, অনেকে প্রেমমুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন। কিন্তু কেহ প্রেমের সত্তার নিমিত্ত কার্য্যাক্ষম নহে, প্রেমের অভাবের নিমিত্ত কার্য্যবিবশ ও দুর্ব্বল। এক জনকে ভালবাসে বলিয়া কেহ দুর্ব্বল নহে, অনেককে ভালবাসে না বলিয়া সে অসমর্থ। যেরূপ প্রিয়জনের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ চাই, সেইরূপ বহুর নিমিত্ত প্রিয়জনের উৎসর্গ চাই। এক জনকে ভালবাসিলে, অন্ততঃ তাহার প্রতি কর্ত্তব্যপালন সম্পূর্ণ হয়। বহুজনকে ভাল-বাসিলে এই বিশ্বপ্রেমের চরণে এই সঙ্কীর্ণ প্রেমকে বলি দেওয়া যায়, এই বিশ্বের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য এই সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্য উৎসর্গ করা যায়। কিন্তু কর্ত্তব্যের মূলে এই প্রেম চাই। নহিলে এই কর্ত্তব্যপালন সম্পূর্ণ হয় না।

ইহা নিতান্ত সত্য, যে, এই সঙ্কীর্ণ প্রেম যাহা বিশ্বপ্রেমের নির্ঝরিণী, তাহাই কখন কখন বিশ্বপ্রেমের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই জগতের কিছুই অমিশ্রসুফলপ্রসূ নহে। তাহার জন্য বহির্জগতের বা অন্তর্জগতের প্রতি পদা-র্থেরই উত্তম হইতে মন্দকে বিভিন্ন করিতে হইবে। কানন-রত্ন প্রফুল্ল গোলাপেরও সৌরভ ও সৌন্দর্য্য হইতে কণ্টককে পৃথক্ করিতে হইবে। কণ্টক-ময় বলিয়া কুসুমকে দলিত করিতে হইবে না। তাই প্রেমেরও স্বর্গীয় উপকরণ হইতে এই নিতান্ত পার্থিব-উপাদানকে পৃথক রাখিতে হইবে। প্রেমকে উৎপাটন করিতে হইবে না। যখন প্রেম কর্ত্তব্য-বিরোধী হইবে, তখন সে প্রেমকে বিসর্জ্জন না করিয়া প্রেমের কর্ত্তব্যবিরোধিতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সুখদুঃখময়ী, বহুধর্মোপকরণা পৃথিবীতে অমিশ্রিত উত্তম পদার্থ আশা করা বিড়ম্বনা।

প্রেম পাপ নহে, উন্মত্ততা নহে। পার্থিব ধূলিবিজড়িত হইলেও প্রেম স্বর্গীয় রত্ন, প্রেম হৃদয়ের শিক্ষার প্রথম সোপান, প্রেম অনন্ত-নিঃসৃতা নির্ঝরিণী; ইহার গম্যস্থান দিগন্ত-প্রসারিত বিশ্বপ্রেমসিন্ধু, বা ততোধিক—অনন্ত ঈশ্বর-প্রেম! প্রেমই কর্ত্তব্যসিদ্ধির মন্ত্র মাত্র। বিশ্বের প্রতি কর্ত্তব্যের নিমিত্ত বিশ্বপ্রেম চাই। উচ্চ

কর্ত্তব্যের নিমিত্ত সঙ্কীর্ণ প্রেমকে উৎসর্গ করাতে, কেবল বিশ্বপ্রেমের নিকট সঙ্কীর্ণ প্রেমকে বলি দেওয়া হয় মাত্র, উচ্চ অনুরাগের নিকট সামান্য অনুরাগের উৎসর্গ হয় মাত্র। উচ্চতম প্রেমকে কখন উচ্চতম কর্ত্তব্যের চরণে উৎসর্গ করিতে হয় না।

প্রেম মহতী শক্তি। ইহাই কর্ত্তব্যকে পরিচালিত করে। এ প্রেমের নিকট পার্থিব সকল শক্তি পরাস্ত হয়, কারণ, এ প্রেম স্বর্গীয় শক্তি। এ প্রেম না থাকিলে পূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্যের পূজা হয় না। ভাল না বাসিলে কি প্রকারে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই উচ্চ কার্য্যের আরাধনা করিবে? উচ্চ কার্য্যে স্বার্থত্যাগ চাই। ভাল না বাসিলে এ স্বার্থত্যাগ সম্ভবে না। তাই বলি, জ্বলন্ত অনুরাগ ভিন্ন কর্ত্তব্য সিদ্ধ হয় না। এই অনুরাগ কার্য্যের প্রস্রবণ।

জগতে ক্ষমতাভিলাষ কার্য্যের এক চালিকা শক্তি ক্ষমতা—অপরের উপর অদমনীয় প্রভুত্ব—ইহা অনেকেই বাসনা করে। লব্ধনামা নেপোলিয়ন এই বাসনার কশাঘাতে সকল বাধা বিঘ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জগৎ আলোড়িত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের —ইউরোপের অধীশ্বর হইব, ইংলণ্ড, রুষিয়া, জর্ম্মনি পদতলে বসিয়া সজল নয়নে ভিক্ষা চাহিবে, এই চিন্তায় নেপোলিয়নের হৃদয় বিস্ফারিত হইত, তাঁহার বিশ্ববিকম্পী কার্য্য অনুপ্রাণিত হইত। তাই বলি, এই ক্ষমতাভিলাষ এক প্রবলা শক্তি।

যশোলিপ্সা আর এক মহতী শক্তি। ইহা জগতের বহু স্থলে বিচরণ করে। ইহা বহু উদ্যম ও কার্য্যের প্রাণ। ইহা অপসৃত হইলে অনেক কার্য্য ধূলায় পর্য্যবসিত হয়। এই যশোলালসায় প্রদীপ্তোত্থম মনুষ্য বহু বিপদের সম্মুখীন হয়, বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে। যশ—প্রায় সকল মনুষ্যেরই অভিলাষ। এ শক্তি—মহীয়সী বিস্তীর্ণস্থান ব্যাপিনী। পর্ব্বতসম বাধা ইহার নিকটে পরাজিত হয়, বহু বিভীষিকা ইহার কুহক-দণ্ডের স্পর্শে পলায়ন করে।

কিন্তু ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সার গতি অপ্রতিহত নহে। উহারা সর্ব্বক্ষম নহে। উহারা মৃত্যুর বিভীষিকার সহিত সমরে পরাজিত হয়। ক্ষমতা? —জীবনেই যাহার উদয় ও জীবনেই যাহার অবসান। সীজরের অতুল ক্ষমতা, রোমের সভাগৃহে ব্রুটস ও ক্যাসসের বিশ্বাসঘাতী ছুরিকাঘাতে ছিন্ন হইয়াছিল। সেকেন্দরের ক্ষমতা, বিক্রম, আসিয়াতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর ক্ষমতা কোথায় থাকিবে? আর যশ?—মরণের পর যশের জন্য কয় জন লালায়িত? উল্‌ফ্ (Wolfe) প্রকৃত বীরের ন্যায় সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিলেন। জগতে তাঁহার নাম বিঘোষিত হইল। তিনি কি তাহা জানিলেন? শুনিলেন? অনুভব করিলেন? সে উচ্চ যশোভেরী কি তাঁহার শ্রবণে আহত হইয়াছিল? সে যশে তাঁহার কি সুখ? কি আনন্দ? তবে কয়জন যশের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর? যশোলিপ্সা সর্ব্বত্রগামী নহে, সর্ব্বশক্তি নহে।

কিন্তু অনুরাগের গতি অপ্রতিহত। ইহার শক্তি অদম্য, অনিবার্য্য। অনুরাগ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত নহে। কারণ, অনুরাগ ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সার ন্যায় পরিণামদর্শী নহে। অনুরাগ ভবিষ্যতের গূঢ় অন্ধকার ভেদ করিতে ব্যাকুল নহে। এ শক্তি—মহতী, অপ্রতিহতগতি, বিশ্বব্যাপিনী।

কর্ত্তব্য উচ্চ, মহৎ। অনুরাগ—যথার্থ অনুরাগও উচ্চ, মহৎ। জগতে সকলেরই অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু কয়জন সেই কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ? স্থির, দৃঢ় কর্ত্তব্যের আদর জগতে বিরল। তাহার কারণ কি? এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত অনুরাগ নাই। যে কর্ত্তব্য অনুরাগহীন, তাহা রূঢ়, নিরানন্দ। ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার, বা সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্যে যদি স্নেহ ও অনুরাগ জড়িত না হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য পালিত হইলেও শুষ্ক ও সৌন্দর্য্যহীন। অবিচলিত কর্ত্তব্যপরায়ণতাই ধর্ম্ম নহে। ন্যায়-পালন ও সত্য-পালনই মনুষ্যের আরাধ্য নহে। কর্ত্তব্য সানুরাগ হওয়া চাই। 'ঈশ্বর-নিষিদ্ধ কার্য্য করা পাপ, অতএব তাহা করিব না'—ইহা শুদ্ধ কর্ত্তব্যপরায়ণতা। কিন্তু 'ঈশ্বরকে ভালবাসি, অতএব তাঁহার অনভিপ্রেত কাজ করিব না',—ইহা সানুরাগ কর্ত্তব্য পালন, ইহা উচ্চ স্বর্গীয় ধর্ম্ম। যাহা করিব, তাহা আদেশ না ভাবিয়া যদি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া করি, তাহাই প্রকৃত আদেশ

পালন, তাহাই প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণতা। অনুরাগহীন কর্ত্তব্য শুষ্ক, হীনশোভ, প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় প্রাণহীন। কার্য্য করিতে হইলে কার্য্যকে,—অতএব যাহার জন্য কার্য্য করি, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তবে সে কার্য্য পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। সানুরাগ কর্ত্তব্য দুই জনেরই অতি সুখময়, প্রিয়, আদরের পদার্থ—যে করে তাহার, ও যাহার জন্য কৃত হয় তাহার। নিরনুরাগ কর্ত্তব্য পুষ্পহীন, নিরানন্দ, অরণ্য। সানুরাগ কর্ত্তব্য—পূর্ণজ্যোৎস্নাহসিত শ্যামল উপবন—প্রশান্ত ও সুন্দর। কর্ত্তব্যপালনে আনন্দ আছে, কিন্তু সে কর্ত্তব্য সানুরাগ হইলে শতগুণ আনন্দ। এই আনন্দেই গৌতম ধনমান ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে পারিয়াছিলেন, এই আনন্দে রাম পিতার কঠোর বনবাস-আজ্ঞা সন্তুষ্টচিত্তে বহন করিয়াছিলেন, এই আনন্দ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া ঝান্সীরাণী ও দুর্গাবতী নির্ভীক হৃদয়ে রুধিরাপ্লুত সমরক্ষেত্রে চিরপ্রিয় স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন। এই আনন্দোন্মত্ত হইয়া ম্যাটসিনি বিপদের সহস্র ঝঞ্ঝা, বিষাদ ও নিরাশার কৃষ্ণ ছায়ারাশি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন। এই আনন্দেই ক্রানমার, ল্যাটিমার, জিরোম ( Jerome ) ও হস্ ( Huss ) এবং সহস্র সহস্র উন্মত্ত ধর্ম্মবীর প্রসন্নহৃদয়ে হাস্যমুখে অত্যাচারী রাজার হৃদয়হীন, নিষ্ঠুরতম সজীবদাহরূপ দণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যে জীবন্ত অনুরাগ মহতী শক্তি। ইহার নিকট কঠোরতম যন্ত্রণা, অন্ধতম কারাগার, নিষ্ঠুরতম মৃত্যু পরাস্ত হয়। কর্ত্তব্যও কখন কখন প্রাণত্যাগ করিতে সক্ষম। কিন্তু সানুরাগ কর্ত্তব্য শতগুণ আনন্দে, শতগুণ নির্ভয়ে, প্রাণত্যাগ করে। তাই বলি, কর্ত্তব্য ও অনুরাগ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, উহারা যেন পরস্পরের কর ধারণ করিয়া দুইটি মঙ্গলাভিষিণী দেবীর ন্যায় মানুষের দুঃখময়, বিপদসঙ্কুল জীবনকে বেষ্টন করিয়া থাকে। অনুরাগহীন জীবনের আদর শীঘ্র যেন জগৎ হইতে চলিয়া যায়।

জীবন ?—জীবন ত অনিশ্চিত, অস্থির নিশ্বাস। এখনই বহে, এখনই বহে না, প্রভাতের কুসুম—মধ্যাহ্নেই শুকাইয়া যায়, চপলার ন্যায় কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায়, মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। এ দীপ প্রতি পবনোচ্ছ্বাসেই নিভিতে পারে। ইহারই এত আদর! বিষাদছায়াব্যাপ্ত, দুঃখজরাবসন্ন জীবনের—অশ্রুসিক্তভগ্নকণ্ঠরোদনধ্বনিত কর্ত্তব্যহীন জীবনের কি মূল্য আছে? আইস কর্ত্তব্য ও অনুরাগ! দেবপ্রেরিত স্বর্গীয় দূতদ্বয়! মনুষ্যকে অমরতা শিক্ষা দেও।

মর্ত্ত্য মনুষ্য! জগতের এ বহিরাবরণ উন্মোচন কর। নীচতাময় ক্ষুদ্রতাময়—এ অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেল, দেখ, ভিতরে কি দেবমূর্ত্তি, কি সৌন্দর্য্য প্রতিকৃতি। অন্ধকারের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নাধৌত প্রেমসিন্ধু দেখ—সে অনন্তআলোকিত লহরী। শুন সে গম্ভীর কল্লোল,—মধুর, মধুর। চিরকাল সংসারের গণনা ও তুলনা, পরিমাণ ও পরীক্ষা লইয়া থাকিও না। এ কোলাহলময় গোলক ভেদ করিয়া শুন কেন্দ্রে কি অবারিত, মধুর, সুন্দর, অনন্ত সঙ্গীত। টাইমনের ( Timon ) প্রকৃতি লইয়া বাস করিবার স্থান এ জগৎ নহে। ইহা জ্যোৎস্না-প্রতিভাতহৃদয় জলধি, যাহাতে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস বহে। ভালবাসিতে শিখ, মনুষ্যকে—জগৎকে কর্ত্তব্যকে। এই প্রেম এক সাধনা, স্বর্গীয় আনন্দ তাহার সিদ্ধি। ইহার জন্য তপ আরম্ভ কর। প্রেম উন্মত্ততা নহে। ইহা জীবনের দগ্ধ মরুতে শীতল সরসী। ভাবিও না, প্রেম কার্য্যের প্রতিবন্ধক। প্রেমজড়িত হইলে কার্য্য সুন্দর হইবে, প্রদীপ্ত, উৎসাহময়, আনন্দপূর্ণ হইবে, বৃক্ষের রুক্ষ শাখা পল্লবিত হইবে।

প্রেম উন্মত্ততা নহে। জানিও, জলন্ত অনুরাগই বিশ্ববিপ্লাবী কার্য্যের প্রাণ। এই অনুরাগ না থাকিলে জগতে অনেক মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইত না। এই অনুরাগ না থাকিলে হয় ত ইটালী আজিও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত, আমেরিকায় স্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত না। এই অনুরাগ না থাকিলে ঈশার প্রেমময় উপদেশ জগতে প্রচারিত হইত না, বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ঠুর জগতে আসিত না। অনুরাগ—জলন্ত, স্থির। অনুরাগ উচ্চ কার্য্যের চিরসহচর। অনুরাগ চিরদিন কার্য্যের প্রাণ—আছে ও থাকিবে। যদি জগৎ

হইতে কার্য্যের পরিচালিকা সকল শক্তি অন্তর্হিত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়, এ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে। এ শক্তি অনন্তকালস্থায়ী। পৃথিবী ঘুরে, পূর্ব্বের নক্ষত্র পশ্চিমে যায়, পশ্চিমের নক্ষত্র অস্তমিত হয়। কিন্তু উত্তর আকাশে ঐ ধ্রুবতারা সেইরূপই থাকে নিশ্চল, উজ্জ্বল প্রশান্ত। এই অনুরাগ সেই প্রকার স্থির, অনশ্বর, স্নিগ্ধদীপ্তি। যে দিন এ শক্তি যাইবে, সে দিন কার্য্য বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পশু হইবে, জগতে অরাজকতা আসিবে। তাই বলি, অনুরাগ উন্মত্ততা নহে। অনুরাগ মহৎ, স্বর্গীয়, উচ্চ কার্য্যের মূলমন্ত্র।

আমরা সংসারে 'বিবেচনা' বলিয়া একটি কথা বড় অধিক শুনি। 'বিবেচনা' জ্ঞান পরিণাম দর্শীর প্রিয় শব্দ। তিনি বলিবেন, পরিণাম চিন্তা শুভা, সুফলপ্রসবিনী। অপরিণামদর্শী অবিবেচক পদে পদে বিপন্ন হয়। তবে যে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারে, শুনিতে পাই, সে বড় বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী। জ্ঞানী বলিবেন যে, অপরিণামদর্শী অবিবেচক। প্রেম পরিণাম চিন্তা করে না, শুভাশুভ ভাবনা করে না। প্রেমী প্রিয়পাত্রের জন্য বিচার করিয়া কার্য্য করে না। তাহার সামান্য আয়াস দূর করিবার জন্য সে প্রাণ দিতে পারে। তাহার গৌরবে ও যশে কলঙ্ক দেওয়ার আশঙ্কায় জীবনবিসর্জ্জন তুচ্ছ জ্ঞান করে। বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিবেচক বলিবেন, ইহা সঙ্গত নহে। এ মূল্যবান্, সংসারের বিপণিতে অক্রেয় প্রাণ এক মুহূর্ত্তের ইচ্ছায় বিসর্জ্জন করিতে যাওয়া 'মূঢ়তা', 'অবিবেচনা', 'উন্মত্ততা'। পরিণামদর্শী জ্ঞানী! জানিও, এ রাজ্য তোমার গণনার, তুলনার, স্বার্থশাস্ত্রের রাজ্য নহে। 'বিবেচনা উত্তম, কিন্তু তাই বলিয়া' তাহা যেন অনুরাগের পবিত্র রাজ্যে আসিয়া বিদ্রোহ প্রজ্বলিত না করে।

উন্মত্ততা? জানিতে চাহি না জ্ঞান ও বুদ্ধি, বিবেচনা ও পরিণামদর্শিতা। যখন ঘুমন্ত সুকুমার শিশু নিঃশঙ্কে প্রজ্বলিত কুটীরে শায়িত, তখন আলুলায়িতকেশা, রুদন্তী, পাগলিনীপ্রায়া জননী যে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সেই দাহময় কুটীরে প্রবেশ করে, সে কি উন্মত্ততা? প্রাণের ক্ষুদ্র ভাইকে জলে মগ্নপ্রায় দেখিয়া সন্তরণাক্ষমা ভগিনী রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াও, যদি তাহার জন্য জলে ঝম্প প্রদান করে ও প্রেমভরে তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, সে কি অবিবেচনা? কঠোর রাজাজ্ঞায় কারাগারে অনাহার মরণে দণ্ডিত স্থবির পিতাকে যুবতী দুহিতা, নিজের পরিণাম না ভাবিয়া, যে প্রতিদিন স্বকীয় স্তন্য পান করাইয়া আসিত, সে কি অবিবেচনা ও উন্মত্ততা? জানি না উন্মত্ততা কাহাকে বলে। জানিতে চাহি না, বিবেচনা কাহাকে বলে।

ইহা যদি উন্মত্ততা হয়, তবে বলিব, এ উন্মত্ততা অপার্থিব। এ উন্মত্ততা পবিত্র, স্বর্গীয়। এই উন্মত্ততায় ঈশা নির্ভীকহৃদয়ে, অভীতিকম্পিত শরীরে, স্থির ও প্রশান্তভাবে কীলকবদ্ধ হইয়া লম্বিত হইতে পারিয়াছিলেন। এই উন্মত্ততায় বুদ্ধ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য, ধনরত্ন, পরিজন পরিহার করিয়া অরণ্যে অরণ্যে, দেশে দেশে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই উন্মত্ততায় লিয়নিডস থার্ম্মপলির গিরিসঙ্কটে তাহার মুষ্টিপরিমেয় সৈন্য লইয়া পারস্যের অসংখ্য বিরাটসেনার সম্মুখে গৌরব ময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন। এই উন্মত্ততায় রাজপুতকুলতিলক প্রতাপ তাঁহার সামান্য সেনা লইয়া মোগলের অতুল পরাক্রম তুচ্ছ করিয়াছিলেন। অনুরাগ—ভাইভগিনীর প্রতি, পিতামাতার প্রতি, বন্ধুপ্রণয়িনীর প্রতি। অনুরাগ স্বদেশের প্রতি, বিশ্বমানবের প্রতি।—অনুরাগ কি উন্মত্ততা ও অবিবেচনা? যাও গণনাময়ী বিবেচনা, পরিণামদর্শী জ্ঞান ও বুদ্ধি! যাও, তোমাদিগের সঙ্গী। পার্থিব রাজত্বে যাও এ অনন্ততারাকুসুমিত, গগনোপবন তোমার বিচরণভূমি নহে। জানিও যে, তোমার গণনাময় রাজত্ব হইতে আর এক উচ্চতর, পবিত্রতর, পূর্ণতর রাজত্ব আছে। সে রাজ্য চিরপ্রদীপ্ত, চিরশান্ত, চির বসন্ত সমীর প্লাবিত। সে রাজ্যে তোমার কলুষতা, পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা নাই। সে রাজ্য তোমার স্বপ্নেরও অগম্য স্থান, সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার কি?

বিবেচনা? —মূর্খ নর! এক শক্তি আছে—যাহা সময়ের বিস্তৃত রাজ্যে দূরে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। সে শক্তি অনুরাগ, —গভীর, নিস্তব্ধ,

জ্বলন্ত। আর সব বায়ুসন্তাড়িত ধূলা, অথবা ঘুমন্ত ছায়া। স্পর্শ কর, কিছুই নাই। এক জ্বালাময়ী, ঝঞ্ঝাময়ী শক্তি—যখনই বহে তখনই, প্রতিকূল শক্তিকে উড়াইয়া দগ্ধ করিয়া যায়। এ অনন্তকাল-ব্যাপিনী শক্তি অনন্তক্ষমা। এ শক্তির উপাসক চিরজয়ী, অমর। এ শক্তির আরাধনা বিজয়ের বীজমন্ত্র। এ দৃশ্যমান জগৎ জগতের বহিরাবরণ, প্রাণহীন দেহ। এ শক্তিই তাহার প্রাণ। এ শক্তি নির্ব্বাণ হয় না, যদি হয়, তবে জগতে ধূলা বই আর কিছুই রহিবে না। এই বাহিরের শরীরের মধ্যে এই অবিদিত বোধাতীত প্রাণ প্রধূমিত হইতেছে। যুগের পর যুগে এ শক্তি জ্বলে—বিকট নিনাদে, অদম্য তেজে জ্বলে, জ্বালামুখীর ন্যায় দ্রবীভূত অনল উদ্গার করে। আকাশের নিনাদময় বজ্রের ন্যায় এ শক্তি প্রজ্বলিত ও নিনাদিত হয় ও বাতাস বিশুদ্ধ করিয়া যায়। এ শক্তি অবিদিত যুগযুগান্তরের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসে, অন্তর্জগতে বিপ্লব করিয়া দিয়া আবার যুগের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

সংসার যাহাকে অবতার বলে, সে প্রেমী, মানবের প্রেমমুগ্ধ—তাহা না হইলে সে মানবের হিতার্থ প্রাণপণ করিতে পারিত না। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, ম্যাটসিনি, ওয়াসিংটন, গুরুগোবিন্দ, মিল্টাইডিস্, লিয়নিডিস্, প্রতাপ। ইঁহারা সকলেই প্রেমী। তাঁহারা কেহই বিবেচনা করিয়া, 'তুলনা' ও 'গণনা' করিয়া কাজ করেন নাই। তাহা করিলে তাঁহাদিগের মহা সাধনা সিদ্ধ হইত না, ব্রত উদ্‌যাপিত হইত না। তাঁহারা ভালবাসিতেন,—মনুষ্যকে বা স্বজাতিকে, ও তাহার প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকে। প্রাণোৎসর্গ করিতে হইলে অনুরাগ চাই,—প্রদীপ্ত, স্থির। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিলে কেহ সুখ-স্বচ্ছন্দতা উৎসর্গ করিতে পারিতেন না। যাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া তাহাই করিয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করেন নাই।

পরিণাম? ভবিষ্যৎ?—মূর্খ নর! পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে চাও? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে চাও? দুর্ব্বল! নিজের ক্ষমতার পরিমাণ করিয়াছ কি? আইস, এ অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া কাজ নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, জঙ্গলপূর্ণ, গহ্বরপূর্ণ, অন্ধকার। সবই অনিশ্চিত, নিশ্চিত কেবল মৃত্যু, যাহা অদূরে বিলম্বী বাত্যার ন্যায় নিস্তব্ধভাবে আছে, কখন্ আসিয়া তোমাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে!—কোথায়? কোথায়? মানুষ জানে না, জানিতে সাহসী হয় না। মনুষ্য! নিজের অবস্থা জানিও। এ জীবনের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়, অবোধ! বসিয়া আছ কোথায়? নিবিড় অন্ধকারের মিলনস্থানে—দুই দিকের অনন্ততার সঙ্গমে। পশ্চাতে অজ্ঞেয় তিমিরময় অনন্ত অতীত, সম্মুখে ততোধিক অজ্ঞেয়, তিমিরময়, অনন্ত ভবিষ্যৎ। ক্ষুদ্র জীব! ফলাফল, শুভাশুভ পরিণাম করিতে যাইও না। তোমার যাহা সাধ্য নহে, তাহা করিতে প্রয়াসী হইও না। ভালবাসিতে শিখ। কাহাকে? যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, ন্যায়, সত্য ও সঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে ভালবাস। যাহা ভাল বুঝ, করিয়া যাও। ফলাফল তোমার বিবেচ্য নহে।

প্রেম উন্মত্ততা নহে। প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিলে তবে বিশ্ববিপ্লবী কার্য্য সম্ভবে। ভালবাসিয়া,—মনুষ্যকে ও কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাও। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সাধনা সিদ্ধ হইবে। এই অনুরাগই তোমার ভবিষ্যতের তিমিরে দীপ্ত প্রদীপ—স্থির, স্থির। তাহা লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। শতবার পড়িয়া যাও, শতবার ক্লান্ত হইয়া যাও, ক্ষতি নাই। এ তূরী বাজাও। উড়াও তোমার বিজয়-নিশান।

---

# নূতন ও পুরাতন

—:০:—

'Ring out the old ring in the new'

চাকদহস্থ কোন কৃষকের শ্যামনগরস্থ কোন বন্ধু কোন কার্য্য উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে আসিলে সে কৃষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কি প্রকারে উক্ত গ্রামদ্বয়ের ব্যবধান অতিক্রম করিল। তাহার বন্ধু তাহাতে উত্তর করিল যে, সে চারিগণ্ডা পয়সা ব্যয় করিয়া রেলে চাপিয়া আসিয়াছে।

তাহাতে কৃষক একান্ত আন্তরিক অবজ্ঞা সহকারে কহিল, "দূর বোকা, চারগণ্ডা পয়সা রেলওয়ে কোম্পানীকে দিলি? এই সাড়ে আট ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে মোড়ে ঐ নিতাই ময়রার দোকানে ঐ চারগণ্ডা পয়সার গুড় খেলে কাজ দেখত।" এই উক্তিতে প্রমাণ হয় যে, হয় ইংরাজকৃত বাষ্পীয় যানের প্রতি কৃষকের তাদৃশী ভক্তি ছিল না, নয় ত গুড় তাহার অতীব প্রিয় জিনিষ ছিল।

ইংলণ্ডেও রেল হইবার পূর্ব্বে নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার জন্য বৃহদশ্বদ্বয়সংযুক্ত স্প্রিংওয়ালা মেলকোচের বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে রেল স্থাপিত হইবার সময় মেলকোচম্যানরা অবশ্য এই অদ্ভুত উদ্ভাবনকে বিশেষ বক্র চক্ষে দেখিত না এবং বাষ্পীয়যানের হীনত্ব ও মেলকোচের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সদা-সর্ব্বদাই নিরতিশয় ব্যগ্র রহিত। এক দিন এক জন গাড়োয়ান এক জন ভদ্র লোককে অতি আত্মীয়ভাবে অনেক অকাট্য যুক্তিতে মেলকোচে গমনাগমনের সুবিধা ও রেলে যাতায়াতের অসুবিধা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া যাহা বলিয়া তাহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়াছিল, তাহা এতই সুন্দর ও সরল যে, আমি তাহার মূল ইংরাজিটা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সে শেষে বলিল, 'above all sir the upsetting of trains is a serious matter, Mailcoaches too are upset, I admit sir, but, sir, if a mail coach is upset, why, there you are, but if a train is upset, you don't know where you would be.'

ভাবার্থঃ—সব চেয়ে, দেখুন মহাশয়, রেল উল্টোনর ব্যাপারটা কি শক্ত! হাঁ, মানি মেলকোচও উল্টোয়, কিন্তু যদি মেলকোচ উল্টোয়,—ব্যস! কিন্তু যদি ট্রেণ উল্টোয় ত কোথায় থাকবেন যে, তা বলতে পারেন না।

উক্ত সুন্দর, সরল ও অকাট্য যুক্তিটি ভদ্রলোকটির কাছে খুব উপাদেয় ও বিশদ বোধ হইয়াছিল কি না, জ্ঞাত নহি। কিন্তু এটি সকলে বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে,তথাপি মেলকোচের কার্য্য শেষ হইল, ও রেল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল।

যখন ইংলণ্ডে চক্রহল (wheel plough) ও বাষ্পচালিত হল (steam plough) পূর্ব্বপ্রচলিত চক্রহীন হলের (swing plough) স্থান দখল করিল, প্রচলিত লাঙলের পক্ষপাতী প্রাচীন কৃষক-সম্প্রদায় দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিল যে, 'হাঁ, নূতন লাঙলে সুবিধা বটে, কিন্তু হায়, তাহাতে হল-চালনার হস্তকৌশল চলিয়া যাইবে।' তথাপি, পুরাতন হলের দিন গেল, ও নূতন প্রকারের হল প্রচলিত হইল।

যখন পুরাণ স্কাণ্ডিনেভিয়ান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ইয়ুরোপের উত্তরপশ্চিমাংশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আসিল, তখন এক (Norse) কবি অতি করুণ-স্বরে সেই পুরাতন ধর্ম্মের মৃত্যুগান গাহিয়াছিলেন। গ্রীসীয় ও রোমীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মের অবসানেও পণ্ডিত ও কবি উভয় সম্প্রদায়ই নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তথাপি খৃষ্টের সবল ধর্ম্ম আসিয়া স্বীয় সিংহাসন অধিকার করিল, এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ান গ্রীসীয় ও রোমীয় ধর্ম্ম সমুদয়, তাহাদের কবিত্ব ও রূপকের রাজ্য, তাহাদের সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা লইয়া অস্তমিত হইল।

হার্ম্মিশ আর দৌত্যকার্য্য করেন না। ভিনস্ ও এডোনিস তাঁহাদের প্রেমরাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। থরের বজ্র আছে, কিন্তু থর বিশ্ব-জগতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপে সুকুমার কলার যুগ চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে যে শুষ্কবিজ্ঞান আসিয়া বসিয়াছে, তাহা কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছেন না? হোমরের সমুদ্র-নির্ঘোষ-গম্ভীর দুন্দুভি নিনাদ ও ভার্জ্জিলের প্রবল-মধুর অভ্রভেদী ভেরীধ্বনি, সেক্সপিয়রের মর্ম্মস্পর্শী তরঙ্গায়িত বীণানিক্কণ আজ নীরব। এঞ্জেলোর অদ্ভুত সুন্দর মর্ম্মর-প্রতিমার রচনা, রাফেলের বিচিত্রবর্ণসমাবেশময় অভিরাম চিত্রাঙ্কন, বেটোভনের অপূর্ব্ব হৃদয়োন্মাদি-স্বর্গীয়সঙ্গীতসৃষ্টির যুগ গিয়াছে। তাহার স্থানে লাপ্লাসের জ্যোতিষ ও নিউটনের গণিত, লিনিয়সের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও ডারুয়িনের প্রাণিতত্ত্ব, লাভ্‌য়সিয়রের রসায়ন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শন আসিয়া বসিয়াছে।

শুদ্ধ ইয়ুরোপে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে পুরাতন নূতনকে আসন ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আসীরিয়া গেল, গ্রীস আসিল। গ্রীস গেল, রোম

আসিল। রোম গেল,তাহার স্থলে ফ্রান্স, জার্মাণি, বৃটন আসিল। এসিয়া গেল, ইয়ুরোপ আসিল। আবার ইয়ুরোপ যাইবে, আমেরিকা আসিবে। পৃথিবীময় সর্ব্বত্রই পুরাতন যায়, নূতন আসে।

অসীম ব্যোমের এক প্রান্তে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য জ্বলিয়া উঠে, নিভিয়া যায়; আবার নূতন সূর্য্য অনন্ত ব্যাপ্তির কোন্ সুদূর সীমান্তে জ্বলিয়া উঠে, নিভিয়া যায়। বিচ্যুত সূর্য্যখণ্ড গ্রহ-রূপে পরিণত হয়, গ্রহ নিস্তেজ ও হীনতাপ হইয়া বাসযোগ্য হয় ও তাহাতে অগণ্য উদ্ভিদ্, প্রাণী জন্মে, মরে; আবার জন্মে, আবার মরে; এক জাতীয় প্রাণী চলিয়া যায়—নূতন জাতীয় প্রাণী আসে। ক্রমে গ্রহ স্বয়ং নিস্তাপ হইয়া জীবন-শূন্য হয়, আবার আকাশের সুদূর প্রান্তে নূতন গ্রহ বাসযোগ্য হয় ও ঐ নাটক বিভিন্নাকারে সেখানে অভিনীত হয়।

ভারতেও আবহমান কাল উহাই হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগ গিয়াছে, পৌরাণিক যুগ আসিয়াছে; পৌরাণিক যুগ গিয়াছে, বৌদ্ধযুগ আসিয়াছে; বৌদ্ধযুগ গিয়াছে, তান্ত্রিক যুগ আসিয়াছে।

আদিমনিবাসিরাজত্ব গিয়াছে, আর্য্য-রাজত্ব আসিয়াছে; পরে যথাক্রমে পাঠান, মোগল রাজত্ব গিয়া ইংরাজ-রাজত্ব আসিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঐ একই খেলা চলিতেছে। এক প্রকার শিল্প যায়, অপর প্রকার শিল্প আসে; এক ভাষা যায়, অপর ভাষা আসে, এক ধর্ম্ম যায়, অন্য ধর্ম্ম আসে, এক জাতি যায়, অন্য জাতি আসে; এক প্রাণী যায়, অন্য প্রাণী আসে; এক গ্রহ যায়, অন্য গ্রহ আসে, এক সূর্য্য যায়, অন্য সূর্য্য আসে। পুরাতন যায়, নূতন আসে। এই বিশ্বের অখণ্ড্য নিয়ম।

পরশুরাম অজেয় বীর ও বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে, সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গেলেন। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা দেখাইয়াছেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারেরও নূতন অবতারের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

স্বয়ং পিতা পুত্রের কাছে হারিয়া থাকেন। রাম সসৈন্যে নিজের শিশু পুত্রদ্বয় কুশীলবের কাছে যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। অর্জ্জুন স্বীয় ঔরসজাত বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হইলেন। পুত্রেরা পিতৃগণ হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও পিতার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

এই সত্যযুগেও পুত্রগণ, পিতৃগণ হইতে যে তাঁহারা অভিজ্ঞ, এটি যেন স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করেন, যাহাতে কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

'We call our fathers fool, so wise we grew,
Our wiser sons will doubtless think us so.'

কবি দুঃখ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে পুত্রদিগের ঐ প্রকার বিশ্বাস অপনীত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। ইংরাজেরা প্রচলিত ভাষায় একটি কথা বলিয়া থাকেন—Every dog has its day অর্থাৎ সকলেরই 'এককাল' যায়। পুত্রগণ পিতৃগণকে মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কাল গিয়াছে।

কেন পুরাতন যায় ও নূতন আসে? পুরাতন কেন চিরকাল সমভাবে, বা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া টিকিয়া থাকে না? মানুষ কেন মরে? জাতি বা ধর্ম্ম কেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়? সূর্য্য কেন নিষ্প্রভ হইয়া নিভিয়া যায়?

এক অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে মানুষ জন্মে ও বর্দ্ধিত হয় এবং যৌবনে এই শক্তির চরম বিকাশ হইয়া, গেলে মৃত্যুমুখী হয় ও পরে মরে। যেন প্রস্তর-খণ্ড এক অজ্ঞেয় শক্তি দ্বারা ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইয়া সেই শক্তি অনুযায়ী উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া, মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা নিজ প্রক্ষেপণ-শক্তির ব্যয় হইয়া গেলে আবার অধোগামী হয়। মনুষ্যেরই মত আবার জাতি বা ধর্ম্ম, সঞ্চিত নবশক্তি-প্রভাবে উঠিয়া, যত দূর সম্ভব প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সে শক্তির ব্যয় হইয়া গেলে, অধোগামী হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য কোন প্রাপ্ত তেজে ব্যোম-মার্গে জ্বলিয়া উঠে ও তাহার ব্যয় হইয়া গেলে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া মরিয়া যায়। সর্ব্বত্রই একই কথা বিভিন্নাকারে।—শক্তিসমষ্টির একীভূততায় জন্ম ও তাহার বিকিরণে মৃত্যু।

জানি না, কেন শক্তিসমষ্টি কদাপি কেন্দ্রীভূত

ও কদাপি বিকীর্ণ হয়। জানি না, কেন এ অসংখ্য জন্মমৃত্যু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রতিযুগে, প্রতিবর্ষে, প্রতি-পলে সংঘটিত হইতেছে। জানি না, নিত্য নিয়ত এই পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় প্রত্যেকে কি উদ্দেশ্যসাধন করিতেছে! শুদ্ধ বুঝি যে, ইহা ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের অংশমাত্র ও তাহার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূতত্ত্বে, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে ও প্রাণি-তত্ত্বে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, এই অনন্ত জন্মমৃত্যুতেই পৃথিবী ও সম্ভবতঃ সমস্ত বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এঞ্জিনের পিষ্টনের ( Piston ) এই পুরোগতি ও পশ্চাদ্‌গতিতেই এঞ্জিন ক্রমাগত চলিতেছে।

জানি না, কোথায় এক অন্তর্নিহিত অনন্ত কর্ম্মময়ী এক দুর্দ্দাম আদ্যাশক্তি আছেন—যিনি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে ধীরে সংক্লিষ্টভাবে এইরূপে নিয়ত বিবর্ত্তিত করিতেছেন, ও এই অসীমব্যাপির কোন দূরদেশে অবস্থিত হইয়া এই অলৌকিক ব্যাপার সংঘঠন করিতেছেন। কিন্তু ইহা জানি যে, এ শক্তি অদম্য, এ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, এ বিধি মঙ্গলময়।

সেই আদ্যাশক্তির অনুলঙ্ঘ্য কল্যাণকর নিয়মে নূতন জাতির, নূতন সভ্যতার, নূতন আলোকের সঙ্ঘাতে আজ ভারতবর্ষে পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় হইতেছে। কে এই তীব্র গতি রোধ করিতে পারে?

যখন হিন্দুজাতি এক অদম্য বিরাট ঢেউয়ের মত আর্য্যাবর্ত্তে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছিল, কেহ কি তাহার গতি রোধ করিতে পারিয়াছিল?

আবার যখন মুসলমান জাতি নব ধর্ম্মবলে বলী-য়ান্ হইয়া এক প্রবল ঝড়ের ন্যায় পৃথিবীময় ছাইয়া পড়িয়াছিল, মধ্য ও দক্ষিণ এসিয়া, আফ্রিকা ও সুদূর খ্রীষ্ট-ইয়ুরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের শাণিত অসি সঞ্চালিত করিয়াছিল, সে উন্মত্ত বীর্য্যকে কে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল? আবার যে এখন খ্রীষ্ট-ইয়ুরোপ এক সুদৃঢ় সংযত বিক্রমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারিতেছে?

হিন্দুর নিরীহ নিশ্চেষ্ট ধ্যানরত ধর্ম্মনিষ্ঠা মুসল-মানের অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মোন্মাদের নিকট পরাস্ত হইল। আবার মুসলমানের ধর্ম্মোন্মাদ খ্রীষ্ট-ইংরাজের সংযম, শিক্ষা ও ন্যায়পরতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কোন্ নিয়মানুযায়ী এ কার্য্যপরম্পরা হইল? কেন মুসলমানের কাছে হিন্দুর ও ইংরা-জের কাছে মুসলমানের এই পরাভব হইল? এ পরাভবের অর্থ কি? ইহা কেবল নব শক্তির নিকট পুরাতন শক্তির অনিবার্য্য পরাজয়। শক্তি-ব্যয় হইয়া এক জাতি বা ধর্ম্ম নামিয়া যায়, আর লব্ধ নবশক্তির প্রভাবে এক নূতন জাতি বা ধর্ম্ম উঠে। শুদ্ধ ইহার অর্থ—পুরাতন যায়, নূতন আসে।

এ বিধি যে জগতের পক্ষে মঙ্গলময়, ইহা এই তিন জাতির ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ব এসিয়া যেরূপ বর্ব্বর ও ধর্ম্মহীন ছিল, তাহার জন্য উন্নত, শিক্ষিত, ধর্ম্মানুপ্রাণ আর্য্যজাতির বিস্তার ও সে সভ্যতার পুষ্পস্বরূপ বুদ্ধের জন্ম প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইয়ুরোপের অন্ধযুগে মুসলমানগণ বিদ্যালয়, পুস্তকালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া গ্রীসীয় বিদ্যা ও প্রতিভা ইয়ুরোপ-ময় ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষে আমাদিগের নিশ্চেষ্ট অসাড় ধর্ম্মান্ধতা লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার ইংরাজের ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতির উদয়ে সংযম-শিক্ষা ও ন্যায়ের মহিমা প্রচারিত হইল।

আমাদের পুরাতন চলিয়া গিয়াছে। যে সভ্যতাসূর্য্য দ্বিসহস্র বর্ষ ধরিয়া এসিয়াকে আলো দিয়াছিল, সে সূর্য্য ডুবিয়াছে। শুদ্ধ তাহার গোধূলিমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। তাহাও চলিয়া যাইবে। সে সূর্য্যকে কে ফিরাইতে পারে?

হিন্দু-জাতির জাতীয়ত্ব অনেক কাল গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহার প্রাণ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু হাজার টিকি রাখুন, ফোঁটা কাটুন, ভগবদ্‌গীতার পাতা উল্‌টান, সে কেবল ইংরাজবিদ্বেষিতা বা আপনার জিনিষে মমতার নামান্তর মাত্র। হিন্দু-ধর্ম্মে আসল বিশ্বাস যাহা ছিল, তাহা গিয়াছে। তাহার দৈব উৎপত্তিতে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীনতায়, তাহার নিষ্প্রমাদতায় আন্তরিক বিশ্বাস আমরা হারাইয়াছি। কে তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে?

হিন্দুধর্ম্মে যে আমরা স্বমস্তিষ্ককল্পিত নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমরা বিশ্বাসটি হারাইয়াছি। ইউ-রোপেও বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে আক্রান্ত হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের এইরূপই নূতন অর্থ বাহির করিতেছেন। তাহাতে প্রভূত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য ধীশক্তি এবং গভীর গবেষণা দর্শিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সে লুপ্তবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে পারে না। ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস উৎসের ন্যায় স্বতঃই মাটী ফুঁড়িয়া উঠে, স্বতঃই প্রবাহিত হয়, তাহাকে মাটী খুঁড়িয়া তুলিতে হয় না। যখন চেষ্টা করিয়া বিশ্বাস টানিয়া আনিতে বা ধরিয়া রাখিতে হয়, তখন আর আসল বিশ্বাস নাই। এটি ধর্ম্মের সেই অবস্থা, যাহা কার্লাইল এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—We belive that we believe (অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি বলিয়া যেন আমাদের বোধ হয়।) যখন ধর্ম্মের এই অবস্থা, তখন সেটি তাহার অন্তিম কাল। বিশ্বাস যদি না হারাইয়া থাকি, তবে এ সব ব্যাখ্যা, এ সব যুক্তি, এ সব তর্ক কেন?

সত্য বটে, যে, এই পঞ্চবিংশতি কোটি হিন্দুর মধ্যে এখনও অন্ততঃ বিংশতি কোটি হিন্দু হিন্দুধর্ম্মকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নাকারে অন্তরে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে বিংশতি কোটি অশিক্ষিত।

শিক্ষার বিস্তারের সহিত তাহাদেরও আন্তরিক বিশ্বাস অন্তর্হিত হইবে। নূতনের সহিত তাহার সম্যক্ সংঘাত হয় নাই বলিয়াই তাহা এখনও টিকিয়া আছে।

তবে কি তাহাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া তাহাদের বিশ্বাস অটুট রাখিবে? গৃহের গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া পাশ্চাত্য আলোক ঢুকিতে না দিয়া কি তাহাদের অন্ধকারে রাখিতে চাহ?

হিন্দুরাজত্ব হইলেও হয় ত তাহা কিছুদিনের জন্য সম্ভব হইত ও তাহাতে ইন্দ্রিয়াসক্ত, নীচ-প্রবৃত্তি, অর্থলোলুপ পাণ্ডা ও মোহান্তদিগের উপজীবিকা এখনও কিছু দিন চলিত। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দেশীয়দিগকে পাশ্চাত্যজাতি হইতে তফাৎ রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুর গমন নিষিদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্য জাতি নিজে আসিয়া সবলে এ রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকজাল দেশময় বিস্তার করিল। ঐ তীব্রালোকের ঢেউ এখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া অপ্রতিহতবেগে ও প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে ঘরে ঘরে ঢুকিতেছে। আর এ কত দিন! এখনই দেখিতে পাই যে, শিষ্যেরা আর ব্রাহ্মণসেবা করিতে চাহিতেছে না নিজের স্বার্থসেবায় অধিক মন দিতেছে। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ভক্তির উপর আর নির্ভর না করিয়া উপজীবিকার জন্য চাকুরী করিতে বাধ্য হইতেছে। আর এ কত দিন।

হতভাগ্য ব্রাহ্মণজাতি! ভাবিয়াছিলে কি যে, শূদ্র কর্ত্তৃক বেদপাঠ বন্ধ করিয়া, বিজাতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে জাতিকে তফাৎ রাখিয়া ও জনসাধারণকে প্রতিমাপুত্তলি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া, নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিবে? ঐ দেখ, সেই শূদ্রে শুধু শাস্ত্রপাঠ করিতেছে না, ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সটীক শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছে, সেই ধর্ম্মশত্রু ভিন্নজাতি ঘরে আসিয়া একাধিপত্য করিতেছে ও তোমাকেই চাকর রাখিয়া হুকুম চালাইতেছে। সেই প্রতিমা আজ ভক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শুদ্ধ মদ্যপায়ী বিলাসীর ভড়ং দেখাইবার উপায়স্বরূপমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যদি এত ব্যস্ত না হইয়া, জাতির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, তোমাদের প্রভুত্ব এখনও থাকিত, জাতিও উন্নতির পথে অগ্রসর হইত। উঃ! কি ক্ষমতা তোমাদের হস্তে ছিল ও তাহার কি অপব্যবহারই করিয়াছ! নহিলে তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? অথবা এ জাতির পতন হইবে বলিয়াই তোমাদের ঐ বুদ্ধি আসিয়া জুটিয়াছিল। বুঝি পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্ববুদ্ধি, পূর্ব্বপ্রতিভা হারাইয়া সেই অখণ্ড্য নিয়মে পূর্ব্বমহিমা হইতে অবনত হইয়া নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট, নিরুপায়ভাবে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে? ইয়ুরোপের পোপগণও কাথলিক ধর্ম্মরক্ষার্থে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই নিয়মে কার্য্যপরম্পরা হইয়া থাকে।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মের আন্তরিক বিশ্বাস যে গিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই এবং যতই পাশ্চাত্যশিক্ষা দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, ততই যে জনসাধারণের তাহা যাইবে, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ দেখি না। কিসে বিশ্বাস থাকিবে ?

আমরা দেখিতেছি যে, ব্রহ্মতেজে সগর-বংশ দগ্ধ করা দূরে থাকুক, সামান্য তৃণটি পর্য্যন্ত জ্বালা যায় না, দেয়াশালাই চাই। দৈবশক্তিতে শিলার সেতুবন্ধ করিয়া আর সিংহল বা ব্রহ্মদেশ যাওয়া যায় না, ইষ্টিমার চাই। কামধেনুতে দুবেলা অন্নটি পর্য্যন্ত যোগাইতে পারে না, পরিশ্রম চাই বা অন্ততঃ বাপের বিষয় চাই।

সে দুর্ব্বাসার তেজ, সে কপিলের তপস্যা, সে বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিবেক গিয়াছে। এখনকার ব্রাহ্মণগণ কি আর শুদ্ধ ফোঁটা কাটিয়া, টিকি রাখিয়া, নামাবলি গায়ে দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে সে ভক্তি পাইবেন ? তবে এখনও বিবাহে, শ্রাদ্ধে ও উপবীতে পৌরোহিত্য করিবার জন্য ও ভাত রাঁধিবার জন্য ব্রাহ্মণ দরকার হয় বলিয়া তাঁহারা টিকিয়া আছেন মাত্র। তবে এই রকমে যত দিন কাটে।

পৃথিবীময় একই কথা। যেরূপ চাষা ও মেল কোচমান রেলের অপ্রতিহত বিস্তারে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, যেরূপ প্রবীণ ইংরাজ কৃষক চক্রহীন হলের দিন শেষ হওয়ায় বিলাপ করিয়াছিল, যেরূপ ইয়ুরোপে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের অবসানে কবিগণ কাঁদিয়াছিলেন, এবং যেরূপ ইয়ুরোপে সুকুমার কলার মৃত্যুতে আধুনিক ইয়ুরোপীয় লোক নিরুপায়ভাবে রোদন করেন, আজ বঙ্গের লেখক সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের নিষ্প্রাণ-প্রতিমাকে দেখিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন ও তাঁহাকে যেন জড়াইয়া করুণ ভক্তিস্নেহগদ্‌গদ স্বরে ডাকিয়া কহেন— কোথা যাও, তোমাকে যাইতে দিব না। হায়! তথাপি যাইতে দিতে হয়, তথাপি পুরাতন যায়, নূতন আসে। সন্তানের আর্ত্তনাদ ও প্রতিবেশীর হাহাকার, প্রণয়ীর অন্ধ আলিঙ্গন ও জগৎ কর্ত্তৃক তদ্‌গুণকীর্ত্তন—পুরাতনকে ফিরাইতে বা মৃতদেহে প্রাণ আনিতে পারে না।

পুরাতনের সমাধির উপর এই বিফল ক্রন্দনে কেমন একটু কারুণ্য আছে। পুরাতনের মৃতদেহও, যেন তাহার প্রতি প্রত্যঙ্গ, প্রতি লোমকূপ হইতে সজলদীননেত্রে ভক্ত সন্তানদিগের প্রতি চাহিয়া বলে,— আমাকে ছাড়িও না, আমি এত দিন তোমাদের মানুষ করিয়াছি, অবারিত ধারে স্নেহ দিয়াছি, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছি, আমাকে ধরিয়া রাখো, ছাড়িও না।' কিন্তু হায়, তথাপি ছাড়িয়া দিতে হয়। গভীর ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ করিলেও, বিধাতার সিংহাসনের সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িলেও, এই অটল নিষ্ঠুর নিয়মের চরণে আত্মবলি দিলেও, মৃতদেহে প্রাণ আসে না, পুরাতন ফিরে না। জগতের এমনই হৃদয়হীন নিয়ম যে, নূতনের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

পুরাতন যে বিশুদ্ধ মন্দ, কে বলিবে ? পুরাতনের সহিত কত না সৌন্দর্য্য, কত না সুখ, কত না মহিমা চলিয়া যায়। কত শস্যশ্যামলতা, কত লতানিকুঞ্জ, কত তরুচ্ছায়াপথ এই পুরাতন রাজ্যের সহিত কালের অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায়। কত নক্ষত্রের স্বপ্নরাজ্য, কত স্থিরগাম্ভীর্য্য, কত ঘননীলিমা, কত চন্দ্রালোক রাত্রির সহিত মিলাইয়া যায়। তথাপি রাজ্য সাগরজলে ডুবিয়া যায়—নবরাজ্য সৃষ্ট হয়, রাত্রি যায়, দিন আসে। তথাপি পুরাতন যায়, নূতন আসে।

আহা! পুরাতনের গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যগুলি যদি ধরিয়া রাখিতে পারা যাইত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই উদ্দাম বিকাশের সহিত যদি গ্রীসীয় স্থপতিকার্য্য, ইটালীর ভাস্কর ও চিত্রশিল্প, জর্ম্মাণির সঙ্গীত ও ইংলণ্ডের কবিত্ব মিলাইতে পারা যাইত। পুরাকালের সৌন্দর্য্যবোধ ও মধ্যযুগের নিঃস্বার্থ-প্রেমান্ধতা যদি অদ্যকার একাগ্রতার সহিত একত্রে দ্রবীভূত করা যাইত। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মানুপ্রাণতা যদি অদ্যকার পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত সংমিশ্রিত করা যাইত।

আমরা পুরাতনের জন্য কাঁদি, তাহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখি, ইহা বাঞ্ছনীয়। কারণ, যদি বা তাহার মধ্যে যাহা সুন্দর, উজ্জ্বল ও পবিত্র, তাহার কিছুও ধরিয়া রাখিতে পারি। আর তাহা না পারিলেও এই পুরাতনের স্মৃতি অনেক দুঃখে, দৈন্যে ও দুর্দ্দিনে সান্ত্বনা হইবে। কিন্তু তাই

বলিয়া যেন নূতনকে স্বাগত-সম্ভাষণ দিতে বিস্মৃত না হই। আমরা অগ্রসর হইতে হইতে স্মৃতির স্কন্ধে ভর দিয়া মধ্যে মধ্যে পুরাতনের দিকে চাহিয়া দেখি, সে ভালো। কেন না, অতি বেগে অগ্রসর হইতে গেলে 'পতনের সম্ভাবনা, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য সত্য যেন পিছাইয়া ও সম্মুখের প্রশস্ত আলোকিত জনাকীর্ণ পথ ছাড়িয়া,পশ্চাতের সঙ্কীর্ণতাব, অর্দ্ধান্ধকার ও পরিত্যক্ত পথে ফিরিয়া না যাই।

যদি অদ্য নূতনের আলোক ইয়ুরোপ হইতে আসিতেছে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? একদিন এসিয়া ইয়ুরোপকে আলো দিয়াছিল, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের খাদ্য ও বসন দিয়া 'হাতে করিয়া মানুষ' করিয়াছিল। এখন ইয়ুরোপ না হয় পিতার কাছে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তাহাতে লজ্জা বা অপমান নাই। পরজাত বলিয়া এ অমূল্যধনে—এ অনিচ্ছা, এ অভিমান এ ক্ষোভ কেন?

পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি আমাদের নাই। জগতে কোন কালে, কোন দেশে, কেহ পুরাতনকে ফিরাইতে পারে নাই। গ্রীস পারে নাই; তাহারা তাহাদের পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিয়া সাধারণ ইয়ুরোপীয় নীতি আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের পুরাতন সভ্যতা ও গৌরব, পুরাতন হিন্দুসভ্যতা ও গৌরব হইতে ত ন্যূন ছিল না। তাহারা ত পুরাতনে গৌরব করিয়া বসিয়া নাই। পুরাতনে গৌরব করিয়া যাহারা বসিয়া থাকে, তাহাদের মনে কতক সান্ত্বনা হইতে পারে বটে, কিন্তু দৈন্য ঘোচে না। বরং তাহাদের দৈন্য বাড়িবারই সম্ভাবনা। কারণ, নূতনকে ডাকিয়া না আনিলেও সে আপনিই অনাহূত হইয়া আসে ও উগ্র প্রবল উচ্ছ্বাসে বন্যার ন্যায় প্রবেশ করিয়া পুরাতনের ভগ্ন মন্দিরকে উপাড়িয়া, টানিয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বীয় প্রাচীন সভ্যতার অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকিয়া চীন তাহার "স্বর্গীয় রাজ্য" রক্ষা করিতে পারিল না; জাপান কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা পরাজিত হইল। শুদ্ধ যুদ্ধবিদ্যায় নহে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সর্ব্ববিষয়েই সে হীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

শুদ্ধ জাতিতে কেন, একই দেশে, একই ধর্ম্মে, পুরাতন যায়, নূতন আসে। "কাথলিক" খ্রীষ্টধর্ম্ম আর "প্রটেষ্টাণ্ট" খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকটে তাহার সাবেক প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছে না। আবার "প্রটেষ্টাণ্ট" ধর্ম্ম আধুনিক 'মেটিরিয়ালিসমে'র বিপক্ষে নিষ্ফল অস্ত্র ধারণ করিতেছে। এই ভারতবর্ষেই ধর্ম্মের কত যুগ গিয়া কত নবযুগ আসিয়াছে। কি ভাষায়, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, কি জাতিতে; কি ভূখণ্ডে, কি সৌরজগতে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই একই খেলা চলিতেছে,—পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয়। আমরা কি এই নিরানন্দতার মধ্যে ক্ষীণদেহে, হীনবুদ্ধিতে, হত উদ্যমে, এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিয়মের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া পুরাতনের এই বিভিন্ন বিখণ্ড বিচ্যুত পচনোন্মুখ দেহে প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারিব?—অথবা পুরাতন যে গিয়াছে, সে বিষয়ে কি আমাদের এখনও সন্দেহ আছে? আমরা যে আর উন্নতিশীল জাতি নহি, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম যে বিশ্বাসহীন হইয়া নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ ক্রিয়া-কলাপে পরিণত হইয়াছে, আমাদের যে শাস্ত্র সব অলঙ্ঘ্যভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া জড়, অবরুদ্ধ, ব্যাকরণগত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? জীবন অসাড়তায় নহে, পরিচালনাতেই লক্ষিত হয়, আমরা যে চলৎশক্তিরহিত হইয়াছি এবং কেহ চলিতে চাহিলেও যে রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে কি? কেহ কি বিবেচনা করে যে, আমাদের এখনও উন্নতির অবস্থা? অথবা আমরা কি বিবেচনা করিতেছি যে, এ নূতন সভ্যতা জগতের একটা অস্থায়ী ব্যাপার, ভূমিকম্পের ন্যায় একটা মুহূর্ত্তের নৈসর্গিক ঘটনা? আমরা কি ভাবিতেছি যে, ইহাতে সে বেগ নাই, যাহাতে ইহা একটি স্থায়ী সরিৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এ কি বিধাতার যথেচ্ছারিতা, ক্ষিপ্ততা বা ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নমাত্র? এই উদ্দাম বিকাশ, এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, এই তৎপর মানবহিতৈষিতা ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বা পরদেশ-জয়হেতু এত যুদ্ধের সরঞ্জাম সত্ত্বেও এই অন্তর্নিহিত ন্যায়পরতা, এই বুদ্ধি, এই বিবেক, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই সংযম—এই সকল কি প্রকৃতির বিকারমাত্র?

ইহা কি হিন্দুব নিশ্চেষ্ট, আত্মমোক্ষচিন্তানিবত ধর্ম্মপরায়ণতা ও মুসলমানের অগ্নিনীতিব স্থান অধিকার করিবাব যোগ্য নহে? যিনি ইহা বিবেচনা করেন. তিনি হয আত্মপ্রেমান্ধ নতুবা বিকৃতমস্তিষ্ক।

আমবা উঠিতে চাই ত' নূতন কবিযা গড়িতে হইবে, পুরাতনে আব কত জোড়া দিবে? এ বাড়ী নিতান্ত জীর্ণ হইযাছে, ইহা ভাঙ্গিযা নতন বাড়ী নির্ম্মাণ কবাব প্রযোজন হইবে। সে উদ্যম না থাকে ত এইরূপ পচিতে হইবে। অনেক প্রথা জবাজীর্ণ, শ্লথগ্রন্থি ও সমযেব সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইযাছে। তাহা মেবামত কবিয়া বাখিবার চেষ্টা দস্তবমত বাতুলতা। আব ছাই মেবামতই বা কবিতে চাই কৈ? পুবাতনকেই যে আমবা সাবেক আকাবে খাডা কবিয়া বাখিতে চাহিতেছি।

পুবাতন বিশুদ্ধ উত্তম হইলেও এব' তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইলেও, অন্ততঃ তাহাকে সাবেক আকাবে বাখা আর শ্রেয়ঃ নহে। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন দবকার। অমবাবতী কাহারও বাসস্থান হইলেও পর্য্যটন শিক্ষাপ্রদ, আনন্দময়ী ও স্বাস্থ্যকব। বদ্ধ পুষ্কবিণীব জল অতি নির্ম্মল হইলেও শীঘ্রই কীটপূর্ণ হয়। সর্ব্বোত্তম আসনেও দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল ও অসাড হইয়া যায। হিন্দুধর্ম্মেবও এখন সেই অবস্থা হইয়াছে। অনেক দিন না নাড়িয়া এখন নডা তাহাব পক্ষে দুঃসাধ্য হইযা দাঁড়াইয়াছে। আচাব ও প্রথা উত্তম হইলেও তাহাব মধ্যে মধ্যে পবিবর্ত্তন আবশ্যক :—

"Lest one good custom should corrupt the world."

স্বপ্নেব কাল গিয়াছে, উপন্যাসেব কাল গিয়াছে, অন্ধবিশ্বাসের কাল গিযাছে। বিজ্ঞানেব, তুলাদণ্ডের, কষ্টিপাথবেব, ক্রু সিবিলের কাল আসিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর দিব্য শুভ্র-কিবণে রাত্রির অন্ধকাব প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকা, বঞ্জিত মেঘ ও লোহিত আকাশ অপসাবিত হইয়াছে। ভূত প্রেতের সহিত দেবদৈত্য ও পবীদেব রাজ্যও চলিয়া গিয়াছে। আছে শুদ্ধ নির্মেঘ নির্ম্মুক্ত নীলাকাশ।

নূতনেব অনন্ত আলোক-স্রোত সম্মুখে বহিয়া যাইতেছে। আমবা কি বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া ইহার পানে চাহিয়া থাকিব? উঠিতে হইলে আমাদের এই নূতন আলোক-স্রোতে ঝাঁপ দিতে হইবে।

নতন বিশুদ্ধ উত্তম নহে। কিন্তু পৃথিবীতে কখন কোন সভ্যতাই বিশুদ্ধ উত্তম হয় নাই, হইলে তাহার লোপ পাইবাব কাবণ দেখি না।

প্রতি সভ্যতায় ভাল মন্দ উভযই বিজড়িত আছে। এই মন্দটুকু—যাহা জীবাণুব ন্যায় প্রতি সভ্যতাব শবীবে লুক্কায়িত থাকে, তাহাই সেই সভ্যতাব অবনতিতে তাহাব কালস্বরূপ হইয়া যেন নূতনেব সহিত যডযন্ত্র কবিযা পুবাতনেব বিনাশ সাধন কবে। যখন কোন সভ্যতাই কখনই বিশুদ্ধ উত্তম হয নাই, তখন যে এই নূতন সভ্যতা বিশুদ্ধ উত্তম হইবে—এমন আশা কবাও বৃথা। কিন্তু কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতে বাজ্যশাসন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই ভাল মন্দ ওজন কবিয়া বাছিয়া লইতে হয়। মিল্ বলেন যে, সামাজিক প্রশ্ন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন গণিতেব প্রশ্নের মত নহে, যাহাতে সব সত্যটুকু একদিকে। এ প্রশ্নগুলির উভয় দিকেই ভালমন্দ আছে। তাহাব মধ্য হইতে বিবেচনা কবিয়া বাছিয়া লইতে হয়।

নূতন পুবাতন অপেক্ষা কখনও বা নিকৃষ্টও হয়। সভ্যতা ক্রমাগত উঠে না। ইহা যেন জোয়ারের মত অগ্রসর হয়, অনেক দূব আগাইয়া আসে, আবাব একটু পিছায়, আবার আগাইয়া যায়। এইরূপে সে যেন মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হয়। ইতিহাসে সেই জন্য দেখা যায় যে, অনেক সময়ে একই ঘটনা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নাকারে পুনরাবৃত্ত হয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সভ্যতা চক্রাকাবে ঘুবিতেছে না বা সরল উর্দ্ধগামী হইতেছে না, ইহা আবর্ত্তরেখায় (spiral-lineএ) উঠিতেছে।

তথাপি নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল হউক, মন্দ হউক, এই নূতনের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কাবণ, নূতনে প্রাণ আছে, পুরাতনে প্রাণ নাই, নূতনেই জীবন, পুরাতনে মৃত্যু, নূতনকে ভালদিকে চালাইতে পাব, কিন্তু পুরাতন চলে না।

জগতে সবই ঘুরে। অবিশ্রান্ত পুরাতন যাইতেছে, নূতন আসিতেছে। কেবলমাত্র কেন্দ্রবৎ, মেরুদণ্ডবৎ স্থির থাকে জীবন্ত, জলন্ত, জাগ্রত মহাসত্য। সে সত্যের আদি নাই, বিকার নাই, নাশ নাই। যুগে যুগে এক এক মহাত্মা আসিয়া সেই স্থির মহিমাময় অলোক-প্রতিমার আবরণ অংশতঃ উন্মোচন করেন, বিপুল শ্রমে, মহৎ উদ্যমে, ঐশিক প্রতিভায় তাহার রত্নগুলি অজ্ঞান, অবিদ্যা, কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার অক্ষয়মুকুট রচনা করেন ও বিশুদ্ধ ভক্তিতে, অটল বিশ্বাসে, দুর্দ্দম্য সাহসে, শত্রুর অসিঝনৎকার ও অগ্নিশিখা, ক্রুশ ও কারাগার, দুর্ব্বহ যন্ত্রণা ও আরক্ত হত্যার মধ্যেও তাঁহার প্রবল নির্ভীক সুস্পষ্ট শঙ্খনিনাদে বিশ্ব বিকম্পিত করেন।

সমুদ্রের অন্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কত দেশ মহাদেশ বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া মগ্ন হইয়া যায়; শুদ্ধ পদতলে জলধির নিষ্ফল আস্ফালনের দিকে চাহিয়া উপরে দাঁড়াইয়া থাকে—অচল, অনম্য তুষারকিরীটি তুঙ্গপর্ব্বত শিখর। বায়ুর প্রমত্ত ক্রীড়ায় কত বিতাড়িত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড—সে মহাদৈত্যের উষ্ণ নিশ্বাসবাষ্পের ন্যায় আসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; শুদ্ধ উপরে একই ভাবে চাহিয়া থাকে—স্থির অক্ষুব্ধ অটল নির্নিমেষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃপুঞ্জ। ব্যাপ্তির অনন্ত স্পন্দনে কত সূর্য্য গ্রহ চন্দ্র উদিত হইয়া বিলীন হইয়া যায়; শুদ্ধ কোটি কোটি সৌরজগতের উদয় ও বিলয়ের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি ও ধ্বংসের কোলাহলে অনন্তকাল ও অনন্ত স্থানের সঙ্গমে, ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে—অবিচলিত, অনাদি অবিনশ্বর অখণ্ড্য নিয়ম!

---

# ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক

শিক্ষিত বঙ্গসমাজে যেরূপ একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে—শিক্ষিত বঙ্গীয়ের পোষাকে তদ্রূপ একট বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সকলেই নিজের খামখেয়ালি রকম একটা একটা পোষাক পরিধান করিয়া আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির ও মৌলিকত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

আমাদের জাতীয় পোষাক ধুতি ও চাদর তাহার মধ্যে কত রকম নূতন পরিবর্ত্তন যে ঘটিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

"কারো এক ছুট।
কারো ধুতি উড়োণি, আর পায়ে দীঘ-'বুট';
কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরাণ মোটে
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায়না কোটে;
বিলাতী পিরাণ-কোট কারো চারু অঙ্গে;
কারো আবার 'নেকটাই' কাপড়ের সঙ্গে।

বঙ্গদেশে নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও এবং চাদর-নিবারিণী ইত্যাদি সভাসত্ত্বেও, সাধারণতঃ মূল পোষাকের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধুতি চাদরের উপর বিলাতি সার্ট বা গলা আঁটা কোট এবং পায়ে জুতা মোজা যোগ হইয়াছে মাত্র। ইহাই এখন জাতীয় পোষাক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর এই যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অবস্থা প্রভেদে বাঞ্ছনীয়। শুদ্ধ চাদর বা কম্বল দেহের উপরার্দ্ধের নগ্নতা ঢাকে না এবং জুতা মোজা ও পিরাণ বঙ্গীয়ের পোষাকের কতদূর উপযোগী ও সুবিধার জিনিষ, তাহা শুদ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন, অতি দূর পল্লীগ্রামস্থ একটু সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন কৃষক এবং গেরুয়া-বসন-পরিধেয়ী নূতন সন্ন্যাসীরাও তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লইতেছে।

জাতীয় পোষাকে যে কখন পরিবর্ত্তন হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায় এবং জুতা মোজা ও পিরাণ, ধুতি চাদরের সহিত যেরূপ মিল খাইয়াছে, এবং অবস্থা প্রভেদে উহা যেরূপ দরকারী, তাহাতে উহাতে কাহারো আপত্তি করা সঙ্গত নহে।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য হিসাবে আমার মতে কেবল-মাত্র ধুতি ও চাদরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিরাণ আসিয়া তাহার Statuesqueness এর একটু হানি করিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তিত সমাজে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে গেলে চলে না। সুবিধা ও সভ্যতার হিসাবে পিরাণ জিনিষটা দরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের এখন এরূপ পিরাণ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সে সৌন্দর্য্যটুকু বেশী নষ্ট না হয়।

উপস্থিত পরিবর্ত্তনে একটু অন্যায় ঘটিয়াছে। আমার মতে ধুতির সঙ্গে ক্যফ (cuff) ও প্লেট (plate) ওয়ালা সাট পিরাণ মানায় না। ধুতি চাদরে একটা বেশ মোলায়েম সহজ উদার ভাব আছে, মুড়িয়া সুড়িয়া যেমন তেমন করিয়া পরা যায় বা গায় দেওয়া যায়। তাহার সঙ্গে বিলাতী সার্টের হাতের ক্যফের ও বুকের প্লেটের মোটেই মিল খায় না। তাহাদের কাঠিন্য ও কাটখোট্টা ভাবটা বিশুদ্ধ, আর্য্য, প্রস্তর মূর্ত্তির উপযোগী, ধুতিচাদরের মোলায়েম পাটের (Soid) সহিত খাপ খায় না। ধুতি চাদরের সঙ্গে বেশ একটা মোলায়েম সামঞ্জস্য হয়। ইংরাজের প্লেটের ও ক্যফের উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজী পোষাকে পিরাণের ঐ টুকুই বাহিরে থাকে (পিরাণের নরম অংশটুকু দেখাইবার জন্য নহে,) আর ঐ টুকু ইংরাজী পোষাকের সোজা পৌরুষ পোষাকের সহিত বেশ মানায়। বাঙ্গালী অনুকারক ঐ প্লেট ও ক্যফের অর্থ না বুঝিয়া বিলিতী সাট পুরাপুরি অনুকরণ করিয়াছেন। পুরো অনুকরণ করিতে হয় ত সমস্ত ইংরাজী পোষাকটাই অনুকরণ করিতে হয়। কিন্তু সেটা আবার বাঙ্গালীর রঙের ও নিরীহ স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব বাঙ্গালীর সময়োপযোগী জাতীয় পোষাক—ধুতি চাদর এবং মোলায়েম পিরাণ। পায়ে মোজা দেন বা না দেন, কিন্তু পিরাণ গায়ে দিলে জুতা পায়ে দেওয়া চাই, না হইলে আবার মানায় না। আর চলিতে জুতা জিনিষটা খড়মের চেয়ে সুবিধারও বটে। কিন্তু সে জুতা আবার বুট হইলে বেমানান হইবে; ধুতির সঙ্গে মোলায়েম শূ (shoe) ই বিধেয়। কেহ যদি বলেন, ধুতি-চাদর পোষাকটা অশ্লীল (indecent) ত সে বিষয়ে এ দীন 'মতভেদ ভিক্ষা' করে। উক্ত মত মতবাদীর আস্বাদন শক্তির (taste) ইংরাজী শিক্ষা হেতু বিকৃততার পরিচয় দেয়। আমার বিবেচনায় ইংরাজী প্রথায় প্যাণ্টকোট পরা, ধরিতে গেলে তদপেক্ষা অনেক অসভ্য; ইংরাজ মহিলার 'সান্ধ্য' বেশের (evening dress) ত কথাই নাই। এ বিষয়ে কাহারও বিভিন্ন মত হইতে চাওয়া 'গায়ের জোরে'র কথা। ইংরাজেরা নিজেই ইহা স্বীকার করেন। তবে আমার মতে পোষাক সম্বন্ধে 'সভ্যতা' জিনিষটা উহার বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত গুণ নহে, উহা অনেকটা লব্ধপ্রবৃত্তি, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে উহারও বিভিন্নতা পৃথিবীময় দৃষ্ট হয়।

ইংরাজদের আপদতল প্যাণ্ট যে সভ্যতা হিসাবে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা আমার বিশ্বাস নহে। আমার বিশ্বাস যে, য়ুরোপদেশের শীতই উহার কারণ। নহিলে যে জাতি পদদ্বয়ের নগ্নতা অশ্লীল বিবেচনা করে, সে জাতি যে আঁট প্যাণ্ট ও রমণীর অর্দ্ধনগ্ন সান্ধ্য জ্যাকেটের পোষকতা করিবে, তাহা বোধ হয় না। আবার স্কচ্‌জাতির এরূপ অবোধ্য দুষ্প্রবৃত্তি যে, তাহাদের উন্মুক্তজানু প্যাণ্ট তাহাদের দেশের কঠোর শীত ও আধুনিক শ্লীলতার ধারণা একেবারে নির্দ্দয়ভাবে উপেক্ষা করিতেছে। তবে পোষাক বিষয়ে আসল শ্লীলতা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত সভ্য ও অসভ্যজাতি একমত। সে টুকু শ্লীলতা ধুতি, চাদর ও পিরাণ উচিত মত পরিহিত হইলে রক্ষা করে বলিয়া আমার বোধ হয়। আর তাহা যে ইংরাজী পোষাকের চেয়ে (বিশেষতঃ যখন তাহা বাঙ্গালী সন্তানের দ্বারা পরিহিত হয়) অনেক সুদৃশ্য তাহাতে আমার এমন কি একটুও সন্দেহ নাই এবং য়ুরোপীয় সকল ভাস্কর ও চিত্রকর সকলেই তাহা নিরপেক্ষভাবে প্রস্তর মূর্ত্তি খোদনে ও চিত্রাঙ্কনে একমতে স্বীকার করিয়াছেন।

তবে যদি কেহ বলেন যে, ধুতি-চাদর কর্ম্মের পক্ষে উপযোগী নয়, তাহা হইলে আমি তাঁহার পক্ষে অনেকটা সায় দিতে রাজি আছি। ধুতি চাদর পরিয়া ঘোড়ায় চড়ার হাস্যকরত্ব সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং বোধ হয় কাহারও নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, ইহার অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার 'শান্তি' নাম্নী বীর বঙ্গনারীর শাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্বপরিচালনার কিন্তুতত্ব বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যতত্বজ্ঞ 'আর্টিষ্টের' হৃদয়ঙ্গম হইল না। মলের গুঁতায় অশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই) সাড়ী পরিয়া পুরুষের মত করিয়া দুই দিকে পা ঝোলাইয়া ঘোড়ায় চড়া যে সাড়ী পরিধানের সার্থকতা রাখিয়া কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনেরও অগোচর।

তবে কথাটা হচ্ছে এই যে, বাঙ্গালীর বড় ঘোড়ায় চড়ার আবশ্যক বা সুযোগ হয় না। যাঁহারা সখ করিয়া চড়েন, তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িবার ইংরাজী পোষাক পরেন এবং তাহাই সঙ্গত। অন্য প্রকার ঘোড়-সোয়ারের পোষাক এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। কেহ যদি ইংরাজের উপর এত চটা থাকেন যে তাহাদের পোষাক পুরোমাত্রায় লইতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি নিজে একটা ঘোড়সোয়ারের পোষাক উদ্ভাবন করুন, কিন্তু ধুতি চাদর পরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে যেন না যান।

ধুতি-চাদর পরিয়া হাঁটিতেও বাতাসে পোষাকের সার্থকতা কতক ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দীর্ঘ পিরাণ পরিলেই হইল, ও না হয় একটা ছোট খাট—আজানু 'অণ্ডারড্রেস' পরিলেই হইল।

তবে আরও এক কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ধুতি-চাদর পরিয়া চলিতে অসুবিধা। ইহা স্বীকার্য্য যে, ধুতি-চাদর পরিয়া হাঁটা অপেক্ষা প্যাণ্ট-কোটে হাঁটিতে সুবিধা। উড়ন্ত কোঁচাকে দশ বার সাধিয়া ধরিয়া আনিতে হয় না। পড়ন্ত চাদরকে দশ বার টানিয়া স্কন্ধে তুলিতে হয় না। দৌড়াইতে চাদর বা কাপড় কিছুতে বাধিয়া পড়িয়া যাওয়া বা গতিরোধ হওয়ার যেরূপ সম্ভাবনা, ইহাতে সেরূপ সম্ভাবনা কম। চলিতে বেশ একটা সুবিধা ও জোরের ভাব আসে। প্যাণ্ট-কোট শরীরের সর্ব্বাঙ্গ শীত বা অতি উত্তাপ হইতে যেরূপ রক্ষা করিতে পারে, ধুতি-চাদর বা অন্য তাহা পারে না।

প্যাণ্ট উঠিতে বসিতে ধুতির মত আশু ছিঁড়িয়া যায় না। বসিতে উঠিতে চাদর ও কাপড়ের কচ্ছ যেরূপ কিছুতে লাগিয়া বাধিয়া যায়, প্যাণ্ট-কোটে তাহার সম্ভাবনা কম। আগুন লাগিবার এত বেশী সুযোগ নাই, সাপ, ক্ষেপা-কুকুর বা শেয়াল ও পোকা-মাকড়ের হাত হইতে অপেক্ষাকৃত নিষ্কৃতি থাকে। অনেক জিনিষপত্র রাখিবার জন্য অনেক পকেট আছে—ধুতি-চাদরে মোটে পকেট নাই, পুঁজির মধ্যে এক ট্যাঁক। হঠাৎ দরকার মত বাহুযুদ্ধ করিতে হইলে আস্তিন গুটাইলেই হইল, মালকোঁচা মারিতেও হয় না, চাদরও কোমরে বাঁধিতে হয় না। একটা ছাতি ধরিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতে হয় না, বড় সোলার হ্যাট পরিলেই চুকিয়া গেল।

কিন্তু প্যাণ্ট কোটের আবার অসুবিধাগুলি বলি—তাহাতে শরীর বেজায় গরম হইয়া উঠে, ভেন্টিলেশন হয় না। হেঁট হওয়া যায় না। পড়িলে ওঠা শক্ত, প্যাণ্টের কোন স্থান হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেলে একেবারে সে স্থান নগ্ন, ধুতির মত উল্টাইয়া পরা যায় না, ক্ষুদ্র জলা বা নির্ঝরিণীতে হাঁটু জলও পার হইতে হইলে তদুপরি প্যাণ্ট ধুতির মত তোলা যায় না। গুরুতর আঘাতে আহত হইলে শীঘ্র এক অংশ ছিঁড়িয়া আহত স্থান বাঁধা যায় না, পরিয়া রাস্তায় দরকার মত স্নানাদি করা যায় না। ধুতি সম্পূর্ণ ভিজিয়া গেলেও চাদর পরিয়া যেরূপ ধুতি শুকাইতে দেওয়া যায়, কোট পরিয়া সেরূপ প্যাণ্ট—শুকাইতে দেওয়া যায় না। চাদরের একাংশে যেরূপ অনেক জিনিষ বাঁধা যায়, কোটে সেরূপ বাঁধা যায় না। পথশ্রান্ত হইলে আসন-পিঁড়ি হইয়া আরামে বৃক্ষতলে বসা যায় না এবং দরকার মত চাদরকে যেমন জড়াইয়া ক্ষুদ্র উপাদানে পরিণত করিয়া তদুপরি মস্তক রাখিয়া শয়ন করা যায়, সেরূপটি ঠিক করা যায় না। আগুন লাগিলে শীঘ্র খুলিয়া ফেলা যায় না। বিছা ইত্যাদি পোকা মাকড় একবার প্যাণ্ট বা কোটের নীচে ঢুকিলে শীঘ্র বাহির করা যায় না। হ্যাট মাথায় দিলে রৌদ্র ঠেকায় বটে কিন্তু মাথা নিজেই গরম হইয়া উঠে, আর আতপ নিবারণ করিলেও তাহাতে বৃষ্টি নিবারণ করে না।

হাঁটা সম্বন্ধে উভয়বিধ পরিচ্ছদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ বোঝা শক্ত! সুবিধা অসুবিধা উভয়-বিধ পরিচ্ছদেই আছে। একের অসুবিধাগুলি বাদ দিয়া কিরূপে অন্যের সুবিধাগুলিই গ্রহণ করা যায়, তাহাও খুব পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইতেছে না। কোন প্রখরমতি যুবক পাঠক বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, বোধ হয় কাপড় পড়িয়া তাহার উপর প্যাণ্ট পরিলেই ত চলিল, চাদরখান হ্যাটাকারে মাথায় বাঁধ; তাহাতে তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় দিকই রক্ষা হইল। ইহাতে আমার নিজের প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক ছোট একটি গল্প মনে পড়িল। এক-দিন যখন কলেজ ক্লাশে পড়ি, আমাদের এক বিষয়বুদ্ধিশালী পণ্ডিত বলিলেন যে, টাকা বা নোট জামার পকেটে রাখার চেয়ে চাদরের খুঁটে রাখা ভাল, তাহাতে চুবি যাওয়ার সম্ভা-বনা কম। পকেটের সুবিধার পক্ষ হইতে আমার উক্তির বিপক্ষে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন। আমি দেখিলাম, পকেটের পক্ষটা নেহাইৎ মারা যায়। আমি ভাবিয়া দুই দিকই বজায় রাখিয়া বলিলাম, "তাহার চেয়েও নিরাপদ পন্থা হচ্ছে চাদরের খুঁটে নোট কি টাকা বেঁধে, সে খুঁটটা পকেটে রেখে, পকেটের সেই অংশটুকু টেঁকে গোঁজা", ইহাতে ক্ল্যাশের ছোকরারা হেসে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় উক্ত বাক্যের যৌক্তিকতা কাটিতে পারিলেন না এবং গম্ভীরভাবে পুনর্ব্বার অধ্যাপনা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমার-এই 'দুর্গা-আল্লা' থিওরিতে তাঁহার বেশ একটু খট্‌কা লাগিয়াছিল।

ধরিতে গেলে সুবিধা অসুবিধা উভয়বিধ পরিচ্ছদেই আছে। তথাপি আমার বিশ্বাস যে, তুলনায় চলিবার পক্ষে প্যাণ্ট্‌-কোট ধুতি-চাদরের চেয়ে সুবিধা। কোন প্রকার শারীরিক পরি-চালনা যাহাতে দরকার, তাহার পক্ষে ইংরাজী পোষাক সুবিধার—যেমন হাঁটা, দৌড়াদোড়ি, অশ্বারোহণ। ধুতি-চাদর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার পক্ষে অত্যুত্তম পোষাক্‌ অর্থাৎ এক কথায় বিলাতি 'ইভ্‌নিং ড্রেস্‌' যে যে স্থানে বিলাতে পরিহিত হয়, বাঙ্গলাতে ধুতি-চাদর সেই সেই স্থানে পরিহিত হইবার উপযুক্ত। ধুতি ও পিরাণ স্বীয় বাড়ীতেও পরিধানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। অধিকাংশ বিলেত-ফের্ত্তা ও ইংরাজীপ্রথাবলম্বী কোন কোন অন্য বঙ্গসন্তান যে বাড়ীতে পাজামা নামক অদ্ভুত পদার্থ পরিয়া থাকেন ও রাত্রে তাহা পরিয়া শয়ন করেন, ইহা আমার নিকট একটি হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে না আছে সুবিধা, না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে সভ্যতা। ধুতি-পিরাণ উহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর, আরামপ্রদ ও সভ্য পোষাক। পূর্ব্বোক্ত প্রকার পোষাক পরা হয় অন্ধ অনুকরণের ফল, না হয় স্বীয় ভৃত্য ও আগন্তুকগণ কর্ত্তৃক সাহেব নামে অভিহিত হইবার প্রবল বাঞ্ছা। তবে কাহার কাহার position রাখিবার জন্য উক্ত অদ্ভুত পোষাক পরিতে হয় শুনিতে পাই।

তাহার পর শেষ কথা, কার্য্যোপযোগী কোন্‌ পোষাক? এই স্থানে সর্ব্বনিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ভিন্ন সকলেই ধুতিচাদর পরিহার করিয়াছেন। তিন প্রকার পোষাক সাধারণতঃ পরিহিত হয়। বিলেত-ফেরতগণ সম্পূর্ণ ইংরাজী পোষাক পরেন (কতিপয় উচ্চপদস্থ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক 'নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান' ও উক্ত পোষাক পরেন)। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের দল (বিলেত ফেরত বা ক্রিশ্চিয়ান না হইলে) সাধারণতঃ চায়না-কোট ও প্যাণ্ট পরেন এবং অপর সকলেই প্যাণ্ট চাপকান ও চোগা বা পাক দেওয়া চাদরের দড়ি পরেন। মাথার পোষাক—প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের বিলাতি টুপি, দ্বিতীয়োক্তের বিলাতি ক্যাপ্‌ এবং শেষোক্তের মোগলাই পাগড়ি বা সাম্‌লা, কেহ কেহ বা ক্যাপও পরেন। এ তিন রকম পোষাকের মধ্যে আমার মতে সুবিধা ও সৌন্দর্য্য হিসাবে ইংরাজী পোষাকই শ্রেষ্ঠ। 'চাপকান-চোগার' বিপক্ষে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ উহা বিলম্বিত (flowing) হওয়ার দরুণ অসুবিধা, প্রায়ই চোগাকে চাদরের মত গোছাইতে হয়; চাপকানের অনেকখানি কাপড় সম্মুখে ঝোলায় দরুণ চলিতে ফিরিতে অসুবিধা। তাহার উপর চাপকানের বোতাম আঁটা একটু ব্যায়ামসাধ্য ব্যাপার, পিছন দিক্‌ থেকে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত গোটা দশ পনর বোতাম লাগাইতে

এবং তাহাতে হস্তদ্বয়কে নানাবিধ অসুবিধাকর ভাবে বক্র করিতে হয় এবং এরূপ বিভ্রাট সকলেরই প্রায়ই হয় যে, পিছন হইতে সব বোতাম দিয়া আসিয়া শেষে দেখা যায় যে বোতাম দিতে ভুল হওয়ার দরুণ নিম্নে একটা বোতাম বেশী হইয়াছে বা কম পড়িয়াছে। উপরন্তু যদি গ্রীষ্ম বশতঃ চাপকানের সম্মুখটা খোলার দরকার হয় ত' তাহা করা যায় না; কারণ এক. তাহাতে দেখিতে বিকট হয়; ও কারণ দুই, চাপকানের সম্মুখ খুলিয়া দিলে এক দিকের অপেক্ষা অপর দিকে বেশী ভাগ ঝোলে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজি পোষাকে যেমন একটি সুন্দর পৌরুষভাব আছে, চাপ্‌কান চোগাতে তাহা নাই। তৃতীয়তঃ ইহা এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। অনেকে বলেন যে, এইটি জাতীয় পোষাক। কিন্তু প্যাণ্ট, চাপ্‌কান ও চোগা এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি জাতীয় জিনিষ? প্যাণ্ট জিনিষটা পূরো ইংরাজী (জুতা মোজাও ইংরাজী), চাপ্‌কান মুসলমানী, চোগা ইটালীয় টোগার সংক্ষিপ্তসার এবং পাগড়ী মোগলাই। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, এখন ঐটেই জাতীয় পোষাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি রকমে ওটা জাতীয় পোষাক হইল, বোঝা গেল না। উহা জনকতক নব্যবঙ্গীয়ের পোষাক। রাজপুত উহা পরে না, পশ্চিমারা উহা পরে না, মহারাষ্ট্রীয়েরা উহা পরে না, দাক্ষিণাত্যের-অন্য কোন 'ট্রাইব' উহা পরে না, উড়িয়ারা উহা পরে না। এমন কি, বঙ্গদেশেই চাষারা উহা পরে না, মহাজনেরা পরে না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পরে না। কেবল জনকতক ইংরাজী শিক্ষাবান্‌ চাকুরে বা ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি ব্যবসাকারীরা ইহা পরেন, তাঁহারা হিন্দুজাতির লক্ষাংশের একাংশও হইবেন কি না সন্দেহ; অমনি এটা জাতীয় পোষাক হইয়া গেল! জাতিই নাই -আবার জাতীয় পোষাক! বরং বলুন, উহা আমাদের দাসত্বব্যঞ্জক বেশ—মুসলমানদের আমলে চাকুরে লোকদের উহার কাছাকাছি পোষাক অর্থাৎ পাজামা ও চাপকান পরিতে হইত, এখনও তাহার খানিক চলিয়া আসিতেছে। এই কারণে উহা আরও পরিত্যজ্য। এখন কিছু আমাদের মুসলমান রাজত্ব নয়, ইংরাজের রাজত্ব। মুসলমানের সময় যদি মুসলমানি পোষাক পরিয়া চাকরি করিয়াছি ত ইংরাজের সময় যে ইংরাজী পোষাক পরিব, তাহাতে ন্যায়ের সূত্রের কোন্‌ জায়গায় ভঙ্গ হইল? চাপ্‌কান ইংরাজী আমলে পরা অসাময়িকতা (Anachranism)। চাপকানের পক্ষে একমাত্র কথা হচ্ছে যে, এটা খুব শ্লীল। শ্লীলতা সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। দরকারী সভ্যতা ধুতিতেও আছে, প্যাণ্টেও আছে, পশ্চিমের লোকদের আঁট সাঁট করে পরা কাপড়েও আছে। চাপ্‌কানের শ্লীলতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যেহেতু তাহাতে সুবিধা কম এবং সর্ব্বদেশানুমোদিত দরকারী সভ্যতাটুক প্যাণ্ট-কোটেও বজায় হয়, সেহেতু চাপ্‌কান বর্জ্জনীয় ও তাহার স্থলে ইংরাজী পোষাক গ্রহণীয়। শুদ্ধ সভ্যতা রক্ষা দরকার হইলে আপাদতল একটা বালিশের ওয়াড় পরিলেই ত চলে।

তথাপি ইংরাজী-পোষাক পরিতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে। এক কথা, ইংরাজেরা চটে। এ কথা সত্য। আমারও বোধ হয় যে, আর অন্য সব (অর্থাৎ আহার, সমাজে মেশা ইত্যাদি) প্রথায় পূরো বাঙ্গালী হইয়া এক ইংরাজী পোষাক পরিয়া তাহাদের দেখানো যে, আমরা তাহাদের প্রথার অনুবর্ত্তী, ইহাতে সাধারণ ইংরাজ চটে। তাহারা ত বুঝে না যে, আমরা অনেক প্রথায়ই মনে মনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে পারি না। আর এক কথা, ইংরাজদের উপর অনেকে এতই চটা যে, তাহাদের পোষাকের উপরও সেই ক্রোধের 'পিনষ্ট্রা' আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাছ থেকে কিছু যেন লইব—যাহারা আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এ ভাব স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে আমরা ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছি—তাহার কি করিবে। এখনকার নব্যবঙ্গের চাপকান ছাড়িয়া চায়নাকোট পরিয়া আপিসে যাওয়াই তাহার নিদর্শন। বাকি আছে কোটের কাট্‌টা (cut) একটু ভাল হওয়া, আর গলাখোলা হইয়া কলার নেকটাই পরা। এখন আবার স্থান বিশেষে আর এক অদ্ভুত পোষাক তৈয়ারী হইতেছে, সেটা ইংরাজী প্যাণ্ট ও গলাখোলা ওয়েষ্টকোট্‌ এবং গলাআঁটা কোট। ইহা চৌদ্দ আনা ইংরাজী।

বাকি আছে নেকটাই, আর ওয়েষ্ট-কোটের অনুযায়ী কোট্। আব ওটুকু বাকি থাকে কেন। ঐটুকুতেই জাতীয়ত্ব বাখিয়াছে? চায়না কোটে ও উক্ত নবোদ্ভাবিত কোটে চাপ্‌কানেব পক্ষে বক্তব্য যেটুক, অর্থাৎ শ্লীলতা, তাহা নাই, আর ইংবাজী কোটেব সুবিধাটুকু আছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যটুকু নাই।

স্রোত কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহা যাহারা তাহাদিগেব চক্ষুব দ্বাবা নাসিকাব অনুসবণ কবে, তাহারাই বুঝিতে পারিতেছে। জাতীয় পোষাক বাখিতে চাও ত ধুতি-চাদব ধব। সুবিধা হিসাবে তাহা উত্তম, সভ্যতা হিসাবে তাহা উত্তম, এবং সৌন্দর্য্য হিসাবে তাহা অতুল, এবং দেশেব climate হিসাবে তাহা just the thing সত্য, তাহাব সময়োপযোগী একটু পবিবর্ত্তন দবকাব, যেমন নীচে লাঙ্গিযা জতা মোজা পবা ও উপবে নবম বকমেব পিবাণ পবা। কিন্তু উক্ত বেশে অশ্বাবোহণ বা যুদ্ধ কবা সঙ্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালীব উক্ত দুই ব্যাপাব প্রাবশ্য করিতে হয় না। পদব্রজে যাওয়া বা দৌড়ান পক্ষে ইংবাজী পোষাক অবশ্য বেশী সুবিধাব, ধুতি চাদবেবও কতকগুলি সুবিধা আছে। আপিসে যেহেতু ধুতি-চাদব পবিয়া ইংবাজ-বাহাদুবেব চাকবি কবা নিষিদ্ধ, মুসলমানী পোষাক পবিহায্য ও ইংবাজী পোষাকই ব্যবস্থা। আপিসে ইংবাজী পোষাক পবিতে যদি কাহাবও আপত্তি থাকে, তিনি এক নূতন আপিসেব বেশ উদ্ভাবন করুন, যাহাতে কাহাবও নকল কবিতে না হয়। কিন্তু নকল কবিতে হয় ত মুসলমানেব নকল ছাড়িয়া ইংবাজেব নকল কবাতে আমি কোন হীনত্ব দেখি না। কাবণ, প্রথমতঃ এ মুসলমানী বাজত্ব নয়—ইংবাজী বাজত্ব, দ্বিতীয়তঃ এ মুসলমানী বাজত্ব হইলেও অনুকবণ কবিতে হয় ত মুসলমান জাতিব অনুকবণ কবার চেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সভ্য ইংবাজেব অনুকবণ কেন না কবি, তৃতীয়তঃ উপরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুবিধা হিসাবে ইংরাজী পোষাক মুসলমানী পোষাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি এই মুসলমানী পোষাক ধরিয়া থাকা স্বদেশহিতৈষিতা নহে, ইহা ইংরাজী-বিদ্বেষিতার গোঁ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংবাজী পোষাক বাঙ্গালীকে ভালো মানায় না। তাহাব বং, তাহার মুখেব বালসুলভ কোমলত্ব, তাহাব সাধারণতঃ দেহেব খর্ব্বত্ব—এ বীন পোষাকে ভাল দেখায় না। বাঙ্গালীব কার্য্যোপযোগী পোষাক এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন কাজেই ইংবাজী পোষাকেব কাপড ও বং বদলাইয়া পবা শ্রেয়ঃ মনে কবি। যদি কখন বাঙ্গালী জাতি হয় ত একটা বর্ণোপযোগী, আকাবোপযোগী ও দেশোপযোগী পোষাক উদ্ভাবিত হওয়া শক্ত হইবে না।

স্ত্রীজাতিব পোষাক সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাব আবশ্যকীয় সংস্কাব আপনিই হইতেছে। জ্যাকেট গায় দেওয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদেবও অন্তঃপুবে প্রবেশ করিযাছে, যদিও অতি অল্প কৃষক বধূ তাহা কবিয়া থাকে। প্রতি নগবে প্রায় প্রতি সম্ভ্রান্ত পবিবাবেই বমণীগণ কামিজ ও জ্যাকেট পবিয়া থাকেন। জুতা মোজা কেবল জনকতক বিলেত ফেবত বমণী ও ব্রাহ্ম বমণীবা পবিয়া থাকেন। মহিলাদেব জুতা মোজা পবাব বিশেষ আবশ্যক দেখি না; কাবণ, তাঁহাদেব হাঁটিয়া চলিবাব এত দবকাব হয় না। হাঁটিযা বাহিব হইতে হইলে জুতা মোজা পবা শ্রেয়ঃ। নহিলে পায়ে আঘাত লাগিবাব সম্ভব ও চবণতল চলিয়া চলিয়া শক্ত হইয়া যায়।

কোন কোন বাঙ্গালী রমণী ইংবাজী পোষাক পবেন। ইংবাজী পোষাক আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মহিলাকে মানাইতে দেখি নাই। অন্ততঃ সাড়ীতে তাহা অপেক্ষা তাঁকে শতগুণ সুন্দর দেখায়। সাড়ীব নীচে প্রায় সব ইংরাজী 'অণ্ডার ড্রেস'ই পবা ভালো। জ্যাকেটের cut অবশ্য দবজীর উপব নির্ভব কবে।

তাঁহাদেব একটি বেশাঙ্গ বিষয়ে আমাব একটু বক্তব্য আছে। সেটি শিবোধান। এখন অনেকে সাড়ীর সহিত পাগড়ি পড়িয়া থাকেন। যে কারণে পুরুষেব সাটেব প্লেট ও ক্যফ ধুতি-চাদরের সহিত মিল খায় না, সেই জন্য আমার মতে রমণীর পাগড়ি সাড়ীর সহিত ভাল দেখায় না। মস্তকের বেশও সাড়ীব মত বিলম্বিত হইতে হইবে। সাধারণতঃ সাড়ীর সহিত সাড়ীর একাংশ ঘোমটা

বেশ মানায়। 'নেটিভ' ক্রিশ্চিয়ানদেব মাথাব কাপড়ও সাড়ীর সহিত বেশ মানায়।

মহিলাদের অলঙ্কার পরা উঠিয়া যাইতেছে, সেটি দুঃখের বিষয়। হাতে বলয়াদি, গলদেশে চিক ও হার, কর্ণে দুল ও মাথায় ফুল এবং ফুলের অনুকারী গহনা দেখিতে সুন্দব। পায়ে জুতা মোজা না থাকিলে বৌপ্য মল পবা আমি পছন্দ করি। কিন্তু দেখিতে পাই, কাহাবো কাহারো তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে।

স্ত্রীজাতিব সৌন্দর্য্য কোমলতায়। যাহাতে তাহা নষ্ট করে, তাহা স্ত্রীজাতিব অনুপযোগী।

---

# ইংরাজী ও হিন্দু সঙ্গীত

—:*:—

ইংবাজী গানে প্রায় বাঙ্গালীমাত্রেরই অলঙ্ঘ্য বিতৃষ্ণা আছে। অনেক বাঙ্গালী ইংবাজী কবিতা পাঠে মোহিত হন, ইংবাজী চিত্রেব সৌন্দর্য্য "আস্বাদন" কবিতে পশ্চাৎপদ নহেন, ইংবাজী ভাস্কর কার্য্যেব নৈপুণ্য চট্ কবিয়া বুঝিয়া লন, বিলাতি স্থপতিকার্য্যেরও পক্ষপাতী, এবং ইংবাজী প্রথায় রন্ধন কবা খাদ্যেবও বিশেষ বসজ্ঞ। কেহ কেহ বিলাতি যন্ত্র সঙ্গীতও (Instrumental music, ভালবাসেন। কিন্তু ইংবাজী গান—মহাভাবত!—ইংবাজী গান যে একটা কিছু, তাহা পর্য্যন্ত স্বীকাব কবিতে তাঁহাবা রাজি নহেন। তাঁহাবা অকুণ্ঠিত ভাবে ও মুক্তকণ্ঠে প্রচাব করেন যে, ইংরাজী গান সাবমেয় চীৎকারেব ন্যায় বিশুদ্ধ চীৎকাব মাত্র এবং তাহাতে হাস্যবস ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত রস নাই। তাঁহাবা দস্তুরমত আশ্চর্য্য হন যে, ইংবাজ জাতিব ন্যায় একটা সভ্যজাতি—যে অন্যান্য বিষয়ে কতক শ্রেষ্ঠত্বলাভ কবিয়াছে, সে ঐ প্রকার গান গম্ভীব ভাবে শুনিতে পারে, শুদ্ধ তাহা নহে, এক এক বিখ্যাত গায়কের বা গায়িকাব একটি গান শুনিবার জন্য পাঁচ দশ টাকা ব্যয় করিয়া টিকিট কিনে। তথাপি ইহা সত্য যে, ইংরাজেব ন্যায় সভ্য জাতিও ঐ প্রকার কিম্ভূতকিমাকার গানে মুগ্ধ হয়, উন্মত্ত হয়, বাষ্পাপ্লুত হয়।

আমি সলজ্জে স্বীকাব কবি যে, এককালে আমারও ইংরাজী গানে বিশুদ্ধ ও আন্তবিক ঘৃণা ছিল। আমি যে দিন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সঙ্গীত-বচয়িতার রচিত সর্ব্বোত্তম oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া 'আলবার্ট' হলে প্রবেশ কবিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম, সে দিন ইংবাজী সঙ্গীতের হীনত্ব ও 'অপদার্থত্ব আবও সম্যক্ হৃদযঙ্গম করিয়া আমি অবজ্ঞায় 'আলবার্ট হল' পবিত্যাগ কবিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপদচাবণ কবিযা, একেবাবে শযন কক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পযসা ব্যয় করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে, ইহা পর্য্যালোচনা কবিতে কবিতে শয়ন কবিয়া কতক শান্তি উপভোগ কবিলাম। ক্রমে বিলাত প্রবাসে, নানা বন্ধুব নিকটে ছোট-খাট ইংবাজী গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, "বাঃ, এ মন্দই বা কি?" ক্রমে তাহাব অনুরাগী হইয়া আবও শুনিতে চাহিতাম, এবং শেষে আমাব ইংবাজী গান শিখিবাব প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ কবিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয়—প্রথমতঃ যে, মানুষের প্রবৃত্তি কি পবিবর্ত্তনশীল। ও দ্বিতীয়তঃ যে, প্রথম ধাবণা সব সময়ে ঠিক নহে।

ইংবাজেরাও বাঙ্গালা গান শুনিয়া অমিশ্রিত আমোদ উপভোগ কবে এবং বাঙ্গালা সুবেব মধ্যে এক, যাহাকে কথায় 'লক্ষ্ণৌঠুংবি' বলে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ রসাস্বাদন কবে। অনেকে "বাঙ্গালীদেব গানেব মধ্যে মাঝিদের গানেই যাহা কিছু শ্রোতব্য আছে" এরূপ মত প্রকাশ কবিযা বাঙ্গালী সমাজে আরও ঘৃণা ও দয়ার পাত্র হন। কিন্তু এই সঙ্গীতই দ্বিসহস্র বর্ষ হিন্দু জাতিকে ও মুসলমান জাতিকে মাতাইয়া বাখিয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহাব কাবণ উভয়বিধ সঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। উভয়েবই আত্মগত সৌন্দর্য্য আছে, যাহা শুনিতে শুনিতে ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসে। দূববীক্ষণের 'ফোকস্' ঠিক না হইলে তাহাব সাহায্যে দৃষ্ট বস্তু পূর্ণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না। আমবা আজ উভয়বিধ সঙ্গীতের সেই পার্থক্যটুকু পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আজ আলোচনাটি কেবল, গানে আবদ্ধ রাখিব।

প্রথমতঃ ইংবাজী গানেব স্ববগুলি ( notes ) সব সোজা সোজা। একটা স্বরেব উপব আব একটাব নির্ভব নাই। প্রতি স্বব স্পষ্ট, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বাবটি স্বরের যেন বিভিন্ন বাজ্য। তাঁহাবা একত্র হইয়া একটি সমিতি স্থাপন কবিষাছে মাত্র। কিন্তু সকলেই যেন স্বকীয় স্বত্ব বজায় বাখিবা আছে। যেন তাহাদিগেব অন্তবে অন্তবে মিল নাই। সকলেই বাজা। সকলেবই নিজেব নিজেব আইন কানুন আছে। কেহই তাহাব বিশেষত্ব বর্জ্জন কবিতে বাজি নহে। হিন্দু-গানে স্বব গুলি ওরূপ সোজা নহে। সকলেই পবস্পবেব গায়ে হেলিয়া আছে। সকলেই যেন—আন্ত-বিক বন্ধুত্বেব বন্ধনে বদ্ধ। একটি স্বব আব একটি স্বরে মিশিয়া আপনাব অস্তিত্ব হাবাইয়া বসিয়া আছে। যেন সকলেই পবস্পবে মুগ্ধ, পবস্পাবে নিবিষ্ট। যেন প্রতি বাগ বাগিণী একটি ক্ষুদ্র বাজ্য, তাহাব বাজা, অমাত্য, ভৃত্য ও শত্রু আছে। [ ইহাদিগকে সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে —যথাক্রমে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী কহে। ] সেই বাজা বা বাগ বাগিণীব প্রধান স্ববকে অন্যান্য স্বব অনুগমন করে বা তাহাব আজ্ঞা পালন কবে। ইংলণ্ডেব ও প্রাচীন ভাবত-বর্ষেব শাসনপ্রণালী যেরূপ বিভিন্ন, এই উভয়বিধ সঙ্গীতে তাহাব অনুরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয—একটি প্রায প্রজাতন্ত্র ( republic ) আব একটি বাজতন্ত্র ( monarchy )।

অন্য প্রকাবে উক্ত সঙ্গীতদ্বয়েব বিভিন্নতা বোঝান যাইতে পাবে। ইংরাজী সঙ্গীতে স্বব-গুলি যেন পবস্পবেব হেলানো যষ্টির মত, যেন মিলিত হইবে বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় শুদ্ধ একাগ্র ভাগ দ্বারা সামান্যরূপে মিলিত হইয়াছে মাত্র। বাঙ্গালা সঙ্গীতে স্বরগুলি যেন স্বেচ্ছায় সস্নেহে যেরূপ ঢেউয়েব উপব ঢেউ ভাঙ্গিবা পড়ে, সেইরূপ পরস্পরে সম্মিলিত হয়। ইহাতে সব মোলাযেম, সব আত্ম-বিস্মৃত, সব প্রগাঢ়-প্রেম-পরিপ্লুত।

অথবা বলা যাইতে পাবে যে, ইংরাজীতে স্বরগুলি যেন 'সেকহ্যাণ্ড' করে মাত্র, হিন্দু সঙ্গীতে স্বরগুলি কোলাকুলি কবে। ইংরাজীতে তাহারা শিক্ষিত অশ্বের মত ধীর সমতাল পদবিক্ষেপে চলিয়া যায়, অথচ কেহ কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখে না, হিন্দু-সঙ্গীতে তাহারা মেষপালেব ন্যায় একেব উপব আব একটি হেলিয়া পড়ে। ইংরাজীতে স্বরগুলি যেন ছাপার অক্ষরের লেখার মত, হিন্দু-সঙ্গীতে তাহারা যেন জড়ানে হাতের লেখা।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা সঙ্গীতে আব একটি বিভিন্নতা এই যে, ইংবাজী বাগ-বাগিণীতে স্ববগুলি একেবারে বাঁধা, তাহার এদিক ওদিক হইবাব যো নাই। তাহাবা রেলওয়ে ট্রেণেব মত সর্ব্ববাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, তাহার জন্য প্রস্তুত বর্ত্মে—যেন ঘুড়ি ধরিয়া হুস্ হুস্ শব্দে সোজা চলিয়া যায়। বাঙ্গালা সঙ্গীতে বাগ-বাগিণীগুলি যেন তাহাব অন্তর্গত স্বরেরই মত নদীবক্ষে নৌকাব মত পাল তুলিয়া দিয়া নিজের বর্ত্ম নিজে রচনা কবিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। বাগ-বাগিণীগুলি চলিবার দিক কতক নির্দ্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু তাহা অনেক পরি-মাণে প্রতি গায়কেব মর্জির উপর নির্ভর করে। ইংবাজী গায়কেব এত স্বাধীনতা নাই। সে সঙ্গীত বচয়িতার রচিত বর্ত্মে যাইতে বাধ্য। ইহাব জন্য বাঙ্গালা সঙ্গীতে তান ও আলাপ আছে, ইংবাজী সঙ্গীতে তাহা বড় নাই।

ইংবাজী গানে আবার যেরূপ ভাবেব বৈচিত্র্য আছে, হিন্দু সঙ্গীতে তাহা নাই। কি করুণ, কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর, সব রসই ইংবাজী গানে আছে, সব রাগই ইংরাজী গানেতে আছে। হিন্দু সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর এত বৈচিত্র্য নাই,—সবই ভাবেব—সেই এক মধুর সংমিশ্রণ, সব রাগ-রাগিণীই হৃদয়কে মাতাইয়া গলাইয়া দেয়, চিত্তকে ডুবাইয়া, ভাসাইয়া বা নাচাইয়া লইয়া যায়। সেই জন্য ইংরাজী গান এক সঙ্গে অনেক শোনা যায়, হৃদয় শ্রান্ত বা পরিতৃপ্ত হয় না, আর হিন্দু সঙ্গীত গুটিকতক শুনিলে আব শুনিতে পারা যায় না, হৃদয় শীঘ্র অতি মুগ্ধ, অতি তৃপ্ত পরি-প্লুত হইয়া যায়। ইংবাজী গানে যেমন এক রাগের মধ্যেই বিবিধ ভাব আছে, তেমনি তাহাতে বিভিন্নভাবের রাগ-রাগিণীই আছে। হিন্দু গানে বাগ-বাগিণীতে যেমন স্ববগুলির

monotony, সেইরূপ বিভিন্ন রাগ-রাগিণী একের পর আর একটি শুনিতে শুনিতে monotonous হইয়া দাঁড়ায়, প্রতিটাই অতি মিঠে, অতি মোহকর, কিন্তু প্রাণ অধিকক্ষণ সে মাধুর্য্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে না, শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা সঙ্গীতের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, তাহার রাগ রাগিণীগুলি যেন একটি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা কিছুকাল সে আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে সে আশ্রয়-বিচ্যুত হইতে চাহে না। ইংরাজী সঙ্গীতে প্রতি গানের সুর নিরাশ্রয়। তাহাদের আধার নাই। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি হইতে উঠে না, বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে শেষ হয় না। ইংরাজী সুর ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। বাঙ্গালা রাগ-রাগিণীগুলি যেন কোন গ্রহের ন্যায় একটি কেন্দ্রস্থিত পদার্থের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। হিন্দু সঙ্গীতে প্রথমে যেন একটি স্বরের রাজ্য সৃষ্টি করিতে হয়, রাগ-রাগিণীগুলি যেন তাহা হইতে জন্মিয়া তাহাতেই মরে, যেখানেই যাউক, তাহার জন্মভূমিকে কখন বিস্মৃত হয় না। দস্তুরমত হিন্দু সঙ্গীত গাইতে হইলে আগে যেন একটা স্বরের সমুদ্র তৈয়ার করিয়া লইতে হয়, রাগ-রাগিণীগুলি যেন সেই সমুদ্রের বক্ষে উর্ম্মিমালার ন্যায় —তাহা হইতেই উঠে, তাহাতেই মিলাইয়া যায়, সেই তরঙ্গভঙ্গই রাগ বা রাগিণী। ইংরাজী রাগ-রাগিণী যেন হাউয়ের মত একেবারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায় এবং সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-রাশি প্রক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যমার্গেই নিভিয়া যায়।

ইহারই জন্য ইংরাজী গানের সঙ্গৎ পিয়ানো বা অর্গান। রাগের সহিত সঙ্গৎও চলিয়াছে। হিন্দু সঙ্গীতে সঙ্গৎ তম্বুর ইত্যাদি যন্ত্রে একটি বিশেষ অপরিবর্ত্তনীয় ঝঙ্কাররাশি সৃষ্ট হয়, ও তাহা হইতে রাগ বা রাগিণীর সুর উত্থিত হয়। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, যাত্রায় প্রথমে খানিক তম্বুরাদি যন্ত্র বিনা গানে বাদিত হয়, পরে সুরটা 'জমাট' হইয়া আসিলে, শ্রোতাদিগের মনে একটা আবেশ বা মোহের সঞ্চার হইলে, পরে রাগ রাগিণীর স্বপ্নরাজ্য বুনিতে সুরু করা হয়। প্রথমে যেন একটা মধুর ঝঙ্কারের মদিরা শ্রোতাদিগের চিত্তকে পান করাইয়া পরে তাহাকে সঙ্গীতের ভাবে নৃত্য করান হয়। সাপুড়ে যেমন সাপকে খেলাইবার পূর্ব্বে বংশীবাদন করিয়া প্রথমে যেন mesmerise করে, হিন্দু গায়কও সেইরূপ শ্রোতার হৃদয়কে খেলাইবার পূর্ব্বে তম্বুরাদির ঝঙ্কারে তাহাকে একটা নূতন atmosphereএ বা গান শোনার moodএ আনিয়া দেয়। যেমন গ্যাসের আলোক-রাশি ও চিত্রপটশোভিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ একটি স্বরের রঙ্গমঞ্চ রচনা করিয়া তাহাতে হিন্দু রাগ ও রাগিণী গীত হয়। উক্ত কারণে হিন্দু সঙ্গীতে "গ্রহ" "ন্যাস" ও "অংশের" উল্লেখ আছে। কিন্তু সে বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

ইংরাজী সঙ্গীতে কেবলমাত্র ১২টি স্বর (৭টি সহজ ও ৫টি বিকৃত স্বর) ব্যবহৃত আছে। তাহাতে দুই প্রকার স্বরবিন্যাস-প্রণালী (Scales) আছে (chromatic ও diatonic)।

বাঙ্গালা সঙ্গীতে ঐ ১২টি স্বর ছাড়া আরও ক্ষুদ্র স্বর ব্যবহৃত হয়। ঐ প্রতি স্বর ব্যবধানকে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'শ্রুতি' বলে। বিলাতে হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহৃত scaleএর নাম enharmonic। ইহারই জন্য ইংরাজীতে স্বরগুলি স্পষ্ট, বাঙ্গালাতে তাহারা যেন মদিরাজনিত তন্দ্রাবিজড়িত।

এটি দ্রষ্টব্য যে, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি কবিতা, কি সঙ্গীত, সব বিষয়েই জাতীয় চরিত্র সমান প্রতিভাত হয়। এই সব বিষয়েই ইংরাজী জিনিষটা পরিষ্কার, মার্জ্জিত, উদ্যমশীল ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, বাঙ্গালী জিনিষটা অস্পষ্ট, সালঙ্কার, অলস ও কল্পনাবহুল। ইংরাজী সঙ্গীতাদি যেন বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকৃতি দর্শনে পরিপুষ্ট হয়, বাঙ্গালী সঙ্গীতাদি এক স্থানে শুইয়া মনে মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে। ইংরাজী সঙ্গীতাদি যেন 'পাইন' বৃক্ষের ন্যায় সোজা সংযত নিয়মিত, যেন প্রকৃতি মনুষ্য-কৌশল দ্বারা শাসিত। বাঙ্গালা সঙ্গীতাদি বটবৃক্ষের ন্যায় বহুশাখাসমন্বিত,

নিজভাবে আনত, বিশৃঙ্খল, অথবা অত্যাদরে বিকৃতস্বভাব উচ্ছন্নমতি বালকের (spoilt child) ন্যায়। ইংরাজী ও হিন্দু সঙ্গীতে সেই প্রভেদ—যাহা সেক্সপীয়র ও কালিদাসের কবিতাতে আছে বা স্পেন্সরের দর্শন ও হিন্দু ষড়দর্শনে আছে।

হিন্দু গানে 'ধ্রুপদ' কতকটা ইংরাজী গানের অনুরূপ। ইংরাজী গানে Home Sweet Home ইত্যাদিও পুরাতন স্কচ সুরগুলি কতকটা হিন্দু গানের অনুরূপ। কিন্তু সে সাদৃশ্যও অতি সামান্য।

এক কথায়, ইংরাজী গানে একটা সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দু গানে নাই। ইংরাজী গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর, হিন্দুগান আনন্দাধিক্য হেতু পীড়াজনক। একটি উন্মীলনোন্মুখ, অপরটি অর্দ্ধ-নিমীলিত। একটি জাগরণ, অপরটি তন্দ্রা। একটি আনন্দ, অপরটি ভোগ। একটি দিবা, অপরটি সন্ধ্যা। একটি যেন রাজপথে নির্ভয়, স্বাধীন-গতি, স্বাবলম্বিনী, বিংশতিবর্ষীয়া, সুকুমারী ইংরাজ-মহিলা, অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে সলজ্জা, সশঙ্ক-গতি, গৃহপ্রবেশোদ্যতা, ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ। একটি যেন প্রভাতে আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল। একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী, অপরটি যেন সভয়া, বিনতনয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য, অপরটি বিলাপ।

অথবা কি বলিব যে, ইংরাজী সঙ্গীত যেন কেরোসিনের আলো, হিন্দুসঙ্গীত যেন মোমবাতি। একটি নগর, অপরটি অরণ্য, একটি Buggy, অপরটি পাল্কী, একটি আরাম-চেয়ার, অপরটি ফরাস; একটি হাভানা চুরোট, অপরটি বিষ্ণুপুরে তামাক; একটি কাবাব, অপরটি পোলাও।

এত উপমাতেও যদি পাঠক উভয় সঙ্গীতের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যে আর কোন প্রকারে তাহা পারিবেন, সে বিষয়ে আশা ভগ্নাংশিক ও সুদূরব্যবস্থিত এবং তাহা হইলে তিনি কচু নামক একটি উদ্ভিদ্‌বিশেষকে দগ্ধ করিয়া অনায়াসে আহার করিতে পারেন, তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নাই---বন্দার গোস্তাকি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়।

---

# জাতিভেদ

—:০:—

আমি বেশ বুঝে দেখ্‌লাম যে, কোন নৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নের কোন একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। একটা দিকে কিছু বল্‌লেই দেখা যায় যে, ঠিক উল্‌টা দিকে অল্প-বিস্তর বেশ কিছু বল্‌বার আছে।

ধরুন, এই একটা প্রশ্ন—জাতিভেদ বা শ্রেণী-বিভাগ। এই জাতিভেদ জিনিষটা দেখা যায়, ইংরাজ সমাজেও আছে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষে এটা যে আকারে আছে এবং পুরাকাল থেকে চ'লে আস্‌ছে, সে আকারে বোধ হয় এটা পৃথিবীর কুত্রাপি নাই।

এখন সে ঘটনাবলী কি, যার চক্রে পড়ে' ভারত-বর্ষে এই ব্যাপারটা এই রকম আকার ধারণ করেছে? তা' নির্দ্ধারণ কত্তে গেলে পুরাতত্ত্ব ও শাস্ত্র বেশ মনোযোগ সহকারে অনেক বৎসর ধরে' পড়তে হয়; তার পরে হয় ত এটা 'কষ্টে' বার করা যেতে পারে। কিন্তু যখন আমার এই দুইটার মধ্যে একটাও ভাল ক'রে নাই, তখন সে বিষয়ে কথা কহিলে ভুল না হওয়ার চেয়ে ভুল হওয়াই বেশী সম্ভব।

তার পরে এই প্রথাটা কোন্ সময়ে কি ভাবে এত দিন ধরে' হিন্দু-সমাজের মধ্য দিয়া বহে' এসেছে এবং কোন্ কোন্ ঘটনা দ্বারা প্রথাটা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ হয়েছে, তা বিচার করা সম্ভব হ'লেও, সে বিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ত বিশেষ জোরের সঙ্গে টেনে আন্‌তে পারি না।

আমাদের আসল বিচার্য্য বিষয়, জাতিভেদটা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আকারে বা অন্য কোন সম্ভব আকারে রাখা উচিত, না একেবারে উঠিয়ে দেওয়া উচিত-- আর যদি তা উঠিয়ে দেওয়াই উচিত হয়, তা হ'লে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না?

প্রথমতঃ প্রমাণের ভার তাঁর উপর, যিনি প্রথা-টাকে উঠিয়ে দিতে চান। তিনি একটা বহু পুরাতন প্রচলিত প্রথা ওল্‌টাতে চান। তিনি ভাঙ্গতে চান। তিনি বাদী।

তাঁর পক্ষে কি কি বক্তব্য, তা বুঝে দেখা যাক্।

তাঁর মতে জাতি-বিভাগ জিনিষটা মন্দ, এই এই কারণে :—

(১) এক জন মানুষ যে আর এক জন মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তা কর্‌বার তার কোনই স্বত্ব নাই, যদি তার নিজের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য নয়। যদি সে চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী হয়, সে ঘৃণার্হ। আর শূদ্র—শূদ্র বলিয়াই নীচ নয়। সে যদি সাধু সচ্চরিত্র ও পরহিতব্রতী হয় ত সে পূজার্হ।

(২) যে প্রথায় একটা শ্রেণীকে অস্বীকার্য্যরূপে শ্রেষ্ঠ, আর একটা শ্রেণীকে অস্বীকার্য্যরূপে হীন ব'লে নির্দ্দেশ করে, সে প্রথায় শেষোক্ত শ্রেণীর একটা হতাশা ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর একটা দম্ভ এনে দেয়।

ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। সকলেই যদি জানে যে, কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কার্য্যের উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে, যে অত্যন্ত নীচ বংশে জন্মগ্রহণ কর্‌লেও নিজের চেষ্টায় সে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্‌ড বা ওয়াশিংটন্ হ'তে পারে, আবার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেও সে নিজের কার্য্য দ্বারা সরীসৃপ অপেক্ষাও ঘৃণ্য জীব হ'তে পারে ; তা হ'লে সকলের ভাল হবার চেষ্টা অধিক হওয়াই সম্ভব।

(৩) জাতি-বিভাগ উঠে গেলে কার্য্যনির্ব্বাচনের স্বাধীনতার পরিধি বর্দ্ধিত করা হয়। এক জনকে যতই বেশী সুবিধা দেওয়া যায়, ততই চেষ্টা তার পক্ষে হিতকর হয় এবং সে যদি কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, সেটা সমাজের পক্ষেও হিতকর হয়।

(৪) যদিই জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় হয়, তা হ'লে বর্ত্তমান আকারে সেটা রাখা উচিত নয়। কারণ, জাতিভেদের যদি কোন sound principle থাকে, তাহা এই যে, শ্রেণীবিশেষের নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলীর ভিত্তির উপর সে গঠিত। কোনও শ্রেণীর নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলীর বিরোধী কিছু যদি সেই শ্রেণীর কেহ করে, তাকে সেই শ্রেণী থেকে বর্জ্জন না করলে সে শ্রেণী বিশুদ্ধ থাকে না। বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ মুর্গী খেলে পতিত হয়, কিন্তু চোর হ'লে পতিত হয় না। এরূপ নিয়ম সম্পূর্ণ artificial এবং এটা sound principle নয়। আবার নিম্নতর শ্রেণীর কেহ যদি উচ্চতর শ্রেণীর নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলী করবার যোগ্যতর কোনও প্রমাণ দেয়, তা হ'লে তাহাকে সেই উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়ে লওয়া উচিত।

## প্রতিবাদীর উত্তর।

প্রথমতঃ বাদীর যুক্তির খণ্ডন।

(১) বাদীর sentiment মতে সব মানুষ সমান এবং তার নিজের ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছে যে, তাকে পূজা কর্‌ব, কি ভালবাসব, কি ঘৃণা কর্‌ব। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, সত্যই কি সব মানুষকে ঈশ্বর সমান করে' সৃজন করেছেন ?

কি সমাজই ( পৃথিবীর যে কোন সমাজ ) সমান সুবিধা দিয়েছে ? ঈশ্বর—এক জন মনুষ্যকে জন্মান্ধ, কদাকার, রুগ্ন বা উন্মাদ করে' সৃজন করেছেন, আর এক জনকে শারীরিক ও মানসিক সব রকম সুবিধা দিয়েছেন। আবার জন্মগ্রহণের পরে কোন মানুষকে সমাজ দরিদ্র করে' কুসঙ্গের মধ্যে ফেলে রেখেছে। আর এক জনকে জন্মাবামাত্র প্রভূত অর্থ ও সুসঙ্গ যোগাড় করে' দিয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এই সব বিষয় দ্বারা কতক গঠিত হবেই, কেবল তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ( exercise of the free will )এর উপর নির্ভর কর্‌বে না। তবে এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে— বাদী যে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর মানবের সম্মান স্থাপিত কর্‌তে চান, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের অর্জ্জিত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। অন্যরূপ সৃষ্ট হ'লে বা অন্যরূপ ঘটনাচক্রে পড়লে যে আজ পূজার্হ, সে হয় ত ঘৃণার্হ হ'ত। চোরের সংসর্গে পড়ে' বা দারুণ দারিদ্র্যে পতিত হয়ে যে চোর হয়েছে, সে হয় ত অন্যরূপ অবস্থায় সাধুপুরুষের ন্যায় সম্মান লাভ কর্‌ত। যে উচ্চশিক্ষা পেয়ে এক জন বিদ্বান্ বলে' আজ শ্রদ্ধেয়, সে তার পিতার দারিদ্র্যের দরুণ যদি শিক্ষা পাবার সুযোগ না পেত, তা হ'লে হয় ত মূর্খ বলে' অবজ্ঞাত হ'ত। মানুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি স্বোপার্জ্জিত, আর কতখানি প্রাপ্ত, তা কি কেউ বিচার করে', তাহাকে মান্য করে বা কর্‌তে পারে ?—তবে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব রইল কোথায় ?

বাদী বল্‌বেন যে, হাঁ, ওটা একটু গোলমেলে

ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো বটে ; ঠিক বিচার সম্ভব নয় বটে ! তবে একটা অবিচার অবশ্যম্ভাবী ব'লে কি আর একটা অবিচার তার উপরে চাপাব ?

এখন এটা যে অবিচার, সেটা একটা প্রবৃত্তি ( sentiment ) মাত্র। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, কি মানুষের একটা মজ্জাগত ধারণা, তা' ঠিক বলা যায় না। তবে আপাততঃ এই রকম একটা প্রবৃত্তি দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে যুক্তি স্বরূপ গ্রহণ করে' যদি বাদী তর্কটা খাড়া করেন, তা হ'লে তিনি যা'কে আক্রমণ করছেন, তা'ও একটা প্রবৃত্তি। বংশের মর্য্যাদা করাও একটা সার্ব্বজনীন প্রবৃত্তি। যদি শুনি যে, ইনি চৈতন্য দেব বা অদ্বৈত মহাপ্রভুর সন্তান, অমনই তাঁর প্রতি একটা প্রণামের ভাব এসে পড়্বেই। ব্রাহ্মণগণের সেই কুলে জন্ম, যে কুলে ব্যাস, বাল্মীকি, কপিল, গৌতম ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে, ব্রাহ্মণের উপর একটা ভক্তির ভাব আপনা হ'তেই এসে পড়ে না কি ? এ প্রবৃত্তি বোধ করি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। ইংলণ্ডে এক জন hereditary-nobleএর ঐশ্বর্য্য দেখে লোকে মাথা নীচু করবে। কিন্তু যদি কেহ সে ঐশ্বর্য্য নিজের ক্ষমতায় অর্জ্জন করে, তাকে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রশংসা না করে, বরং upstart বলে' অবজ্ঞা করবে। দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি অপেক্ষা এই প্রবৃত্তিই বেশী বলবতী। কেন না, এ প্রবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে উঠতে পারে ও ওঠে।

তবে, যে ব্রাহ্মণ নীচ কার্য্য করে, আর যে ব্রাহ্মণ উচ্চ কার্য্য করে, তাঁরা দু'জনই যে একই রকম মান পাবার যোগ্য, তা' বল্‌ছি না। শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য, যে ব্রাহ্মণ যে পরিমাণ নীচ কার্য্য করবে, সে সেই পরিমাণে তাহার বংশগত মর্য্যাদা হারাবে। আর শূদ্র যে পরিমাণ উচ্চ কার্য্য ক'রবে সে-ও সেই পরিমাণে আপনাকে উর্দ্ধে ওঠাবে। কিন্তু তাই ব'লে তা'দের সম্মানের দাবীর মধ্যে বংশমর্য্যাদার যে একটা স্থান নেই, তা নয়। এই initial advantage বা disadvantage পাশ্চাত্য সাম্যের ধারণার সঙ্গে খাপ না খেতে পারে, কিন্তু সেটা জগতের চারিদিকেই আছে। এই ধরুন, যেমন, সম্মানের চেয়ে বেশী দরকারী জিনিস ত টাকা ? সেটা আগে বাদী সকলকে সমান ভাগ করে' দিন ; শক্তি, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, এ সব সকলকে সমান করে, ভাগ করে দিন, তার পরে তার চেয়ে সামান্য বিষয় এই বংশমর্য্যাদার উপর যেন তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

(২) বাদীর দ্বিতীয় যুক্তিসম্বন্ধে এই বলা যায় যে, এ কথা সত্য যে, এই প্রথা ব্রাহ্মণের এতটা দম্ভ, আর শূদ্রের একটা অসন্তোষ বা হতাশার ভাব এনে দিতে পারে। এই দুইটাই এক হিসাবে evils, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ যদি জানে যে, সে মহৎ কিছু না করেও বা খারাপ কাজ করেও সম্মান্য বা শূদ্র ভালো কাজ করেও অবজ্ঞেয়, তা হ'লে সেটা এক পক্ষে আলস্য ও অন্য পক্ষে হতাশা এনে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেরূপ হয় কখন ? না, যদি পরস্পরের প্রতি একটা বিরোধের ভাব থাকে। যদি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জানে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও competition নেই, তাদের competition নিজের নিজের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তা হ'লে কোনও অশুভ ফল হয় না। তবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে এক পক্ষে অনুচিত গর্ব্ব, আর এক পক্ষে অশুভকর হতাশা এনে দিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই গর্ব্ব সময়ে সময়ে আলস্যের হেতু না হ'য়ে তা'র মঙ্গলের উপায় হ'তে পারে। ব্রাহ্মণ এরূপও গর্ব্ব করতে পারে যে, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণের অযোগ্য কাজ আমি কখনও করব না। তাতে তা'র বংশমর্য্যাদা তাকে অনেক সময় হীন কাজ থেকে রক্ষা করে। তার একটা চক্ষুলজ্জা বেশী হয়।

"আমি অমুকের সন্তান, আমি এই হীন কাজ করব ? কখন না।" লোকের গভীর দুঃখে আবার সেই স্মৃতি তার সান্ত্বনার কাজও করতে পারে। হিন্দুজাতির যদি গৌরব করবার কিছুই না থাক্‌ত, সেটি কি তা'র মঙ্গলের হেতু হ'ত ? শূদ্র-সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না।

( ৩ ) বাদীর তৃতীয় যুক্তি প্রায়ই ঠিক। তার বিপক্ষে এই মাত্র বক্তব্য যে, এক দিকে যেমন পরিধি বৃদ্ধি করা যায়, অন্যদিকে পরিধি একটু কমানো হয়। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার যদি কর্ম্মকারের ব্যবসা ছেড়ে কুম্ভকার হ'ল, তা হ'লে বৈদ্যনাথ কুম্ভকার, বিশ্বনাথের নিষ্পেষণে হয় ত উত্তম কুম্ভকার হওয়া দূরে থাকুক—না খেতে পেয়ে মারা

যেতে পাবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিষ্টের হেতু হ'য়ে দাঁড়ায়। তা'তে অনেক সময় একটা প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবার যথেষ্ট উপায় পায় না। খুব ঘেঁসাঘেঁসি আলু পুঁত্‌লে উৎপন্ন আলুগুলি পরস্পরের নিষ্পেষণে ছোট হয়। আর দূরে দূরে পুঁত্‌লে তারা বাড়বার সুযোগ পায়। অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করলে, অনেক ব্রাহ্মণ, যাঁরা নিজের পরিধির মধ্যে মহৎ হতে পারতেন, তাঁরা অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুষড়ে যেতে পারেন; অথচ যে শূদ্রেরা নিজেদের পরিধির মধ্যে কাজের হ'তে পার্ত্ত, তাঁরাও হয় ত এ চক্রের মধ্যে এসে কোনও সুবিধা কর্‌তে না পার্ত্তে পারেন।

(৪) বাদীর চতুর্থ যুক্তির বিপক্ষে একটি কথাও বল্‌বার নেই। কথাটা একেবারে ঠিক্। ব্রাহ্মণ মুর্গী খেলে জাত যায়, (যদিও সেটা আজ কাল বড় যায় না) কিন্তু সে চোর হলে জাত যায় না। এটা আইন নয়, এটা একেবারে উন্মাদের প্রলাপ। তবে তার স্বপক্ষে একটা কথা বলা যায় যে, সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা এ রকম বিধান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমান জাতিকে একটা অসভ্য জাতি বিবেচনা কর্‌তেন এবং তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া জাতির পক্ষে অশুভকর বিবেচনা কর্‌তেন। তাই তাঁরা যাবতীয় মুসলমান-প্রথা বর্জ্জন ক'রে হিন্দুকে মুসলমান হ'তে একেবারে পৃথক্ রাখবার জন্য এই আচারের আইনগুলি ক'রে সেগুলিকে শাস্ত্র ব'লে জাহির করেছিলেন। তাঁরা আর্য্য-রক্ত বিশুদ্ধ রাখতে যে বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাতন ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এখন বাদীর যুক্তি সম্বন্ধে যা বক্তব্য, তা উপরে বলা গেল। বাদীর উক্তির মধ্যে কতক কতক সত্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু মিল বলেছেন যে, সামাজিক প্রশ্ন সব অঙ্কশাস্ত্র নয়। এ সবগুলির দু'দিকেই কিছু না কিছু বল্‌বার থাকে। তাদের ওজন ক'রে বেছে নিতে হবে। এখন দেখা যাক্ যে, জাতিভেদের পক্ষে কি কি যুক্তি।

জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় এই এই কারণে—(১) Principle of heredity এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তর্কই নেই যে বংশপরম্পরায় গুণ বা দোষ, পিতা হ'তে পুত্রে বর্ত্তায়। এর উপরে principle of selection (বা principle of rejection) লাগিয়ে এক ব্যবসাবলম্বী বংশের বহু পুরুষ পরে সেই ব্যবসা-সম্বন্ধে সেই বংশজাত ব্যক্তির একটা উৎকর্ষ জন্মায়। বংশপরম্পরায় ক্রমাগত ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে সে উৎকর্ষ জন্মাবার সমান সুযোগ হয় না। এ বিষয়ে যদি কাহারও দ্বিমত থাকৃত, তা হ'লে এ বিষয়ে যুক্তি দেওয়া যেত। কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(২) সন্তোষ। এই systemএ আপন আপন শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রেখে পরস্পর শ্রেণীর সম্বন্ধে একটা সন্তোষ বা resignation এনে দেয়। যদি শূদ্র জানে যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের barrier পার হবার নয়, তাতে তার একটা resignationএর ভাব আসে, যা সমাজের শান্তির জন্য হিতকর। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ, অশান্তি ও বিদ্রোহের ভাব, আর ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ সন্তোষ, এ যুক্তির জাজ্জ্বল্যমান্ উদাহরণ। ইংলণ্ডে মফঃস্বলে এখন কৃষি-মজুর (farm labourer) পাওয়া দুরূহ। সব মজুররা উচ্চতর professionএ যাবার জন্য রাজধানীতে বা অন্য কোনও বৃহৎ নগরে গিয়ে প্রায় উপবাস কর্‌তে প্রস্তুত, অথচ কৃষি-মজুরের কাজ কর্‌তে স্বীকৃত নয়।

(৩) তৃতীয় যুক্তি এই যে, শ্রেণীবিভাগ পৃথিবীতে অনিবার্য্য। জাতি উন্নত হ'লেই এক একটা শ্রেণীকে সে এক এক রকম বিশেষ কাজে নিযুক্ত করে। জাতির আদিম অবস্থায় সকলেরই নিজের নাপিত, ধোপা কর্ম্মকার ইত্যাদি থাকে। পরে এই সব ব্যবসায় পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে যায়। Amœba সমস্ত শরীর দিয়ে নিশ্বাস ফেলে, খায় ও গমন করে। কিন্তু উচ্চতর জানোয়ারের (ধরুন যেমন কুকুর) নিশ্বাস ফেল্‌বার, খাবার ও যাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। উন্নতির দস্তুরই ঐ। জাতি আরও অগ্রসর হ'লে এই কাজগুলি heriditary হ'বার প্রবণতা জন্মে। তার একটা কারণ এই যে, পিতা পুত্রকে যদি শিক্ষা দিতে চান ত তাঁর নিজের কাজে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য হয়। কারণ, সে শিক্ষা তিনি নিজে

দিতে পারেন। তার উপরে পিতা যেরূপ আগ্রহে ও যত্নে নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেন, এক জন অন্য শিক্ষক কখনই সেরূপ যত্নে ও আগ্রহে তাহাকে শিক্ষা দেয় না। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তে হ'লে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। যতক্ষণ না প্রমাণ হয় যে, সে শক্তির ব্যয় জাতির পক্ষে নিশ্চিতরূপে হিতকর, ততক্ষণ সে শক্তি অন্যদিকে অনর্থক ব্যয় করা বিধেয় নয়।

(৪) যদি জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয় ত সেটা ভারতবাসীর পক্ষে একটা অসাধ্য ব্যাপার। সেটা জাতীয় characteristics এর সঙ্গে খাপ খায় বলেই সেটা এ দেশে এত বদ্ধমূল হয়েছে। সেটা এত বদ্ধমূল হয়েছে যে, এত শতাব্দীর বিদেশীয় শাসন, তা'কে বিনাশ করা দূরে থাকুক, বরং দৃঢ়তর করেছে। এই জাতিভেদই এতদিন হিন্দুকে হিন্দু রেখেছে, এত বিপর্য্যয়েও হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করতে পারে নাই। এটা একটা হঠাৎ মনে আসে বটে যে, ইয়ুরোপীয়েরা এই জাতিভেদ না রেখে যখন এতদূর উন্নত হ'য়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা জাতি (ইংরাজ) ভারত জয় করে' নির্ব্বিরোধে শাসন করছে, তবে বুঝি তা'দের মত জাতিভেদ না রাখলেই ভারতবাসী তা'দের সমান উন্নতি লাভ করতে পাবে। এ যুক্তি সব ইংরাজী প্রথা সম্বন্ধেই খাটে। কে বলবে যে, এ উন্নতি তা'দের জাতিভেদ না থাকারই ফল, তা'দের অন্য কোনও প্রথার ফল নয়। কিংবা কে বলবে যে, এটা ইংরাজের কোনও সামাজিক প্রথার ফল এবং এ উন্নতি ও এ সব প্রথা ইংরাজদের জাতিগত energyর ফল নয়। এখন কি তবে ভারতবাসীর এই কর্ত্তব্য যে, তা'দের সব প্রথা উল্টে দিয়ে ইংরাজদের সব প্রথাই নিতে হ'বে?

এক জাতির পক্ষে যা হিতকর, আর এক জাতির পক্ষে তা হিতকর নাও হ'তে পারে। বিশেষতঃ ইংরাজ ও হিন্দুর national characteristics এত বিভিন্ন যে, অনেক সময়ে সম্ভব যে, এক রকম প্রথা দু' জাতির পক্ষে হিতকর নয়। ইংরাজ—কৃষি বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। তবে ইংরাজ সামাজিক প্রথাই হিন্দুসমাজের পক্ষে খাটবে, তার প্রমাণ কি? এ প্রথা বর্জ্জন করে' বিলাতী প্রথা অবলম্বন করা কি একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা নয়? হয় ত যা ছিল, তাও হারাব, যা নাই, তাও পা'ব না। একটা জাতি নিয়ে experiment করা কি ভয়ঙ্কর। তবে জাতিভেদ এখন যে ভাবে বর্ত্তমান আছে, সে ভাবে সে কখনই থাকতে পারে না। আর সেটা ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ধীরে ধীরে জাতিভেদকে সঙ্গততর ভিত্তির উপর খাড়া করা। একেবারে এমন একটা জাজ্জ্বল্যমান জীবন্ত জিনিসকে উল্টিয়ে দেওয়া ভাল নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত reformation not revolution আজ ৪০০০ বৎসর ধরে' যে প্রথা চলে' আসছে, যা'তে হিন্দুকে হিন্দু ব'লে গৌরব করতে দিচ্ছে, যাতে ভারতকে ব্যাস, বা বাল্মীকি, কপিল দিয়াছে, তা'কে বিনাশ করা revolutionও নয়, এ vandalism.

---

# মানভিক্ষা

---:*:—

ইংরাজকৃত পোষ্ট-আফিস, রেল, ঘড়ি, সাবান, দেশলাই ইত্যাদির অনেক প্রকার ত্রুটি—থাকিলেও, যদিও হিন্দু, অহিন্দু উভয় পক্ষই সমভাবে কার্য্যতঃ তাহার পক্ষপাতী, তথাপি তাহার ত্রুটিগুলির প্রতি নব্যবঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও গুণ বিষয়ে নীরব থাকা, প্রতি হিন্দুনামধারীর কর্ত্তব্য। কারণ তাহাতে, একরূপ বিনাব্যয়ে জাতীয় ভাব ও স্বদেশভক্তি দেখান হয়, ও উপরন্তু উক্ত মত একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ করিলে তাহার গ্রাহক সংখ্যাও বাড়িবার সম্ভাবনা।

হা হিন্দু-সম্পাদক! তুমি এত দূরই অধঃপতিত যে এই মৌখিক স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইয়া নাম কিনিতে লজ্জাবোধ কর না, দুই মুষ্টি অধিক তণ্ডুলের জন্য যাহা কিছু আপনার বলিতে পারিতে, এ কর্দ্দমময় জীবনে যাহা কিছু উজ্জ্বল, পবিত্র ও প্রিয়, সেই বিবেককে নিঃসঙ্কোচে বলি দিতে পার!

হা বঙ্গীয় পাঠক! তুমি কি এতই নির্ব্বোধ,

যে, এই ধার্ম্মিকতার ভাণও বুঝিতে পার না, যে স্তাবকের স্বার্থপূর্ণ স্তুতি পয়সা দিয়া ক্রয় কর। অথবা বুঝি ইহাতেও মনের কিছু সান্ত্বনা হয়!

সহস্র বর্ষ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক পদদলিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া, বিশ্বের বিদ্রূপের বিষয় হইয়া, নিরুপায় নিঃসহায়, নির্জ্জীব হতভাগ্য বন্দী! বুঝি এ কারাগারেও একটু আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া শান্তিলাভ কর।

যখন বিক্রম থাকে, তখন পয়সা দিয়া প্রশংসা ক্রয় করিতে হয় না; বা নিজেই নিজের ভেরী বাজাইয়া বেড়াইতে হয় না। কারণ, জগৎ শুদ্ধ স্বতঃই সে মহিমা কীর্ত্তন করে। যখন বিক্রম যায়, যখন আর গৌরব-কাহিনী কেহ গায় না, যখন দুর্ভাগ্য ঘনীভূত হইয়া আসে, তখন সেই দুঃখে, সেই দৈন্যে, সেই দুর্দ্দিনে, নিজের গৌরব-গান শুনিবার জন্য মাহিনা দিয়া লোক রাখিতে হয় বা নিজে তাহা গাহিয়া বেড়াইতে হয়।

কিমিবাখিল-লোক-কীর্ত্তিতং
কথয়ত্যাত্ম-গুণং বুধো জনঃ।
বিদিতোঽস্তি ন যস্য কশ্চন
স্বগুণং তেন বদত্যসৌ স্বয়ম্॥

অথবা মানব-হৃদয় এতই লঘু যে, সুখে-দুঃখে, বাহিরে-ভিতরে, প্রভাতে-সন্ধ্যায়, সর্ব্বকালেই সর্ব্বস্থানেই স্বীয় গুণার্জ্জিত বা অর্থার্জ্জিত উভয়বিধ প্রশংসাই শুনিয়া প্রীতিলাভ করে।

পূর্ব্বকালে কোন নৃপতির সহিত কোন কবি দেখা করিতে যাইতে হইলে খুব 'বাছা বাছা' শ্লোক তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইতেন, যাহাতে সেই নৃপতির কীর্ত্তিও কীর্ত্তিত হইত ও কবির কবিত্বও প্রকাশ পাইত। কথিত আছে, 'কবিশ্রেষ্ঠ' কালিদাসেরও উক্ত যন্ত্রণাময় পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

তিনি বিক্রমাদিত্য রাজার সহিত ভেট করিতে গিয়া প্রথমতঃ বলিলেন—"রাজংস্তব যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ" আর সভা-পণ্ডিতগণ এক-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ'। কারণ, উক্ত শ্লোকে কাব্যশাস্ত্র বজায় রাখিয়া একটা ভারি কবিত্ব প্রকাশ হইয়া গেল। যেহেতু, যশকে শুভ্র বর্ণনা করাই কাব্যসঙ্গত। এখন শুভ্র না কি নানা জিনিষ আছে—যেমন, খই, দই, বার্লি, বাসিকরা কাপড় ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোনটিরই সহিত উপমা না দিয়া কালিদাস যশকে যে "শরচ্চন্দ্রমরীচি"র সহিত তুলনা করিলেন। (সংস্কৃতশাস্ত্রানুসারে জ্যোৎস্না সাদা) তাহাতে তাঁহার প্রভূত কবিত্বশক্তিও প্রকাশ পাইল ও রাজার সুন্দর, উপাদেয় স্তুতিবাদও করা হইল। অমনি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবিরূপে বৃত হইলেন।

এরূপ প্রথা রাজারামের সময় ও মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও ছিল। কারণ, একটি গানে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন তাঁহার প্রভু রাজারামের বিষয় মালকৌশে গাহিয়াছিলেন —"রাজনকে রাজা মহারাজাধিরাজ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা-নিদান রাজারাম"। ও তিনি ক্রমে মোগল রাজ-সভায় আনীত হইয়া আবার গাহিয়াছিলেন— "নওরঙ্গী আকবর সাহে।"

সভ্য ইংলণ্ডেও রাজকবিরা এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পান না। কবিবর টেনিসনেরও তাঁহার প্রভু মহারাণীর প্রশংসায় বীণা বাঁধিতে হইয়াছিল এবং ইংরাজ জমীদারগণেরও উপাসক কবি থাকিতেন। কবি পোপকে তাঁহার অর্থদাতা লর্ড ব্যার্থষ্টের উপাসনায় অনেক সময়ে তাঁহার চমৎকার ছন্দোবন্ধ নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল।

যদি রাজ-রাজড়ার নিজের কেচ্ছা শুনিবার সখ হয়, তবে জনসাধারণেরই বা কেন না হইবে? আর সুখের দিনে যদি মিষ্ট স্তোকবাক্য দরকার বোধ হয়, তবে দুঃখের দিনে ত তাহা আরও উপাদেয় হইবে। আর ইংরাজ আনীত 'মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সে সখ অতি অল্প ব্যয়েই মেটে। রাজ-রাজড়াদের মাসিক শতাধিক মুদ্রা বেতন দিয়া স্তাবক রাখিতে হইত, উপরন্তু হয় ত কখনও বা তৎসঙ্গে একটি রাজকন্যাও দিতে হইত। সাধারণের আজ ইংরাজের কৃপায় সে সখ মিটাইতে বৎসরে দু'টাকা আড়াই টাকার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। উপরন্তু আপন কন্যাদিগের নিজের মনোমত বর বাছিয়া লইবারও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল। কারণ, সম্পাদক তাহার উপর কোন দাবী রাখেন না।

হিন্দু পাঠক! তুমি সানাইয়ের দাম দিয়াছ,

মর্জিমোতাবেক সুর ফর্ম্মাজ করিবার তোমার অবশ্য অধিকার আছে। আর এ সুর শুনিয়াও তোমার ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু দৈন্য ঘুচে না। এ আত্ম-প্রশংসা-পিপাসু জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির তৃষ্ণার ন্যায়, ক্ষণিক সুখ দেয় বটে, কিন্তু জ্বর নিবারণ হয় না। শোকে, বিপত্তিতে সিজরের মত স্তাবক না রাখিয়া লিয়রের ফুলের মত স্পষ্টবক্তা রাখাই শ্রেয়ঃ। দরকার হয় ত' নিজের দোষ খুঁটিয়া বাহির করিবার জন্য দুর্ম্মুখের মত চর রাখিতে হয়।

কিন্তু এ জাতির আজি এমনই দুরবস্থা যে, যদি কোন দেশীয় বা বিদেশীয় ব্যক্তি হিন্দুজাতির বা হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা করেন, তাহা হইলে আমরা উল্লাস-চীৎকারে দেশ ধ্বনিত করিয়া সকলকে বধির করিয়া তুলিবার উপক্রম করি। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি কোন বিষয়ে আমাদের হীনতার উল্লেখ করেন ও তাহা মোচনের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে আমাদের মুখ ম্লান-গম্ভীর হয় ও আমরা এক মুহূর্তে নীরব হইয়া যাই। যখন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে, অন্য দেশের অবতার হইতে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে বসিলেন, তখন সকলে ভাবিল, যাক্ একটা ত পাওয়া গিয়াছে, এখন দিনকতক আমরা ধন্য বলিয়া চীৎকার করি। কিন্তু সেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্ম্মতত্ত্বে, জাতিভেদের নূতন ব্যবস্থা দিলেন ও কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মণত্ব পদে উন্নীত করিবার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, সেটি সাধারণের স্পষ্টতঃ কর্ণে প্রবেশই করিল না। বিবেকানন্দ যখন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা আমেরিকায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলে এতই আন্তরিক সম্মতি প্রকাশ করিল যে, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য কলিকাতার 'টাউন হলে' এক মহতী সভা আহ্বান করিল। কিন্তু সেই বিবেকানন্দই যখন সমুদ্র গমনের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে বসিলেন, সাধারণে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিল। আনি বেসাণ্ট যখন হিন্দুজাতির ধর্ম্মানুপ্রাণতা প্রমাণ করিলেন ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে জগতে তাহার একাধিপত্য দিলেন, সকলেই করতালি ধ্বনিতে কলিকাতার 'টাউন হল' বিকম্পিত করিল। কিন্তু তিনিই যখন হিন্দুনারীর দুরবস্থা ও হীনতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিলেন, সে বিষয়ে বোধ হয় সকলেরই তাঁহার সহিত মতের অনৈক্য হইল। এরূপ চমৎকার, সস্তা, সহজ জাতীয় ভাব জগতে কেহ কখন দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা শুদ্ধ নিজে নিজে আপনাদের মধ্যে শুনিয়াই সন্তুষ্ট নহি যে, আমরা একটা মহৎ জাতি। সেটি আবার ইংরাজী ভাষায় দেশে ও বিদেশে জলদ-নির্ঘোষে প্রচার করিতে ব্যগ্র। হা মূর্খ! তোমরা কি সত্যই ভাব যে, তোমরা কহিয়া বেড়াইবে যে তোমরা মহান্ আর অমনি জগৎ তোমাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবে?

মানুষের কিরূপ একটি অবোধ দুষ্প্রবৃত্তি যে, যদি কেহ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে বসে, তবে কেহই তাহা সহজে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যদি কেহ কখন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে আপনার কোন নিন্দাবাদ করিয়াছে, অমনি কি জগৎ শুদ্ধ তাহা বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছে! আবার অন্যে যদি কাহারও যথার্থও দোষ কীর্ত্তন করিতে বসে, তবে লোকে সাধারণতঃ তাহা অতি সন্দিগ্ধমনে গ্রহণ করে এবং হয় ত' কখনও বা অন্তরে তাহার উপর দ্বেষ ঈর্ষা ইত্যাদি মতলব আরোপ করে। কিন্তু সে যদি কাহারও (অর্থাৎ আপনার ও আপনার লোকের ভিন্ন অন্য কাহারও) প্রশংসাবাদ করে ত' সংসারকে তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক যুক্তি প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাতে প্রমাণ হয় যে মানুষের আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করা যেরূপ স্বাভাবিক, পর-প্রশংসা ও আত্মনিন্দা করা তেমনি অস্বাভাবিক।

যদিও ইহাতে মনুষ্য-চরিত্রের একটি কুৎসিৎ ছবি আঁকা হয়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে লেখকের তাহাও করিতে হয় বৈ কি। যদি সব সময়েই মনুষ্য-চরিত্রের উজ্জ্বল অভিরাম চিত্র আঁকা যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত।

আমরা হিন্দু জাতি খুব বড, এ কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি ও বিজ্ঞাপন-আড়ম্বর-প্রতারিত চাষাকে ভুলাইতে পারি, কিন্তু সুসভ্য ইয়ুরোপ নামক 'ভবি ভুলিবার নয়।"

শাস্ত্র হইতে যত পার দেখাও যে সভ্যজগতের এখন যাহা কিছু আছে, আমাদের সে সব ছিল, উপরন্তু আধ্যাত্মিকতা ছিল। যদি দেখাইতে

পার ত' সভ্যজগৎ হৃদ্ধ স্বীকার করিতে পারে যে, আমরা এককালে এত বড ছিলাম যে, ইয়ুরোপের অত বড় হইবার সম্ভাবনা অতি ভগ্নাংশিক। কিন্তু সে তাহাতে কখন স্বীকার করিবে না যে, আমরা সেই বড়ই আছি। বরং সে অতিশয় অবজ্ঞার সহিত বা অতিশয় অনুকম্পার সহিত বলিবে—"উঃ, কি গভীর পতন।"

যখনই সভ্যজগৎ দেখিবে যে, আমরা স্ত্রী জাতিকে একটি সম্পত্তি, একটি লিপ্সার বস্তু, একটি গার্হস্থ্য প্রয়োজনের স্বরূপ মাত্র ব্যবহার করিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, আমরা বাক্যে অপরিমিত বলশালী হইলেও কার্য্যে অচিন্তিতরূপে পৃষ্ঠ-প্রদর্শক, যখন সে দেখিবে যে, আমরা কারাগারের ছায়া দেখিলেই স্বদেশহিতৈষিতার অভ্রভেদী ভেরী-নিনাদ, ভয়কম্পিত দীননম্র কাকুতিস্বরে নামাইয়া আনিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, আমরা এখনও ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ করিলেও ন্যায়ের বিশ্বাসের জন্য এক কপর্দ্দক হইতেও বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত নই এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামীকে এক কাঠা পরিমেয় ভূমি হইতে চ্যুত করিবার জন্য, মিথ্যা ও বঞ্চনাকে নরক হইতে তুলিয়া আনিয়া আদালতে হাজির করিতেছি, যখন সে দেখিবে যে শৈবাচার শুদ্ধ পাশবাচারের নামান্তর মাত্র ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইন্দ্রিয় সেবার কেন্দ্র মাত্র হইয়া উঠিয়াছে,—তখন সে আর আমাদিগকে পূর্ব্বপুরুষের মহত্ত্বের খাতিরে মান্য করিবে না, তখন সে বেদ, দর্শন পুরাণ ভুলিয়া যাইবে, তখন কৃষ্ণের মহৎ চরিত্র, বুদ্ধের স্বার্থ ত্যাগ ও চৈতন্যের পুণ্যময় জীবন, এ কালিমাকে ধৌত করিতে পারিবে না। জগতের ভক্তি চাহ ত' আবার মহৎ হও। পূর্ব্ব মহত্ত্বের স্মৃতির নিষ্প্রাণ মূর্ত্তিতে হেলিয়া বক্ষঃ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহা পাইবে না। বেদ পুরাণ দেখাইয়া, পূর্ব্বপুরুষের নাম করিয়া, দীন সজলনেত্রে অনুনয় স্বরে দ্বারে দ্বারে সম্মান ভিক্ষা করিলে তাহা মিলিবে না। ছিন্নবেশে, ক্ষিপ্তস্বরে ধূলি ধূসরিত দেহে, পিতামহ প্রপিতামহের গৌরব ঝঞ্জনির সহিত ঝাঁজর বাজাও, কেহ শুনিবে না। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আপনার অনুভবের জন্য, আদর্শের জন্য, দুঃখে সান্ত্বনার জন্য— পরকে বুঝাইবার জন্য নহে।

আপন মহত্ত্ব অপরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যব্যয় দরকার নাই। সে কার্য্য অতি নীরবে—অতি সংক্ষেপে সাধিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র জাতির বীর্য্য আরঙ্গীবকে বুঝাইতে কোন তর্ক করিতে হয় নাই, শিবজী বিনা বাক্যেই তাহা আরঙ্গীবের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহের স্বদেশানুরাগ টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া প্রমাণ করিতে হয় নাই, তাঁহার স্বার্থত্যাগই তাহার জীবন্ত জাগ্রত অকাট্য প্রমাণ।

চৈতন্যের ভগবদ্ভক্তি ফোঁটা কাটিয়া বা হরিনামের মালা পরিয়া দেখাইতে হয় নাই, তাহা পতিতপাবনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ন্যায় অদম্য উচ্ছ্বাসে তাঁহার উন্নত হৃদয় হইতে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়াছিল। জাপানের সারবত্তা সভ্য ইয়ুরোপকে বুঝাইতে বেশী যুক্তি প্রয়োগ করিতে হয় নাই, অতি শীঘ্র, অতি সংক্ষেপে দুই একটি কার্য্যে তাহা জগন্ময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।

কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে বিপক্ষ যোদ্ধারা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে বহুবিধ বাক্য আস্ফালন করিতেন। রাম-রাবণ, ভীম-দুর্য্যোধন, কর্ণার্জ্জুন ইত্যাদি যোদ্ধারা অনেক বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া এবং পরস্পরের দুশ্চরিত্র এবং যুদ্ধ বিষয়ে অর্ব্বাচীনত্ব ও মূর্খত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা না করিয়া প্রায়ই বাণ নিক্ষেপ করিতেন না। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য নাটকে তাহার আভাষ আসিয়া পড়িয়াছে। কবিদের মতে 'রে-দুরাত্মন্', 'রে-পাষণ্ড' ইত্যাদি প্রবচন ভিন্ন প্রায়ই যুদ্ধটা সু-সম্পন্ন হয় না। কিন্তু ইংরাজী নাটকাদিতেও ঐরূপ যুদ্ধ বর্ণনা অনেক দেখা যায়,তবে সেখানকার যোদ্ধৃবর্গ এত দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার বোধ হয় অবসর পান না। তাঁহারা বোধ হয় বিবেচনা করেন যে, অতখানি সময় বাক্যে বৃথা ব্যয় না করিয়া, যুদ্ধটা শীঘ্র সেরে নিয়ে তাঁবুতে গিয়া সে সময়টা আহারে ব্যয় করিলে কাজে দেখে। কিন্তু বাস্তবিক যুদ্ধে যে ঐরূপ বহুল বাক্য বর্ষণ দ্বারা কেহ আপনার বীরত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাও আমার বিশ্বাস নহে। প্রকৃত বীর অধিক বাক্য প্রয়োগ করেন না। তিনি অতি সংক্ষেপেই কার্য্য

সাম্লেন। বাক্য প্রায়ই দুর্বলের সহায়। ভাষা-তত্ত্ববিৎরা বলেন যে, পুরাকালে যখন ভাষার অধিক উন্নতি হয় নাই, তখন মানুষ হস্ত মুখাদি নাড়িয়াই ভাষার অভাব পূরণ করিয়া লইত। এখনও অনেকে 'ইয়ে' দিয়ে মনের অনেক ভাব ব্যক্ত করেন। যেরূপ, যখন কথা অকুলান হয়, মানুষ হাত পা নাড়িয়া বা 'ইয়ে' 'উয়ো' দিয়ে কাজ সারিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ বাহুদ্বন্দ্বে দুর্বল মনুষ্য বাক্য দিয়া শারীরিক বলের অপ্রাতুল্য পূরণ করিতে চাহে। কোন এক উড়িয়া বেহারাকে কোন এক বাঙ্গালী প্রহার করিলে সে তথাপি বীরত্ব সহকারে 'আচ্ছা মাড়িলি মাড়িলি—এই জায়গা মাড দিখি" বলিয়া গণ্ডদেশ দেখাইল। পরে সে স্থানে প্রহৃত হইলে, তথাপি না দমিয়া বলিল,—"মাড়িলি বটে, আচ্ছা এই জায়গায় মাড ত" বলিয়া কর্ণমূল দেখাইল। সে স্থানে প্রহৃত হইলে, সে পূর্ব্ববৎ দম্ভে স্বীয় পৃষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, আচ্ছা, এ জায়গাএ মাড দিখি।" সে স্থানেও আহত হইয়া সে উচ্চতর স্বরে কহিল "আচ্ছা মাড়িলি, আচ্ছা, তবে দেখিব, কেমনে তুমি এই জায়গায় মাড়িতে পাড়" বলিয়া সে স্বীয় নাসিকা দেখাইল। সেই স্থানে গুরুতর-রূপে আহত হইলে সে বসিয়া পড়িয়া ওড়ে মাড়িয়া পট্টাইথা দিল রে" বলিয়া ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। (পাঠক মহাশয়, আমার উড়িয়া ভাষাতে অনভিজ্ঞতা মার্জ্জনা করিবেন।)

ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালী প্রহারিত হইলেও উক্ত রূপ কোন এক নিকট-ভবিষ্যৎ দিনে তাহার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া প্রাণ হস্তে লইয়া প্রস্থান করেন।

কোন এক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, তর্কে দুই পক্ষের মধ্যে কে হারিয়াছে, তাহা তিনি তর্ক না শুনিয়া বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহার মত ছিল যে পক্ষ বেশী চীৎকার করে, সেই পক্ষ হারিতেছে বা হারিয়াছে। স্বভাবতঃ পরাস্ত পক্ষ নিজের অযৌক্তিকতাটা স্বরের উচ্চতায় বা গালির স্রোতে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহেন। তাই এক মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 'Speech is silverden and silence is golden," অধিক বাক্যব্যয় আত্মমহত্ত্ব প্রমাণ করা দূরে থাকুক, নিজের হীনত্ব প্রতিপন্ন করে মাত্র।

ইংরাজ জাতি বাঙ্গালী জাতি-চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদিগের মন্তব্য অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করে, তাহাও আপনাদের মধ্যে অন্য কথার মধ্যে বিশেষ না ভাবিয়া এ কথা বলিয়া ফেলে মাত্র। অমনি দেশীয় সংবাদ-পত্রে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। শত শত লেখনী আমাদের জাতীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিবার জন্য চালিত হয় ও অনতিবিলম্বে আপনাদের মধ্যে বেশ একটি উপাদেয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইংরাজ জাতি এখনও অর্দ্ধবর্ব্বর ও আমরা সুসভ্য। ইংরাজ জাতি বাক্যতঃ তাহার কোন প্রতিবাদ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে না। যদি তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা করে, সে বিনা বাক্যব্যয়ে আগ্নেয় যন্ত্র নিন্দাকারী বাঙ্গালীর বিপক্ষে পরিচালিত করিবে—তাহার পরই দুর্বলের যে দশা আমাদেরও তাই—অজস্র উচ্চ নিন্দাবাদ ভয়-বিহ্বল অনুনয় স্বরে পরিণত হয়। যেখানে ক্ষমতা অন্যরূপে অনুভূত করাইবার উপায় আছে, সেখানে বাক্যের বিশেষ দরকার নাই। ইংরাজ যদি বলে, কাশ্মীর-রাজকে রাজ্যচ্যুত কর"—আমাদের উত্তর—সতর্ক গালি বর্ষণ। আমরা যদি বলি 'ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াও" তাহাদের উত্তর-আমাদিগকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ।

বাহিরে দাসত্ব, গৃহে অশান্তি, মন অবসন্ন, শরীর শুষ্ক। ইহার উপর আবার প্রত্যহ দেখি, দিব্য বসনে, দিব্য যানে, দিব্য মূর্ত্তিতে ইংরাজ জাতি আমাদের প্রতি লক্ষ্যও না করিয়া বীরদর্পে সম্মুখ দিয়া প্রতিদিন চলিয়া যায়। আমাদের প্রতি ভালবাসার ভাণও নাই। চাহিবার দরকার হইলে, শুদ্ধ হিম শুষ্ক চাহনি। কথা কহিবার দরকার হইলে নীরস বাক্য। শুদ্ধ কার্য্য বা অর্থ পাইলেই ক্ষণিক মৃদুহাস্যের, কোমল দৃষ্টির, মিষ্ট বাক্যের অভিনয় মাত্র, যেন তাহাতে কত অমূল্য বিরলপ্রাপ্য উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া দিয়া যায়। কষ্ট হইলে মুহূর্ত্তে রুক্ষ-কুঞ্চিত ললাট, তীক্ষ্ণ আরক্ত দৃষ্টি, নিষ্ঠুর রূঢ়বাক্য, ও বুটসহ চরণদ্বয় যেন

আমাদিগের প্রতি সজোরে ছুড়িবা—আসিবার জন্য প্রস্তুত। তাই—

"কালোমূর্ত্তি দেখিলেই সাহেব যায় ক্ষেপে।
গোরামূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণ উঠে কেঁপে।"

তাঁহারা আপনাদের ক্রীড়া, তামাসা, আমোদ লইয়াই আছে। আমাদিগকে তাহাদের ক্ষুদ্র স্বাধীন জগতে ঢুকিতে দিবার প্রস্তাবেই তাহাদের ঘৃণায় অবজ্ঞায় ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় স্বতঃই কুঞ্চিত হয়। ইহাতে যে তাহাদের প্রতি আমাদের প্রীতিবাহুল্য থাকিবে না, ইহার আর বিচিত্র কি? আর আমরা যে সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের দিকে ক্রোশাধিক দূর হইতে ঢেলাটা পাটকেলটা ছুড়ি তাহাতেও বিশেষ কিছু অস্বাভাবিক দেখি না। কিন্তু এ বিশ্বাস অতীব মূঢেরও আছে যে, তাহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না বা আমাদের কোন ইষ্ট হইবে না। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইংরাজের মূর্খত্ব, বিদেশে বক্তৃতা ও দেশে সংবাদপত্রে ঘোষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত শিশুর কার্য্য। কর্ম্ম চাই—স্বার্থত্যাগ চাই। ফোঁটা, টিকি, মালা ও নামাবলীতে ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণ হইবে না। পরোপকারাদি চাই, দয়া চাই, সত্যপ্রিয়তা চাই। মনের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য চাই।

সে পাণ্ডিত্য কৈ? সে দুর্দ্দম মনোবিকাশ কৈ? সে অপ্রতিহত তেজ, সে অনম্য প্রতিজ্ঞা, সে ঐশী প্রতিভা কৈ? সে সমস্ত বিভব হারাইয় এখন আর সে ভূত গৌরবকাহিনী গাহিলে কে শুনিতে চাহিবে?

কি অমায়িক বিশ্বাস! কি বালসুলভ সরলতা! বাক্য দ্বারা নিজমহত্ত্ব পৃথিবীময় বিস্তার করিবে,—যদিও কার্য্যে চীন, ব্রহ্মদেশ, তুরস্ক জাতির সমান বর্ব্বর। পুরুষানুক্রমে দাস! ললাটে চৌদ্দপুরুষ বিভিন্ন জাতির পদরজঃচিহ্ন ধারণ করিয়া, এখনও নিজ মহিমা ঘোষণা করিতে লজ্জাবোধ কর না? ইংরাজের মুষ্টি সমক্ষে সদা ভয়কম্পিত নিরীহ জীব! এমত আশা কেন?—ঘুমাও! জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাও, যাহাতে আলো না আসে, যাহাতে সহস্রবর্ষব্যাপী ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। আর বাজাও সানাই, প্রিয় সম্পাদক! মৃদুমধুর কোমল স্বরে 'ঘুম পাড়ানিয়া' গান বাজাও, দেখো যেন ঘুম না ভাঙ্গে। বেশী উচ্চৈঃস্বরে বাজাইও না, কি জানি যদি এ স্তন্যপায়ী শিশু চমকিয়া জাগিয়া উঠে। পূর্ব্বকালে প্রত্যূষে শিশুকে বন্দনা করিয়া ঘুম পাড়াও! বাজাও সেই সুর -

"ঘুম পাড়ানিয়া মাসী ঘুম দিয়া যাও,
বাটাভরে পান দেব গাল ভ'রে খাও।"

গাও

ধরাতলে ধন্য তুমি ধার্ম্মিক ধীমান্,
ঘুমাও ঘুমাও বাছা বাঙ্গালী সন্তান
—আহা বাছার চোখে বড় আলো লেগেছিল,
অমনি আমার বাছা প্রায় জেগেছিল,
এবার করেছি বন্ধ জানালা দুয়ার,
ঘুমাও চোখেতে আলো লাগিবে না আর।
আর্য্যের সন্তান নিদ্রা যাও দিবারাত্র।
দাম বৎসরে অগ্রিম দুই মুদ্রা মাত্র।

কি সহজ ব্যবসা! তথাপি ইহাই কাহারো কাহারো পক্ষে কি দুরূহ! গ্রাহকবৃদ্ধি করিবার এমন সুন্দর উপায় থাকিতেও যে কেহ কেহ পত্রিকা মুদ্রিত করিবার ব্যয়টি পর্য্যন্তও কুলাইয়া উঠিতে পারেন না ইহাই বিস্ময়কর। কি? তাহাতে বিবেককে বলি দিতে হয়? চুলোয় যাক বিবেক, টাকা চাই। তাহাতে দেশের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া হয়?—আরে দূর! দেশ আগে না আমি আগে?

মধুকর পুষ্প হইতে মধু পান করে। কিন্তু সকলেই মধুকর হইতে পারে না। পক্ষহীন কীট যদি পচনোন্মুখ শবে ও দুর্গন্ধ আবর্জ্জনায় খাদ্য অন্বেষণ না করে ত তাহারা উপবাসী হইতে হয়।

---

সমাপ্ত।

# আর্য্যগাথা

## দ্বিতীয় ভাগ

## কুহু ও পিউ

### দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## ভূমিকা

দশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগাথা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে 'যদি সে আদর পায় ত আবার নূতন গীত শুনাইবে'। কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, সে আশাতীত আদর পাইয়াছিল। তাই আবার সে নূতন গীত শুনাইতে আসিয়াছে।

দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরন্ত-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নই।—

'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো'।

মলয়ানিলস্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।

এই দশ বৎসরে বঙ্গভাষাও কত অমূল্যরত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যখন আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল না। তাই বুঝি সে আদর পাইয়াছিল। আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী গীতধ্বনির, শত কোমল বেণুবীণাঝঙ্কারের ভিতর, আজ এই পুরাণ সুর কি কেহ শুনিতে চাহিবে?—

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্কচ্ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ দেওয়া গেল। সে অনুবাদ যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জানেন না, শুদ্ধ তাঁহাদিগের জন্য। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেন তাহাদের মূল পড়েন, আমার ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা ইংরাজী গানগুলির সুর জানেন, তাঁহারা অনুবাদগুলিও সেই সুরে গাহিতে পারিবেন।

**গ্রন্থে গুটিকতক ছাপার ভুল আছে, তাহা পাঠক নিজেই সংশোধন করিয়া লইবেন।**

# উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজলিতে, স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর,
কোন সূর্য্যালোক হতে এসে'ছিলে নেমে'
এক বিন্দু কিরণ শিশির,
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে,
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু,—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী" বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আসনি আজি সে বেশ পরি,—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম,—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো,—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি,
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে,
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম,
প্রভাতশিশির
সম স্নিগ্ধ, বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয়, বিশ্বাস সম স্থির,
গাঢ়, নীল আকাশের মত,—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল,
ছিলে বা তখন
প্রাতঃ স্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল,
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্দ্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির,—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৬

আহা
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে,
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য, নৈশ-নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত, অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত,
হইত আশ্চর্য্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত ও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুমর 'প্রেম'।

# কুঞ্জ

—:*:—

খট্‌—ঢিমে তেতালা।

১

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ
তোদের কাছে,
হৃদয়ভরা গান লয়ে আজ—
এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ গানগুলি তোদের দিব,
আর কিছু করিনে' আশা,
কেবল তোদের প্রাণের হাসি—
কেবল তোদের ভালবাসা।

২

নাহিক আর বিরস হৃদয়,
নাহিক আর অশ্রুরাশি ;
হৃদয়ে জড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে গড়ায় হাসি ,
ভাঙ্গা ঘরের শূন্য ভিতে
শুন্‌বিনে আর দীর্ঘশ্বাসে,
কি দুখেতে কাঁদবে সে জন
প্রাণভরে' যে ভালবাসে।

৩

আজ যেন রে প্রাণের মতন
কাহারে বেসেছি ভালো ,
উঠেছে আজ মলয় বাতাস,
ফুটেছে আজ মধুর আলো।

---

ধানেশ্রী—মধ্যমান।

১

জানিস্‌ ত তোরা বল্‌
কোথা সে কোথা সে,
এ জগৎমাঝে আমারে যে
প্রাণের মতন ভালবাসে।
হৃদয়ের ঘর আলো করি,
স্বপনের মালা পরি,
মাঝে মাঝে গানের মত
প্রাণের কাছে ভেসে আসে।

২

কে সে—আসে রে হৃদয়ে মম—
স্বপনে পরীর সম,
প্রেমের সুরভির মতন মলয় বাতাসে ;
মাঝে মাঝে প্রাণে এসে
কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় গো মিশে
চাঁদের কোণে, ফুলের পাশে।

---

কীর্ত্তন।

১

ছিল বসি' সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি ( ছায়াসম হে, )
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি, অতুল
গরিমা ভাসি ;
তাব কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাবা ( অশ্রুভরা গো, )
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা, ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সুঠাম দেহ ( প্রভাময় গো,
প্রাণভরা গো, )
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ,
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ ( আলোময়ী রে, )
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি সুমিলিত,
সমতান,
যেন সজীব— সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকুজিত গান।

৫

শুধু চাহিল সে মোর পানে ( একবার গো, )
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী,
অমনি অধীর প্রাণে,
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া,
বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে।

---

পূরবী—একতালা।

১

আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।
মধুর মিলনে আজ মিলি দুজনে—আয়।
আয় লো ফুলফুল্ল নিকুঞ্জবনে,—
ধ্বনিত কানন পিকগণে
চুম্বি চুম্বি কুসুম প্রাণ বহিছে প্রদোষ-বায়।
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

২

মধুর যৌবনে মধুর জীবন,
মধুর বসন্তে মধুময় বন,
মধুর মলয়স্রোতে সুরভি ভাসিয়ে যায়,—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

৩

মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লো ধাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায়,—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

---

বেহাগ—একতালা।

১

আয় রে প্রাণের আলো,
আয় লো হৃদয়ে মোর।
রজনীর তনয়নে লেগেছে ঘুমের ঘোর,
অধীর হৃদয় পড়ে
মূরছি জোছনাপায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ,
আয় লো স্বপনখানি,—
যামিনী বহিয়ে যায়,—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়- আয়।

৩

যেমতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর,
মেঘখানি হোতে নামে তরুণ রবির কর,
সাঁঝের তারার মত,
বসন্তে মলয় প্রায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

---

গৌরী—কাওয়ালি।

১

বসি শ্যাম উপবনে,
শত ফুল্লফুল সনে,
শুনি নদীকুলুস্বরে শুনি সান্ধ্য সমীরণে,
শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
আকাশেতে উড়ে পাখী,—
আকাশেতে ভাসে মেঘ সোনার কিরণে,—
একা একা বোসে তাই হেরি লো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
কে কথা কহিলে কাণে,
কে চাহিলে মোর পানে,
চাহিয়ে কাহার মুখে স্তব্ধ হোয়ে রই;—
প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

ভৈরবী—আড়া।

১

ওঠ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হোল ভোর ;
ঢুলে পড়ে তারাগুলি চোখে ঘুম-ঘোর।
শোন্ লো বকুল কানে
গোপনে কি কহে বায়ু,
কি কহে কমলে ভৃঙ্গ তার মনচোর,
ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ্
নিশি হোল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
পাপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর,
ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ
নিশি হোল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে
ফলফুল দেখ ওই—
কেন লো মুদিত রবে কমল-আঁখি তোর,
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ
নিশি হোল ভোর।

—

কীর্ত্তন।

১

চাহি, অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি,
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক্ হইয়ে থাকি।
ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে,
ওই মুখপানে চাই, ও মুখকমলে
জানি না কি মধু আছে।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি,
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে,
নিরখি তোমার হাসি,
সখি তোমারি কারণে দুঃখময় ধরা
সুখভরা সম দেখি,
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

—

বাউলের সুর।

১

ও কি কাব্যমাখা সে আঁখি দুটি, হায়!
তারে কে এঁকেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায়।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায় ;
ওরে, কত জ্ঞান, কত শক্তি,
কত স্নেহ দয়া অনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায়।

২

এই দুখে ছল ছল,
এই সুখে ঢল ঢল,
এই স্থির এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,
এই, লাজভারে ঢ'লে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে চায়।

৩

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায়,
লেখা—শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায়।

—

জয়জয়ন্তী—একতালা।

১

( মোর ) হৃদয়ের আলো তুই রে সতত
থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে,
( মোর ) বিরাগে বাসনা, ব্যথায় বিস্মৃতি ;
অশ্রুতে উজল হাসি রে ;
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর,
গৃহে আমি রে উদাসী,
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

পরিমা আমার, গৃহিণী আমার,
আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর,
আশার প্রতিমাখানি,
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি;
কোথা চ'লে যাস উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

৩

দিনু তোরে প্রাণ, দিনু তোরে মন,
নে রে যাহা কিছু চাস্ নে',—
কুটীর আমার আঁধার করিয়ে
শুধু কোথা চ'লে যাস্‌নে।
পরিহাস সখী, সচিব আমার,
গুরু, শিষ্যা, প্রভু, দাসী,
সকলি আমার,—তুই এ প্রাণের
সব আশা অভিলাষই রে।

---

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

১

কেন লো পরাণ মম সদা তোমারেই চায়।
সিন্ধুপানে নদী সম তোর পানে সদা ধায়।
তোমাতে মগন হোয়ে
তোমা পানে চেয়ে আছে,
দূরে বা নিকটে রহি লো তোমারি কাছে।

২

আলোকি হৃদয়ে ভাসি সতত থাক লো তুমি,
স্বপনে হেরি ও হাসি স্বপনে ও-মুখ চুমি।
কি বিরলে, কোলাহলে,
শুনি তব প্রিয় স্বরে,
যখন তখন হৃদে আস তুমি চুরি কোরে।

---

বাহার--ঝাঁপতাল।

দিয়াছি হৃদয় তবু পূরে না কি আশা?
সাগর সমান প্রেমে মিটে না পিয়াসা,
বিঁধে বা এ ফুলহার, চরণে তোমার
নন্দনকুসুম যার কাছে কি ছার,
ঢেলেছি চরণে প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা,
(মোর) হৃদি সুখ, দুখ, বুকভরা ভালবাসা।

বসন্তবাহার—আড়া।

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নূতন কোরে।
যা ছিল এ প্রাণেতে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।
তোমারি নিঠুর প্রাণে
চাও না তাহারি পানে,
দেখ্‌বে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

---

কেদারা—মধ্যমান।

চেও না, চেও না হেন নিঠুর নয়ানে।
চেও না বিরাগে মাখি, হিম আঁখি
তুলি মোর পানে।
অভিমানভরে চাহো, ভর্ৎস মোরে,
বুঝিব শুধু এ প্রেম লুকানো রে,
বিঁধো না ও উদাসীন,রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভানুমুখ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভানু পুনঃ সে পুরান হাসি,—
ঘৃণার তুহিন দিয়ে, সে ত প্রিয়ে,
ঢাকে না বয়ানে।

---

দেওকিবী—সুর ফাক।

দুদিনের হাসিটুকু আর
রোষ দিয়ে করো না আঁধার,
বসন্ত রয় না চিরদিন,
—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন্ হায় স্বপন মিলায়ে যায়,—
এস আজ যত পারি হাসি,
না জানি বা কাল ফুটি রবে কি না ফুল দুটি,
আজ যত পারি ভালবাসি।

---

দেশ—ঝাঁপতাল।

তোমারি আমি সুখে, দুখে, বিপদে, কি সম্পদে।
তোমারি আমি গৃহে, প্রবাসে।
তুমি মোর মিলনে জ্ঞান, প্রাণ; তুমি বিরহে
ধ্যান মোরি স্মরণে।

তোমারি সুখ মোরি সুখ,
তোমারি দুখ দুখ মে,
সঁপিছি সব প্রেম, পুণ্য ও প্রীতি,
তোমারি ও চরণে।
তুমি পূজা ভকতি মে, তুমি দেবী, তুমি বাণী,
সিদ্ধি মে তোমারি প্রসাদবাণী--
দেখিব শুধু—হাসি মুখে,
রাখিব শুধু সুখে হে,
সাধনা মোরি এই, করম মোরি জীবনে,
ধরম মোরি মরণে।

---

আশোয়ারি– একতালা।

কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি,
কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে?
কঠিন হীরা হেম রজতে
সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত কনক-কিরণে
অতুল উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলী ঘন হ'তে পাড়ি
গাঁথি হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি দি' ও আঁখি অপাঙ্গে বুলায়ে,
কড়ায়ে তারাহীরাভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে।
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত
কোমল করে বলয় রাজিবে,
বিহগ কূজন-গঠিত নূপুর
চুম্বি যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা দিব ভানুরেখা আনি নবঘনস্নেহে সিনায়ে,
দিব রে বসন সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে,
চরণের তলে দিব অলক্তক
কবির গীত ভকতিরাশি,
দিব ও অধরে অধররাগ
কিশোরপ্রেমস্বপনহাসি।

---

শঙ্করা - ঝাঁপতাল।

১

অলক্ষিতে রূপে তোমার খেলে আলো জ্যোৎস্নায়,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
তুই যবে র'স পাশে, ধরণী কেমন হাসে,
চলি' যাস অমনি'সে দুখে মলিন, আঁধার।

২

এ রহস্য গূঢ়তর, - যায় যদি শশিকর,
যায় না মলয়গাথা, যায় না ক কুহুস্বর,
বিহনে লো তোর, প্রাণ হারায় মলয়, গান,
ফুলের শ্যামলি ঝরে, যায় মধু রে সুবাস।

---

সোহিনী—পোস্তা।

১

সব চেয়ে মুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে?
হাসে মুখ দিয়া তোর সব চেয়ে অথবা সে?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর,
সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে,
সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে' কুহুস্বর,
সব চেয়ে নীলাকাশ তোরই আঁখিনীলে ভাসে।
সব চেয়ে গণ্ডে তোরই কুসুম ঘুমায়,
সব চেয়ে মধু তোর পরশে শিহরি আসে,
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পা'য়,
জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শুধু তোরে ভালবাসে?

---

আলেয়া—আড়া।

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে।
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে।
—না জানি কেন এত সুধা মলয়বাতাসে,
কেন, ফুলভরা বসুন্ধরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা মলয় সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণভরে কারে ভালবাসে।

---

গৌরসারঙ্গ– মধ্যমান।

কি জানি কোয়েলা কেন এত মধুর বোলে,
যেন প্রকৃতির প্রাণ হ'তে এ গান উথলে,
অথবা এ প্রতিধ্বনি এ প্রাণেরি গানেরি, যা
মুরছি পড়িছে সদা প্রিয়া-পদতলে।

কালিঙ্গড়া—খেম্‌টা।

কেন তুই সুধাকর এত হাসি হাসিস্‌?
নিতি নিশি ফুলবনে কার কাছে আসিস্‌?
কোন্‌ সুখে তুই ভোর,
কে দেখিছে হাসি তোর,
কার পানে চেয়ে চেয়ে এত সুখে ভাসিস্‌?
বুঝেছি কেন ও হাসি,
—আমিও যে ভালবাসি,
বুঝেছি নবীন প্রাণে কারে ভালবাসিস্‌।

---

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালি।

১

শোন্‌ রে—শোন্‌ রে ঐ করুণস্বরে বাজে বাঁশী,
সে কেন রুক্ষকেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে,
কভু বা মনের দুখে,
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

৩

সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে,
কি যেন তার বুকে লয়ে,
দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেঁদে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হয়ে।

৪

জানি না, কি শেল বিঁধে
বাঁশীর হৃদে,
ভেঙ্গেছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেয়নি ভালবাসা।

---

মেঘমল্লার—একতালা।

এ কি ভীম শোভা নিরখি মনোহরা রে;
নব নীল নীরদ ছাইল নীল ছায় শ্যাম ধরারে।
ঘনস্নিগ্ধ পবন উছলে, উথলে সিন্ধু, চমকে চপলা;
(শোভে) বসুধা ছবি সম, সুমধুর
কালোরূপে ভরা রে।

২

যায় অযুতবিটপিপ্রহত গীত অপার্থিব উচ্ছ্বাসি রে;
কল্লোলে জলরাশি, মেঘমন্দ্রে মুরজভাষী রে;
সহসা দশদিক গম্ভীর মধুরস্বরমুখরা রে।

৩

(এ) মধুর আধ অন্ধকারে আ'রে সখি হৃদিসন্নিধ এ,
দুরদিন শুধু বাঁধে দৃঢ়তর প্রকৃত যুগলপ্রণয়িহৃদয়ে,
গরজুক ঘন, পবন ঈর্ষী, হাসি হেরিব মোরা রে।

---

বসন্ত—একতালা।

বহিতেছিল সুমৃদুল মলয়;—
চেয়ে ছিল চাঁদ, সে তোরই লাগি;
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢলি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চলি।

---

বেলাবলী—রূপক।

পুণ্য মুরতি প্রেম দেবতা
নীতা মরতে ত্রিদিববারতা
নিতি ঘরে সীতা,
সতী অভিনীতা,
নিতি ঘরে গীতা পুরাণের কথা।

২

কেন পূজ ভাই শত দেবী গড়ি,
যবে ঘরে ঘরে প্রকৃত ঈশ্বরী,
পূজ তারে গিয়া
প্রাণ মন দিয়া,
ঘুচিবে পশুতা, ভীরুতা, নীচতা।

৩

দেখনি স্বরগ কিম্বা অবিশ্বাসী ?
—মুছ সতী-অশ্রু, দেখ তার হাসি ;
চাহ কি ধরম,
নীতি উচ্চতম ?
—ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা, মলিনতা।

---

কুকর—ঝাঁপতাল।

যে আমারে বাসে ভাল ছাড়িয়ে সংসার,
সে নহে প্রণয়বশ প্রণয় বশ তার ;
ধন মাত্র দানের প্রণয় তারি প্রাণের,
দিতে পারে সে যারে তারে সম রবি কিরণ ধার।
প্রেম ধরম তার, আমি শুধু সে প্রেমাধার,
আমি শুধু প্রতিমাখানি তার প্রিয় দেবতার।

---

পরজ—ধামার।

আমারি তরে মলিন যার মুখ ;
আমারি তরে জাগে যাহারি হাসি ;
আমারি লাগি পাষাণে বাঁধি বুক,
নীরবে সহে যাতনা রাশি রাশি ;
আমারি ছবি নয়নে যার ভাসে ;
আমারি কথা জাগে হৃদয়পাশে ;
জগত ছাড়ি আমারে ভালবাসে ,
—শুধাও, কেন তাহারে ভালবাসি ?

২

অকুণ্ঠিত যে জীবন, মন দেহ—
বিভব তার করিতে সবে দান ;
তারে যে হেলে হৃদয় তার হেয়,
তারে না পূজে পাষাণ তার প্রাণ ;
পারিতাম ত সে প্রতিমাখানি-
পায়ে' দিতাম দেবের প্রীতি আনি,
করিয়ে তায় অমরসুখরাণী,
দিতাম বাঁধি ধরারে তার দাসী।

---

সারঙ্গ—কাওয়ালি।

নিতি নব মুখ তারি যখনই নেহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে ;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

মুলতানী—একতালা।

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্
পলকে নয়নে বিজলী হাসি ,
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে, অধরযুগলে
লুকায়ে অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাতি ;
পুনঃ হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্ দূরে থাকি ;
নিকটে রহিয়া দূরে ;
সদা খেলিস্ চাতুরীময়
লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি ;
তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
পলসম দ্রুতগামী।

৩

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী,
ভাষায় কূজনরাশি
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে
মন্দারসুরভি আসি
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা
অবুঝ সমান সব এ ,
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

---

কীর্ত্তন।

১

সে কে ? এ জগতে কেহ আছে,
অতি উচ্চ মোর কাছে,
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ? অধীন হইয়ে, তবু
রহে যে আমার প্রভু
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;

২

সে কে ? দূর হ'তে দূরাত্মীয়,
প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ,
সে কে ?—লতা হ'তে ক্ষীণ তারে
বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;

৩

সে কে ? দুর্ব্বলতা যার বল , মর্ম্মভেদী অশ্রুজল ,
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ? যার পরিতোষ, মম সফল জনমসম ,
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ,

৪

সে কে ?—হ'লেও কঠিনচিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নু'য়ে ,
সে কে ?—বিনাদোষে ক্ষমা চাই যার ;
অপমান নাই
শতবার পাদুখানি ছুঁয়ে ,

৫

সে কে ?—মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ,
শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া,
নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদিপ্রহেলিকামাঝে।

---

হাম্বীর—একতালা।

১

তোমায় রাখিব নয়নে নয়নে ;
পলকে হারাই যেন রে সদাই
মনে হয় যেই ধনে।
স্বর্ণের সমান কৃপণ মতন, এ
রাখিব তুলিয়া অতুল রতনে,
মরমমরমে বাঁধিয়া যতনে
রাখিব রে প্রাণপণে।

২

প্রাণের অধিক ! দিব না ত ছাড়ি ;
সর্ব্বস্ব আমার কে লইবে কাড়ি ?
যে ল'বে,—নিঠুর—লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ ;
ভুলি হাসি ভালবাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে।

---

ভৈরবী—কাওয়ালী।

একা রেখে যেতেছি না তোরে ;
যেতেছি রাখিয়ে অর্দ্ধ মোরে ;
রাখি উষানবপ্রাণ ; সান্ধ্য উপকথা গান ;
নৈশ শান্তি বঁধু ;
শরতের প্রিয় হাসি, বরিষার স্নেহরাশি,
মলয়ের মধু।

---

যোগিয়া—একতালা।

১

তুই. বাঁধিয়ে, কি দিয়ে, রেখেছিস্ হৃদি এ
( আমি ) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে ;
এ কি, বিচিত্র, নিগূঢ়, নিগড মধুর ;
( কি ) প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ ?
এ যে চলে' যেতে বাধে চরণে ;
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে ;
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

২

এ কি অদৃশ্যেও মোরে তোর বাহুপাশ
( আছে ), মধুর ভীতিতে জড়ায়ে ?
তোর ক্ষমা, প্রীতি, পুণ্য, নির্ভর, বিশ্বাস,
( তোর ) প্রাণ অনুনয়ভরা এ ;
এ কি তোর জীবনের কাহিনী
—তোর কথা হাসি, তোর চাহনি,
তোর রোষ অভিমান, তুহিন সমান
বিগলিত অশ্রুধারায় এ ?

---

খট্—মধ্যমান।

১

বিদায়-চুম্বন দেও লো যামিনী পোহায়,
তরুণ অরুণ-আভা লেগেছে মেঘের গায় , —বিদায়
দেখ জাগি সারা নিশি ক্লান্ত অবশ শশী,
নিমীলিত তারাকুল ঢুলে পড়ে নীলিমায় ,—বিদায়।

২

সখি রে কঠিন নয় হৃদয় আমার ;
সখি রে কঠিন বড় বিধি বিধাতার ;
না উঠিতে সুখগান রোদনেতে অবসান,
ফুটন্ত মিলন হাসি বিরহে মিলায়ে যায় ,—
বিদায় ।

---

ভীমপলাশী—একতালা ।

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে খালি বুকে ,
কেমনে রহিবে প্রাণ না হেরে ও হাসি মুখে ।
নরক আঁধার ভাল,
যদি থাকে করে আলো ও মুখখানি রে ,
তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গেলেও রব নাক সুখে ।
বিলাসে, নন্দনবনে,
যখন পড়িবে মনে ও মুখখানি রে,
সঙ্গীতও নীরস হবে, স্বর্গও আঁধারিবে দুখে ;
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে আমার
খালি বুকে ।

---

বাগেশ্রী—আড়া ।

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর ।
একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ ,
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর ,
মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর ।

---

ঝিঁঝিট—আড়া ।

১

আজ তোরই কাছে ভেসে যায় লো
হৃদয় আমার ;
আজ সহসা ঝরিল চ'খে কেন বারিধার ;
কত গান, হাসি দিয়া,
তারা ফুল শশী দিয়া,
অশ্রুতে উজলি আসে স্মৃতি লো তোমার ;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার ।

২

হেরিলে আনন তব উথলে হৃদয় মম
পূর্ণিমা-হসিত-চন্দ্র-চুম্বিত-সাগর সম ;
আজ না হেরে আনন তোর
উথলে এ প্রাণ মোর
অমানিশি উথলিত সম পারাবার ;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার ।

---

ইমনকল্যাণ—আড়া ।

১

এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা ,
সেই সে চাঁদের আলো
ঢেউ সনে করে খেলা ।
মনে কি পড়ে গো, মোরা হৃদয়ে হৃদয়ে লীন,
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাতি কত দিন ;—
আয় লো হৃদয়-রাণী, প্রেমের স্বপনখানি,
একবার—একবার ধরি হৃদে
জুড়াই প্রাণের জ্বালা ।
এই সে যমুনাতীর ওই সে পাহাড়মালা ।

২

সেই সে মাধুরী মেলা তেমনি ছড়ায়ে আছে,
শুধু রে মাধুরী প্রাণ তুই লো নাহিক কাছে ;
এ শোভা যা আছে ঘেরে,
আয় লো জাগায়ে দে রে ,—
একবার—একবার ধরি হৃদে
আয় নেমে সুরবালা ।
এই সে যমুনাতীর ওই সে পাহাড়মালা ।

---

হিন্দোল—চৌতাল ।

শত-ফুল-ফুল্ল উপবন মনোহারী ;—
মৃদুল মৃদুল মধুময় মলয়বাহী ,—
কূজে মৃদু কোয়েলিয়া ; হাসিভরা ধরণী ;—
কিন্তু সবে পিয়া বিনা কি যেন নাহি ।

---

বাহার—আড়া ।

আজি গাইব কি গান,
উদাস চিত মোর অবশ পরাণ ।
আজি কভু সে মুখ
আসে রে মলিন,
বিরহগীতসম স্মরণে আমারি ,
—গাইতে চাহে রে চিত বরিখে নয়ান ।

---

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

১

কত ভালবাসি
বুঝি রে, বুঝি রে শুধু বিরহে
কত যে লুকায়ে, সুখ ও আনন ভরি
রেখেছিস্ প্রাণেশ্বরি ;
বুঝি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি আঁধারে হারাই মোর,
বুঝি কত প্রিয় কতই মধুর হাসি মুখখানি তোর ;
বুঝি রে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে ;
বুঝি রে তখন এ প্রেম-নদী কত গভীর বহে।

---

কানেড়া—কাওয়ালি।

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে,
আশা করে' রহে বল ;
স্বজন সুহৃদ সবে উজ্জলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজ্জল।

২

তখন কার সঙ্গোপনে, কপোলে সরম সনে
জাগে রে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল ;
উদ্‌ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপে রে স্বর,
চলিতে কার পায়ে সদা বাধে,—
কে গতিবিহ্বল।

৩

ঘোমটা-ভিতরে থেকে
কত যে লুকায়ে দেখে,
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল ;
বিরলে কার বাহু দুটি,
গলে মোর জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল।

৪

রাখিয়া আসিলে চলে',
আঁখি কার ভাসে জলে,
সব চেয়ে কার প্রাণ দহে রে বিরহে বল।—
সে রে সেই জন, ঘরে বাইরে যাহারি তরে,
যাহার কিরণে হাসে জীবনের অশ্রুজল।

---

আড়ানা—যৎ।

১

আমি আস্‌ছি—আস্‌ছি—আস্‌ছি——প্রিয়ে ;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্‌ছি ফিরিয়ে।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি, মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে—দেখ্ জানালা দিয়ে—
আ'

২

নিয়ে,—মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ে,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ে,
কত নীরব চাহনিকথা, হৃদয়মিলনব্যথা,
( কত ) কুসুময় রাতি দিন তোর লাগি নিয়ে,
আমি আস্‌ছি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যা রে আগে যা, গিয়ে
বল্ তারে আমি ত্বরা আস্‌ছি তার লাগিয়ে,
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীব অতি এ।—
আমি আসছি

---

সুরট—তেওট।

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগ রে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি ;—
ঢাল শশীতারা,—এ মিলনরাতি,—
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি ;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি।

২

জাগো রে বিহঙ্গ,—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাও রে উচ্ছ্বাসি।

---

II

পাহাড়ী—দাদরা।

১

আয় রে বসন্ত তোর ও
কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখীর
গানের পাতা গানের ফুলে।
বলে—পড়ি প্রেম-ফাঁদে
তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়াই হাসি -
সুখ-নদীর উপকূলে।

২

জানি না ত দুখ কিসে,
চাহি না প্রেমের বিষে,
আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই,
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে।

৩

নিয়ে আয় তোর কুসুম রাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলো চুলে।

---

সিন্ধু ভৈরবী কাওয়ালী।

১

কেন, দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা,
কেন মানব হইয়ে চাহি পিইতে অমিয়ধারা,
অবোধ কুমুদ কাঁদে
কেন লো চুমিতে চাঁদে,
যখন তারকা শত তার প্রেমে মাতোয়ারা,
কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

২

সমানে সমানে হয়
প্রণয়ের বিনিময়,
মেঘ কি বিজলি ছাড়ি ধরে হৃদে দীপজ্বালা,
রাজা কে কিসের আশে
ভিখারিনীর দ্বারে আসে;
জোনাকির প্রেমে কভু নেমে কি
আসে লো তারা।
কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

---

রামকেলী—কাওয়ালী।

মনে কত ভালবাসা
আঁধারে লুকায়ে আছে;
ফুটিতে পারে না ভয়ে
হিমে ঝরে' যায় পাছে,
হৃদয় গোপন ক'রে
রহে নিজ মানভরে,
ভালবেসে সুখী রহে
প্রতিদান নাহি যাচে।

---

খাম্বাজ—মধ্যমান।

১

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ অখিল স্বরমাঝে তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে শুধু সেই মুখ স্বপনে কি জাগরণে।

২

মোহের মদিরাঘোর ভেঙ্গেছে—ভেঙ্গেছে মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে।
চ'লে যা নিঠুর স্মৃতি,—শুকায়ে যা পাপপ্রীতি -
রহ বা ভকতি হয়ে বাসনায় পুড়িসনে।

---

মল্লার—আড়া।

১

তোমায় ভালবাসি বলে'
বাসি না বাসি না ভাল ভাসিতে নয়নজলে,
দিবে না হৃদয় যদি, বহিবে এ প্রেমনদী
গোপনে আপনমনে আঁধারে, বিরলে।

২

এ দেহে থাকিতে প্রাণ, না ছাড়িব অভিমান,
রাখিব চাপিয়ে বহ্নি বক্ষের ভিতর;
হৃদয় ফাটিতে চায়, ভেঙ্গে যাক যাতনায়, -
নীরবে পুড়িয়ে যাব আপন অনলে।

---

কীর্ত্তন—

১

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে
আমি চিরদিন তারি,
চরণের রেণু ধুয়ে দিতে তার
দিব নয়নের বারি,

তাবে দেবতা করিয়া রাখিব হৃদয়ে
সদা তাব অনুরাগী ,
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,
পশিব তাহারি লাগি।

২

ভালবাসি যাবে, সে না বাসে যদি
তাহে দুখ রোষ নাই বে ;
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে দুজনাব ঠাঁই বে ,
নিরবধি কাল, হয় ত কভুও
ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ, হয় ত কোথাও
মিটিবে আমাব আশা।

---

মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

১

হীরা কি আঁধারে জ্বলে হিমে ফুল কি ফোটে হায় ,
ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শুকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা ,
কুহরে কোকিল কি লো বিনা সে মলয় বায় ?

২

পেলে শুধু প্রতিদান বহে লো প্রেমের প্রাণ
বিয়োগে, মিলনে, সম, কি আশা কি নিরাশায়।
নিরাশা, বিয়োগ, দুখ প্রেমের মরণ নয়,
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা-অবহেলা-যাতনায়।

---

মিশ্র বারোঁয়া—একতালা।

প্রেম যে কি মাখা বিষে জানিতাম কি তায়!
তা হলে' কি পান করি মরি যাতনায়।:
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয় ;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

---

সিন্ধু—ঢিমেতেতালা।

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে।—
সেই যাগ, সেই কর্ম্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে ;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কভু কি লো আমারে সে মনে আনে।

---

সাহানা—ঝাঁপতাল।

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভালো যদি ভাল বাসে না সে।
কি দৈবগুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা
প্রাণ এ ,
দিয়েছি কি ছাব প্রাণ সে হৃদিরতন আশে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

২

ফিবে কি লো যায় উষা ধবণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী ;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো আদেশ
কি অভিলাষে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

---

গান্ধারীতোড়ী—মধ্যমান।

জাগে মহী চাহি' তা'র ভানুপানে ,
জাগে ফুলহাসি ধীবে ধীবে কোয়েলিয়াগানে।
প্রিয়া ঘবে নাহি নাহি বে,
কা'র পানে চাহি—
কা'র স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ।

---

সিন্ধুকাফী—ঠুংরি।

জান কি কঠিন তুঁয়া লাগি
হেথা, কেহ অতি দীন
রহে—নিশি নিশি আঁখি-নীরে জাগি—।
সুখী রহ ভুলে রহি', সুখে সহি ;—
শুধু কভু মনে করে, এ বিরহী—
জানায়ে সে সুখ করো তার ভাগী।

---

হেমখেম—আড়া।

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি, কাঁদুক মনের সাধ।

কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি' তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ।
বুঝিব পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয়-পাষাণে লাগি' ভাঙ্গিবে সে অসিবল ;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা যবা নাহি হয় বোধ ,—
নির্ম্মম গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

---

সফর্দ্দা —আড়কাওয়ালি।

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
আগে গিয়ে মন তাব চরণে লুটায়।
থাকিবে কি রোষ, মান , থাকে না রোষের ভাণ—
তাহার দরশে সব আপন হারায়।

---

কামোদ—ঝাঁপতাল।

কে পাবে নিবাবিতে হৃদয়েব বেদনা—
সে বিনে নিজকবে দিয়াছে যে তাহাবে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেবে,
কে' বারে যে তা'রে গ্যাছে এ প্রাণে ঘিরি'
সে বিনে।

মলয়মধু রে মধুর অধরে,
কুহু স্বর—অচেনা পথিক সম আসি' যায় ,
হাসে কি আকাশ, ঘন ঘন যবে ছায় তারে ;
বিফলে সুরয চন্দ্র তারা ভায় তায় রে।

---

ইমনকল্যাণ—পঞ্চমসোয়ারি।

কত ভাল বাসি তা'য়—বলা হ'ল না,—
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না—
—হৃদয়ে বহিল ঝড—বাষ্প রোধিল স্বর ;
প্রাণের কথা প্রাণে রৈল—বলা হ'ল না।
কত হাত ধরে' সে মোরে সাধিল,
যেন মোর কাছে কত অপরাধী লো ;—
—যদি ফুটিল না মুখ, কেন ভাঙ্গিলি না বুক
খুলে দেখালি নে প্রাণ— বলা হ'ল না।

---

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ঘোরে মোর এ ঢুলিছে নয়ন।
নিরখি জগত—এক প্রেমের স্বপন।
হেরি জগত শুক্লতা শোভাপ্লাবন সমান,
শুনি জগতের কোলাহল মধুময় গান ;
হেরি নীলাম্বর, ঘননীলতর,
ঢুলে মদিরাবিভোরতর বিধুর কিরণ।
জলে, ঋষিবর ভানু ,—তার প্রাণ সুমহান্
করে জগতের হিততরে অকাতরে দান—
জলে কোটী তারা প্রেমে আত্মহারা,
যায় হইয়ে আকাশ এক কাব্যের ভবন।
আসি গড়ায়ে পড়িছে বুকে পৃথিবীর প্রাণ ;
আসি কাঁদিছে চরণ ধরি' রোষ অভিমান ;
ঘৃণা দুখ ভয়ে দূরে চেয়ে রহে,
দেখি আপনি বিহ্বল ভালবাসিছে মরণ।
আহা কি মোহমদিরা মোরে করায়েছ পান,
যাহে অবশ অলস মম শিথিল পরাণ।
যেন ভেসে চলি ঢেউ অঙ্গে ঢলি,—
প্রাণ আধ জাগরিত— আধ মোহে অচেতন।

---

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি,
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ আয় রে
উষার রবি ;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।
উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে
পাষাণ ভাঙ্গা নির্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোণার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে ;
—যাস্ রে কোথা—আয় রে যাদু,
ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্ রে পাছে ?
না যাদু তোর, হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদে আলো এ আঁধার পুরে।
তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,
—আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি র'য়ে হাস্তে
হৃদয় ভরে'—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।
ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্ আমার বুকে ;

এমনি করে' পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোণা আমার, মাণিক আমার যাদু আমার ঘুমো।

---

কাফী—একতালা।

দেখ্ রে কেমন খেলা করে আমার
প্রাণের শিশুগুলি,
তোরা শুন্‌লিনে ত প্রতিবেশী তাদের মধুর বুলি।
তারা, বেড়ায় মাঠে ছুটে ছুটে,
যেথা কত কুসুম ফুটে,—
দৌড়য়, নাচে, পড়ে, উঠে চলে হেলি' দুলি।
তারা, একটি কাঠির তরে, এখনি কলহ করে,
এখনই গলাটি ধরে' করে কোলাকুলি।
তারা যখন আমার কাছে আসে,
মা বলিয়ে মধুর ভাষে,
গলাটি জড়িয়ে হাসে—শোক তাপ ভুলি।

---

পিলু—যৎ।

এ কি রে তা'র ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখ্‌বে বল্‌বে "ওমা এনে দে ওমা দে"।
'নেবো নেবো' সদাই কি এ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,—
বলে কি না দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা - তাবায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুন্‌লো কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল্ ধূয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

---

খাম্বাজ—যৎ।

কেন রে ঝরিলি আজি প্রাণের গোলাপ তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল, বকুল, মালতি, জুঁই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে, বহিছে মলয় বায়,
দেখ্, এখনও বসন্ত আছে, প্রাণের
গোলাপ, আয়।
আজি, মাটীতে পড়িয়ে কেন মলিন বদন তোর,
একবার চাও রে বদন তুলে, হৃদয়ের নিধি মোর;
ডাকি হাত দুখানি ধরে' ওঠ্ রে প্রাণের ফুল,
আয়, মুছায়ে দি' মুখখানি, বেঁধে দি'
তোর এলো চুল।

---

ঝিঁঝিট—একতালা।

ও তা'রা কা'রা নাই;
তা'রা চলে গেছে এসে দুদিনের তরে একা
পড়ে' কাঁদি তাই।
একাকী কুটীরখানি পতিত জলার গায়,—
বাহিরে বহিতেছিল শীতের প্রখর বায়;
ভিতরে ছিল না বাতি,—গভীর আঁধার রাতি,
আইল পথিক দু'টি হেসে, মা বলি'
ডাকিল এসে,—
পরদিন খড় আনি' ছাইনু কুটীরখানি;
করিনু সুন্দর ঠাঁই—কেন বা করিনু ছাই।
করিনু সুন্দর ঘর তাহাদের তরে
চলে' গেল এসে তারা দুদিনের পরে,—
নীরব সে নিতি নব হরষের কলরব
কলহ-নালিশ সব হায়,—নীরব কুটীর পুনবায়,—
আবার প্রখর বায় তেমতি বহিয়ে যায়,
আবার, গভীরতর আঁধার বিজন ঠাঁই।

---

কীর্ত্তন।

১

একবার
দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি
দিবানিশি,—
তোমা বিহনে, বঁধু হে;—
তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়,
তোমা বি'নে শূন্য ভুবন অন্ধকারময়;
তোমা বি'নে শুষ্ক ফুলমেলা, নীরস সাঁঝের
মেঘের খেলা,
তোমা বি'নে পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায়;
তোমা বিনে শিথিল জীবন,
একধারে পড়ে' কাঁদে মন,
ছিন্নতার আশা বীণা করে হায় হায়;

তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয় ;
তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—
তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, ( মনে ছিল )
তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণভরি, ( মনে ছিল )
খুঁজি, জীবন-নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির, ( মনে ছিল )
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, ( মনে ছিল )
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, ( মনে ছিল )
তাতে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ ( মনে ছিল ) ,—
মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে,
বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল, বিনা তৈল হে নাথ ,
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ ;
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়া ছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—
বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি ;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুসুমময় অন্তঃপুর ;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা'
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা ;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া ;
ভাঙ্গাব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম ;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম ;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম ,
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম,
অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে
কেন জাগিলাম হে।
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে ;
নীরব হৃদয় ভাষা তাহে র'বে পণ,
র'বে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন ,
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বুঝে ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে ;—
দিব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শুধু বিনিময়,
তার রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ ,
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল, সাজাব তোমারে প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী,—
বিহরিব কুঞ্জে তপোবন ছলে ;
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে ;
দেখিব মিলিত বক্ষ সে কাননে বসি'—
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী ,
দেখিব বিজলি শ্যাম বরিষা অধরে ;
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে ;
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি ;
উথলিবে যুগ্মবক্ষে কাকলীর ভাষা
বুঝিব—জগৎ এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
মমজীবনা রে ?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙ্গিতে পার না যারে ?

এত শুষ্ক কি হে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজ্জ্বল,—তা হে ?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
—প্রণয় পুরুষ খেলা,—
এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী-র ধনা,—
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণীসাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম,
প্রণয়ই মম জ্ঞান,
প্রণয়ই মম ধরম,—
শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা,
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশবভালবাসা।
হায়—পুরুষ প্রণয়ে আসে রমণী
পোড়ে অনুরাগে ;
পুরুষ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে ;
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো,
প্রণয় রমণীজীবন,
ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে,
কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম মরমম পড়ি কাঁদে,—
সীমন্তে মম সিন্দুরবিন্দু
অর্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে,
ক্ষীণ গণ্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরিষত
বারি হীনপ্রভ নয়নে ;
পাংশু অধর'পর যায় সত্বরগতি
অস্ফুট কম্পিত বাণী,—
দুর্দ্দিন-সখসম ত্যজত বলয় হত-
বৈভব বাহু দুখানি,—
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
অর্দ্ধ ভগ্ন মম দেহ ;—
প্রাণ চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
শূন্য এ হৃদয় গেহ।

---

মালকোশ—আড়া।

অধর চুম্বি মে অরুণ অধরে,
পরশি দেহ মলয় সমীরে,
আও প্রাণনাথ,
—পোহাল রাত,—
'পিয়া' বলি ডাক পিউস্বরে ধীরে
এ ভালবাসা,
অতৃপ্তপিয়াসা,
জীয়াও ঢালি কিবণমদিরে।

---

কালাংড়া—একতালা।

একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ বে এ বিরলে,
তুইও কি রে জব জব প্রেমমধুগরলে ?
মধুর চাঁদনি রাতে
ডাকিস্ কি রে প্রাণনাথে,
পুড়িস্ কি প্রণয়ের বিরহের অনলে,
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ বে এ বিরলে।
গাস্‌নে বিহগী আর
ভাঙ্গিবি প্রাণ আমার,—
তোর গানে এই প্রাণে কে জানে কি উথলে।
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।

---

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি'
মধুর সম্ভাষি'
যমুনায় বাঁশি বাজে,—
ঐ কানন উছলি'
যায় যেন চলি'
'রাধে 'রাধে' বলি আজ এ।
পড়ে ঘুমাইয়ে ওই
তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি,

নেমে, নিশিশেষে এসে
না'য় এলোকেশে
যমুনায় জ্যোস্নারাশি।'
দেখ্ নিশি পড়ে ঢুলে
যমুনার কূলে
উছলে যমুনাবারি ;—
সখি ত্বরা করে' আয়,
যাই যমুনায়
হেরিতে মুরলীধারী।
দেখ্ সমীরণ ধীরে
উঠিল জাগি রে
জাগিল পূরবে ভাতি,
শোন্ কুঞ্জে গীত উঠে,
কুঞ্জে ফুল ফুটে,
—সখি রে পোহাল রাতি।

কীর্ত্তন।

ক'ই তবু সে ফিরে এল না এল না।—
বলে' গিয়েছিল যে সে শীত-ঋতুশেষে
রবে না সে, দূরে বিদেশে।
ঐ শিশির ত অস্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে,
ঐ ধরণী নাথে কুহুরবে ভাষি,'
সাজি' শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিলত বক্ষে সুমধুর হাসি,
ফুলকুল পরি' এলোকেশ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
কত, রহি, সে কি জানে, চেয়ে পথপানে
সে মুখদরশন-আশে ;
বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তবু মোর পাশে ;
সে কি জানে না, কি জলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে,
কি শত শেল বিঁধে, বিরহিণী-হৃদে,—
সে কি রে তাও না জানে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি'
ধন, মন, হৃদয়, দেহ ;
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ ;
সে কি জানে না সে মোর কর্ম্ম, বিশ্রান্তি,
প্রেম কলহ, অভিমান ;
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ, দুঃখ, জীবন, প্রাণ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।

কীর্ত্তন।

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে ;—
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর
হৃদয় হৃদয়' পর হে ;—
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে আজ
শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে।
তোমারি হারাণ বাঁশি
লুঠায় ধরণী'পর ;
মলিন,—তোমারি তবু—
আদরে তুলিয়া ধর ;—
পুরাণ প্রাণের বাঁশি
তেমনি কোরে আজ্ রে
নাথের করে মধুর স্বরে
—বাজ্ রে বাজ্ রে।

---

III

কীর্ত্তন।

কেন খুঁজতে যাস্ রে বিমল প্রেমে এ জগতে ভাই!
কেন মিছে খুঁজা পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধু রে প্রাণ-দান-প্রতিদানবেচাকেনা হয় ;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস,
আর অভিমান ময় ;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন, চাহনি, চুম্বন, ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল মান চায় ;
এ প্রেম পূর্ণ হোলে আশ, মিটিলে পিয়াস,
মিলাইয়ে যায়,
এ প্রেম ইন্দ্রধনুহাস, বিজলি বিকাশ অস্থির
এমন ভাই।

কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল তারা সম স্থির ;
সে সঙ্গীত মহান্ গগনের গান নয় এ পৃথিবীর ।
যার দুএকটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে
মোরা পাই ।

---

বিভাস—একতালা ।

কল্লোলিয়া যায় এক সঙ্গীত মহান্,
আয় বেঁধে নে যা সঙ্গে তোদের বেসুরা প্রাণ।
এ গানে বিষাদ নাই, এ গানে অশান্তি নাই রে ;
সুগম্ভীর, স্থির, স্নিগ্ধ অবিশ্রাম এ গান।
দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, বিরাগ, ব্যথা—শুধু প্রাণের মলিনতা ;
বিস্মৃতি এ মহাগীতের—ক্ষোভ অভিমান ;
নিয়ে আয় প্রাণের সব ক্ষুদ্র কথা ;
নিয়ে যা প্রাণ ভরি' অমরতা,
নিয়ে যা নূতন প্রাণ এ গানে করি তীর্থস্নান।

---

সিন্ধু ঢিমে-তেতালা।

আজ কেন প্রাণ আকুল হয় ?
প্রাণ কাঁদে কিন্তু দুখে নয়।
এ যে গীতের ভাষা ভালবাসা-
মেশা-অশ্রু, মিলন হাসিময় ;
প্রিয়পরশনে, স্বর শুনে,
জাগে যেন ঘুমন্ত হৃদয়।
যেন শিশু তার পেল মা'র
হারা কোল,—শান্তির আলয় ;
যেন নব বধূ পেল বঁধু,
পথহারা পথিক, আশ্রয়।
কারে মৃদুস্বরে প্রেমভরে
ডাকিতে আকুল বাসনা এ ?
প্রাণ—বাহু দিয়ে জড়াইয়ে
হৃদয়ে ধরিতে কারে চায়।

---

কীর্ত্তন।

১

এস সখে এস প্রভু
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ হে ;
পুরাব পিয়াস প্রাণের,
মিটাইব মনসাধে ;
মনসুখে মুখখানি
দেখিব ভরিয়ে আঁখি ;
জুড়াব জীবনজ্বালা
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

২

এস, ডাকিব পুরিয়া সাধ
আজ, তোমারে "আমার ব'লে"
গাথা প্রণয়ভকতিহারে
দিব পরা'য়ে তোমার গলে ;
আজ শুনাব প্রাণের স্বরে
রচে' রেখেছি যে সব গান ,
আজ তোমারে ছাইয়ে দিব
দিয়ে প্রণয়ের অভিমান।

৩

আহা, কতদিন মোর হৃদয়মাঝারে
বরেছি তোমারে প্রভু ,
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু ,
কত উষার শিশিরে, প্রদোষ-সমীরে,
নিশার তিমিরে জাগি,
নাথ ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
তুঁহার দরশ লাগি।

৪

শুনি মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমন গণি'
চমকিয়া তুলিতাম মুখ ,
তব সমস্নিগ্ধ মেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণকরে
দুরু দুরু কাঁপিত এ বুক ;
আজি সে তুমি আমার নাথ, হেরি তোমা' দিন রাত,
তবু যেন ভরে না পরাণ ;
আজ তোমার আলোকঘায়, জগৎ ডুবিয়া যায়,
গগন হইয়ে যায় গান।

---

ইমন—আড়া।

নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে ;
দুর্গম প্রান্তরে, নাথ নিয়ে চল হাত ধ'রে।
আঁধার নিবিড় অতি, এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
তোমারি আলোকে দেব উজলো তিমির ঘোর এ
নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে।

গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা এক কণা পেয়ে,
এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহেনি ও মুখে চেয়ে ;
এতদিন—মূঢ় আমি চিনেনি আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ—অপরাধ দয়া ক'রে।
চল সিন্ধু, গিরিশৃঙ্গ, মরু,—যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে—শুধু তুমি নিয়ে চল ;—
সুখে দুখে শুধু নাথ হে, রেখো পা'য়ে,থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়, কি ঘোর নিশীথে, ভোরে।
নিয়ে চল, নিয়ে চল—পথ দেখাইয়া মোরে।

---

ভীমপলাশী—যৎ।

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,—
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী ;—
তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথপানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে ;
শুধু তব—নাথ—দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও ;
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

---

মালকোশ—মধ্যমান।

আজি নিশি অবসানে সুখের মিলন ;—
দেহে দেহে নয় আজ প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন।
এখানে নাহিক অশ্রুরাশি
এখানে শুধুই হাসি রে,
নাইক আঁধার ;
চিরকাল আলো,
ভালবাসার কিরণ।

মধুর প্রভাতে মধুর গানে,
ঢালিব দুটি প্রাণে রে ;
চিরকুহুরবে, মধু উপদ্রবে,
আজ ঢালিব জীবন।

---

আশা—কাওয়ালি।

এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি।
ছোট এ হৃদয় হায়, ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম এ প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
দিয়া প্রেম পূরে নাক সাধ এ,
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি' কাঁদে।
এ আবদ্ধমনে প্রেম, এ ক্ষুদ্রজীবনে প্রেম
কত দিব মিটিবে না আশা ;
জনম অশ্রুতে পূরা, এ জগত ভাঙ্গাচুরা,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
হউক বিস্তৃত স্থান, হউক অসীম প্রাণ,
হউক কাল নিরবরোধ ;
তখন পূরাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।
সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম রাজত্বে উঠি
যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি' ;
জনমের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে,
জগৎ বিস্ময়ে রবে চাহি'।

কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল তারা সম স্থির ;
সে সঙ্গীত মহান্ গগনের গান নয় এ পৃথিবীর।
যার দুএকটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে
মোরা পাই।

---

বিভাস—একতালা।

কল্লোলিয়া যায় এক সঙ্গীত মহান্,
আয় বেঁধে নে যা সঙ্গে তোদের বেসুরা প্রাণ।
এ গানে বিষাদ নাই, এ গানে অশান্তি নাই রে ;
সুগম্ভীর, স্থির, স্নিগ্ধ অবিশ্রাম এ গান।
দ্বেষ, ঈর্ষ্যা,বিরাগ, ব্যথা—শুধু প্রাণের মলিনতা ;
বিস্মৃতি এ মহাগীতের—ক্ষোভ অভিমান ;
নিয়ে আয় প্রাণের সব ক্ষুদ্র কথা ;
নিয়ে যা প্রাণ ভরি' অমরতা,
নিয়ে যা নূতন প্রাণ এ গানে করি তীর্থস্নান।

---

সিন্ধু ঢিমে-তেতালা।

আজ কেন প্রাণ আকুল হয় ?
প্রাণ কাঁদে কিন্তু দুখে নয়।
এ যে গীতের ভাষা ভালবাসা-
মেশা-অশ্রু, মিলন হাসিময় ;
প্রিয়পরশনে, স্বর শুনে,
জাগে যেন ঘুমন্ত হৃদয়।
যেন শিশু তার পেল মা'র
হারা কোল,—শান্তির আলয় ;
যেন নব বধূ পেল বঁধু,
পথহারা পথিক, আশ্রয়।
কারে মৃদুস্বরে প্রেমভরে
ডাকিতে আকুল বাসনা এ ?
প্রাণ—বাহু দিয়ে জড়াইয়ে
হৃদয়ে ধরিতে কারে চায়।

---

কীর্ত্তন।

১

এস সখে এস প্রভু
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ হে ;
পুরাব পিয়াস প্রাণের,
মিটাইব মনসাধে,
মনসুখে মুখখানি
দেখিব ভরিয়ে আঁখি ;
জুড়াব জীবনজ্বালা
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

২

এস, ডাকিব পুরিয়া সাধ
আজ, তোমারে "আমার ব'লে"
গাথা প্রণয়ভকতিহারে
দিব পরা'য়ে তোমার গলে ;
আজ শুনাব প্রাণের স্বরে
রচে' রেখেছি যে সব গান,
আজ তোমারে ছাইয়ে দিব
দিয়ে প্রণয়ের অভিমান।

৩

আহা, কতদিন মোর হৃদয়মাঝারে
ধরেছি তোমারে প্রভু ;
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু,
কত ঊষার শিশিরে, প্রদোষ-সমীরে,
নিশার তিমিরে জাগি,
নাথ ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
তুঁহার দরশ লাগি।

৪

শুনি মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমন গণি'
চমকিয়া তুলিতাম মুখ,
তব সমস্নিগ্ধ মেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণকরে
দুরু দুরু কাঁপিত এ বুক ;
আজি সে তুমি আমার নাথ,হেরি তোমা' দিন রাত,
তবু যেন ভরে না পরাণ ;
আজ তোমার আলোকঘায়, জগৎ ডুবিয়া যায়,
গগন হইয়ে যায় গান।

---

ইমন—আড়া।

নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে ;
দুর্গম প্রান্তরে, নাথ নিয়ে চল হাত ধ'রে।
আঁধার নিবিড় অতি, এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
তোমারি আলোকে দেব উজলো তিমির ঘোর এ
নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে।

গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা এক কণা পেয়ে,
এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহেনি ও মুখে চেয়ে,
এতদিন—মূঢ় আমি চিনেনি আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ—অপরাধ দয়া ক'রে।
চল সিন্ধু, গিরিশৃঙ্গ, মরু,—যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে—শুধু তুমি নিয়ে চল,—
সুখে দুখে শুধু নাথ হে, রেখো পা'য়ে,থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়, কি ঘোর নিশীথে, ভোরে।
নিয়ে চল, নিয়ে চল— পথ দেখাইয়া মোরে।

---

ভীমপলাশী—যৎ।

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,—
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী,-
তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথপানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে,
শুধু তব নাথ--দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

---

মালকোশ— মধ্যমান।

আজি নিশি অবসানে সুখের মিলন,-
দেহে দেহে নয় আজ প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন।
এখানে নাহিক অশ্রুরাশি
এখানে শুধুই হাসি রে,
নাইক আঁধার,
চিরকাল আলো,
ভালবাসার কিরণ।

মধুর প্রভাতে মধুর গানে,
ঢালিব দুটি প্রাণে রে,
চিরকুহুরবে, মধু উপদ্রবে,
আজ ঢালিব জীবন।

---

আশা—কাওয়ালি।

এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি।
ছোট এ হৃদয় হায়, ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম এ প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
দিয়া প্রেম পূরে নাক সাধ এ,
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি' কাঁদে।
এ আবদ্ধমনে প্রেম, এ ক্ষুদ্রজীবনে প্রেম
কত দিব মিটিবে না আশা,
জনম অশ্রুতে পূরা, এ জগত ভাঙ্গাচূরা,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
হউক বিস্তৃত স্থান, হউক অসীম প্রাণ,
হউক কাল নিররোধ;
তখন পুরাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।
সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম বাজন্মে উঠি
যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি',
জনমের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে,
জগৎ বিস্ময়ে রবে চাহি'।

---

# পিউ

—:*:—

## উপহার

১

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে ;
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

২

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা, কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলধরা রে ;
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে, ;
দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতাসুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মরদৃঢ়চরিতা, অলকোমলাঙ্গধরা রে।

৩

কে বলে কালো রূপ নয়,
যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশ,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে
শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।

জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্রচরিতে,—
বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে,
কালো রূপে অমরা রে।

হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে—পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী—;—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে॥

---

I

## SCOTCH SONGS.

### AULD LANG SYNE.

পুরান প্রেমকো নহি যাও ভঁইয়া হো,
পুরান প্রেমকো আওর যোদিন গিয়া হো ;
হো যোদিন গিয়া প্যারে যোদিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো।

ঝাউ বব্ বনমে ফুল ঢুঁড়িয়া হো,
আয়া ছোড়ি' সো দুর্‌মে সোদিন গিয়া হো ;
হো যোদিন গিয়া প্যারে যোদিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো।

যোদিন নদীমে তুমহম খেল কিয়া হো,
তব্‌সে বীচ্‌মে র'হ গাঢ়া দরিয়া হো ;
হো যোদিন গিয়া প্যারে যোদিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো।

নে হাত দে হাত মুঝ্‌কো মোরা পিয়া হো,
পিও জি খেয়াল্ কর্ অব্ যোদিন গিয়া হো ;
হো যোদিন গিয়া প্যারে যোদিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো।

তোমারি ভরো তুম্ হম্ ভরেঁ মেরি আ হো,
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো ;
হো যোদিন গিয়া প্যারে যোদিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যোদিন গিয়া হো।

### YE BANKS & BRAES,

কেমনে তুই রে যমুনাপুলিন
সাজিস রে এত ফুল্লফুলগণে
কেমনে হরষে গাস রে বিহগ,
আর আমি এত বিষাদিত মনে —
গাসনাক আর পুষ্পিত কাননে,
পাখী রে ভাঙ্গিবি হৃদয় আমার
কেন রে অন্তরে জাগাস সে স্মৃতি
গিয়াছে যে সুখ ফিরিবে না আর।

কতবার এই যমুনাপুলিনে
ভ্রমিয়াছি আহা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কূজিতিস তোরা প্রণয়ে বিহগ
আমিও যেমতি গাইতাম তায়--
গেলাম তুলিতে গোলাপ-মুকুলে,
বাড়াইনু হাত কত সাধ করে',
নিঠুর প্রণয়ী হরে' নিল তায়,
রেখে গেল কাঁটা আমারি অন্তরে।

———

### ROBIN ADAIR.

কিসের নগর আর
নবীন যে নাই,
কে দেখিতে এনু আমি
কি শুনিতে চাই—

কোথা সে আনন্দ উল্লাস এখন,
আনিত যা ভবে স্বরগ-ভুবন
গিয়াছে তোমার সনে
নবীন আমার।

তুই-ই সভার মুখ
করিতিস আলো—
উৎসব তোরই তরে
লাগিত রে ভাল,

ফুরালে উৎসব কেন এ হৃদয়
হোত রে উদাস, সব শূন্যময়?
তোরেই বিদায় দিতে
নবীন আমার।

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার,

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার,
তবু তোরে এত বাসিতাম ভাল,
রহিবি আমার হৃদে চিরকাল,
তোরে কি ভুলিতে পারি
নবীন আমার।

———

### LAND OF THE LEAL

আমি—ক্লান্ত হইয়ে, লীল,
পড়ি ঘুমাইয়ে, লীল,
যাই ঘুমাইয়ে
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আজ—আমি যেথা যাই, লীল,
দুঃখ জ্বালা নাই, লীল,
প্রসন্ন সদাই
সব পুণ্য নিকেতনে।

তুই—ছিলি বড় বেশ, লীল,
কাজ হোলে শেষ, লীল,
আসিবি সে দেশ
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আছে—মেয়েটি তথায়, লীল,
দেখিবও তায়, লীল
সোনার বাছায়,—
সেই পুণ্য নিকেতনে।

তবে—মোছ অশ্রু আয়, লীল,
যাই, দে বিদায়, লীল,—
পরীরা দাঁড়ায়
ঐ পুণ্য নিকেতনে

তবে—যাই বিধুমুখি, লীল,
হোস্‌নে তুই দুখী, লীল,
হব মোরা সুখী
সেই পুণ্য নিকেতনে।

———

### ANNIE LAURIE.

সেই, মধুপুর কুঞ্জবনে
যথা—প্রভাতে শিশিরময়

সেথা—বলেছিল তারাময়ী
আমারই সে কাহারো নয়
"আমারই সে কাহারো নয়"
ভুলিব না সে বচন তার
—সুন্দরী তারার তরে
আমি ত্যজিব জীবন ছার।

তার—কিবা সে বঙ্কিম গ্রীবা
কিবা—কপোল গোলাপ সম,
আহা— রবির কিরণতলে
তার—মুখখানি নিরুপম ;—
তার—মুখখানি নিরুপম,
কিবা— ভ্রমর নয়ন তার,
—সুন্দরী তারার তরে
আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

আহা—কমলে নীহার সম
তার, নীরব মধুর গতি,
আহা মধুর মলয় সম
স্বর মৃদু মধুময় অতি,
তার, মধুময় মৃদুস্বর,
প্রাণ-সর্ব্বস্ব সে যে আমার ;—
— সুন্দরী তারার তরে
আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

---

### BLUEBELLS OF SCOTLAND.

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়,
ওরে বল মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায় ;
"গ্যাছে নিশান উড়ায়ে যেথা বীরকুল ধায় ; —
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়,
গ্যাছে নিশান উড়ায়ে যেথা বীরকুল ধায় ,—
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়।"

ওরে, বল মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়,
ওরে, বল মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়,
'সে গো, থাকিত সে বীরভূমি রাজপুতানায় ,—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।
সে গো, থাকিত সে বীরভূমি রাজপুতানায় ,—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়!"

ওরে বল মোরে প্রেমী তোর কি বেশ পোরে' যায়,
ওরে বল মোরে প্রেমী তোর কি বেশ পোরে' যায় ;
"তার, পাগড়ি মাথায়, আর লৌহবর্ম্ম গায় ;—
আর এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায় ;
তার, পাগড়ি মাথায়, আর লৌহবর্ম্ম গায় ;—
আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়।"

ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর,
ওরে বল কি করিবি যদি না ফিরে সে আর ;
"না না, প্রেমই সহায়—এনে দিবে তায় আবার ;—
হায়, এ বুক ভাঙ্গিবে যদি না ফিরে সে আর,
না না, প্রেমই সহায়—এনে দিবে তায় আবার
হায়, এ বুক ভাঙ্গিবে যদি না ফিরে সে আর।"

---

### AULD ROBIN GRAY

হেম বিয়ে করবে বোলে বাস্‌তো মোরে ভালো,
টাকা-কড়ি কিছু তার ছিল না সম্বল,
টাকা-কড়ির জন্যে হেম গেল দেশান্তরে,
সে টাকা সে কড়ি তার আমারই তরে।

তার যাওয়ার দুহপ্তা' না হোতে হোতে ভাই,
বাবার ভাঙ্গলো হাত মোদের চুরি গেল গাই,
মায়ের হোল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
এমন সময় নবীন এলো বিয়ে করতে মোরে।

বাবার কাজ বন্ধ হোল, তাঁত-বোনা মা'র,
খাবার যোগান তাঁদের হোয়ে উঠ্‌ল ভার,
নবীনই খাওয়াত, আর চোখে জল নিয়ে,
বল্‌তো "রামী তাদের জন্যেও করবিনে বিয়ে?"

আমার প্রাণ বল্‌ত "না, হেম আস্‌বে সে আবার,"
কিন্তু ঝড়ে ডুবে গেল—নৌকাখানি তার;
নৌক ডুবে গেল কেন মোল নাক রামী,—
কেন ভাঙ্গা কপাল নিয়ে বেঁচে আছি আমি।

বাপ সে বোঝাত কথা কইত না মা সে ত ;
মুখে চাইত কেবল,—আমার বুকখানা ভেঙ্গে যেত
তা'রা বিয়ে দিলে, কিছু কইনু নাক আমি,
পরাণ আমার রইল হেমের, নবীন হোল স্বামী।

বিয়ের পর না যেতে যেতে হবে হপ্তা চা'র,
একদিন বসে' আছি দুখে দুয়োরের ধার,
দেখনু যেন হেমের ছায়া, ভাবনু হেম কি এ?
বল্‌ল হেম "এনু রামী করতে তোরে বিয়ে।"

সে ভাই মোদের দুখের মিলন অনেক কথা ক'নু,
শেষের দেখা একটি চুমো পরে পৃথক হ'নু ;
— কেন মোলাম নাক, কেন ভাঙ্গলো না এ বুক,
কেন রইনু বেঁচে ভাই সইতে চির দুখ !

আমি ছায়ার মত বেড়াই, মন যায় না কাজে,
হেমের কথা ভাবতে চাই না, পাপ হবে তা যে ;
কিন্তু রইব ভাল হোয়ে নবীনের পাশে,
নবীন সে বুড়ো হোলেও মোরে ভালবাসে !

যখন মেষরা তাদের পীঁড়ে গোয়ালেতে গাই,
শ্রান্ত জগৎ ঘুমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই ,
তখন আমায় চক্ষে ঝরে প্রাণের বারিধার,
আর পাশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার।

———

WE' RE' A NODDIN.

মোরা, বড়ই খুসী খুস খুস্ খুসী,
মোরা, বড়ই খুসী আছি এখন ভাই—
আয়, ভাল আছিস্ প্রতিবেশী ?
একলা আছিস কি রে ?
দেখ'সে মোরা কত সুখী হেম এয়েছে ফিরে।
কবে এ—এ সে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার,
বিদায় দিনু কেঁদে, ভেবে দেখ্‌বো কি তায় আর।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

আহা, বাছাদের খাওয়া পরা সয়ে' কত দুখ,
যোগাতেম খেটে তাদের দেখ্‌তে হাসি মুখ।
মাঝে মাঝে কাঁদ্‌ত পরাণ আমার হেমের তরে,
মনে নিত কভু, হেম আস্‌বে ফিরে ঘরে।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

কে, ঝাঁপে এসে টোকা দিলে,চিনি যেন সে টোকা,
বোলে "ও মা বাবা এয়েছে" দৌড়ে এল খোকা।
কি ভাবছিনু মুই—অমনি উঠে, পরাণ উতলা, —
দেখ্‌নু হেমে কেঁদে ফেলনু জড়িয়ে ধোরে গলা।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

———

GIN A BODY.

যদি ধানের ক্ষেতের মাঝে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কার দেখা পায় তা,
পরের কি দুখ তায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে পাড়া দিয়ে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় ডাকে পরের কিবা আসে যায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে কূয়ো থেকে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় চুমো খায় তা বোলে কি বেড়ায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই

তাদের মাঝে আছে একজন ভালবাসি যা'য় ;—
নাম কি, কোথায় বাড়ী, আমি বল্‌ব না ত তা'য়
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

———

MY HEART'S IN THE HIGHLAND.

মোর, হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে,
হৃদয় হেথা নাই ;
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
মৃগপিছু ধা'ই ,—
যায় সে মৃগয়ায় ফিরি
কাননে সদাই ;
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
যেখানেতে যাই।
তবে বিদায় তোদের পাহাড়মালা
সৌন্দর্য্যের রাশি ,
তবে বিদায় তোদের শস্যভরা
মাঠের শ্যামল হাসি ,
বিদায় তোদের নির্ঝরিণী
নদনদীগণ ,
তবে বিদায় তোদের ফলভরা
ফলভরা বন।
আজ বিদায় তোরে জন্মভূমি
সূর্য্যকরময়,

মোর বীরত্বের রঙ্গভূমি,
গুণের আলয় ;
তোরই কাছে হৃদয় রহে
যেথানেতে আসি ,
মোর স্বদেশ তোরে চিরকালই
বড়ই ভালবাসি।

---

MY AIN FIRECIDE.

আমি দেখিয়াছি কত শত ধনী মানী জনে,
আমি বসেছি প্রাসাদে কত রাজা-রাণী সনে ;
তবু এমন সুন্দর স্থান কোথা নাহি পাই,
আহা যেমতি আপন ঘর আপনার ঠাঁই ;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ,—
আহা বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

আজি দেবের কৃপায় নিজ উঠানের ধার
মোর প্রিয় সখাদের সনে মিলেছি আবার ;
নহে নিয়ম অধীন্ হেথা হাসি আঁখিধার,
হাসি আপন হরষে কাঁদি দুখে আপনাব ,—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ,—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

হেথা, নাহি মিছা লুকাচুরি প্রতারণাভয়,
হেথা, সত্যনিকেতন সখে প্রেমের আলয়,
যত, সুখের সোপান দেখি এ জগতে ভাই,
নহে, তেমতি যেমতি সখে আপনার ঠাঁই ;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ,—
আহা বড়ই মধুর সখে,আপনাব ঠাঁই।

---

JOCK OI HAZELDEAN.

"কেন—কাঁদচিস নদীর ধারে, বালা
কাহার লাগিয়ে,
আমার—ছোট ছেলেব সঙ্গে বালা
দিব রে তোর বিয়ে !
তুই—হবি রে তার বধূ, পাবি
সুকুমাব বরে",
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-জল
অজিতেরি তরে।
"তবে - ছাড় শোক এ মোছ ও পাণ্ডু
গণ্ডে অশ্রুধার,
যুবা—বীরেন রাটোরের পতি
রাণা বিঠুয়ার ;
সে—শান্তি সভায় পুরোগতি,
বিজয়ী সমরে :"—
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-বারি
অজিতেরি তরে।
"তোরে—দিব স্বর্ণ-কণ্ঠমালা
শিরে স্বর্ণ-হার,
দিব—তেজী শকুল, পোষা শ্যেনে,
নব বাজী আর ,
যাবি'—সবার আগে বনরাণী
তুরঙ্গম'পরে ,"
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-বারি
অজিতেবি তরে।
রাতে বাড়ি হোল সুসজ্জিত
জ্বলে বাতি কত,
বোসে' পুরোহিত, ও বর, ও বিয়ের
পুরুষ মেয়ে যত।
তারা খোঁজে ক'নে কুঞ্জ, ঘরে ,
পেল নাক ক'নে ,
সে চ'লে গেছে দেশান্তরে
অজিতেরি সনে।

---

CALLER HERRING.

কে, কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তা'রা খেতে ভাল, হজমি আছে ,
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা
যখন তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে,
মো'দিগে কি ভেবেছিলে ,
তখন মোরা দাঁড়ায়ে ঝিলে
আঁধার রাতে জাল ফেলে ,—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল হজমি আছে ,
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।
যখন মুইলোক যাই গো চোলে,
শাড়ি পরা গিন্নীকুলে

গুঁড়িয়ে আঁচল ঘোমটা খুলে
সিট্‌কোয় নাক মাথা তুলে ,-
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল হজ্‌মি আছে ,
কিন্‌বে তাজা পেনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

উবরা কথা করো শোনা,
যদি কিন্‌বে টাট্‌কা পোনা,
তবে দর-দস্তর করো না
সত্য বই কিছুঁ টেঁকে না ,—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল হজ্‌মি আছে ,
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
বহুৎ কষ্টে ধোরে আনা,
কিন্‌বে আমার তাজা পোনা ,—
গুণ জানেন বিনি খান ,
কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
"এ ছোট লোকে খায়" বোলো না ,
বউরা, মা'রা করে জানা
এ সকল কার প্রাণ ,
চাই পোনা মাছ, চাই পোনা মাছ।

---

**MAN'S A MAN FOR A' THAT.**

হয় ইমানদার্ গরীবী সে
শির্ নোওয়াতা—আওর্ যো কুছ ?
ও কাফের্ উস্‌কো ছোড়কে যাঁয়,
হম্ গবিব্ হোঁ—হো যো কুছ ,—
হো যো কুছ্, আওব্ যো কুছ.
হম্‌রা ছোটা কাম্—আওর যো কুছ্,
ইজ্জৎ হয় রূপেয়াকা খেল,
মর্দ্দ সোনা হয়—হো যো কুছ্
ক্যা ছোটাখানা খাঁয় হম্‌লোগ্,
পর্‌তা সুতী—অওর যো কুছ্ ?
দেও রেশম্ বেকুফকো দারু বজ্জাৎকো,
মর্দ্দ-মর্দ্দ—হো যো কুছ্,

হো যো কুছ্ অওব্ যো কুছ্,
দৌলৎ উনোকো—যো কুছ,
ইমান্‌দার, হো গরিব্ নেহাইৎ,
তব্‌ভি পাদ্‌শাহ—হো যো কুছ্।
পাদশাহ বানাতা হো দেওয়ান,
আমীর্ নবাব্— আওর্ যো কুছ ,
মগর্ ইমান্‌দারকো বানানে
কোশীশ্ করে মাৎ ও কুছ ;
হো যো কুছ আওর যো কুছ
ইজ্জৎ উনোকো—যো কুছ ;
হুঁস্‌কা ইজ্জৎ দামকা দেমাক্
সব্‌সে উচা—হো যো কুছ্।
তব্ কর্ নেওয়াজ কে দিন্ আওয়ে,—
যো আওয়েগা—হো যো কুছ্ ;
যব্ হুঁস আক্কেল্ দুনিয়া মে
হোগা বড়া'—হো যো কুছ ,
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
দিন্ আতা হয়—হো যো কুছ্ ;
যব মর্দ্দ মর্দ্দ্ সর্ দুনিয়া পর্
ভাই ভাই হোগা—হো যো কুছ্।

---

## II
## ENGLISH SONG

**HOME, SWEET HOME.**

প্রাসাদে বিলাসে ভাই যেথানে বেড়াই
কুঁড়ে হোক নিজ ঘর সম ঠাঁই নাই
স্বরগের শোভা এসে হেথায় লুটায়
খোঁজ এ জগতে, তাহা পাবে না কোথায়,
আহা মোর—মধুর মধুর ঘর ,
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই।
প্রবাসীর কাছে জাঁকজমক কি ছার,
পুনঃ এনে দেও পর্ণ-কুটীর আমার ,
দেও মোর বশ পাখী হরষের গান
দেও সব চেয়ে প্রিয় শান্ত পরাণ
আহা মোর,—মধুর মধুর ঘর ;
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই।

---

### LINES TO AN INDIAN AIR.

জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি
যবে, নিশার প্রথম ঘুমে,
রহে, তারকা আকাশ ফুটে,
লুঠে সমীর কানন ভূমে,
জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি,—
কেহ যেন পরীসম এসে
মোরে লয়ে যায় প্রিয়ে, কে জানে কেমনে
তোমারি আলয় দেশে।
ভ্রমি, সমীর এলায়ে পড়ে
কালো আঁধার নদীর গায়,
নিভে চম্পকসুরভিখানি
শিশু-প্রেমের স্বপন প্রায়।
প্রেমী পাপীয়ার প্রেম কথা
তার প্রাণেতে ঘুমায়ে পড়ে,
চাহি ঘুমাতে যেমতি আমিও প্রেয়সি
তোমার হৃদয়'পরে।

আজ চেতনা হারায়ে যাই,
মোরে মাটি হোতে তুলে ধরি,
তবে বরিষ চুম্বন-সুধা
মোর অধরে, নয়নোপরি;
দেখ, শীতল কপোল মম,
দেখ কম্পিত হৃদয়, প্রিয়ে;
তারে বুকেতে চাপিয়া ধর লো, ভাঙ্গে সে
ভাঙ্গুক সেখানে গিয়ে'।

---

### WON'T YOU BUY MY PRETTY FLWOERS.

আলোর নীচে পথের ধারে
দাঁড়িয়ে একটি কহিল মেয়ে;
শীতের রাতের নিঠুর বাতাস
চার দিকে তার যাচ্ছে ধেয়ে,
যাচ্ছে চলে' পথের মানুষ,
তার পানে কেউ চায় না ফিরে,
কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে সে "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"
কত দীন ও দুঃখী—মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"

আস্‌চে কেবল যাচ্ছে কেবল
পথে পুরুষ-মেয়ের দল;
দেখেও না কেউ তাকিয়ে ক তার
নিরাশ দুখের চক্ষের জল;
দীর্ঘশ্বাসে কোমল হৃদয়
তা'র সে উঠছে পড়ছে ধীরে;
শোন্ গো একবার রোদন তার "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"
কয় না ক কেউ ভাল কথাটি
ডেকে নিয়ে কি ভালবেসে,
নাইক একটি দয়ার হৃদয়
দাঁড়ায় একবার কাছে এসে';
যাচ্ছে চলে, জাঁকের ঢেউ সে
বিলাস-কুঞ্জে, সুখের তীরে;
শোনে না সে করুণ গান "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে,
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বিনে মোর ফুলগুলি রে?"

---

### FATHER, DEAR FATHER.

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ী আয়,
ওই এক বাজে ঘড়িতে শোন;
তুই বোলেছিলি বাবা কাজ হোলে শেষ,
ফিরে আসিবি না করিবি গৌণ;
গ্যাছে বাতি নিভে ঘরে, এ রাতি আঁধার,
সাঁঝ থেকেই মা বসিয়ে আছে,
একা ব্যামো ভাই বেণী কোলেতে সে তার,
আমি বিনে কেউ নাইক কাছে।
বাড়ী আয়, বাড়ী আয় বাড়ী আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ী আয়।
আহা শিশুটির শোন মধুস্বর,
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়;
কে না শোনে ডাক সকরুণ
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ী আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ী আয়,
তুই বাজিছে যে ঘড়িতে ওই,
রাত হল আরো শীত বেণী মৃতপ্রায়
শুধু ডাকে "বাবা কই, বাবা কই",
মা ত বলে সে এ নিশি না হইতে ভোর
হয় ত ভাই সে মরিবে হায়,
মোরে, পাঠাল মা এই বোলে ত্বরা আয়
নহিলে দেখিতে পাবি নে তায়",
বাড়ী আয়, বাড়ী আয়, বাড়ী আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ী আয়।
আহা শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ,
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ী আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ী আয়,
ওই তিন বাজে শুনিতে পাই,
মোরা এক ঘরে কাঁদি, আমি আর মায়,
আর ঘরে কেউ মোদের নাই,
মোরা বড় একা—বাবা বেণী আর নাই,
ভাই সে ত্যজেছে জীবন তার,
এই কথাটি বোলে সে ত্যজিল জীবন
"বাবা কই, দেখা হোল না আর"
বাড়ী আয়, বাড়ী আয়, বাড়ী আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা, শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।"

---

## IT WAS A DREAM.

ভাঙ্গিল স্বপন, ভাঙ্গিল স্বপন।
শুনিনু নদীর স্বর তাল কুঞ্জবনে,
শুনিনু ঝাউর ধ্বনি সান্ধ্য সমীরণে,
আবার দেখিনু যেন সেই প্রিয় স্থান
আবার দেখিনু যেন প্রেয়সী-বয়ান,
আবার নদীর তীরে ভ্রমিনু দুজন,
ভাঙ্গিল স্বপন—ভাঙ্গিল স্বপন।

দেখিনু চলেছে নদী ধূসর সাগরে,
দেখিনু নম্রিত ঝাউ মাথার উপরে,
আবার শুনিনু পাখী, পাতার মর্ম্মর,
আবার শুনিনু যেন প্রেয়সীর স্বর,
আবার চাঁদনী রাতে করিনু চুম্বন,
ভাঙ্গিল স্বপন ভাঙ্গিল স্বপন।

---

## COME LASSES AND LADS.

আয় ছেলে মেয়ে, বাপে বলে ক য়ে
সব হোলি খেলিবি ত আয়
যত মেয়ে যাবি সব সাথী পাবি—
ঐ সানাই দাড়ায়ে বয়।
হেম নাচিবি রাণীর সনে, শ্যাম নাচিবি প্যারীর সাথ;
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
নাচি ধরাধরি হাত,
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
নাচি ধরাধরি হাত
"হোল না" বলে রাম, 'ঠিক" বলিল শ্যাম
'ও সানাই বাজনা ভুল"
'ঠিক" বলে হরি, ঠিক" বলে প্যারী,
'ঠিক" বলিল মেয়ের কুল,
তখন সানাইরা সুমধুর, ফের বাজাইল সে সুর,
অমনি ধিনতা ধিনতা ধিনতা ধিনতা নাচে
সবে ঘুর ঘুর।
অমনি ধিনতা ধিনতা ধিনতা ধিনতা
নাচে সবে ঘুর ঘুর।
হোলে প্রহরপ্রায়, সবে বাগানে যায়,
সুরু করিল খেতে মেঠাই,
আরও চুমো খেতে কে হারে জেতে,
বাজি ফেলিল মেয়েরা তাই,
তখন মেয়েরা খানিক পরে,
অমনি ঝগড়াটি সুরু করে,
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
আর তোমাদের নেও ফিরে,
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
আর তোমাদের নেও ফিরে
"যাই" বলে হরি, "যাই" বলে প্যারী,
'যাই" বলে গোপালকে রাই,
"যাই" বলিল রাম ডেকে তাহার শ্যাম,
সবে বলে 'আজ তবে যাই,"—

কেউ ধীরে যায় কেউ বা ছোটে কেউ যায়,
বা করিয়া দেয়,
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য কোরে
মিলিতে হোলিতে ফের ;
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য কোরে
মিলিতে হোলিতে ফের।

---

## O WILLIE WE HAVE MISSED YOU.

ও শ্যাম এ কি তুই শ্যাম
এলি বাড়ী কি রে ?
তা'রা বোলেছিল মিছে
যে তুই আস্‌বিনে ক ফিরে।—
দোরে শুনিনু তোর ধ্বনি,
হইনু আনন্দে বিভোর,
কারণ চিনি খুব তোর পায়ের শব্দ
গলার স্বরে তোর,
এল গানের মত তাহা
বিজন আঁধার ভিতর।—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
আয় রে শ্যাম ঘর।

আছি, নিশি নিশি চেয়ে,
বিশেষ, আজিকার রাতে,—
আগুন জ্বলছিল পর ঘরে
জ্বালা ছিল ঘরের বাতি
ছিল, বাচাকুচিরা জেগে,
পরে, দশটা গেলে বেজে,—
চোখে এল ঘুম তাই ঘুমিয়ে গ্যাছে
ছিল যেখানে যে,
ভেবে আসবি না ক আর
(—ব্যগ্র শুন্‌তে রে তোর স্বর ; )—
মোরা দেখিনি কতদিন তোরে,
আয় রে শ্যাম ঘর।

যেত দুখে দিবানিশি
বড় বিহনেতে তোর,
স্বপ্নে দেখতুম শুধু তোরে,
—আয় ঘরে শ্যাম রে মোর।—
কাল ছিনু রাতে বসি
দুখে চাঁদের কিরণতলে,
যেন তোর পায়ের রব শুনে গেনু
মুছে অশ্রুজলে,
পরে এলি না ক দেখে—
এনু হতাশ অন্তর।—
মোরা দেখিনি কতদিন তোরে আয় রে শ্যাম ঘর

---

## RULE BRITANIA.

যখন নীলিমাজলধিহৃদয়ে
উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে,
অমনি বিধান হইল প্রচার
হোল দৈববাণী শূন্য দেশে—
'শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি
হবে না দাস বৃটনবাসী।"

"অন্য জাতি নহে সম ভাগ্যবান্,
নিয়তির ক্রমে হবে পরাজয়,
যবে তুমিই রবে স্বাধীন, মহান্ ঃ
জগতের হিংসা, জগতের ভয়।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি
হবে না দাস বৃটনবাসী।

অতিক্রমি প্রতি বিদেশী আঘাতে
হবে তুমি আরো দীপ্ত ভয়ঙ্কর,
যথা ঘোর ঝঞ্ঝা ছিঁড়িলেও ব্যোমে
তব উন্নত করে দৃঢ়তর,—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

শাসিবে না কভু তোমারে বিজেতা,
প্রতি সে উদ্যম জাগাবে তোমার
মহত্বের বহ্নি ;—হবে মাত্র মূল
তাদের নাশের তব মহিমার।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

তোমার রাজত্ব প্রতি গ্রামে, দীপ্ত
হবে প্রতি পুর বাণিজ্য-প্রভায়,
হইবে তোমার পদানত সিন্ধু
প্রতি কূল তার সেবিবে তোমায়,—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

কবিতাও চির-স্বাধীনতাসখী
রহিবে তোমার উপকূলে আসি ,
সুখী দ্বীপ। তুমি ধর স্বর্গশোভা,
ও যোগ্য মনুষ্যে রক্ষি শোভারাশি ,
শাস রে বৃটন তবঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

UNDER THE GREEN WOOD TREE

পল্লবিত শ্যামতরু ছায়
মোর সাথ শুইতে যে চায়,
গে'তে গান হরষ অন্তরে
মিলাইয়ে বিহগের স্বরে,
আয় রে এখানে আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই
কোন শত্রু নাই -
বিনা শীত, তাপ প্রখর বায়।
কে ত্যজিয়ে উচ্চ অভিলাষ
রবিকরে করিবি রে বাস,
আহরিবি, খুঁজি বনে বনে
যা পাইবি র'বি তুষ্ট মনে ,—
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই -
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রখর বায়।

BLOW BLOW THOU WINTER WIND,

বহ বহ বাতাস আগুন
নহ তুমি এত নিদারুণ
যেমতি নরের কৃতঘ্নতা।
হোক তোর নিশ্বাস কঠোর
দাঁতে নাই এত বিষ তোর,
কারণ অদৃশ্য তুই তথা।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।
তবে কা'রে নাহি কর ভয়
বেশ এ জীবনটি সুখময়।

দহ দহ নিঠুর তপন,
নহ এত অসহ্য দংশন
যেমতি কৃতের অস্মরণ।
বটে, তুমি জ্বালাও সংসার,
ও হুলেতে নাহি এত ধার,
বন্ধুত্বের বিস্মৃতি যেমন।
'তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,
কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।

WEEP NO MORE, LADIES.

কেঁদ না রমণীকুল কেঁদ না রে আর,
চির শঠ পুরুষ পৃথ্বীর।
একটি পা জলে স্থলে অন্যটি পা তা'র
একে কভু রহে নাক স্থির
তবে কেঁদ নাক আর,
যাক যথা ইচ্ছা যার,
রহ হরষে রূপসি নিজ মনে ,
কোরে দেও সব তব বিষাদের তান
'তুম্ তারে না তারে না তুম্ দনে।'

গেও না বিষাদগান—গেও না মলিন,
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, সাশ্রুজল ;—
পুরুষের প্রতারণা হেন চিরদিন,
যবে হোতে বসন্ত শ্যামল ;
"তবে কেঁদ নাক আর" ইত্যাদি।

TAKE AWAY THOSE LIPS.

যাও, নিয়ে যাও ও অধরদ্বয়,
কহিল যা এত মধুর ছলিয়া,
আর আঁখি দুটি—দিনের উদয়—
ভ্রম হয় যাহা উষার বলিয়া।
ফিরে দেও মোর প্রণয় চুম্বন,
দি'নু যা'য়—কিন্তু বৃথা সে এখন।

লুকাও লুকাও উদাসীন ভাষা,
রাখে যা যতনে ও চারু হৃদয়,
উপরে সুন্দর পূর্ণ ভালবাসা,
ভিতরে অস্থির প্রতারণাময়।
কিন্তু আগে দেও ছাড়ি মম প্রাণ,
বেঁধেছ যা' বাঁধে—তুষার সমান।

### HARK HARK, THE LARK.

শোন্ শোন্ গায় আকাশে পাপিয়া ;—
জাগিয়া অরুণ ধীরে
অশ্বগুলি তার আসিতেছে নিয়া
কুসুম নীহার নীরে।
চম্পক মুকুল সোনার নয়ন
খুলে এখনও অস্ফুট,
জাগে চারিদিকে যা কিছু মোহন
দেবি, মে সুন্দবি -উঠ।

### SOME I OLKS.

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ কবে, কেউ কেউ কবে,
কেউ কেউ মরতে চায়
আমি তুমি তাব কেউ নই—
বেঁচে থাক সে হাসিখুসি প্রাণ সব
হাসে যাবা দিন-বাত,
যেন মজাব বাদসাহ—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।
কেউ হাস্‌তে পায় ভয়,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়
কেউ কাঠ্ হাসিময়,
আমি তুমি তার কেউ নই,
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন-রাত
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।
কেউ পায় পাকা চুল,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়,
হোয়ে শোকাকুল,—
আমি তুমি তার কেউ নই
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন-রাত
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।
কেউ কেউ চটেই রয়
কেউ কেউ রয়, কেউ কেউ রয়,—
তারা শীগ্‌গীর গোল্লাই যায়,—
আমি তুমি তার কেউ নই,
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন-রাত,
যেন মজার বাদসাহ—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।
কেউ কেউ খেটে খুন,
কেউ কেউ হয়, কেউ কেউ হয়
দিতে নিজের মুখে আগুন,—
আমি তুমি তাব কেউ নই,
বেঁচে থাক সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যাবা দিন-বাত,
যেন মজাব বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

### ETHELDENE MAY,

আমি কুডায়েছি কুসুম কাননে
তুলি, বসন্তেব কিশোব মুকুল,
গেছি উপত্যকা গিবি পর্য্যটনে
যথা, উড়ে বন্য বিহঙ্গমদল,
আমি ভ্রমিয়াছি কত মহা পুবী
কত, সজ্জিত বিলাসী নিকেতনে,—
নাহি, পাখী, কি মুকুল কি মাধুবী,
হয় তুল মোব সবলাব সনে।
কোমল নিশার তাবাসম
বিভাময়ী সম সে দিবাব,
মোব—জীবনেরই সুখ, মোব প্রাণেব গবিমা
কিশোবী সে সরলা আমাব।
আমি,—খুঁজিয়াছি মুকুতা সাগবে,
যাহা—বিবল সে গহ্বরমাঝাব,
আমি—অন্বেষেছি খনি মণিতবে,—
যোগ্য নৃপতিব দেহে জ্বলিবাব,
তবু খুঁজি যদি বিশ্ব সমুদয়,
উষা হ'তে নিশাবধি, একমনে
নাহি—মুকুতা কি মণি প্রভাময়,
হয় তুল মোর সবলাব সনে।
কোমল নিশার তারা সম,
বিভাময়ী—সম সে দিবাব ;
মোব—জীবনেবি সুখ, মোর—প্রাণের গবিমা,
কিশোবী সে সবলা আমার।

# III

# IRISH SONGS

—:০:—

## LAST ROSE OF SUMMER.

নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ
একা আছে ফুটে,
সুকুমার তার সাথীরা সব
শুকিয়ে ধুলায় লুঠে ;
আপনার কেউ কুসুমকলি
কাছে নাইক তথায়,
হোতে সুখে সমসুখী -
সমদুখী ব্যথায়।

যা'ব নাক ছেড়ে তোরে
একাকী বেগা ছ ,
ঘুমো গে যা, ঘুমিনে যেথা
শোভারাশি আছে।
দয়া করে পাতাগুলি
ছড়িয়ে দি তোর তরে,
শুবে যেথা তোর বিরাগ, মৃত
বনের সাথী সবে।

আমিও যাই এমনি যেন
প্রণয় গেলে মরে',
প্রেমের উজল মুকুট হ'তে
মাণিক গেলে ঝরে -
গেলে শুকিয়ে প্রেমিক হৃদয়,
প্রিয়জনরা চলে,
কে চায় থাকতে একা হায় এ
নীরস ধরাতলে।

---

## WHEN HE WHO ADORES THEE

তোমার ভক্ত অনুরাগী চলে, যাবে যখন শুধু—
অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি ?
যখন তা'রা দুষ্‌বে জীবন অর্পিত যা তোমার পদে
ঝরবে কি গো তোমার দুটি আঁখি—
কেঁদো ; যতই দুষুক শত্রু, তোমার চোখের জলে
প্রিয়ে
ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—
জানেন যিনি অন্তর্যামী
তাদের কাছে দোষী হোলেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

তোমার সাথে জড়ান মোর ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন
জ্ঞানে প্রতি চিন্তা তব সনে ;
অন্তিমের ভিক্ষায় আমার জগতের পিতার পদে
তোমার কথা জাগিবে গো মনে,
সুখী সে সব সখা প্রেমী তোমার গৌরব সুখের সময়
দেখতে যারা রইবে পরে জীয়ে ;
তার পরই প্রিয় বর এই বিধির প্রসাদে হেন
তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

---

## GO WHERE GLORY WAITS THEE.

যাও যেথা যশ আছে,
কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো,

যখন অতি অধীর প্রাণে
শুন্‌বে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো,

পাবে অন্য আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে,
সব সুখ ও জীবনে
পাইবে মধুরতর,—
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখন সুখ মধুসম,
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন দেখবে, মধুর সাঁঝে,
সে তারাটি আকাশমাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো;
আস্‌তে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখতেম সে তারাটিরে,—
আমায় একবার মনে কোরো।

নিদাঘ শেষে তরুশিরে
দেখ্‌বে যখন গোলাপটিরে,
ঘুমায়ে পড়িছে ধীরে
ফুলে অতি মনোহর,

তাহে, যে গাঁথিত হার,
ভালবাসতে ভরে যার,
তারে একবার মনে কোরো।

যখন দেখ্‌বে চারিধারে
শীতের পাতা গ্যাছে ঝ'রে,
আমায় একবার মনে কোরো;
দেখ্‌বে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন শুনবে প্রেম গানে,
ঢালিবে সে মধু কানে,
হয় ত ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখি'পর,
তখন একবার করো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে;
আমায় একবার মনে কোরো।

---

KATHLEEN O' MORE.

আমার প্রিয়ায় আজো ভাবি যেন
দেখি পুনরায়;
কিন্তু দুখী আমায় ফেলে চলে,
গিয়াছে সে হায়,
বালা আমারি সে বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

ছিল কালো তাহার আঁখি, কালো
উজল কেশরাশি,
তা'র বর্ণ সদাই নূতন, নূতন
সদাই তাহার হাসি;
এত রূপসী সে বিভা, মোর প্রিয়তমা বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সে দুইত ধলা গাইটা, সে গাই
রইত তখন স্থির।
ছিল দুষ্ট সবার কাছে, কিন্তু
তাহার কাছে ধীর,
এত ভালো ছিল বিভা,মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় প্রিয়া, ছিল
দোরের ধারে বসি',
শুনতে বায়ুর মৃদুস্বরে, দেখ্‌তে
সায়াহ্নের শশী;—
এমনি চিন্তাশীলা বিভা,মোর অভাগিনী বিভা-
রে বিভাবতী মোর।

বইল কুঞ্জের চারিধারে, শীতের
রাতের কঠোর বায়;
প্রিয়া সে বায়ুর হিমেতে ক্রমে
শুকাইল হায়।—
তাই, হারায়ু মোর বিভায়,
বালা আমারি সে বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সব পাখীর চেয়ে ভালবাসি
ঘুঘু পাখীটিরে,
যে বাসা বেঁধে আছে ওই
নদীটির তীরে,
যেন বিভায় ভাবি দুখে
থাকে নদীর পানে চেয়ে,—
সে বিভাবতী মোর।

---

ERIN OH ERIN.

যথা, রাবণের চিতা ধরণীর বুকে
জলে যুগ যুগ ব্যাপি কি ঝড় তিমির,
তথা বীরের হৃদয় সুগভীর দুখে
রহে অ-ক্ষুব্ধ, অনম্য, অস্তিমিত, স্থির।
এরিন্ ও এরিন্ আজো প্রাণ তোর
জলে উজলি অশ্রুর এ তিমির ঘোর।

আজ কত জাতি মৃত, তোর এ যৌবন,
কত সূর্য্য অস্তমিত তোর ত এ ভোর;
আজ যদিও রে মেঘে ঢেকেছে আনন
জ্যোতি আবার ঘেরিবে মুখখানি তোর;
এরিন্ ও এরিন্ দুখী এত দিন,—
তুই হাসিবি সকলে হোলেও মলিন।

থাকে, দারুণ শিশিরে পত্রে মাত্র ঢাকা
শুধু--ঘুমায়ে অশোকশিশুফুলরাশি—

যবে, বসন্ত আসিয়া খুলে দেয় পাথা—
তা'রা জেগে উঠে সব পুনরায় হাসি—
এরিন্ ও এরিন্ শীত নাহি আর,
তোর, ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য জাগিবে আবার।

---

**BELIEVE ME II ALL THESE ENDEAPING YOUNG CHARM.**

জেনো যদি তোমার চারু যৌবনের ও রূপরাশি,
দেখি যাহে প্রেমভরে কত,
কাল আমার আলিঙ্গনে মিলাইয়া যায় আসি
স্বপ্নলব্ধ ঐশ্বর্য্যের মত.
তবু তুমি পূজ্য রবে তেমতি. এখন যথা,
—যাক্ চোলে মাধুরী তোমার,
রবে প্রাণের প্রতি বাঞ্ছা জড়াইয়ে শ্যামলতায়
সেই প্রিয় ধ্বংসের চারিধার।

যখনই তোমার প্রিয়ে যৌবন-গরিমা রহে,
অশ্রু দেয়নি দেখা গণ্ড'পর,
তখনই প্রাণের শুধু ভক্তি ভালবাসা নহে,
কালে তাহা হয় প্রিয়তর।
না, না, যে প্রাণ ভালবাসে বিস্মরণ নাহি জানে,
অন্তিমেও সমস্থির রহে,
যথা সূর্য্যমুখী থাকে চেয়ে তার নাথ পানে,
সমভাবে কি অস্তে উদয়ে।

---

**OFT IN THE STILLY NIGHT**

কভু, যখন নীরব রাতি
যবে, নয়ন মুদেনি নিদে
স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

বাল্য-অশ্রু ও হাসি,
কত জাগায় আসি,
কত, প্রিয়কথা মাথা প্রেমে,
আঁখি কিরণ-ভরা
—আজ মলিন, মরা—
ফুল্ল হৃদয়, গ্যাছে যা ভেঙ্গে।

হেন, যখন নীরব রাতি,
যবে, নয়ন মুদেনি নিদে,
স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
ভূত, জীবন-কাহিনী, হৃদে।

যবে, সখারা স্মরণে আসে
ছিল, হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা,—
ঝ'রে পড়েছে দেখেছি পাশে,
যেন শিশিরে গাছের পাতা।

মনে হয় রে হেন,
একা বেড়াই যেন
কোন বিজন উৎসব-ঘরে,
মৃত আলোক যার,
শুকা কুসুমহার
আছি আমিই একাকী পড়ে।

হেন যখন নীরব রাতি,
যবে নয়ন মুদেনি নিদে,
স্মৃতি দেখায় ধরিয়ে বাতি
ভূত জীবন-কাহিনী হৃদে।

---

সমাপ্ত।

# আনন্দ-বিদায়

( 'প্যারডি' )

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## উৎসর্গ

বঙ্গভাষায়

ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা

রসিকপ্রবর কবি

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের

শ্রীকরকমলেষু—

# ভূমিকা

'এই নাটিকা বহুবর্ষ পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আকারে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম 'প্যারডি' নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত নহি। প্যারডি কবিতা ও গান সর্ব্ব সাহিত্যেই প্রচলিত আছে।

প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবারই কথা। কারণ, বিখ্যাত রচনারই প্যারডি লোকে করিয়া থাকে। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুরদেবতা বিষয়ক বহুগানও এই 'নকলের' হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মান লাভ করিয়াছে।

এ নাটিকা যে প্রতিভাবান্ কবির শ্রেষ্ঠ নাটিকার 'প্যারডি', তিনি সম্প্রতি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হৌক এবং যে নাটিকার ইহা 'প্যারডি', বঙ্গালয়ে তাহার অভিনয়-দর্শন করিয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে তাহা অমর হৌক।

এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দ্দাহ হয় ত তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে এ ব্যঙ্গ তাঁহাদিগের গায়ে লাগিবার কথা নহে। এক জন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelly ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন না।

আজকালকার সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে এ নাটিকার কৃষ্ণ-রাধিকাকে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে এবং ভক্তিটুকু একেবারে বাদ দিয়া, কবিতায় ও গানে বিশুদ্ধ লালসাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

ভূমিকাতে এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল, কারণ, দেখিতেছি যে, অনেক অসাবধান পাঠক চিন্তা না করিয়াই গ্রন্থের আলোচনা করেন। আবার কোন কোন সমালোচক এমন নিরেট যে, ভূমিকারূপ হাতুড়ি দ্বারাও তাঁহাদের মাথায় পেরেক বসে না। উদাহরণতঃ পরপারের" ভূমিকায় আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহা ইংরাজি শিক্ষায় আলোড়িত বর্ত্তমান ভদ্র হিন্দুসমাজের" ভিত্তির উপর গঠিত। তথাপি এই ব্যক্তিগণ নাটকে সেকেলে আদর্শ খুঁজিতে বসিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিও এই ভিত্তির উপর গঠিত। নহিলে কোন্ সেকেলে হিন্দুসতী ভ্রমরের মত স্বামীকে বলে যে, তুমি যত দিন ভক্তির যোগ্য ছিলে, তত দিন তোমায় ভক্তি করিতাম, এখন আর ভক্তি করিতে পারি না কি বা সূর্য্যমুখীর মত সাপত্ন্য সহ্য করিতে না পারিয়া পদব্রজে পতিগৃহ ত্যাগ করে? সমালোচকগণ যেন মনে রাখেন যে, সমাজে এখন নূতন নূতন আদর্শ সৃষ্ট হইতেছে এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাদের সেকেলে আদর্শ লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু কি করিব, আমি যুক্তি দিতে পারি, মস্তক দিতে পারি না। তাহা ভগবানের সৃষ্টি।

শ্রীগ্রন্থকারস্য

# কুশীলবগণ

## পুরুষ

| | |
|---|---|
| আনন্দ | ধনী গৃহস্থ। |
| নেপাল | তাঁহার পুত্র। |
| ঘনরাম | নেপালের জ্যেঠতুত ভাই। |
| দণ্ডধারী | আনন্দের খুল্লতাত। |
| হংসবাহন | এডিটর। |
| বক্কেশ্বর | তাহার কর্ম্মচারী ও নেপালের বন্ধু। |
| ডাক্তার বাবু | আনন্দের শ্যালক। |

## স্ত্রী

| | |
|---|---|
| জ্ঞানদা | আনন্দের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। |
| মোহিনী | ঘনরামের মাতা। |
| হংসী | হংসবাহনের স্ত্রী। |
| মালতী | ঘনরামের স্ত্রী। |

---

# প্রস্তাবনা

:০:—

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারডি'—
জানেন ত' পাঠক ও পাঠিকা॥
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে, অংরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিঠে
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥
নাহি যার কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যার
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তার ও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা॥
কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা॥

# আনন্দ-বিদায়

## প্রথম অঙ্ক

—:*:—

### প্রথম দৃশ্য

আনন্দ ও তাঁহার খুল্লতাত দণ্ডধারী।

আনন্দের ( গীত )

সুখের কথা বল্‌বো কত,
ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।
আছে নাকিসুরে কথা, আর লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে, আমার বিশ্বাস,
ফেলে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস,
আছে আবার উদাসভাবে
আকাশপানে চেয়ে থাকা।

দণ্ড। তাই ত। লক্ষণ বড ভালো বোধ হ'চ্ছে না।—সঙ্গী কি রকম জুটেছে বল্‌তে পারো?

আনন্দ ( গীত )

তাহার যে সেই সঙ্গী সকল,
অবিকল ঠিক তাহার নকল;
কেশে, বেশে, দীর্ঘশ্বাসে
কবিত্বের সেই ভাব মাখা।
ব'ল্‌বো কি আর, দেখ্‌ছি আমি—
ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

দণ্ড। বেশ মিল্‌ছে।—এঁ্যা এঁ্যা—তার পর? সঙ্গিনী?

আনন্দ ( গীত )

অনেক সভ্য নারী ঘিরে তারে সারি সারি—
সখের থিয়েটরে ভারি ছেলেটা উড়াচ্ছে টাকা।
কি ব'ল্‌বো আর তোমায় আমি,
ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

দণ্ড। আবার সখের থিয়েটর খুলেছে?

আনন্দ। হাঁ, তার নাম দিয়েছে "গোপী-গোষ্ঠ।" ছেলেটা আবার বাঁশী বাজায়।

দণ্ড। [ সাগ্রহে ] বটে! বটে!—তার পর।

আনন্দ। সে একটা অপেরা তৈরী ক'রেছে। তার মহিলা দিচ্ছে। অপেরার নাম up-to date কৃষ্ণলীলা।

দণ্ড। বাঃ, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। ব'শী, রাখালবালক, গোপিনী—ঠিক মিল্‌ছে। তার পর—এঁ্যা-এঁ্যা—রাধিকা?

আনন্দ। রাধিকা কি?

দণ্ড। বলি নাতির প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হয়েছে ব'ল্‌তে পারো?

আনন্দ। কৈ। না।—শুনি নি ত। নারী-সমাজে মেশে এই যা। স্বভাব-চরিত্র মন্দ নয়।

দণ্ড। ঐ জায়গায় ত মিল্‌লো না বাবাজি। —এঁ্যা এঁ্যা—তা রাধিকা আস্‌তে বড দেরি নেই। —যা হোক্ ডাক্তার দেখাও।

আনন্দ। ডাক্তার?

দণ্ড। হাঁ ডাক্তার। রোগ বড খারাপ।

আনন্দ। আজ আমার ভাইপোকে দেখ্‌বার জন্য ডাক্তার আস্‌বে'খনি। তবে তাকে দিয়ে দেখাবো?

দণ্ড। এক্ষণি। অপেক্ষা কর্লে চ'ল্‌ছে না। এঁ্যা এঁ্যা—রোগ খারাপ।

আনন্দ। তা ত বুঝ্‌ছি।

দণ্ড। আবার এঁ্যা এঁ্যা ছোঁয়াচে।

আনন্দ। ছোঁয়াচে না কি?

দণ্ড। বিষম। আমারই কি রকম ক'র্চ্ছে।

আনন্দ। কি রকম?

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা হোল বুঝি।

আনন্দ। কি হোল খুড়ো?

দণ্ড। আর খুড়ো! এঁ্যা এ্যা—

আনন্দ। সে কি!

দণ্ড। ঐ হোল বুঝি।

[ নেপথ্যে ] বাবু একবার বাইরে আসুন। ডাক্তার বাবু এসেছেন।

দণ্ড। যাও যাও। শীগ্‌গির। আমার কেমন শীত শীত ক'র্চ্ছে। ও বাবা। এ কি হোল! [ দৌড়াদৌড়ি ] যাও যাও—

আনন্দ। এই যাচ্ছি।

[ প্রস্থান।

দণ্ড। তাই ত। বাবাজি এঁ্যা এঁ্যা বেশ একটু গোলযোগে প'ড়েছেন দেখ্‌ছি। আমিও ও ভোগান এঁ্যা এঁ্যা কতক ভুগিছি। আমারও দ্বিতীয়-পক্ষ কবিতা লেখেন কি না। তাঁকে নিয়ে এঁ্যা এঁ্যা বাবাজির এখানে এসে ওঠা বড় ভালো হয় নি দেখ্‌ছি। উঁহুঃ। গতিক বড় সুবিধা রকম বোধ হ'চ্ছে না।

[ একখানি খাতা হাতে করিয়া তাহা পড়িতে পড়িতে দণ্ডধারীর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী মল্লিকার প্রবেশ। ]

দণ্ড। কি গো। হাতে ও কি!

মল্লিকা। তোমার নাতির কবিতার বহি। একটা কবিতা শুন্‌বে? উঃ। কি মধুর। কি গভীর।

দণ্ড। মাটি ক'রেছে।—ও বই—এঁ্যা এঁ্যা —ছুড়ে ফেলে দাও।

মল্লিকা। ছুড়ে ফেলে দেবো। এই কবিতা। উঃ। [ বক্ষে ধারণ করিয়া ] প্রাণ শীতল হোলো। প্রাণ শীতল হোলো। এ কবিতা—ওঃ।

দণ্ড। এই গোল বাধালে দেখ্‌ছি। আচ্ছা কবিতাটা একবার পড় দেখি।

মল্লিকা। শুন্‌বে? তবে শোন। [ পাঠ ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই—
পথে যে ভয়ানক কাদা,
বাড়ীর লোক বলে ঘরেতে বসে' থাকা
কেমন আরামটি দাদা।

দণ্ড। এ কি রকম কবিতা?

মল্লিকা। শোন—[ পাঠ ]

পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি!
গরমে গেল গেল প্রাণ,
বাড়ীর লোক বলে আহাহা কি আরাম
টান্ রে টানা পাখা টান।

দণ্ড। এটা কবিতা হোল?

মল্লিকা। তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। শুধু শুনে যাও।

[ পুনরায় পাঠ ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
পথ যে ফুরায় না হরি!
বাড়ীর লোক বলে ঘুম ত ভেঙ্গে গেল—
দিন যে যায় না—কি করি।

দণ্ড। কিচ্ছু হয় নি।

মল্লিকা। [ বুকে হাত দিয়া ] ওঃ। গেল প্রাণ গেল। প্রাণ যায়।

দণ্ড। এ্যা এঁ্যা কেন প্রেয়সী। [ হস্ত ধারণ

মল্লিকা। যাও। উঃ। এই কবিতা—উঃ, কি মধুর। কি গভীর। কি গভীর।

দণ্ড। গভীর কি রকম। কবিতার মানে ত এঁ্যা এঁ্যা এই যে, একটা লোক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর একটা লোক এঁ্যা এঁ্যা ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে।—এর মধ্যে এঁ্যা এঁ্যা গভীর যা কিছু হ'তে পারে, এঁ্যা তা ঐ লোকটার ঘুমটা। নৈলে আর ত' কিছু গভীর দেখ্‌লাম না।

মল্লিকা। যা ভাবছো, তা নয়। মানে—উঃ! কি গভীর।

দণ্ড। মানে হ'চ্ছে কি?

মল্লিকা। মানে আবার কি। এতে বুঝবার কিছু নাই। এ শুধু গন্ধ।

দণ্ড। গন্ধ।—কিসের?

মল্লিকা। এর মানে এই রকম একটা কিছু হবে, যে ভিতরে সসীম, বাহিরে অসীম, কিংবা ভিতরে শান্তি, বাহিরে কর্ম্মফল, কিংবা ভিতরে আত্মা, বাহিরে পরমাত্মা, কিংবা—কিংবা—কিংবা—

দণ্ড। ভিতরে এঁ্যা এ্যা সন্দেশ, বাহিরে ঢু ঢু, কিংবা ভিতরে দ্বিতীয় পক্ষ, বাহিরে মাছি, কিংবা এঁ্যা এঁ্যা ভিতরে ক্ষিদে, বাহিরে অন্নাভাব, কিংবা—কিংবা—কিংবা—

মল্লিকা। তুমি চুপ কর। তুমি আফিং বুঝ্‌বে, বাজারের হিসেব বুঝ্‌বে, কাব্যের কি

বোঝ? এর মানে—ধর্ত্তে পাচ্ছি নে—ধর্ত্তেই যদি পার্ব্ব, তা হ'লে গল্প লিখলেই হোত। কিন্তু এ—এর মানে উঃ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। - কেবল গন্ধ! কেবল গন্ধ!

দণ্ড। উঁহুঃ!—গতিক কোন রকমেই সুবিধার নয়। যা ভেবেছি তাই।—দেখ, ও রকম কোরো না। আমার বয়স এখনও এমন কিছু বেশী হয় নি। নাতিকে দেখেই—

মল্লিকা। উঁহুঃ! এখনো তাকে চোখে দেখি নি—

( গীত )

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে ব'সেছি।

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা কাব্য পড়ে'ই?

( মল্লিকার গীত চলিল— )

শুনেছি তার বরণ কালো,
কিন্তু তার, চেহারা ভালো,
ওগো বল আমি—
তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি।

দণ্ড। তা যাও—আমি—এঁ্যা এঁ্যা—free pass দিচ্ছি। যাও!—

( মল্লিকার গীত চলিল— )

শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে,
'হুঁ হুঁ' করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে,
তাই শুনে বাপ—দুই তিন ধাপ
ডিঙ্গিয়ে এলাম মেরে একলাফ —

দণ্ড। সে কি।—এঁ্যা এঁ্যা পা ভাঙ্গিনি ত?

( মল্লিকার গীত চলিল — )

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়
সখি বল আমি—

দণ্ড। [ সুরে ] আদা দিয়ে এঁ্যা এঁ্যা কচু-পোড়া খাবো কি।

মল্লিকা। যাও! আমার এমন গানটা মাটি করে' দিলে। ওঃ।- এক লাইনে সব মাটি।

দণ্ড। ও—এঁ্যা এঁ্যা—দেখ, কাল আমার বাড়ী ফিরে যেতে হ'চ্ছে। এঁ্যা এঁ্যা বিশেষ দরকার প'ড়েছে। আসো এঁ্যা এঁ্যা time tableটা কোথায় দেখি। এঁ্যা এঁ্যা [ উদ্যত ]

মল্লিকা। তা যাও না। কে মানা কচ্ছি!

দণ্ড। আর এঁ্যা এঁ্যা তুমি!

মল্লিকা। [ সুরে ]

'উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়,
সখি বল আমি হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হু হুঁ হুঁ।—

[ প্রস্থান।

দণ্ড। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এই যে এঁ্যা এঁ্যা ভায়া যে —

( নৃত্যভঙ্গী সহকারে গাহিতে গাহিতে নেপালের প্রবেশ )

দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর!
সেথা জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে,
জ্বালায়ে ঘুঁটে, মজুর মুটে —
করিছে রজনী ভোর।

দণ্ড। বাঃ এঁ্যা এঁ্যা বেশ নাচতে শিখেছ ত ভায়া।

নেপাল। ও! ঠাকুর্দ্দা!—দেখতে পাই নি। আমাদের সম্প্রতি আমার তৈরি একখানা নাটিকা অভিনয় হবে, তাতে আমি নায়িকা সাজবো। তার নাচ্‌টা অভ্যাস কচ্ছিলাম।

দণ্ড। কচ্ছিলে না কি? মাথায় ও কি? এঁ্যা এঁ্যা চূড়ো না কি।

নেপাল। ও! এগুলো খুলে রেখে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম।

[ মস্তক হইতে কতকগুলি কাগজ উন্মোচন ]

দণ্ড। ওগুলো কি?

নেপাল। ওগুলো Curl paper বলে' এক রকম যন্ত্র। রাতে চুলে প'রে শুতে হয়। সকালে উঠে চুল কোঁকড়া হয়।

দণ্ড। বটে। তা জান্তাম না। -এঁ্যা এঁ্যা— খোঁপা বাঁধো?

নেপাল। খোঁপা?

দণ্ড। হাঁ খোপা!

নেপাল। না।

দণ্ড। বেঁধো। ওহুঁহুঁ—এঁ্যা এঁ্যা—আর বাকী থাকে কেন।

নেপাল। না না। আপনি তামাসা কর্চ্ছেন।

দণ্ড। ঠিক বুঝেছ। বুদ্ধি আছে ত!—বলি, এঁ্যা এঁ্যা প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হয়েছে না কি?

নেপাল। না। তবে সে—

'পাশ দিয়ে গেল চলি' চকিতেব প্রায়,
অঞ্চলেব প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়।'

দণ্ড। খুব—এঁ্যা এঁ্যা—বেঁচে গিয়েছো ত!

নেপাল। 'চুম্বন এসেছে তাব কোথা সে অধর'—

দণ্ড। তাও এলো বলে'। ভাবনা কি!—"চুম্বন" যখন এসে পৌছেছে, তখন—এঁ্যা এঁ্যা—"অধর" আস্‌তেই হবে।

নেপাল। "হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দিব"।

দণ্ড। এই এসেছে। অধরের চেয়ে বেশী এসেছে। আব কি চাও?

নেপাল। 'কেমন দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত * * * * আগুলিয়া রয়।'

দণ্ড। একটু বাদ গেল না?

নেপাল। 'ফেল গো বসন ফেল'—

দণ্ড। ও বাবা! এ যে ধাপে ধাপে উঠ্‌ছে।—এঁ্যা এঁ্যা—আব কাজ নেই। এ সব তোমার কবিতা?

নেপাল। না। আমার কবিগুরু রবিবাবুর।

দণ্ড। যিনি—এঁ্যা এঁ্যা অনেক ব্রাহ্মসঙ্গীত লিখেছেন—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"—এও সেই মহাকবির রচনা?

নেপাল। আজ্ঞে।

দণ্ড। ছাপানো?

নেপাল। হাঁ ঠাকুর্দ্দা—আরো শুনুন।—

দণ্ড। Obscene literatureএব বিপক্ষে একটা আইন আছে না? ওঃ। [ কানে আঙ্গুল দিয়া প্রস্থানোদ্যত ]

নেপাল। [ সুবে ] "তুমি যেও না এখনি"

দণ্ড। না দাদা, একদিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। শরীর খারাপ।

নেপাল। [ সুরে ] "এখনো আছে রজনী।"

দণ্ড। তা থাকুক। আর সৈবে না। [ প্রস্থানোদ্যত, ফিরিয়া ] দেখ, তোমার কবিগুরু যদি জান্‌তেন—এঁ্যা এঁ্যা—যে চাটগাঁয় একটি ছাত্র তাঁর লেখা প'ড়ে এতদূর উচ্ছন্ন গিয়েছে, তা হ'লে —এঁ্যা এঁ্যা—তিনি একটা খুব কঠিন রকম প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেন। তুমি তোমার কবিগুরুর ভালো কবিতাগুলি মুখস্থ না করে' তার যেগুলি ওঁচা পদ্য, তাই মুখস্থ করে' রেখেছো দাদা?

[ প্রস্থান।

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা, আপনি সেকেলে লোক, কাব্যরস কি, তাই জান্‌লেন না!—হুঁঃ।—রবিবাবু!—আহা!—আমি তাঁর নকলে একখানা গীতিনাট্যই রচনা কর্ল্লাম।

( গীত )

সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে—

( অলক্ষিতে ডাক্তার সহ আনন্দ, দণ্ডধারী ও জ্ঞানদার প্রবেশ )

জ্ঞানদা। ঐ দেখুন ডাক্তাব বাবু—কি রকম ভঙ্গী করে' গান গাইছে!

( নেপালেব গীত চলিল— )

কুঞ্চিতঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমেব গন্ধ ছুটেছে ড্রয়িং রুম্‌টি ছেয়ে।

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান।

ডাক্তাব। এ রকম কতদিন হয়েছে?

আনন্দ। এই মাস ছয়েক। "যৌবন স্বপ্ন" ব'লে একখানা বই প'ড়ে এই রকম বিগ্‌ড়েছে।

জ্ঞানদা। কি হবে ডাক্তার বাবু! সার্ব্বে ত'?

ডাক্তার। তা সার্ব্বে বৈ কি। Quinine mixture দিয়ে তার পব একটা purgative দিলেই সেরে যাবে'খনি।

দণ্ড। বাঃ এই purgativeটা এঁ্যা এঁ্যা তোমাদের খুব মুখস্থ। জ্বর হোল—purgative,

জোলাপ—purgative, কোডা—purgative—কি ঔষধই এঁ্যা এঁ্যা বের ক'রেছিলে। বলিহারি।

ডাক্তার। আপনি দেখ্‌ছি purgativeএ বিশ্বাস করেন না।

দণ্ড। ও বাবা! আমাদের ঠাকুর-দেবতার চেয়ে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএ বেশী বিশ্বাস করি। হাতে হাতে ফল। [ আনন্দকে ] দেখ বাবাজি। purgaliveএ কিছু হ'চ্ছে না।—এক কাজ কর্ত্তে পারো?

আনন্দ। কি—

দণ্ড। কোডার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারো?

ডাক্তার। কোডা।

দণ্ড। কিংবা এঁ্যা এঁ্যা নিম গাছ কি পেয়ারা গাছের একটা আছোলা ডাল নিয়ে এঁ্যা এঁ্যা ডাক্তার পশ্চাদ্দেশে পটাপট দাও দেখি। এঁ্যা এঁ্যা হরীতকী গাছের ডাল হ'লে আরও ভালো। সঙ্গে সঙ্গে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএর কাজ হয়ে যাবে এখনি।

( আনন্দ ও জ্ঞানদার গীত )

জ্ঞানদা। সে যে শক্ত ভারি খুড়ো।
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।
জ্ঞানদা। ও ডাক্তার কি বল তুমি?
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।
জ্ঞানদা। যদি চুরী করে ননী,
আনন্দ। আমরা বাছা সোনামণি,
উভয়ে। তাবে কি তাই ব'লে আমি
কোডা মার্ত্তে পারি খুড়ো।
জ্ঞানদা। কি বল ডাক্তার বাবু—
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত।

( গাইতে গাইতে নেপালের সঙ্গীদিগের প্রবেশ )

জাগ জাগ রে নেপাল, জাগ জাগ রে ঘনাই।
প্রাণের সাথী আর গোঠে যাই—
এ যে—প্রায় সাতটা বেলা হোলো ভাই।
কোথায় মা আনন্দরাণী।
ধুয়ে দে ওর মুখখানি,
ও তোর সোনার চাঁদের চাঁদমুখে
( একটু ) চা তৈরি ক'রে' দে না গো।
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেয়ে যাই গো
সে না থাক্, আমরা খাই।

( নেপাল ও ঘনরামকে লইয়া মালতী, মোহিনী ও জ্ঞানদার প্রবেশ )

জ্ঞানদা। আয় রে গোপাল ওরে বুড়ো,
বেঁধে নে রে ধড়া-চুড়ো,
হাতে রে তোর নে রে রাখাল বাঁশী।
দেখে শুনে যেও বাবা,
খিদে পেলেই খেয়ো বাবা,
হেসে বাছা বল তবে 'আসি'।

প্রস্থান।

নেপাল। আসি।

ঘনরাম। তুমি আমায় একটা কিছু বল মা।

মোহিনী। লাঙ্গল করিয়া ঘাড়ে যাও বাবা ঘনরাম।
যযতনে মাঠে দিও চাষ।
নেপাল বাজাবে বেণু, যখন চরাবে ধেনু,
তখন কাটিও তুমি ঘাস।

[ প্রস্থান।

ঘনরাম। আমি ঘাস কাট্‌বো কেন?

মালতী। তা কাট্‌বে বৈ কি। তুমি ত আর কিছু পাব না। এমন কি, বাঁশীটি পর্য্যন্ত বাজাতে পারো না।

[ প্রস্থান।

( সঙ্গীদিগের গীত )

হেলে দুলে গোঠে চল গোঠবিহারী।
অঞ্চল থলথল অঙ্গে বিথারি'।
বঙ্কিম ঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
সুন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হট মট খটমট খট খট খটমট
বুট পরি' মৃদু মৃদু লম্ফ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত দুধারি।

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

হংসরাজ ও তাঁহার স্ত্রী হংসী।

হংস। শুন প্রিয়ে ভীষণ ব্যাপার।
দেখিনু' স্বপন—
এক মহা বিপ্লব ভয়ঙ্কর!
কে যেন বলিয়া উঠিল
নবধর্ম্ম উঠিছে চাগিয়া
চড় চড় করি',
হিন্দুধর্ম্ম হবে নাশ,
হংসের হবে মুণ্ডপাত।
হংসী। কেন নব ধর্ম্মে নাড়া দিতে গিয়েছিলে নাথ?
জানিতে না কি সে ধর্ম্মের পশ্চাদ্ভাগে
জাগে নেপালচন্দ্র।
আর পাপ করিও না,
ভজ নব ধর্ম্ম।
হংস। সে কি প্রিয়ে।
নারীবুদ্ধি ভয়ঙ্করী—
সর্পবৎ, কিম্বা যথা ব্যাঘ্রশিশু
যতনে বর্দ্ধিত হয়ে
পালকের রক্ত করে পান।
ছাড়িব না ধর্ম্ম সনাতন—
করিব ফোঁটার ব্যাখ্যা,
গোপনে খাইব পক্ষিমাংস,
প্রমাণ করিব টিকি শ্রেষ্ঠ ধরাতলে-
আর মূর্খ—টাক।
হংসী। পারিবে কি প্রমাণ করিতে?
হংস। অবশ্য পারিব প্রিয়ে। পড় নাই তুমি
কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিম্বা কাশিরাম,
হও নাই এডিটর,
কর নাই রোজগার মিথ্যা কথা লিখি।
মূর্খতার জোরে—
উড়াইয়া দিতে পারি হার্ব্বাট স্পেন্সার,
নেপাল কি ছার।
হংসী। সে কি প্রাণনাথ!
হংস। জানো না প্রেয়সী অজ্ঞতার বল।
তদুপরি দশ টাকা দেয় কেহ যদি,
সমালোচনার জন্য, অসাধ্য সাধিতে পারি।
সত্যকে হঠাৎ
উড়াইয়া দিতে পারি একটি তুড়িতে,
নরকে যাইতে পারি।
হংসী। বিবেককে দিতে পারো বিসর্জ্জন?
হংস। না প্রিয়ে—
কিরূপে তা দিব বিসর্জ্জন
যাহা নাই, যাহা কভু ছিল না প্রেয়সী?
সত্যের ধারি না ধার—
কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত বিদ্যার দৌড়।
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী নেপালে।
হংসী। সত্য? সত্য?
হংস। কর না বিশ্বাস মোরে?
এই তুমি হিন্দু সতী?
দেখ [ইষ্টক লইয়া]
এই ইঁট মার মম ছুড়িয়া মস্তকে।
হংসী। কেন নাথ।
হংস। দেখিবে এই ইঁট
গুঁড়া হয়ে যাবে,
মস্তকের হইবে না কিছু।
হংসী। ধন্য নাথ। ধন্য আমি!
হংস। ডাকো তবে—বক্কেশ্বর।

( বক্কেশ্বরের প্রবেশ )

বক্কেশ্বর। ডাকিয়াছ মোরে হংসরাজ!
হংস। ডাকিয়াছি। যাও চট্টগ্রামে, ধরে' আনো
দুরাত্মা নেপালচন্দ্রে।
তাহাকে করিব বধ।
পড় পড় পড়—নেপালের হবে মুণ্ডপাত,
ধড় ধড় ধড়—পড়িবে নেপাল।
ছড় ছড় ছড়—ছড়াইবে রক্ত তার,
হুড় হুড় হুড় খাইব তাহা ভরিয়া উদর।
কড মড চিবাইব মুণ্ড পরে—যেন পান।
[স্বগত] দেখিতেছি কত বল ধরে সে নেপাল!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
[ হংসরাজ ও হংসীর প্রস্থান।
বক্কেশ্বর। যাইতেছি—
এইবার পূরিবে মানস,
নেপালের সহ যুদ্ধে
হবে হংস-বংশ ধ্বংস।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রঙ্গমঞ্চ। সম্মুখে শ্রোতৃবর্গের জনতা।

১ শ্রোতা। আর কতক্ষণ পরে drop উঠ্‌বে ?

২ শ্রোত্রী। এ অপেরা অতি ভালো হয়েছে না কি ?

৩ শ্রোতা। অদ্ভুত।

২ শ্রোত্রী। সে কি। আপনি পড়েছেন ?

৩ শ্রোতা। না।

২ শ্রোত্রী। তবে—জান্‌লেন কেমন করে ?

৩ শ্রোতা। নেপালের সঙ্গে আমাব ঝগড়া।

২ শ্রোত্রী। ঐ drop উঠ্‌ছে, drop উঠ্‌ছে। Order please.

### যবনিকা উঠিল।

প্রস্তাবনা।

আমরা সবাই পড়ি প্রেমেব পাঠশালায়।
—পাঠশালায় পাঠশালায় পাঠশালায়।
পড়ি প্রেমেব প্রথম ভাগ, প্রেমেব খাতায় পাড়ি দাগ,
ক র খ ল অর্থাৎ এটা যখন প্রেমেব পূর্ব্বরাগ,
নভেল পড়ি, তুলি হাই, তুড়ি দেই, সর্ব্বৎ খাই
প্রাণ করে আই-ঢাই, ভর্ত্তি হয়ে নাটশালায়।
দ্বিতীয় ভাগে এখানেতেও যুক্তাক্ষরই শিখ্‌তে হয়,—
—ঐক্য ও অনৈক্য ভোগ্য কর্ম্মভোগ্য লিখ্‌তে হয়—
বেতালা গাইতে হয়, আশে পাশে চাইতে হয়,
পার্টিতে যাইতে হয়, আট্‌শালী ও আট্‌শালায়।

[ পট পরিবর্ত্তন ]

১ শ্রোতা। আট্‌শালী আর আট্‌শালায় কি রকম ?

দূর হইতে এক জন শ্রোতা। নৈলে যে মেলে না।

২ শ্রোতা। এ শালা স্ত্রীব ভাই যে শালা, সে শালা নয়, কিম্বা যে শালা বল্লে অশ্লীল হয়, সে শালা নয়। আট্‌শালায় মানে আটজনে।

৩ শ্রোতা। শালা শব্দেব ঐ অর্থে প্রয়োগ আমি কখন শুনিনি।

২ শ্রোতা। তা বল্লে চল্‌বে কেন। কথায় বলে না যে 'তুমি শালা সাধু আর আমি শালা চোর'। এখানে 'আমি শালা'ব মানে কি ?

( গাইতে গাইতে রাধিকার প্রবেশ )

শ্রোত্রীবর্গ। Order please.

( রাধিকার গীত )

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সাবানিশি তব লাগিয়া,
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তবে প্রভাতে এসে
দাঁত বেব করে' হাসিও।

—ঐ আস্‌ছেন আমাব ত্রিভঙ্গমুরাবি, গোষ্ঠ-বিহাবী, বংশীধাবী, শ্যাম আস্‌ছেন। এ সময় কি কর্ত্তে হয় ? রোস 'প্রেমেব বোধোদয়ে' দেখে নেই। [ একখানি পুস্তক পাড়িয়া ]—'অভিমান। উদ্ধদিকে চাহন ও গুন্ গুন্ স্বরে গাহন।' [ বহি বন্ধ করিয়া ] বেশ। আমি গান গাই যেন দেখ্‌তেই পাইনি।

[ জানালাব পার্শ্বে গিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত ও গুন্ গুন্ ]

( কৃষ্ণেব প্রবেশ। হাততালি পড়িল )

কৃষ্ণ। কৈ। আমাব বাধা কৈ। ঐ যে ঐ দিকে। ঈস্। দেখানো হ'চ্ছে যেন কিছুই দেখ্‌তে পান্ নি। আমিই বা ছাড়বো কেন।—আমি পায়ে ধর্চ্ছি না। তেমন ছেলেই নই। এ সময়ে কি কর্ত্তে হয় ? এই যে বই বয়েছে। [ উক্ত পুস্তক দেখিয়া ] 'ধর্ম্মসঙ্গীত'। বেশ। [ অপর জানালাব পার্শ্বে যাইয়া গান ধরিলেন ]

( গীত )

মনে কব শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটী করে'
আর অন্তে কর্ব্বে সিংহনাদ।

বাধা। ও কি বকম। আমার কুঞ্জে এসে ব্রাহ্মসঙ্গীত ?

কৃষ্ণ। কে ?—তুমি। ও। [ গীত চলিল ]
অন্তে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে,

যখন এসে ব'লবে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ।
ঘুঘু দেখেছ ত শুধু এখন তবে দেখ ফাঁদ।

রাধা। থামো, থামো।—আমার বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধর্ম্মভাব আস্‌ছে।

( কৃষ্ণের গীত চলিল। রাধিকা শেষে গিয়া কৃষ্ণের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। )

কৃষ্ণ গাহিলেন—'যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।

রাধিকা। ঐ যে আবার গাইছ।

কৃষ্ণ। [ সুরে ] না না, গাহিব না।

রাধিকা। ওটা সুরে না বল্লেই নয়। তোমার গলা কিচ্ছু নেই, গান গেও না। ফের যদি গাও ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

কৃষ্ণ। তবে বাঁশী বাজাই [ বাজাইতে নিষ্ফল চেষ্টা ] [ সুরে ] বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কৈ।

রাধিকা। [ সুরে ] ফু দিলেই কি বাজে বাঁশী, শিখিতে তা হয় সই।

কৃষ্ণ। আমি তোমার সই?

রাধিকা। বিকল্পে।

( রাধিকার গীত )

তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।

১ শ্রোতা। দাড়ি? কৃষ্ণের দাড়ি ছিল এ কথা পুরাণে নাই।

১ শ্রোত্রী। কৃষ্ণের নাক ছিল, এ কথা পুরাণে আছে?

( রাধিকার গীত চলিল।— )

যেমন দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারই সমতুল,
আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে,
যেন গরু টানে গরুর গাড়ি।

কৃষ্ণ। উঃ। রাধিকে।—

রাধিকা। কি নাথ। বিরহ হোল? মিলনে বিরহ কি রকম নাথ?

কৃষ্ণ। বিরহ নয় প্রিয়ে।—ক্ষিধে, ক্ষিধে।—উঃ, পেট জ্বলছে।

রাধিকা। হঠাৎ ক্ষিধে পেয়ে উঠ্‌লো?

কৃষ্ণ। 'হঠাৎ।' রাধিকে, আমি যাই।

রাধিকা। আঃ, সে কি হয়!
'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়'—

কৃষ্ণ। এলে বুঝি আর যেতে নেই? তবে খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। খাবারের বন্দোবস্ত?

কৃষ্ণ। হাঁ, খাবারের বন্দোবস্ত। শুধু অধর-সুধায় ত আর পেট ভরে না। আর খালি পেটে প্রেম হয় না। খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। তার ত কোন কথা ছিল না।

কৃষ্ণ। তবে আমি চল্লুম।—

রাধিকা। [ সুরে ] তুমি যেও না এখনই। এখনও আছে রজনী।"

কৃষ্ণ। তা থাকুক। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ কর্চ্ছে।—বোধ হয়, এতক্ষণে চড়া প'ড়ে গেল।

রাধিকা। কিন্তু—

কৃষ্ণ। উঁহুঃ।

[ প্রস্থান।

রাধিকা। আচ্ছা বেশ।—সখি ললিতা।

( ললিতার প্রবেশ )

রাধিকা। এক গ্লাস সর্ব্বৎ দে, সর্ব্বৎ দে। আর ভাত বাড়তে বল্। উঃ!—উঃ। মোলাম!, মোলাম। সখি রে।

( বিশাখার প্রবেশ )

বিশাখা। কি হয়েছে সখি। কি হয়েছে?

( রাধিকার গীত )

সখি শ্যাম না এলো—

বিশাখা। শ্যাম ত এসেছিল।

( রাধিকার গীত )

সে আসা না আসা সমানই সে সখি—
শুধু এলো আর চলিয়া গেল।

বিশাখা। কেন?

( রাধিকার গীত )

ব'লে গেল বড় পেয়েছে ক্ষিধে,
এই বলে' চলে' গেল সে সিধে—
কিন্তু সে জানে না আমার হৃদে
কি বিষম ছুরি মারিয়া গেল।

( বৃন্দার প্রবেশ )

বৃন্দা। এসো রাধিকা, ভাত বাড়া হয়েছে।

[ রাধিকা ও বৃন্দার প্রস্থান।

১ম শ্রোতা। কিছু হয় নি।

২য় শ্রোত্রী। কেন মহাশয়?

১ শ্রোতা। এ রকম কখন গান হয়?

৩য় শ্রোতা। নাটিকাখানির নাম up to-date কৃষ্ণলীলা মনে রাখবেন।

৪র্থ শ্রোতা। আর কৃষ্ণ-রাধিকা নিয়ে 'রহস্য'?

১ম শ্রোত্রী। এ রকম রহস্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেক করে' গিয়েছেন—যথা দীনবন্ধু বাবু।

৪র্থ শ্রোত্রী। আর নেপাল বাবুর মত যে, কৃষ্ণ রাধিকা সত্য সত্যই মানুষ ছিলেন না। ওঁরা সব allegory।

শ্রোতার দল। কি রকম?

৪র্থ শ্রোত্রী। 'কৃষ্ণ' মানে যিনি কৃষি কাজ করেন—অর্থাৎ চাষা, আর 'রাধা' মানে যিনি রাঁধেন—অর্থাৎ রাঁধুনি।

শ্রোতৃবর্গ। Genius।

৪র্থ শ্রোত্রী। এটা নেপাল বাবুর originality

[ নেপথ্যে ] prompter! prompter!

৪র্থ শ্রোতা। prompter বুঝি কোথায় চলে গিয়েছে।

২য় শ্রোত্রী। ঐ ললিতা কি ব'লছে শুনুন মহাশয়, গোল কর্ব্বেন না।

ললিতা। এদের মান আর অভিমান চ'লেছেই। বাবা! গেলাম। কথায় কথায় মান। কথায় কথায় ভাব—

বিশাখা। সে দিন রাধিকা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর কাছে নিজের গুণ কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে গিয়ে হাজির—

( উভয়ের গীত )

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার
রাধে বদন তুলে চাও'—
বিশাখা। রাধা বলে 'কেন মিছে
আমারে জালাও,—মরি নিজের জ্বালায়।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে দুটো
প্রাণের কথা কই'—
বিশাখা। রাধা বলে 'এখন তাতে মোটেই
রাজি নই,—মর ধোঁয়ায় মরি।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'সবাই বলে
আমার মোহন বেণু'—
বিশাখা। রাধা বলে 'ওহো
শুনে আমি মরে' গেনু,—আমায় ধর ধর।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'পীতধড়া
বলে মোরে সবে'—
বিশাখা। রাধা বলে 'বটে!
হোল মোক্ষ লাভ তবে,
—থাক্ আর খাওয়া দাওয়া।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার রূপে
ত্রিভুবন আলো,
বিশাখা। রাধা বলে 'তবু যদি না
হ'তে মিষ কালো,
—রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে'আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা
বিশাখা। রাধা বলে 'ঘুম হ'চ্ছে না।
এ ত ভাবি জ্বালা,
—তাতে আমারই কি।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে
শুনি হরি লোকে আমায় কয়—
বিশাখা। রাধা বলে 'লোকের কথা
কোরো না প্রত্যয়,
—লোকে কি না বলে?
ললিতা। কৃষ্ণ বলে, রাধে
তোমার কি রূপেরই ছটা—
বিশাখা। রাধা বলে 'হাঁ হাঁ কৃষ্ণ,
হাঁ হাঁ তা তা বটে,
—সেটা সবাই বলে।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে
তোমার কিবা চারু বেশ'—
বিশাখা। রাধা বলে 'কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,
—সেটা ব'লতেই হবে।
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে
তোমার দেহ স্বর্ণলতা—
বিশাখা। রাধা বলে 'কৃষ্ণ
তোমার খাসা মিষ্ট কথা,
—যেন সুধা ঝরে।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে,এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু'—

বিশাখা। রাধা বলে "হাঁ।
আজ সাবান মাখিনি তবু,
—নৈলে আরও সাদা।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'তোমার কাছে
রতি কোথায় লাগে'—
বিশাখা। রাধা বলে 'এ সব
কথা ব'ল্লেই হোতো আগে,
--গোল ত' মিটেই যেত।'
২য় শ্রোতা। রাধিকা যে রাঁধ্‌তেন, এ কথা
শ্রীমদ্ভাগবতে নাই।
১ম শ্রোত্রী। তাতে কি প্রমাণ হয় যে
তিনি রাঁধ্‌তেন না?
৩য় শ্রোতা নিশ্চয়।
১ম শ্রোত্রী। রাধিকা যে খেতেন, এটা
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে?
৩য় শ্রোতা। না।
১ম শ্রোত্রী। তবে রাধিকা খেতেন না?
৪র্থ শ্রোতা। বাপ! এ সব তার্কিক মন্দ নয়
কলিকালে হোল কি।

---

## পট-পরিবর্ত্তন

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ চা খাইতেছেন।

১ম শ্রোতা। এ কে?
২য় শ্রোত্রী। কৃষ্ণ।- চা খাচ্ছেন।
৩য় শ্রোতা। কৃষ্ণ! চা খাচ্ছেন!
৩য় শ্রোত্রী। কেন খাবেন না? কোন নিষেধ আছে?
৪র্থ শ্রোতা। তখন চা ছিল?
৩য় শ্রোত্রী। ছিল না যে, তার কোন প্রমাণ আছে?
৫ম শ্রোতা। তা হলে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ থাকতো না?
৫ম শ্রোত্রী। শ্রীমদ্ভাগবতে কি জিরেমরিচের উল্লেখ আছে? তাই বলে' কি তা ছিল না?
৪র্থ শ্রোতা। ওঁদের সঙ্গে তর্কে পার্ব্বে না। ছেড়ে দাও।
৪র্থ শ্রোত্রী। কৃষ্ণ গান গাইছেন—শুনুন।

(কৃষ্ণের গীত)

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাই না -
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—
ভালো এক কপ্ চা।
তার সঙ্গে যদি ছানাবড়া থাকে, আপত্তিকর নয় তা,
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক কপ্ চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা সুত বাপ মা,
অসার জগতে একমাত্র সার প্রাতে এক কপ চা।

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। ছি ছি ছি, এত বেলা হয়েছে! তুমি উঠে চা খাচ্ছ। আমায় ডাকতে হয়!— কটা বেজেছে?
কৃষ্ণ। সাড়ে সাতটা।
চন্দ্রাবলী। ছি ছি, কর্লে কি শটবর? কর্লে কি!
কৃষ্ণ। কি ক'রেছি।

(চন্দ্রাবলীর গীত)

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হ'লো মরি লাজে-
আলু থালু এই কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পসারি,
রাস্তায় লোক—আমি কুলনারী
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়া চলিব পথের মাঝে।

১ শ্রোতা। কুরুচি! কুরুচি!
১ম শ্রোত্রী। কিসে—কিসে?
চারি পাঁচজন শ্রোতা। অশ্লীল।
শ্রোত্রীবর্গ। কেন, কেন?
১ম শ্রোতা। অভিনয়ই না হয় কর্চ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভদ্রঘরের মেয়ে ত। তোমাদের মুখে এই গান। তবে বিদ্যাসুন্দরের ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার"—কি অপরাধ কলে?
সকলে। আমরা উঠে যাবো, উঠে যাবো, শুন্‌বো না, শুনবো না।

[উত্থান]

১ম শ্রোত্রী। এটা রবীন্দ্রবাবুর একটা গানের অবিকল অনুকরণ।
২য় শ্রোতা। রবীন্দ্রবাবুর গান কি সব শ্রীমদ্ভাগবত?

[illegible] 'আমরা' শুন্‌বো না, শুন্‌বো না—[illegible] কুনীতি! অশ্লীল!

[ প্রস্থান।

১ম শ্রোত্রী। এ কি হোল! সব উঠে চলে' গেল!

২য় শ্রোত্রী। ব'ল্লে এ কুরুচি।

৩য় শ্রোত্রী। কুরুচি কি রকম। এ গানের মধ্যে "ভাতার" কথা নেই, 'মিন্সে" কথা নেই,—কি ঐ রকম কোন অশ্লীল কথা নেই।

৪র্থ শ্রোত্রী। বিয়েও নেই। এমন কবিত্বের ভাব মাখা গান—বল্লে কি না কুনীতি।

৩য় শ্রোত্রী। বেজায় মূর্খ। [ দীর্ঘ নিশ্বাস ]

২য় শ্রোত্রী। আর কতদিনে এরা সভ্য হবে। কতদিনে। ওঃ!

৫ম শ্রোত্রী। তা এখন কি হবে। অভিনয় চ'ল্‌বে? না বন্ধ করা যাবে?

নেপথ্যে। আর কাজ নেই। -Drop ফেলে দাও।

[ যবনিকা-পতন।

( পুরুষবেশিনী মল্লিকার প্রবেশ )

মল্লিকা। রোসো, তোমার jealousy ঘুচাচ্ছি। আমি একটু আমোদ কর্ব্ব, তাতেও তোমার আপত্তি? দিন-রাত পিছনে পিছনে ফিরছো। জালাতন। একটু মজা কত্তে হবে। [ অগ্রসর হইয়া ] কৈ। auther কৈ?

১ নারী। [ অগ্রসর হইয়া সুরে ] 'ওগো তুমি কোন্ কাননের ফুল?'

মল্লিকা। এই সর্ব্বনাশ করেছে। শোন—আমি—

২ নারী। [ সুরে ] বঁধু তোমায় কর্ব্ব রাজা তরুতলে।"

[ মল্লিকার হস্ত ধাবণ ]

মল্লিকা। দূর পোড়ারমুখী। হাত ছাড়্। আমি—আমি—যা ভাব্‌ছিস, তা- তা—নই।

৩ নারী। [ সুরে ] 'ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে—ওলো সজনি।

মল্লিকা। আমি আবার তোকে কবে ভালো-বাসা জানাতে এলাম।—মর!

৪ নারী। [ সুরে ] "বনে এত ফুল ফুটেছে, মান করা সই আর কি সাজে?"

মল্লিকা। শোন, শোন—আমি সত্য সত্যই কৃষ্ণ নই। আমি মুন্সেফ বাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী।

সকলে। স্ত্রী!

মল্লিকা। আমি কৃষ্ণ সেজেছি। এতক্ষণ act কর্চ্ছিলাম। দেখ্‌ছিলে না?

সকলে। ও! তুমি?

১ নারী। আঃ হাঃ!

২ নারী। কবিত্ব মাটি!

৩ নারী। ওঃ!

সকলে। চল চল!

নিষ্ক্রান্ত

মল্লিকা। এ আবার এক বিপদ। তবে বাড়ী যাওয়া যাক। আহা, আমার স্বামী আমার বিরহে না জানি কত না ছট্‌ফট কর্চ্ছেন। তোমার রোগ সারাচ্ছি।

প্রস্থান।

( রাধিকাবেশী নেপালের পুনঃ প্রবেশ )

নেপাল। আমার reputation অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।—আহা! ভেবেছিলাম যে,মাইকেল, হেম, নবীন, রবি, দেবেন্দ্র সেন, ও অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে আমার নামটাও থেকে যাবে। কিন্তু আহা! 'অঙ্কুরে শুকিয়ে গেল—বিধি কৈলা বাদ। আহা! চট্টগ্রাম আমায় চিন্‌লে না। আহা! -হা হতোস্মি!

( দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ )

দণ্ড। এই যে আমার গৃহিণী—এ্যাঁ এ্যাঁ—সত্য সত্যই এখানে এসে উপস্থিত। প্রেমের টানে যে—এ্যাঁ এ্যাঁ—এতদূর এসে পড়বেন, তা জান্তাম না। এই যে তোমার রোগ সারাচ্ছি।—এই! [ প্রহার ]

নেপাল। এ কে বাবা!

দণ্ড। তোমার রোগ সারাচ্ছি! -এই [ প্রহার ]—এই [ প্রহার ] আমাকে আর মনে ধর্চ্ছে না। না?—এই [ প্রহার ] বড় বুড়ো হইছি। না? [ প্রহার ]। নেপালের চেহারাখানা বড়

ভালো। না? [ প্রহার ] না? [ প্রহার ] না? [ প্রহার ]

নেপাল। ওঃ!—শুনুন—উঃ!—ও বাবা—শুনুন—আমি—ও বাবা।

দণ্ড। আমি শুন্তে চাই নে। ঝাড়াচ্ছি—ভূত ঝাড়াচ্ছি [ প্রহার ]—আমার স্ত্রী হয়ে—এঁ্যা এঁ্যা—আর এক জনের সঙ্গে—[ প্রহার ]

নেপাল। আজ্ঞে ঠাকুর্দ্দা, আমি—নেপাল, নেপাল।

দণ্ড। নেপাল!—সে কি [ নিরীক্ষণ করিয়া ] নেপালই ত বটে।

নেপাল। আজ্ঞে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কর্ব্বেন না।

দণ্ড। ত' হ'লে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার বেশ ভুল হয়েছে বল্‌তে হবে।

নেপাল। তা ব'ল্‌তে হবে বৈ কি—উঁহু। [ পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বেদনা উপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ]

দণ্ড। তা আমি তোমার দাদামহাশয় ত' প্রহারটা রসিকতা হিসাবে নিও দাদা।

নেপাল। কিন্তু রসিকতার মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেল ঠাকুর্দ্দা।

দণ্ড। দাদামহাশয়ের রসিকতার মাত্রা আছে রে শালা! নাতিনীকে বলে আমি তোর বর" শুদ্ধ রসিকতার খাতিরে।

নেপাল। সেটা কিন্তু কুরুচি।

দণ্ড। ওরে শালা! তুই—এঁ্যা এঁ্যা—দুপুরুষের মধ্যে এমন সাহেব হ'য়ে গেলি কোথা থেকে বল দেখি। জগতে এক এই দাদামহাশয়ের রসিকতার মধ্যে পাপ নেই—কেবল মধু'। এ মধু তুই কি বুঝ্‌বি?

নেপাল। সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছি ঠাকুর্দ্দা। উঃ!—[ পীঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন ]

দণ্ড। তা কি কর্ব্ব ভায়া! তুমি মেয়েলি ঢং কর্ত্তে, শাড়ীর মত বগলের নীচে দিয়ে গলিয়ে চাদর পর্ত্তে, তাতেও যে—এঁ্যা এঁ্যা—তোমায় পুরুষমানুষ ব'লে মাঝে মাঝে চিন্তে পার্ত্তাম, তাতে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার চখের দৃষ্টির বাহাদুরী দিতে হবে। কিন্তু তুমি ঐ এলোচুলে নাকি সুরে মেয়েলি ঢঙের উপর যদি—এঁ্যা এঁ্যা—একেবারে স্ত্রীবেশ পর [illegible] মানুষ বাঁধে চিনি কেমন ক'রে [illegible]

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা, আর আমি [illegible] কর্ব্ব না। ন্যাকামিটা একদম ছেড়ে দিলাম।

দণ্ড। সত্যি? ছেড়ে দিলে?

নেপাল। যতদূর সম্ভব।

দণ্ড। তা হ'লে ঠেঙ্গানিটা একবারে বৃথা যায় নি। আমি তা'লে ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা ক'রেছিলাম ব'ল্‌তে হবে।

নেপাল। তা ব'ল্‌তে হবে বৈকি।

দণ্ড। শুনে খুসী হ'লাম। এখন দেখি গৃহিণী কোথায় গেলেন।

[ প্রস্থান।

নেপাল। উঃ! মেরে পিষে দিয়েছে!

( বক্কেশ্বরের প্রবেশ। )

নেপাল। কে হে? বক্কেশ্বর না! কখন এলে?

বক্কেশ্বর। আজ সকালে।

নেপাল। কি খবর?

বক্কেশ্বর। চল হে নেপাল! কলিকাতা চল।

নেপাল। কেন?—উঃ, কি মারটাই মেরেছে!
হাড গোড ভেঙ্গে দিয়েছে।—বাপ্‌ পীঠ
জ্বল্‌ছে!—কেন?

বক্কেশ্বর। কি বলিব শুন হে নেপাল!
হংস দুরাচার
প্রচার করিছে বঙ্গে মাহাত্ম্য টিকির—
নবধর্ম্ম বুঝি মারা যায়
হংসের প্রতাপে।
এস হে নেপালচাঁদ করহ উদ্ধার দেশ

নেপাল। উত্তম বক্কেশ্বর।
তুমি মম ভক্ত বীরবর,
জানহ প্রতাপ মম!
বেদ মনু যাজ্ঞবল্ক্য উডাইয়া দিব,
প্রবন্ধের চোটে!

( সঙ্গী ও সঙ্গিনীদলসহ ঘনরামের প্রবেশ )

ঘনরাম। নেপাল! নেপাল! তবে তোর মন
অঙ্কুরে বিনষ্ট হোল!
কি হইল হায় হায়—

নেপাল। নাহিক পরোয়া দাদা,

কলিকাতা যাবো—
প্রবর্ত্তে নাম করিব জাহির।

ঘনরাম। কোন ভয় নাই
লম্ফ দে রে ভাই।
কবিতা বুঝিবে তারা। চল দাদা।
আমার কবিতা কি বুঝিবে চট্টগ্রাম।

[ ঘনরামের হস্ত ধরিয়া বীরদর্পে নিষ্ক্রান্ত ]

( সখা-সখীদিগের প্রবেশ ও গীত। )

আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়।
আমাদের ঐ নেপালচন্দ্র একলা ফেলে চলে' যায়।
বেঁধে নে তোর থালা বাটি,
'সঙ্গে নে তোর ছেঁড়া পাটি'
বগলে নে ভাতের কাটি,
বেঁধে নে তোর বিছানায়।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

আনন্দ ও বক্কেশ্বর।

আনন্দ। কি বল্লি বে? নেপাল আমার
কল্‌কাতায় যাচ্ছে?
এ কি শূন্য হেরি ত্রিভুবন,
কাঁদে এ পোড়া পরাণ ;
আমায় ছাড়িয়া যায় বাপ্।

( আনন্দের গীত। )

ও রে রে রে নেপাল
আমার কলিকাতায় যাবি রে।
গিয়ে দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে।
তুই খাবি যবনের ভাত, ওরে তোর যাবে জাত
আমি তাই দিন-রাত বসে' বসে' ভাবি রে।

বক্কেশ্বর। শান্ত হও ভট্টাচার্য্য
বিসর্জন দাও ভাবনায়।

( বক্কেশ্বরের গীত। )

আহা ভেবো না, আহা ভেবো না।
আমরা ত আছি কখনই তারে
মুর্গী খাইতে দেবো না।
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়—
ব'ল্‌তে পারিনে,কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়—
জাত তার—থাকবে বজায়—ভেবো না।

আনন্দ। তব বাক্যে বক্কেশ্বর—
বাঁধিনু পরাণ।
ভেরীরব কর চারিধারে—
মহোৎসবে মাতিব রে আজি।

[ আনন্দের প্রস্থান।

বক্কেশ্বর। তবে আমি যাই—
কি কাজ দাঁড়ায়ে থেকে,
এবার হইবে হংস বধ ;
নব ধর্ম্ম হইবে প্রচার।
ধর্ম্ম সনাতন হবে ধ্বংস। [ প্রস্থান।

( মোহিনী, জ্ঞানদা, ঘনরাম ও নেপালের প্রবেশ )

জ্ঞানদা। হাঁ রে বাপ। তুই না কি কল্‌কাতায় যাবি?

নেপাল। হাঁ মা। বঙ্গমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। সমাজ উদ্ধার কর্ত্তে হবে। আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমি কিছু একটা অবতার হইছি।

জ্ঞানদা। সে কি রে।

নেপাল। জানো না মা, আমার জীবনদেবতা আশে পাশে উঁকি মার্চ্ছেন।

জ্ঞানদা। ও সর্ব্বনাশ! তখনই ব'লেছিলাম, ওকে থিয়েটর কর্ত্তে দিব না। বাবু বল্লেন "করুক, খেয়াল হয়েছে--করুক।" ওরে তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

নেপাল। না মা। আমি কে তা তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না। আমাকে চিন্‌তে পার্চ্ছ না। চোখ বোজো দেখি মা, চোখ বোজো।

জ্ঞানদা। কেন বাছা?

নেপাল। বোজো না।

জ্ঞানদা। [ চক্ষু বুজিলেন ] এ কি! [ সুরে ] এ যে শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী!

( জ্ঞানদার গীত। )

ওরে শ্যাম বংশীধারী ( চট্টগ্রামবিহারী )
শেষে সত্য হোল কথা মামার,
জন্মালো কি গর্ভে আমার
কল্কি অবতার রূপে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

(নেপালের গীত)

তবে গো মা বিদায় দাও বল "বাছা যাও যাও"

(জ্ঞানদার গীত)

ওরে আমি প্রাণ ভ'রে তা কি বলতে পারি।
(আহা) শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী।

নেপাল। তবে আমি যাবো না। বল 'যাও'।

জ্ঞানদা। আচ্ছা, যাও বাবা যাও। কিন্তু ফিরে এসো।

মোহিনী। তুইও যাবি রে ঘনাই?

ঘনরাম। হাঁ আমিও যাবো।

মোহিনী। না, তুই গিয়ে কি কর্ব্বি।

ঘনরাম। চোখ বোজো মা চোখ বোজো।

মোহিনী। এই বুজেছি। [চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

ঘনরাম। কি দেখছ মা?

মোহিনী। অন্ধকার।

ঘনরাম। সেই অন্ধকার দূর কত্তে আমি যাবো। নেপাল আর আমি বেদ, পুরাণ, মন্ত্র, সমস্ত আর্য্যজাতটাকে allegory ব'লে উড়িয়ে দেবো। ভাব্ছ কি মা। আলু ভাজো। মূলোর চচ্চড়ি কর। সমাজ উদ্ধার কর্ব্ব। [লাঙ্গল ঘুরাইলেন]

(জ্ঞানদা ও মোহিনীর প্রস্থান ও মালতীর প্রবেশ)

মালতী। দেশ উদ্ধার কর্ব্বে ঐ বিদ্যেয়?

ঘনরাম। বিদ্যার কি প্রয়োজন প্রিয়ে।

নেপাল। কবিতায় নাম করিব জাহির বৌ-দিদি।

মালতী। কবিতা যে উচ্ছন্ন যাবার নব পথ
হইয়াছে আবিষ্কৃত হে ঠাকুরপো
নাহি জানিতাম।

নেপাল। সাহিত্য-সম্রাট্ হব ঋষি হব।

মালতী। সকলি সম্ভবে কলিকালে—
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যা-বিহীন হাকিম,
নিরক্ষর কাব্যবিশারদ,
বিষয়ী মহর্ষি।
যাও ঠাকুরপো, যাও নাথ,
কি আর কহিব। [প্রস্থান।

ঘনরাম। ভাই রে নেপাল,
নিশ্চয়ই তুই কৃষ্ণ, আমি বলরাম।
চল্ ত্বরা চল্, এ লাঙ্গল দিয়া
বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র চষিয়া ফেলিব।
তর্কজাল দিয়া
উড়াইয়া দিব হংসে!
মূর্খ বটে আমরা দু'জন,
কিন্তু দেখাইব
পৃথিবীতে অজ্ঞতার বল!
কোন ভয় নাই—
লম্ফ দে রে ভাই।

[উভয়ের লম্ফ ও প্রস্থান, মোহিনী ও জ্ঞানদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

(বালকদিগের প্রবেশ ও গীত)

আয় রে ভাই। আয় চলে' আয় চট্‌পট্।
কড়ুল নে, বুক ঠুকে' আর ঘট্‌মট্॥
সমাজে ঘুরিয়ে মারি ঘা, মোটা
গুঁড়ি দা য়ে সান্‌বে না;
—চলে' আয়—যাবার জন্য কচ্ছি বড্ডই ছট্‌ফট্।

[নিষ্ক্রান্ত।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

## প্রথম দৃশ্য

হংস ও হংসী।

হংস। উহু হু হু মরি মরি!
নাহি নিদ্রা হয়।
কনক-পালঙ্কে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু।

হংসী। হায়! কি হোল! কি হোল।

হংস। হংসের অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে
ধ্বংস সন্নিকট!
দেখ দেখ আকাশেতে চেয়ে
লোমকূপমুখ যেন বিস্তার বিপুল।
কটা জলে প্রদীপ, প্রেয়সী!

হংসী। একমাত্র দীপ, প্রাণেশ্বর।

হংস। না না দুই দীপ
নেপাল ও ঘনরাম

উহু হরি—
কি করি কি করি প্রাণ যায়!
হংসী। কেন কেন নাথ!
হংস। ভয়ানক ব্যাপার প্রেয়সী।
হইতেছে মহা হৈ চৈ।
হইতেছে বিধবার বিবাহ প্রচার,
মেলা লোক যাইছে বিলাতে,
বৃদ্ধ নাহি করিতেছে বালিকাবিবাহ,
যুবকেরা—প্রকাশ্যে খাইছে মুর্গী।
হিন্দুধর্ম বুঝি যায়।
হংসী। হিন্দুধর্ম যাবে কেন?
এ সব আচার বৈ ত নহে।
কি ভালো আচার কিবা মন্দ, কেবা জানে?
হউক পরীক্ষা তাহা, কিবা ক্ষতি তাহে।
মন্দ আচারের বিষময় ফল
দেখিবে যখন নর—আপনি ত্যজিবে তাহা,
অন্য নর তাহা হ'তে স'রে যাবে ভয়ে।
হংস। কি!—দিতেছ উপদেশ মোরে?
এই হিন্দুসতী!
হংসী। স্ত্রী স্বামীরে উপদেশ নাহি দিবে?
তবে কি করিবে, পতি যদি মন্দমতি?
হংস। পতি যদি বেশ্যাসক্ত মাতাল লম্পট,
পরিবারে করয়ে প্রহার,
করিবে আদর্শ সতী ব্যা ব্যা ধ্বনি শুধু।
গরু যদি লেজ নাহি নাড়ি', শিঙ নাড়ে,
হে হংসী তোমার মত—তবে সে অসতী।
হংসী। কি বলিলে দুরাত্মন্—
হংস। অত তেজে নহে প্রিয়ে—
হংসী। কি! আমি অসতী?
হংস। ধীরে—ধীরে—
হংসী। বটে। [ সংমার্জ্জনী আনিয়া ]
দেখহ আদর্শ সতী।
হংস। সে কি প্রিয়ে!
হংসী। সহিব না এ কলঙ্ক কখন নীরবে,
(প্রহসনেও) যদি সতী হই।
সতীগর্ব্ব না ছাড়িব কভু—ওরে রে রে রে রে—
হংস। ও বাবা!
হংসী। অসহ্য! অসহ্য!
হংস। অসহ্য যদি হয়, গলায় দড়ি দাও।
হংসী। গলায় দড়ি দিব? কেন?
হংস। যে আদর্শ হিন্দুসতী—তাই ক'রে থাকে।
হংসী। আত্মহত্যা নহে পাপ?
হংস। সতীর পক্ষে নহে,
উন্মাদের আত্মহত্যা পাপ বটে;
তুমি যদি হ'তে চাও সে আদর্শ সতী—
প্রেয়সী, গলায় দড়ি দাও।
হংসী। [ সবিস্ময়ে ] গলায় দড়ি দিব।
হংস। গলায় দড়ি দাও,
গড়িয়া তোমার মূর্ত্তি রাখিব মিউজিয়মে,
কপালে লিখিয়া দিব
'বঙ্গের আদর্শসতী নারী বুঝি ঐ রে—"
প্রেয়সী গলায় দড়ি দাও।
হংসী। দায় পড়িয়াছে।
তুমি ছেড়ে দাও গড়িটরি।
নহিলে করিব রসাতল।
ভাত না খাইব।
চুল না বাঁধিব।
করিব চীৎকার ব্যাব্যার চেয়ে বেশ
হংস। ভয়ঙ্করী, ভয়ঙ্করী—
স্ত্রীবুদ্ধি। সে সর্ব্বনাশ করে।
কহিও না বাণী।
ধরিয়াছে মাথা। করিতেছে শীত।
জ্বর আসে বুঝি।
হংসী। না বাবাহ। ভাত খাবে চল।
হংস। না না ভাত খাইব না।
লুচি খাবো, লুচি খাবো, অথবা খিচুড়ী।
লুচি ভাজো প্রিয়ে!—
গায়ে জোর করে' নেই।
ও রে রে রে রে রে—
হংসী। কথা যে এড়িয়ে গেল নাথ!
হংস। না না ভয় পাই নাই।
ও কে ও কে যাস্।
দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া রে পামর।
পলাবি কোথায়? ওরে দিগম্বর।
প্রকাণ্ড শরীর।
যাহা লিখেছিস্ এই ছুড়ে ফেলে দিনু!
ও রে রে রে রে রে দুরাত্মা পামর—
যা যা যা যা মুণ্ড তোর কড়মড়ি খাবো।
—হর্—র্—র্—
[ বেগে প্রস্থান।

হংসী। কি হোল কি হোল!

[ পশ্চাদ্ধাবন।

( রণবেশে নেপালের ভক্তগণের প্রবেশ ও গীত )

মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ কাট্ কাট্ কাট্ হো।
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুডুম্ ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ।
হাতি পর হাওদা আর ঘোড়া পর জিন
নাচো রে ধেই ধেই ধেই তা ধিন ধিন ধিন —
পাড়ো রে গাল ঘোরা তরোয়াল -
বন্ বন্ বন্, হন্ হন্ হন্, শন্ শন শন্ শোঁ।
"ছেড়ে দে ছেড়ে দে লাগছে যে হাঁপ"
'গেলাম রে" 'মোলাম রে" — 'বাপ রে বাপ"
উঠেছে বোল বেজায় গোল—
'পালা রে পালা রে পালা ... পোঁ।'

[ নেপথ্যে পট্‌কা ও তুবড়ি আওয়াজ ]

( বক্কেশ্বরের প্রবেশ )

বক্কেশ্বর। ঘুচিল নবাব ভাব, হংস পরাজিত।
হইবে এবার
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
নেপালের কাব্যের রাজত্বে।
সাহিত্য-সম্রাট -
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আজি।

( সখা ও সখীদিগের প্রবেশ ও গীত )

জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপালচন্দ্র ভাট।
জয় জয় জয় চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্রাট্।
একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি —
কিবা ত্যাগ কিবা দান,
পবিত্র" জল ছিটায়ে দিলেই
( কবিবর ) স্বর্গে উঠিয়া যান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( দণ্ডধারী ও মল্লিকার প্রবেশ )

মল্লিকা। আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
তাহারই আশায় রে—
দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। এই ছেঁড়া খাটিয়ায়,
সে তক্তেতে এই ভাড়াটে বাসায় রে।
দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। সে যে এলো না।
দণ্ড। ধর ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। কৈ, এখনও ত সে যে এলো না।
দণ্ড। রঁহু ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। সে যে আসবে বলে' চলে' গেল তব—
দণ্ড। ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। কৈ এলো না ত বঁধু।
দণ্ড। ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। একা একা আর শুয়ে রব কত,
আর কি একাটি থাকা যায়—
দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। যৌবন-জল করে টলমল,
আর কি তা ধরে' রাখা যায়—
দণ্ড। বহু ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। ধৈর্য্যং আর থাকে না বঁধু।
দণ্ড। ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। আর সয় না বঁধু—
দণ্ড। ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। আর সয় না বঁধু।
দণ্ড। ধৈর্য্যং—
মল্লিকা। আর রয় না।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

নেপাল ও তাঁহার কলিকাতার পুরুষ ও নারী ভক্তগণ।

১

আমি একটা উচ্চ কবি—এমনি ধারা উচ্চ,
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে চমকে,
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে বিধাতার হাত ফসকে।

ভক্তগণের কোরাস্।—
মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইলেন কলম হস্তে—
কে তুমি হে মহাপ্রভু,--নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে—
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি তা অন্যে!

আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখ্‌ছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৩

আমি যতই দেখ্‌ছি ভেবে আমাব কাব্যসূত্র,
দেখ ছি যে জন্মেছি আমি বাণীব বরপুত্র।
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসেব নিকট—ওজন দবে সস্তা।
কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব,
যদিও না থাকৃতে পাবে তাহাব নৃতনত্ব।
যে "ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ—"
আমি না বোঝালে তাহা কয়জন বুঝতে পাত্ত?
কোবাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি

৫

এখন বেদব্যাসেব বিশ্রাম, অদ্য বডই গ্রীষ্ম—
তোমাদিগেব মঙ্গল হৌব - ভো ভো ভক্ত শিষ্য।
এখন কব গৃহে গমন - নিয়ে আমাব কাব্য
আমি আমাব তপোবনে এখন একটু ভাবব।
কোবাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি -

[ প্রস্থান।

১ম ভক্ত। উঃ! এব কাব্য দিন দিনই বেশী বোঝা যাচ্ছে না।

২য় ভক্ত। এ কবিত্ব কি প্রত্নতত্ত্ব, কি শ্রাদ্ধেব মন্ত্র ঠাওরাণো শক্ত।

৩য় ভক্ত। কি ভয়ানক আধ্যাত্মিক।

৪র্থ ভক্ত। বেজায়! প্রায় ববিবাবুব মত।

৫ম ভক্ত। প্রায়! মত! তুমি ভক্তব দল ছেড়ে যাও! ভক্ত হ'তে পার্ব্বে না। মত?

১ম ভক্ত। শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন?

২য় ভক্ত। এই একবাব বিলেত ঘুবে এলেই ইনি P, D, হয়ে আস্‌বেন।

৩য় ভক্ত। P D. কি?

২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত। ইংরেজবা কি বাঙ্গালা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে?

৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝাব ত দবকার নাই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' নিলেই হোল।

২য় ভক্ত। তার পর রয়টাব দিয়ে সেই খববটা এখানে পাঠালেই আর Andrewএব একটা certificate যোগাড় কর্লেই P. L.

৩য় ভক্ত। P. L. কি?

২য় ভক্ত। Poet Laureate.

১ম ভক্ত। ইত্যবসবে একখানা মাসিক বেব কব, মাসিক বেব কব। আমবা ইত্যবসবে এঁকে একদম ঋষি বানিয়ে দেই—

৩য় ভক্ত। আমাব কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

৪র্থ ভক্ত। কর্ম্মভোগ মন্দ নয়।

সকলে। চল চল।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত।

( ঘনবাম, নেপাল ও তাঁহাব চট্টগ্রামেব সঙ্গিগণেব প্রবেশ। )

ঘনবাম। কেন ভাই তোমবা আমাব ছোট ভাইকে পীডাপীডি কর্চ্ছ? নেপাল কি এখন চাটগাঁয়ে যেতে পাবে ভাই? নেপালেব অনেক কাজ বাকি আছে।

সঙ্গিগণ। কি বল্লি বে ঘনাই? নেপালেব অনেক কাজ বাকি বয়েছে?

ঘনবাম। অনেক। ও সমাজ উদ্ধাব করেছে। এখন মানবজাতিকে উদ্ধাব কত্তে হবে। নৈলে লাঙ্গল ঘাডে কবে' আমি ওব পেছনে ঘুর্চ্ছি?—মানব-উদ্ধাব বাকি বয়েছে।

চেয়ে দেখ ভাই রে নেপাল।
মরেছে দস্তবমত এ হিন্দুসমাজ।
এইবাব বাকি আছে মানব-উদ্ধাব।
পুনবায় উঠে পড়ে' লেগে যা বে ভাই
ফিবে নাহি যাস চট্টগ্রামে,
মুর্খতার দেখাবি প্রতাপ।
কোন চিন্তা নাই—লম্ফ দে বে ভাই।

( নেপালের গীত )

আব ত চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে
প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই
এসেছি কল্‌কাতায়।

চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর
খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পীলে
ও ম্যালেরিয়ায়.
খাটী কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের
ঐ চাটগাঁয়।
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ
বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে
শেওড়া-তলায়,—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে
আছে টায় টায়।

( আনন্দের প্রবেশ )

আনন্দ। এই যে বাপ নেপাল! আর তোকে নেপাল ব'ল্‌বো না। গোপাল! গোপাল!—বংশী হংসবধ আর আর যত মিলে যাচ্ছে রে বাপ। ওরে! তত্ত্বকথা বুঝলেম। ওরে বাপ! একবার বাড়ী ফিরে আয়। তোর গর্ভধারিণী যে পাগলিনী হ'য়েছেন।

( আনন্দের গীত )

আয় রে ফিরে আয় রে বাবা আয় রে বাপ
তোর বাপের কাছে-
এক ঘা মাত্র লাঠি খেয়ে
রাগ করে' কি যেতে আছে?
জ্বরে ভুগে তোর গর্ভধারিণী,
তোকে এখনও ভুল্‌তে পারিনি,
এখনও যে সে কিছু সারিনি—
তুই ফিরে গেলে সে যদি বাঁচে।

নেপাল। পিতা গো! আগে আপনি দাদাকে নিয়ে যান। আমি এখন যেতে পার্চ্ছি নে। আপনি বল্লেন বাবা, যে মা কেঁদে পাগলিনা হ'য়েছেন? বাবা গো', কি করি! এ দিকে যে কলিকাতা কেঁদে 'পাগলিনা' হ'য়েছেন। আর আমারও dysentery হ'য়েছে।

আনন্দ। কি কথা শুনালি রে বাপ! কলিকাতা কেঁদে পাগলিনী হ'য়েছেন?

নেপাল। হাঁ বাবা!—এখনও লোকে এই সহরে সেই পুতুল পূজা কর্চ্ছে, কীর্ত্তন গাইছে, এখনও কেউ কেউ রামায়ণ সত্য ব'লে মান্‌ছে; আমি কি এখন চাটগাঁয় যেতে পারি বাবা?

( গীত )

আমি আর কি যেতে পারি বাবা!
মানব উদ্ধার জন্যে হবে—
আগে একটু সারি বাবা।
লিখছি যে বক্তৃতা গান—
আপনি ফিরে' বাড়ী যান,
দেখ্‌তে কি পার্চ্ছেন না
আমার উদ্দেশ্যটা ভারি বাবা!
[ সঙ্গিগণকে ] ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়,
মর্ত্তে হয় ত তোমরা মর,
যাচ্ছি না ক চাটগাঁয়,
তা যাই বল আর যাই কর—
[ আনন্দকে ] ম্যালেরিয়ার গর্ভধারিণীর
অবস্থাটি গুরুতর?
গর্ভধারিণী তিনি ধারিণী -
আমি কি তাঁর ধারি বাবা।

আনন্দ। আহা হা! ওরে সব তত্ত্বকথা বুঝলেম. ও! কলির কেষ্ট? অবতার! কিন্তু বাপ রে! ওপথে জ্ঞানকাণ্ডে আমি যাবো না। তাতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা দে রে বাপ!

জন্ম জন্ম এমন ছেলে আমি পেলে আমি পেলে
আর কিছু আমি চাহি নাক।
বেঁচে থাক ওহে হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
বেঁচে থাকো, আহা বেঁচে থাকো।

ঠিক ব'লেছিস্ রে বাপ! ওরে সব রাখালবালক! চল্ চট্টগ্রামে ফিরে যাই—নেপালের অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

নেপাল। পিতা গো! তবে আর বিলম্ব কি। যান বাবা, আমার গর্ভধারিণীকে সান্ত্বনা করুন গে যান্! যাও সব রাখালবালক, চট্টগ্রামে ফিরে যাও। আমিও বাদুড়বাগান গমন করি। পিতা গো, ফিরে যান।

[ প্রস্থান।

( আনন্দ ও সঙ্গীদিগের গীত )

আজ, চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার।
ওরে, হয়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।

চন্দ্র বোঝাচ্ছে তার
বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার,
ওরে নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল
এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার আঁধার ঘুচাও এ অন্ধকার,
ঐ সাহিত্য-আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

মল্লিকা শয়ান। সম্মুখে মালতী ও ডাক্তার।

মল্লিকা। কোথায় আমি! কোথায় আমি! আমি যাই! আমি মরি!—হা আমার নেপাল বিহনে—আমি যে-আমি বাঁচিনে! হা! কোথায় নেপাল! সখি রে!—ওহো হো হো হো—

ডাক্তার। ব্রাণ্ডি দাও। ব্রাণ্ডি দাও।

মল্লিকা। ঐ আবার! কি ক ধর্ল? নেপাল রে!

মালতী। মাঝে মাঝে এই রকম ফিঁক ধরে।

ডাক্তার। তাই ত ব্যারামটা শক্ত দাঁড়িয়েছে। তা—একটা purgative দিলেই সেরে যাবে এখনই।

মালতী। সর্ব্বে ত!

মল্লিকা। ঐ আবার! [ সুরে ] ওরে নেপাল! নেপাল রে!

ডাক্তার। তাই ত!

[ ডাক্তারের প্রস্থান।

মল্লিকা। ম'লাম সখি! গেলাম সখি!—

মালতী। কি হয়েছে? কি হয়েছে সখি?

মল্লিকা। চা খাবো, চা খাবো। তার পর—উঃ! ঐ আবার!—গেল! গেল! প্রাণ গেল! সখি রে—আহা!

( মল্লিকার গীত )

মোলাম সখি মোলাম সখি এ কি হোল পরমাদ!
খাটের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধ।
নেপাল নেপাল নাম শোনাও—
বাঁধ ক'রে নিয়ে কর্ণফুলীর জলে ভাসিয়ে দাও,
ভেসে যাই যেন গো কলকেতায়—
মল্লিকার ) দেহ দেখেন যেন নেপালচাঁদ।

[ মোহপ্রাপ্তি।

মালতী। ওরে সর্ব্বনাশ হয় যে! ওরে পোড়ারমুখীরা! তোরা একবার ভালো ক'রে দেখ, সাধের কমলিনী যেন অকালে শুকিয়ে না যায়। আমি নেপালচন্দ্রকে telegraph কর্চ্ছি। মুন্সেফ-গৃহিণী! তুমি নেপাল-সোহাগিনী। নেপাল কি তোমার এ দশা দেখে আর স্থির থাক্‌তে পার্ব্বেন? এলেন ব'লে। উঠো, ভাত খাও।

[ প্রস্থান।

( মল্লিকার সহসা উত্থান ও গীত )

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম ( আরে )
শুধু বৈঠে বৈঠে হম তুঁহারি কবিতা পড়ে,
আপনা বিচারি হাহা কিয়া কেয়া কাম।
লাজ কাজ সব কর্ণফুলিমে ডারি
সারি সারি বৈঠে হুঁ সব নারী,
খিচুড়ি খাকে আওর কপি তরকারি,
জপত জপত ও নেপালচাঁদ নাম।

[ নেপালের আবির্ভাব ]

মালতী। কমলিনী! এই দেখ নেপালচাঁদ উদয় হয়েছেন।

নেপাল। ঠান্‌দি! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

মল্লিকা। এসেছো! সোনার চাঁদ আমার!

মালতী। এত দেরী কত্তে হয় ঠাকুরপো! ঠানদি যে তোমা বিহনে আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি।

নেপাল। কেন! কেন! ঠান্‌দির অবস্থা কি রকম হয়েছিল?

মালতী। ঘন ঘন ফিট। আর কি ক্ষিধে। এমন ক্ষিধে কেউ কখন দেখিনি। এই খাওয়া—আর নেই। এত দেরী কত্তে হয় নিষ্ঠুর।

নেপাল। আমার যে মানবজাতিকে উদ্ধার কত্তে দেরি হয়ে গেল। এখন আমি সাহিত্য-সম্রাটকে সম্রাট্, ঋষিকে ঋষি—

মালতী। যাত্রার অধিকারীকে যাত্রার অধিকারী।

মল্লিকা। যাও দিদি যাও,
ঝিকে বল এক্ষুণিই দোকানেতে যাক্,
আসুক কিনিয়া

পয়সার ভালো গরম সিঙ্গাড়া,
দুই পয়সার খাস্তা কচুরী,
আর পাঁচ পয়সার—যাহা ভালো পায়—
—হাঁ হাঁ বঁদে, আর দুই পয়সা জিলিপি।

[শশব্যস্তে মালতীর প্রস্থান।

মল্লিকা। বঁধু তোমার উদ্দেশে আমি গান তৈরি ক'রে রেখেছি! শ্রবণ কর। সখীগণ দোয়ার দাও।

(সখীগণের প্রবেশ ও মল্লিকার গীত)

এসো হে বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
ওহে দন্তমাণিক এসো হে,
এসো সরিষাতৈলস্নিগ্ধকান্তি,
পমেটম চুলে এসো হে;
ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বক্কেশ্বর এসো হে,
ওহে কলমজীবী নভেল পাঠক—
ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু,
গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।
এসো পূজোর ছুটিতে এসো হে,
ওহে বড় দিনে ফিরে এসো হে;
এসো Good fridayতে privilege leave
French leave নিয়ে এসো হে।

(দণ্ডধারীর প্রবেশ)

দণ্ড। শেষে এতদূর গড়িয়েছে! তথনই ত বলেছিলাম, বাবাজিকে যে এঁ্যা এঁ্যা--কলির কৃষ্ণ।—গরু জুটেছে, রাখালবালক জুটেছে, গোপিনী জুটেছে,—এঁ্যা এঁ্যা—রাধিকার কি অভাব হবে! রাধিকা এলো ব'লে।---কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষ যে এঁ্যা এঁ্যা—সেই রাধিকা, তা সঠিক জানতাম না।

মল্লিকা। তুমি যা ভাবছ তা নয়! এ পবিত্র।

দণ্ডধারী। বুঝেছি। আর বল্‌তে হবে না। আচ্ছা ভায়া—এঁ্যা এঁ্যা ... না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু শেষে তুমিও!

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা! এটা নাতির রসিকতা বলে' ধরে' নেবেন।

দণ্ডধারী। কিন্তু তার ত একটা মাত্রা আছে!

নেপাল। নাতির রসিকতার কি মাত্রা আছে ঠাকুর্দ্দা!---বড় মধুর! বড় মধুর! এর আপনি কি বুঝবেন ঠাকুর্দ্দা!

দণ্ডধারী। সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝছি ভায়া!— তবে রোসো, আমিও একটু রসিক হই! দাদামহাশয় সম্পর্ক ত! রসিক না—এঁ্যা এঁ্যা হ'লেও রসিকতার চেষ্টাটাও ত কর্ত্তে হয়!

[প্রস্থান।

মল্লিকা। তুমি মোর নিধি শ্যাম
তুমি মোর নিধি

নেপাল। আর এ প্রাণের বঁধু তুমি ঠানদিদি।

মল্লিকা। আমি রাধা তুমি শ্যাম,

নেপাল। তুমি রাধা আমি শ্যাম;

মল্লিকা। আমি রাধা তুমি শ্যাম,

(দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ)

দণ্ড। [লাঠি উঠাইয়া] এই, কাঁধে বাড়ি বলে

(অনন্দ ও ডাক্তারের প্রবেশ)

আনন্দ। ও কি! ও কি! [লাঠি ধরিয়া লেন] কর কি!--ব্যাপারখানাটা কি!

দণ্ড। ঠাকুর্দ্দা আর নাতির ন্যায্য রসিকতার মধ্যে তুমি এসে বাধা দাও কেন বাবাজি!

ডাক্তার। শেষে ঠাকুর্দ্দা ঠান্‌দি পর্য্যন্ত spread করেছে। Very contagious.

আনন্দ। ও রকম করে' আমার পানে তাকাচ্ছেন যে ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার। দেখ্‌ছি—তুমিও ক্ষেপেছ কি না। --হুঁ!—শেষে গুষ্টি শুদ্ধ!—

আনন্দ। সার্ব্বে! ডাক্তার সার্ব্বে?

ডাক্তার। আর purgativeএও কিছু হবে না।

[প্রস্থান।

আনন্দ। কেন! কেন! ডাক্তার বাবু!

[সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান।

দণ্ড। এর পরে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এর moral আমি এইটুকু বুঝলাম যে—এ্যা এঁ্যা—ছেলে বয়সে যে লোকে বিয়ে করে, সে নিজের জন্য, আর বুড়োবয়সে যে বিয়ে করে সে—এ্যা এঁ্যা—পরোপকারার।—তা পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্‌, [ ক্রন্দন ]

মল্লিকা। আহা কেঁদো না। আমি তোমারই, প্রাণেশ্বর। তোমারই। এ একটু এক রকম [illegible]-যাত্রা হয়ে গেল।

দণ্ড। ও! তাই! তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি পোসা। কিন্তু এত জ্যান্ত রস আর কোথাও দেখিনি।

মালতী। ঠাকুর্দে যে একজন খুব ভাল রসাধিকারী।

মল্লিকা। [illegible] রসজ্ঞনিবেদন রসিক [illegible]।

দণ্ড। [illegible] আমি রসিক। [illegible] তবে এ [illegible] উপযুক্ত প্রতিমূর্তি পাশে দাঁড়াও। [illegible] তার পর কিছু আর [illegible] দাবী চলবে না—একটা

এখনই।

মালতী [illegible]

মল্লিকা।

নেপাল। —[illegible]।

ডাক্ত (সখী [illegible] প্রবেশ ও [illegible])

আজ এ মধুর নিশি অটোবোজ একশিশি
এনেছি তোমারে বধূ দিতে উপহার।

১ সখী। সেজ্‌দি পাঠায়ে দেছে তোমারে
গাধার টুপি।
[ পরাইয়া দিলেন ]

দণ্ডধারী। ঠানদি দিতেছে পয়জার
[ জুতার হার পরাইয়া দিলেন ]

মালতী। ভাজ পাঠায়েছে এই আদর প্রশস্ত
[ কান মলিয়া দিলেন ]

মল্লিকা। ঠানদি দিতেছে গলহস্ত
[ অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন ]

৩ সখী। পাঠায়েছে মেজ' শালী,
মুখে এই চুণকালি, [মুখে মাখাইয়া দিলেন]

দণ্ডধারী। —কালির ছিল তা দরকার—

নেপাল ভিন্ন সকলে। যাও হে, তুমিহে কবি হে

দণ্ডধারী। ঢ[illegible] ঘোল মাথায় উহার
[ সকলে ঘোল ঢালিলেন ]

সখীগণ। তুমি আমাদের বধূ,

দণ্ডধারী। আমি তোমাদের বঁধু,

নেপাল। তিনি তাঁহাদের বধূ,

মল্লিকা। তোমরা তাঁহার।

নেপাল ভিন্ন সকলে। এসেছি তোমারে
বধূ দিতে উপহার

বর হে প্রিয় হে বর হে—
নিজ পরিবারে চির নিজ অধিকার—

দণ্ডধারী [illegible] পাশাপাশি দাঁড়াইলেন [illegible]
[illegible] দাঁড়াইলেন।]

[illegible] সখীগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া গাহিলেন

তুমি আমাদের বধূ
আমরা তোমার বঁধু—
তোমরা উহার বঁধু
উহারা তোমার—
ভালোয় ভালোয় শেষ এই নাটিকার।

---

যবনিকা পতন